সারস্বত লাইব্রেরীর উপন্যাস গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়-

প্রণীত

সারস্বত লাইব্রেরী

১৯৫।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৬, ফাল্গুন,

মূল্য দুই টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সারস্বত লাইব্রেরী

১৯৫।২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মেট্কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৩৪, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

উপহার পৃষ্ঠা
স্বাক্ষর—
তারিখ

প্রাণাধিক—

শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীমান্ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তোমাদের নামে

"চারুদত্ত"

উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীহরিসাধন

গ্রন্থকারের নিবেদন।

ভাবসম্পদে, ঘটনাবহুলতায় ও সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যে মহাকবি শূদ্রক-প্রণীত "মৃচ্ছকটিক" নাটক অতুলনীয়। এখনও এই বিশ্ববিশ্রুত নাটক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণী ভুক্ত।

অতীত যুগের সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ, হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব "Toycart" নাম দিয়া এই সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।

——সালের "ভারতী" নামক সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় "প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য মৃচ্ছকটিক" বলিয়া আমি প্রায় বৎসরাধিক কালব্যাপী এক দীর্ঘ সন্দর্ভ লিখি। এজন্য বহুদিন হইতে এই মৃচ্ছকটিককে লইয়া কোন কিছু একটা করিবার ইচ্ছা আমার বড়ই বলবতী হয়।

১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে, সংস্কৃত মহামণ্ডলের সদস্যগণ মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে "মৃচ্ছকটিক" নাটকের সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় আমি দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, অভিনয় দেখিয়া খুবই মোহিত হইয়াছি। অভিনেতারা নাট্য-ব্যবসায়ী নহেন। তাঁহাদের অনেকেই অধ্যাপক পণ্ডিত ও দেশভাষায় অভিজ্ঞ। অভিনেতৃগণের মধ্যে মৃচ্ছ-কটিকের নায়ক চারুদত্ত, তাঁহার মিত্র মৈত্রেয়, নাটিকা বসন্তসেনা প্রভৃতির অভিনয় সর্ব্বাংশে হৃদয়গ্রাহী।

সংস্কৃত মহামণ্ডলের সম্পাদক আমার বহুদিনের হিতকামী সুহৃৎ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ তিনিই এই "মৃচ্ছকটিকে"র অপূর্ব্ব ঘটনাবলম্বনে আমায় একখানি উপন্যাস লিখিতে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে না পারায় "চারুচন্তের" প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।

তবে সে কালের অতীত যুগের এক মহাকবির অপূর্ব্ব চিত্রের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতেছি, ইহা ভাবিয়া আমায় প্রতিপদেই সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারভার সাধু সুধী সজ্জনের উপর।

বিনীত

গ্রন্থকার

চারুদত্ত
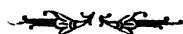
প্রথম পরিচ্ছেদ

কুল কুল নাদে, উজ্জয়িনী-পার্শ্ববাহিনী শিপ্রানদী, নর্ম্মদার বক্ষে মিলিত হইবার জন্য, উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া চলিয়াছে। সমগ্র উজ্জয়িনী-নগরী নিদ্রার মহামোহে সমাচ্ছন্ন। স্থাবরজঙ্গম সুষুপ্তিক্রোড়ে সংজ্ঞাহীন।

নগরে প্রায় সকল গৃহের দীপাবলি নির্ব্বাপিত। কেবল মাত্র দেবায়তনের চত্বরগুলির স্তিমিত দীপালোক, অন্ধকারের ভীষণতা বৃদ্ধি করিতেছিল। নগরের মধ্যে সুবিশাল গগনস্পর্শী রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলির স্থান কোনটি তখনও সুগন্ধ-দীপে সমুজ্জ্বল ছিল। তখনও কোন

কোন কক্ষ হইতে, নৃত্যকুশলা বিলাসিনীদের ক্লান্তকণ্ঠোদ্ভূত সঙ্গীতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

শিপ্রাতীরে এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের আবাস-ভবনের অবস্থাও তখন অন্ধকারময়। সেই আবাসভবন এক সময়ে ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি ছিল। অসংখ্য দীপালোকে, তাহার কক্ষগুলি নাট্যশালা সম সমুজ্জ্বল থাকিত। গভীর রাত্রেও আত্মীয়বন্ধুবর্গের আনন্দকোলাহল, কক্ষবাতায়নে প্রতিহত হইত। হায়! কোলাহলসংক্ষুব্ধ, এই বিশাল পুরী এখন তমসাচ্ছন্ন ও হীনশ্রী, তাহার সকল স্থানই শ্মশানবৎ নির্জ্জন।

সুখের দিন ত চিরকাল থাকে না; সুখ ও দুঃখ যে সনাতন নিয়মে চিরদিন পাশাপাশি বিদ্যমান। চক্রনেমির অবস্থার মত, ইহারা যে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। সুচারু কারুকার্য্যভূষিত, অতিথির পদধূলিস্পর্শে পবিত্র, প্রার্থী ও ভিক্ষুকগণের আশীর্ব্বচনমুখরিত, এই ক্ষুদ্র প্রাসাদতুল্য বাসভবনে এখন দুঃখের মলিন রশ্মি দেখা দিয়াছে। এই অট্টালিকার অধিকারী, একসময়ে অসংখ্য সুখের অধিকারী হইলেও এখন দুঃখের গভীর স্তরে নিমজ্জমান। যেখানে দিবারাত্র একটা উজ্জ্বলতা ফুটিয়া থাকিত, এখন সেই পুণ্যনিবাস যেন মেঘান্ধকারসমাচ্ছন্ন।

এই বাসভবনের অধিকারী যিনি, তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন "দেব-নিবাস।" এক সময়ে ইহার দেবনিবাসের মত ঐশর্য্যময় অবস্থা ছিল বলিয়াই, বোধ হয় ইহার এইরূপ নামকরণ হয়। সুখের দিনে এই অট্টালিকার চারিদিক্ আনন্দনিক্কণে প্রতিধ্বনিত হইত। আজ সুখের অভাবে তাহাতে বিষাদকাহিনীর করুণরাগ, আলেয়ার করুণসুরে জাগিয়া উঠিয়াছে।

অন্ধকারমণ্ডিত, শব্দমাত্রবিহীন এক অলিন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, কে এক জন সেই অন্ধকারে মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

"হায়! বিড়ম্বিত চঞ্চল ভাগ্য! তোমার এতই ছলনা! না, আর আমি তোমার হস্তে বিড়ম্বিত হইব না। আজই তোমায় পরাস্ত করিব।"

এই কথা বলিয়া সেই অন্ধকারবেষ্টিত পুরুষ, উপরতল হইতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে নীচের তলে নামিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল।

অদূরেই এক মর্ম্মর-বেদী। যত্নের অভাবে সেই শুভ্রবেদী দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছে। আর সযত্নে রচিত সেই প্রমোদ-উদ্যানের ভাগ্যও যেন তাহার অধিকারীর মত, দিনে দিনে মলিন হইয়া উঠিতেছে।

বাগানের মধ্যে কয়েকটী পুষ্পবৃক্ষে তখনও রাশি রাশি মল্লিকা, মালতী ও চামেলি ফুটিয়াছিল। স্নিগ্ধস্পর্শ নৈশসমীরণ, সেই অন্ধকারবেষ্টিত আগন্তুকের নাসাপুটে, সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধ আনিয়া দিল বটে, কিন্তু তাহাতে যেন পূর্ব্বের সে মোহভরা মাদকতা নাই।

দারুণ চিন্তায় ও অবসাদে আগন্তুকের ললাটে, মুক্তাফলবৎ স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ নৈশসমীরণস্পর্শে, সে স্বেদবিন্দু ক্রমশঃ অপসারিত হইলেও যেন অন্তরের উষ্মা তাহাতে বিদূরিত হইতেছিল না। আগন্তুক তাঁহার পীতবর্ণ উত্তরীয়বস্ত্রে মুখখানি মুছিয়া আকাশের দিকে একবার উদাসনেত্রে চাহিয়া বলিলেন—"না—কোথাও শান্তি নাই! শান্তির যদি কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে তাহা মৃত্যু! কিন্তু আমার ইপ্সিত মৃত্যু আমায় কে আনিয়া দিবে? এ জগতে দুঃখকে না ডাকিলেও সে আপনি আসে, কিন্তু মৃত্যুকে এত ডাকিয়াও পাইতেছি না কেন!"

এমন সময় কে যেন তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিল "হায় মূর্খ! হায় অশান্তচিত্ত! হায় মন্দভাগ্য! মৃত্যু যে তোমার নিজের আয়ত্তাধীন। মৃত্যু যে তোমার সামান্য চেষ্টায় লভ্য। তাহার জন্য এত

ভাবিতেছ কেন? মৃত্যুর উপায় ত অসংখ্য। সে উপায় যে কি—তোমার মত বুদ্ধিমানকে কি তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে? অই যে কল্লোলিতা, সুনীলসলিলা শিপ্রা, তোমার চোখের সম্মুখে বহিয়া যাইতেছে—উহার বক্ষে নিমজ্জিত হইলে তুমি কি শান্তি পাও না?"

সংসারজ্বালাপীড়িত, পরিবর্ত্তিতভাগ্য, সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তি সহসা চমকিয়া উঠিয়া, চারিদিকে একবার চাহিল। কই, কেহই তো নিকটে নাই! কে তবে একথা বলিল? এ অসম্ভব চিন্তা কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাহার মনোমধ্যে উদিত করিয়া দিল? সে পরক্ষণেই ভাবিল, যেই হউক না কেন সে—এ ইঙ্গিতবাণী যাহার, সে নিশ্চয়ই আমার বন্ধু। আমার প্রতি খুবই সমবেদনাময়। আমার দুঃখে সত্যই কাতর। আমি ইহার কথাই শুনিব। এই পথই আমার শ্রেয়ঃ।

ধীরে ধীরে উদ্যানমধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া, সে উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। এই দ্বারের পরই প্রস্তরমণ্ডিত সোপান-শ্রেণী। সোপানশ্রেণী পার হইলেই, শিপ্রার সুনীল সলিলস্রোত। এই স্রোতে আত্মবিসর্জ্জন করিলে কেহই দেখিবে না—কেহই জানিবে না। সকল জ্বালার শান্তি হইবে।

সেই অন্ধকারবেষ্টিত আগন্তুক, ধীরে ধীরে সেই প্রস্তরময় সোপান শ্রেণী দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। শেষ সোপানে পৌঁছিয়া নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে দেখিল তখনও উপরের কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। সেই কক্ষে যে—সেই হত-ভাগ্যের গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্তিসুখকাতর। একটু আগে সেও ত ঐ কক্ষমধ্যবর্ত্তী সুকোমল শয্যার উপর, এই প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, তন্বঙ্গী পত্নীর পার্শ্বে—তাহার স্নেহপুত্তলি নয়নানন্দ পুত্রের পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল।

এই সময়ে মায়া যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া অঙ্গুলিহেলনে তাহাকে সেই উপরের কক্ষটি দেখাইয়া বলিল—"ছি! মরিবে কেন? কি দুঃখে! তোমার চেয়েও কতলোক সহনাতীত কষ্ট ভোগ করিতেছে। কই, তাহারা ত তোমার মত এত অসহিষ্ণু নয়। জ্ঞানী, ধীর, শান্ত, স্থিরবুদ্ধি বলিয়া না তোমার একটা সুখ্যাতি আছে। তোমার অই প্রেমানুরক্তা নিরাপরাধা পত্নী—যে তোমার মুহূর্ত্তমাত্রের অদর্শনে কাতর ও চঞ্চল হয়, তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে তুমি নিষ্ঠুর? যে পুত্র স্নেহময়স্বরে পিতা বলিয়া তোমার কণ্ঠালিঙ্গন, করিলে, তুমি মণিময় হারের স্পর্শসুখকেও তুচ্ছ বলিয়া বোধ করিতে, সে পুত্রকে তুমি কোন্ অপরাধে নিষ্ঠুরের মত জন্মের মত ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ?"

না—এ চিন্তার পর আর মরা হইল না। সেই হতভাগ্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, আর একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে যেন শুনিল সেই অন্ধকাররাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া, তাহার পত্নী বলিতেছে—"কোথায় যাও জীবিতেশ্বর! আমি ত তোমার চরণে কোন অপরাধ করি নাই!" পুত্র যেন কাতরকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছে—"আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ তুমি বাবা! একদণ্ড আমায় না দেখিলে যে তুমি থাকিতে পার না।"

যে সোপানের স্তরগুলিতে এই হতভাগ্য একটু আগে নামিয়াছিল, কল্পনার চক্ষে এই সব অসম্ভব দৃশ্যদর্শনে, সে আবার ধীরপদে উপরে উঠিতে লাগিল। আবার অবসন্নপ্রাণে পূর্ব্বোক্ত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, তাহার শয়নকক্ষের আলো তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। সে সতৃষ্ণনয়নে সেই কক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময়ে কুমতি আসিয়া তাহার কাণে কাণে বলিল—"ছি! এমন সুযোগ হেলায় হারাইতে হয়? তোমার পুত্র ও পত্নী নিদ্রিত, বন্ধুরও

সেই অবস্থা। আজ যে শুভ অবসর নষ্ট করিলে, তাহা কি কাল আর পাইবে? উত্তমর্ণ যে কি, তাহা তুমি কখনও জানিতে না। কিন্তু এখন তোমার দুর্ভাগ্য, তোমাকে অনেক উত্তমর্ণের কঠোর শ্লেষের অধীন করিয়া দিয়াছে। তোমার দ্বার হইতে কখনও একটি অতিথি চলিয়া যায় নাই, এখন প্রতিদিনই তাহা ঘটিতেছে। ভৃত্য ও আশ্রিতবর্গ, একে একে তোমায় নিঃস্ব জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেছে। তোমার সুখের দিনে কত বন্ধু, কত আত্মীয় ছিল, কিন্তু কোথায় এখন তাহারা? তোমায় দেখিলে, এখন যে তাহারা ঘৃণায় মুখ ফিরায়! কি পরিতাপ! যে ঐশ্বর্য্য তাহাদের দান করিয়া আজ তুমি পথের ভিখারি, তাহারাই এখন তোমায় বিদ্রূপ করিয়া বলে, "অমিতব্যয়িতার ফলই এই।" এ বিষাদ, লাঞ্ছনা, মনঃকষ্ট, আত্মগ্লানি আর তুমি কত সহ্য করিবে।"

কুমতির জয় হইল। ভগবানের এ মোহময় সংসারে সুমতি ও কুমতির সংগ্রামে, বহুস্থলেই কুমতির জয় হইয়া আসিতেছে। কাজেই সেই হতভাগ্য আবার সেই উদ্যান-দ্বার দিয়া বাহির হইয়া, নদীতীরের সোপানশ্রেণী অবলম্বনে নদীগর্ভে নামিতে লাগিল। এমন সময়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে কে একজন সবলে তাহার উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া বলিল—"স্থির হও উন্মাদ! কি দুঃখে তুমি আত্মহত্যা করিতে যাইতেছ? আত্মহত্যা যে মহাপাপ। মহাপণ্ডিত হইয়া এ পাপ করিতেছ কেন—চারুদত্ত?"

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

——:•:——

চারুদত্ত, চমকিত ভাবে পিছন ফিরিয়া দেখিলেন—সম্বোধনকারী আর কেহই নহেন তাঁহার একান্তানুরক্ত চির প্রিয় মিত্র মৈত্রেয়। এই দুঃখের দিনে, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—কেবল করে নাই এই মৈত্রেয়। সুখের সঙ্গীরা দুঃখ দেখিয়া পলাইয়াছে, পলায় নাই—কেবল এই সুখেদুঃখে সমবেদনাময় একান্ত সুহৃৎ ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়।

চারুদত্ত সোপানশ্রেণী অধিরোহণ করিয়া, নিঃশব্দে ও মৌনাবস্থায় মৈত্রেয়ের পশ্চাৎগামী হইলেন।

নিকটেই অতীতের সৌভাগ্যবিজ্ঞাপক, এক ক্ষুদ্র মর্ম্মরবেদী। সুখের দিনে, সুখালসচিত্তে শ্রান্তি ও বিশ্রাম বাসনায়, এই বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। হায়! যত্নাভাবে সেই শুভ্র প্রস্তরময় বেদী এখন ধূলিধূসরিত।

চারুদত্ত উত্তরীয় দ্বারা সেই বেদীর ধূলিরাশি মুছিয়া, তাহার উপর বসিয়া মৈত্রেয়কে বলিলেন—"চির মিত্র হইয়া আজ এ শত্রুর কাজ করিলে কেন? আমার সুখের মরণে বাধা দিলে কেন?"

মৈত্রেয়। তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ বন্ধু! মানুষ যেমন অনন্ত আয়ু ভোগ করিতে পারে না, ঐশ্বর্য্যও সেইরূপ। আজ কিনা তোমার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, তুমি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? দারিদ্র্যের কলঙ্ক অপেক্ষা যে আত্মহত্যার কলঙ্ক আরও নিন্দনীয়।

চারুদত্ত বিমর্ষবদনে, অশ্রুভারাক্রান্ত লোচনে বলিলেন—"বড়ই অসহ্য মৈত্রেয়! সুখের পর দুঃখের জ্বালা বড়ই অসহ্য!"

মৈত্রেয়। তাহা বলিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হয়? একথাও কি একবার ভাবা উচিত ছিল না, যে তোমার অবর্ত্তমানে তোমার প্রাণাধিকা একান্তানুরক্তা পত্নী ধূতাদেবী, আর শিশু পুত্র রোহসেনের অবস্থা কি হইবে? তাহারা জীবিত থাকিতে, স্বেচ্ছামৃত্যুর কোন স্বাধীনতাই যে তোমার নাই!"

চারুদত্ত। সব জানি—সব বুঝি! কিন্তু অসহিষ্ণুতা অপেক্ষা বোধ হয় সাংঘাতিক যন্ত্রণা আর কিছু নাই। স্মৃতির জ্বালাময় শিখা, বড়ই দাহময়। বড়ই অসহনীয়। কতদিন আর এ জ্বালা সহ্য করিব সখে! জাননা কি তুমি—আজীবন দারিদ্র্যেও এক রকমের সুখের ছায়া থাকে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যাস্তের পরিণামজাত যে দারিদ্র্য, তাহাতে মহাদুঃখ। কেননা প্রথমটীতে স্মৃতির জ্বালা কম—দ্বিতীয়টীতে তাহার পূর্ণমাত্রায় বিকাশ।"

মৈত্রেয়। সেটা অশিক্ষিত অর্ব্বাচীনের পক্ষে। ধীর, শান্ত, সংযতচিত্ত চারুদত্তের পক্ষে নয়। অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি হইয়াও, যিনি তিলমাত্র বিচলিত হন নাই, দুঃখেও তাহার সেইরূপ অবিচলিত থাকা উচিত।

চারু। সত্য—কিন্তু জাননা তুমি সুহৃৎ! যে চিরদিন দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বার হইতে অতিথি বিমুখ হইলে তাহার দুঃখ কত বেশী? কত সাংঘাতিক? কত মর্ম্মান্তিক? জাননা কি, আজকাল আমি একেবারে রিক্তহস্ত। আজ প্রভাতেই দ্বারে

সমাগত অতিথিকে ফিরাইয়া দিয়াছি। কিন্তু এই রজনীপ্রভাতে কাল যদি আবার বুভুক্ষু অতিথি আমার দ্বারে উপস্থিত হয়, তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যে এই মৃত্যু-যন্ত্রণার অপেক্ষাও বেশী হইবে।

মৈত্রেয়। নারায়ণ মানুষের মনের কথা জানেন। জ্ঞানকৃত পাপ ত তুমি করিতেছ না। তোমার দুর্ভাবনার প্রতিকার সেই ভগবান্ করিবেন! তুমিই না একদিন আমায় বলিয়াছিলে, ভগবানের শক্তি সহায় না হইলে মানুষ একা কিছুই করিতে পারে না। যে ভগবানে একান্ত বিশ্বাস করে, ভগবান্ তাহারই বোঝা বহিয়া থাকেন। ভগবান্ যে ভক্তের

চারুদত্ত। কিন্তু আমি ত তাঁর ভক্ত নই! অভাবে আমার স্বভাব নষ্ট হইয়াছে। যাহার সময় ভাল যাইতেছে, সে সহজেই সদুপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু নিজের দুঃসময় উপস্থিত হইলে, সে নিজপ্রদত্ত সকল উপদেশ নিজেই ভুলিয়া যায়। তাহার প্রমাণ আমি।

মৈত্রেয়। ভ্রম! মহাভ্রম তোমার। তোমার মত সদ্গুণশালী, স্বাধ্যায়নিরত, শাস্ত্রজ্ঞ, ভগবৎকৃপার মর্ম্মজ্ঞ কয়জন ব্রাহ্মণ এই উজ্জয়িনীতে আছেন বল দেখি? কিন্তু ভ্রম সবারই হয়। মহাজ্ঞানীরও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইয়া থাকে। তোমার তাহাই হইয়াছে। যাও তোমার দেবমন্দিরে। একান্তচিত্তে, একমনে, তোমার ইষ্টদেবতাকে ডাকিয়া দেখ। তিনি তোমার কথা শুনেন কিনা সেটা শীঘ্রই জানিতে পারিবে?

চারুদত্ত এই কথায় মনে মনে কি ভাবিয়া, মৈত্রেয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"সখে! নিজের শক্তিতেই একটু বেশী বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভগবৎশক্তিতে করি নাই। আমিত্বের অহঙ্কারেই আত্মহারা হইয়াছিলাম। দারিদ্র্যজাত ভীষণ উত্তেজনা আমার মস্তিষ্ককে এতটা আচ্ছন্ন

করিয়া রাখিয়াছিল, যে আমি এই সহজ কথাটী ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত পাই নাই। সত্যই ভ্রান্ত আমি! মূর্খ আমি!"

মৈত্রেয়কে আর কিছু না বলিয়া, চারুদত্ত ধীরপদে তাঁহার দেবমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মৈত্রেয়ও নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

দেবমন্দিরমধ্যে তখনও আলোক জ্বলিতেছিল—সমস্ত রাত্রিই জ্বলিয়া থাকে। প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি সেই ক্ষীণ আলোকেও বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

কক্ষমধ্যে সুগন্ধদীপের গন্ধ—সুগন্ধ পুষ্পের গন্ধ। এই শুচিতার পবিত্রক্ষেত্রে, দেবগৃহের সীমার মধ্যে আসিয়া, চারুদত্তের প্রাণের ভিতর হইতে যেন একটা অন্ধকারময় ছায়া সরিয়া গেল। তিনি জোড় করে, ঊর্দ্ধনেত্রে, একদৃষ্টে, সেই প্রস্তরময় প্রতিমার দিকে দৃষ্টিসংন্যস্ত করিয়া মনে মনে বলিলেন—"ঐশ্বর্য্য চাহি না দেবতা! দারিদ্র্যের মুক্তি চাহি না দেবতা! আমার চিত্তের মোহ অপসারিত করিয়া দাও। আমার অন্ধকারময় এই নিরাশচিত্তে আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দাও। আমার মনের পাপ মার্জ্জনা কর। হৃদয়ে শক্তি দাও। উপস্থিত কর্ত্তব্যের প্রকৃত পথ দেখাও।"

চারুদত্তের চক্ষু দিয়া ভক্তি-অশ্রুপ্রবাহ বহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উপর যে একটা পাষাণের ভার চাপিয়াছিল, তাহাও যেন কমিয়া গেল। একটু পূর্ব্বে যে চিত্তে তীব্রঝটিকার সঞ্চার হইয়া, মহাপ্রলয়ের সূচনা করিয়াছিল, সে চঞ্চলচিত্ত যেন স্নিগ্ধশ্যাম 'সরসী' সলিলের মত স্থিরভাব ধারণ করিল।

আর মৈত্রেয়? সে সেই দেবগৃহের এক স্তম্ভান্তরালে বসিয়া তাহার প্রাণাধিক সোদরোপম সুহৃদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। চারুদত্ত দেবতাকে প্রণামান্তে আসন ত্যাগ করিয়া, কক্ষের বাহিরে

আসিলেন। দেখিলেন—মৈত্রেয় তখনও তাঁহার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছে।

চারুদত্ত গোৎসুকে বলিলেন—"তুমি এখনও এখানে দাঁড়াইয়া আছ? শয়ন করিতে যাও নাই?"

মৈত্রেয়। শয়ন করিতে গেলেই কি নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রিত হইতে পারিতাম? যাই হ'ক সখা—দেবোপাসনার প্রত্যক্ষফল তুমি এখনই দেখিতে পাইবে।

চারু। কি বলিতেছ তুমি মৈত্রেয়? আমি যে তোমার কথার কিছুই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

মৈত্রেয়। আমার একটা অনুরোধ এইমাত্র পালন করার প্রত্যক্ষফল ত দেখিলে। প্রাণের মধ্য হইতে কতটা বোঝা সরিয়া গেল বল দেখি? একটু আগে তোমার চিত্তের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহাই আছে কি?

চারু। না—এখন আমার প্রাণ যেন সম্পূর্ণরূপে কাতরতাশূন্য। হৃদয়ে একটা আত্মনির্ভরতা দেখা দিয়াছে। যে সহিষ্ণুতাকে হারাইয়া আমি উন্মত্তের মত আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম, সেই সহিষ্ণুতা আবার পূর্ণ তেজে আমার হৃদয়ে আসন বিস্তার করিয়া বসিয়াছে।

মৈত্রেয়। তাহা হইলে তুমি আমার সঙ্গে এস। দৈবনির্ভরতার অদ্ভুত ফল আমি তোমায় প্রত্যক্ষ করাইব।

চারুদত্ত তখনও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, যে মৈত্রেয়ের মনের প্রকৃত কথাটি কি? কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছেন—এজন্য তাহাকে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন।

মৈত্রেয়ের বিশ্রাম ও শয়নের জন্য চারুদত্ত একটী কক্ষ স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এটা হইয়াছিল—অবশ্য তাঁহার সুখের

দিনে। কিন্তু দুঃখের দিনে কক্ষসজ্জাগুলি একে একে বিক্রীত হওয়ায়, সেই কক্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। চারুদত্তের নিজের বিশ্রাম-কক্ষের অবস্থাও তখন এইভাবে হীনশ্রী।

সেই কক্ষমধ্যে ক্ষুদ্র খট্টাঙ্গের উপর, এক আড়ম্বরহীন কম্বলা-চ্ছাদিত শয্যা। মৈত্রেয় চারুদত্তকে বলিল—"এই শয্যার উপর স্থির হইয়া বসো। আমি যাহা করিব, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইও না।"

সেই কক্ষের একস্থানের মেঝের উপরের পাথরখানি সরাইয়া, মৈত্রেয় গহ্বর মধ্য হইতে দুইটী থলিয়া বাহির করিয়া, সহাস্যমুখে চারুদত্তের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"এই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দুইটী তোমার। যে অর্থাভাবে তুমি ইতিপূর্ব্বে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে—সেই অর্থ তোমার সম্মুখে। টাকাগুলি ঢালিয়া গুণিয়া দেখ।"

মৈত্রেয় শয্যার উপর সেই টাকাগুলি ঢালিয়া দিল। সব গুলিই চাক্‌চিক্যময় স্বর্ণ মুদ্রা! সংখ্যায় দুইশত।

চারুদত্ত বিস্মিতনেত্রে, মৈত্রেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ দুর্দ্দিনে—এত স্বর্ণ মুদ্রা—কোথায় পাইলে তুমি মৈত্রেয়! প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা আমি যে ইহার বিনিময়ে পাইতে পারি।"

মৈত্রেয় তখনই কক্ষান্তরে গিয়া একখানি ক্ষুদ্র কাগজ আনিয়া চারু-দত্তের হস্তে দিয়া বলিল—"এখানি পড়িয়া দেখ।"

চারুদত্ত দেখিলেন—এই ক্ষুদ্র লিপিখানি তাঁহারই স্বহস্তলিখিত। বহুদিন পূর্ব্বে, বিদেশপ্রবাসের সময়ে, মৈত্রেয়কে তিনি এই স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া কোন এক বিশ্বাসী মহাজনের হাত করিয়া উজ্জয়িনীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পত্রে লিখিয়াছিলেন—"মৈত্রেয়! এ মুদ্রা তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য দিলাম। ইচ্ছামত ব্যয় করিও।"

সে আজ দুই বৎসরের কথা। বন্ধুপ্রদত্ত এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি ব্যয়ের কোন প্রয়োজন না ঘটায়, মৈত্রেয় ইহার একটীও ব্যবহার করেন নাই। ঘরের মেঝেয় বসান এক চৌকা প্রস্তরের নীচে একটী গুপ্ত ধনস্থান ছিল, সেই খানেই তিনি এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। আর বহু দিনের ঘটনা বলিয়া মৈত্রেয় এ সম্বন্ধে সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এই দুই বৎসরের মধ্যেই চারুদত্তের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নানা হাঙ্গামে এই দুইটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং টাকার কথা মনে পড়িবার কোন সুযোগই তাহার হয় নাই।

মৈত্রেয় যে দিন দেখিল—চিরদিনই অতিথিসেবাপরায়ণ চারুদত্ত অর্থাভাবে মলিনমুখে অশ্রুপূর্ণনেত্রে অতিথিকে তাহার দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিতেছেন, তখন তাহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। চারুদত্ত উজ্জয়িনীর মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। দানে ও সৎকার্য্যে তাহার সর্ব্বস্ব ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। আজ তিনি দাতা হরিশ্চন্দ্রের মত সর্ব্বস্ব বিলাইয়া, পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সব দেখিয়া কি উপায়ে এই সোদরোপম বন্ধুর সম্ভ্রম রক্ষা হয়, এই ভাবনাতে মৈত্রেয় বড়ই অধীর হইয়া উঠিলেন।

এই চিরানুরক্ত অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ মৈত্রেয় ব্যতীত, আর একজনও চারুদত্তকে এই বিপদের দিনে ত্যাগ করে নাই। সে আর কেহ নয়—চারুদত্তের দাসী—রদনিকা।

মৈত্রেয় চিন্তাকাতর চিত্তে, অতি মলিনমুখে নিজের কক্ষমধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রদনিকা তাহার স্নানের বস্ত্রাদি লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল—"এত বেলা হইয়া গেল, স্নান কর নাই তুমি ঠাকুর! নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছ কি বল দেখি?"

রদনিকা নিম্নশ্রেণীর দাসী নহে। সে সদ্বংশজাতা, যুবতী। বাল্য-

কাল হইতেই বিধবা। এই অনাথা যুবতীকে চারুদত্তের বৃদ্ধ পিতা সাগরদত্ত কন্যাজ্ঞানে তাহাকে স্বগৃহে আশ্রয়ে দিয়াছিলেন। সেই অবধি সে এই সংসারে কর্ত্রীর মত অবস্থান করিতেছে,—আর এই মহা দুঃখের দিনেও, মহানুভব মিত্র মৈত্রেয়ের ন্যায়, সেও চারুদত্তকে পরিত্যাগ করে নাই।

রদনিকাকে দেখিয়াও মৈত্রেয় আসন ত্যাগ করিল না। কেবলমাত্র বলিল—"রদনিকে! এত শীঘ্র স্নান করিয়াই বা করিব কি? আজ প্রভাতে ভাণ্ডারের শূন্য অবস্থার জন্য, তোমার প্রভু অতিথি ফিরাইয়া দিয়া বিষণ্ণমুখে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। আর কি আমার স্নানাহারে রুচি হয় রদনিকা?"

রদনিকা কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে মৈত্রেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"ওঃ! একটা কথা মনে পড়িয়াছে ঠাকুর! উপরের অই ভগবান্ খুবই সত্য।"

মৈত্রেয়। কি কথা! ব্যাপার কি রদনিকা?

রদনিকা। মনে আছে ঠাকুর, একদিন তুমি অই দেয়ালের নীচে পাথরখানি তুলিয়া দুইটী স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলে? সে মুদ্রা কি ব্যয় করিয়াছ?"

এই কথাগুলি শুনিয়া অবসন্নচিত্ত মৈত্রেয়, ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া আসন ত্যাগ করিয়া বলিল—"ওঃ! এতদিন একথা বল নাই কেন তুমি। আমার সদাশয় বন্ধু, বিদেশে থাকিবার সময়, আমার খরচের জন্য যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার একটীও আমি ব্যয় করি নাই। তবে কথাটা একেবারে আমার স্মৃতিপথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল! এ দুর্দ্দিনে ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ তুমি!"

মহোৎসাহে, আনন্দচিত্তে, মৈত্রেয় সেই কক্ষের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। এক লৌহাস্ত্রের সহায়তায় পূর্ব্বোক্ত চৌকা পাথরখানি তুলিয়া

লইয়া সবিস্ময়ে দেখিল—তাহার মধ্যে লুক্কায়িত মুদ্রাগুলি সেই অবস্থাতেই আছে। চোরে বা দুষ্ট লোকে তাহা আত্মসাৎ করে নাই।

মৈত্রেয় সোৎসাহে বলিল—"রদনিকা! সত্যই নারায়ণ আমাদের সহায়। তোমার মুখ দিয়াই তিনি আমাকে এই গুপ্ত মুদ্রার কথা মনে করাইয়া দিলেন। এই মুদ্রায় তিন চারি মাস, চারুদত্তের খরচ-পত্রাদি চলিতে পারে। কিন্তু তাহাকে তুমি এই মুদ্রাসম্বন্ধে কোন কথাই এখন বলিও না। এ দুঃখের দিনে এরূপ আনন্দ সংবাদ পাইলে উত্তেজনাবশে আমার বন্ধুর কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আমিই উপযুক্ত অবসরে তাহাকে সকল কথা জানাইব।"

মৈত্রেয়ের উপদেশেই, রদনিকা তাহার প্রভুকে কোন কথা বলে নাই। আর ঘটনাচক্রে চালিত হইয়া, মৈত্রেয় সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার বন্ধুকে বিধিপ্রেরিত এই মুদ্রার কথা জানাইবার অবসরও পাইলেন না। কিন্তু যদি জানাইতেন, তাহা হইলে হয়ত চারুদত্ত আত্মনাশ করিতে যাইতেন না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিন রাত্রে, মৈত্রেয়ও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। সন্ধ্যার পর তিনি অন্তঃপুরমধ্যে বন্ধুর সন্ধানে গিয়াছিলেন। যখন রদনিকার মুখে শুনিলেন, দৈহিক অসুস্থতার জন্য চারুদত্ত শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে জাগরিত করিয়া, সাক্ষাৎ করার কোন প্রয়োজনই তিনি উপলব্ধি করেন নাই।

মৈত্রেয় নিদ্রাহীন অবস্থায়, শয্যার উপর চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। সহসা গভীর রাত্রে অন্তঃপুরের উদ্যানের দিকে দ্বারখোলার শব্দ পাইয়া তিনি উদ্যানমধ্যে আসেন। তখন চারুদত্ত নদীতীরে সোপানের উপর দাঁড়াইয়া নদীতে ঝম্প প্রদানে উদ্যত। কি করিয়া মৈত্রেয় তাহার সুহৃদের জীবন রক্ষা করেন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের যথাস্থানে বলা হইয়াছে। যে চারুদত্তকে লইয়া এতটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, সেই মহাত্মা চারুদত্তের

পরিচয় আমাদের দিতে হইবে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে ভারতে মুসলমান আদৌ প্রবেশ করে নাই। ভারতের সকল রাজ্যই তখন হিন্দু-শাসনাধীন।

উজ্জয়িনীর অপর নাম অবন্তিকা। কাশী, কাঞ্চী, দ্বারাবতীর মত ইহাও একটী মোক্ষদায়িকা পুরী। কাশীতে গঙ্গা, অবন্তীতে বা উজ্জয়িনীতে শিপ্রা। অমর কবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে, এই শিপ্রাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। মহাকাল—উজ্জয়িনীর প্রতিষ্ঠাতা দেবতা। আজও এই মহাকাল, উজ্জয়িনীর পুরাতন গৌরবময় স্মৃতি লইয়া উজ্জয়িনীতে বর্ত্তমান। আর এই উজ্জয়িনী কেবল কালিদাস ভবভূতির উজ্জল লীলাক্ষেত্র নহে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও রাজর্ষি ভর্ত্তৃহরি এই উজ্জয়িনীতে রাজ্য করিয়া গিয়াছেন।

ধনধান্যরত্নপূর্ণ, থরে থরে বাণিজ্যসম্ভার-শোভিত, সর্ব্বদাই জন-কোলাহলসংক্ষুব্ধ উজ্জয়িনীর শোভা, আমাদের বর্ণনীয় সময়ে অতি অনুপমেয় ছিল। প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, গগনস্পর্শী সৌধরাজি, বিচিত্র শোভনোদ্যান, মহাকালের পবিত্র মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট্যমন্দির ও বিশাল দীর্ঘিকা উজ্জয়িনীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যগৌরব-পরিচয় প্রদান করিত।

আমাদের উপন্যাসে বর্ণিত, এই কাহিনীর নায়ক চারুদত্ত একজন বাণিজ্যোপজীবী ব্রাহ্মণ। বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বনে তাঁহার পিতা পিতামহ যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। এই উজ্জয়িনী নগরী চারুদত্তের পৈত্রিক বাসস্থান।

এই চারুদত্তের কাহিনী বড়ই বৈচিত্র্যময়। তাঁহার পিতৃপুরুষানুক্রমে সঞ্চিতবিত্ত যে কেবল দানেই নষ্ট হইয়াছিল, তাহা নয়। তাহার সহিত আরও একটী ঘটনার সংশ্রব আছে। পাঠক ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।

পিতার মৃত্যুর পর, চারুদত্ত প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ, আর বিধাতা একাধারে তাঁহাতে রূপ গুণের যথেষ্ট সমাবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বভাব অতি মনোহর। তিনি বিনয়ী, গুণানুরাগী, আচার পরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধীরপ্রকৃতি ও স্বধর্ম্মনিরত। এই সমস্ত গুণের জন্য তিনি সমগ্র অবন্তীপূজ্য হইয়া সাধারণের নিকট হইতে "আর্য্য" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে সম্বোধন করিবার সময় "আর্য্য চারুদত্ত" বলিয়াই সম্বোধন করিত।

অনেক গুণ বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এ সকলের উপর তাঁহার আর একটী গুণ ছিল, সেটী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতা। পিতৃবিভবের অধিকারী হইয়া, তিনি দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে, প্রার্থিতের প্রার্থনা পূরণে, নিঃসহায়ের সহায়তাকরণে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। চারুদত্তের নিকট যাচকের দ্বার অবারিত। যে যায়, সেই পায়। রিক্তহস্তে কাহাকেও প্রায় ফিরিতে হয় না।

কিন্তু এ প্রকার ভাবে বেশীদিন চলিল না। নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিয়া কে কবে বিজয়ী হইয়াছে? সেই নিয়তিবশে এহেন গুণশীল চারুদত্তেরও চিত্তবিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। ধনী সন্তানকে মুক্তহস্ত হইতে দেখিলে, অনেক সুখের পারাবত তাহার চারিধার ঘিরিয়া ফেলে। চারু-দত্তেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। ইহাদের সংসর্গে, শুদ্ধ মতিমান জিতেন্দ্রিয় চারুদত্ত দিন দিন কলুষিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অমৃতপূর্ণ সুবর্ণকলসে যেন গোময় বিন্দু পড়িল। মহা মহীরুহ, সামান্য ঝঞ্ঝায় আলোড়িত হইল।

চারুদত্ত ইহাদের সংসর্গে ক্রমশঃ বিলাসী হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক দিকে দানশীলতার জন্য ব্যয়, অপরদিকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য অপব্যয়, ইহাতে যাহা ঘটিবার তাহাই হইল।

উজ্জয়িনীর সেই সময়ে খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা। বিলাসিতার ক্রীড়াকানন উজ্জয়িনী, তখন সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত। এজন্য চারুদত্তের বিলাসিতাও সেই সময়ের উপযোগী হইয়া উঠিল।

দ্যূত-ক্রীড়া তৎকালীন সমাজের প্রধান আমোদ। কুসঙ্গীগণের প্ররোচনায়, ধীর চারুদত্ত স্থির প্রবৃত্তি হারাইয়া এই কুৎসিত ব্যসনেই নিমগ্ন হইলেন। "সম্পত্তির অধিকাংশ অংশই সঙ্গীদের উদর পূরণে, এই দ্যূতব্যসনে, আর তদবশিষ্ট দানে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিলাসিতার পরিণাম অপব্যয়—অপব্যয়ের পরিণাম—দরিদ্রতা। সুতরাং "আর্য্য" চারুদত্ত অচিরাৎ বিলাসিতার ও বিচারবিহীন দানের চরম ফলপ্রাপ্ত হইলেন।

চারুদত্তের প্রকাণ্ড অট্টালিকা এতদিন উর্ম্মিসংক্ষুব্ধ মহাসাগরবৎ সর্ব্বদাই কোলাহলময় ছিল। আমোদআহ্লাদ ও সঙ্গীতোচ্ছাসে গৃহভিত্তি সর্ব্বদাই প্রকম্পিত হইত। প্রতি রাত্রে চারুদত্তের বিলাসপ্রকোষ্ঠ শত শত আলোকিত গবাক্ষ নেত্র উন্মীলিত করিয়া, উজ্জয়িনীর চারিদিকে আলোক-প্রভা বিস্ফারিত করিত।

দারিদ্র, সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে, সে সব ভাব ক্রমশঃ অপসারিত হইতে লাগিল। নন্দন মহারণ্য ও প্রমোদভবন শ্মশানে পরিণত হইল। ঐশ্বর্য্যের সহচর, সুখের পারাবত, বসন্তের কোকিল, লক্ষ্মীর বরযাত্রেরা তাঁহার এই ধনহীনতায়, অস্তগামী শশাঙ্কের করলেখার ন্যায় ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বসন্তের কোকিল—তাহারা বর্ষায় থাকিবে কেন?

থাকিবার মধ্যে রহিল—কেবল একমাত্র মিত্র—আবাল্য সঙ্গী—মৈত্রেয়। মৈত্রেয় এই চারুদত্তের প্রিয়তম মিত্র—প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। সুখের সহায়, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়। ঐশ্বর্য্য চারুদত্তকে ত্যাগ

করিয়াছে, অন্যান্য পরিজনবর্গ চারুদত্তের বিরাট সৌধ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু মৈত্রেয় তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

চারুদত্তের সুখের সময়ে মৈত্রেয় অনেক সুখভোগ করিয়াছে। এজন্য নিষ্ঠুরের মত সকলে চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিলেও, সে তাহার সোদরোপম বন্ধুকে ত্যাগ করিল না।

চারুদত্তের বিশাল আবাসভবনের অনেক ঐশ্বর্য্য বন্ধক পড়িয়াছে, গোপনে বিক্রীত হইয়াছে। আগে তাঁহার অতিথিশালায় অভুক্তেরা সারি বাঁধিয়া বসিয়া খাইত, এখন একটী লোককে অন্ন দিতে তাঁহার কষ্ট বোধহয়। তাঁহার নিজের অবশিষ্ট পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন তখন অতি কষ্টে চলে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া, মৈত্রেয় অনেক দিনই একটা অছিলা করিয়া আহারের পূর্ব্বেই বাটী হইতে বাহির হইয়া যায়, অন্যত্র কোথাও আহার করিয়া আসে।

এখন চারুদত্তের পোষ্য ও পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁহার পরিণীতা পত্নী ধূতা, শিশুপুত্র রোহসেন, দাসী রদনিকা, আর প্রিয় মিত্র মৈত্রেয়। ইহাদের ভরণপোষণ অতিকষ্টেই চলে।

এইজন্য তাঁহার চিরসুহৃৎ মৈত্রেয়ের যেদিন জুটে, সেই দিন খায়। যে দিন না জুটে, সেদিন সে অনাহারে থাকে। প্রাণান্তেও তাহার বন্ধুকে জানিতে দেয় না—যে সে অভুক্ত। চারুদত্তকে পরিত্যাগ করা মৈত্রেয়ের পক্ষে অতি অসম্ভব। সে নিজের সুখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, অনাহারে দীনবেশে থাকিতেও স্বীকৃত, কিন্তু এই দুঃখের দিনে—চারুদত্তের পরিচর্য্যা করিতে তাহার সর্ব্বশক্তির নিয়োগে বন্ধুর চিত্তভুষ্টি করিতে সে সর্ব্বদাই উৎসুক। তাহার মনের বিশ্বাস, ভগবানের কৃপায় আবার একদিন না একদিন চারুদত্তের সুখের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

চারুদত্তের পত্নী ধূতাদেবীও মৈত্রেয়কে সোদরের মত স্নেহ করিতেন। এত দুঃখে তিনি একটুও বিচলিতা হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই মিষ্টকথায়, উৎসাহ-বাক্যে, স্বামীকে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় উৎসাহিত করিতেন। ভগবান্ যে দিন যাহা জুটাইতেন, তাহা রাঁধিয়াই স্বামীকে খাওয়াইতেন। তার পর মাতা-পুত্রে একত্র প্রসাদ পাইতেন। এইজন্য মৈত্রেয় ইদানীং নানা অছিলায় অন্দরের মধ্যে আহারগ্রহণ ত্যাগ করিয়াছেন।

মৈত্রেয় কি অসম্ভাবিত উপায়ে দৈবপ্রেরিত হইয়া, চারুদত্তকে আত্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত করে, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

চারুদত্ত অতিথিকে কখনও বিমুখ করিতেন না। তবে তাঁহার সুখের দিনে অতিথিরা যেরূপ প্রচুর দান পাইত, এই দুঃখের দিনে তাহা পাইতনা বটে, আর যৎসামান্য যাহা কিছু পাইত, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত।

এইরূপ কপর্দ্দকবিহীন অবস্থা ঘটাতেই, চারুদত্ত একদিন তাঁহার দ্বার হইতে অতিথি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রত্যাখানজনিত মর্ম্মবেদনাটা কতটা শক্তির সহিত তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছিল, পূর্ব্বে বিবৃত আত্মনাশের চেষ্টাই তাহার প্রমাণ।

এজন্য চারুদত্ত সর্ব্বদাই ভাবতেন মৈত্রেয়ের মত বন্ধু কি এজগতে পাওয়া যায়? এতদূর আত্মত্যাগী সুহৃদ্‌হিতকামা, স্বার্থগন্ধরহিতচিত্ত, সোদরসদৃশ সুহৃৎ যে দেবতার দুর্লভ দান।

চারুদত্ত একবার বাণিজ্যব্যপদেশে, কিছু দীর্ঘকালের জন্য উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় তখন তাঁহার বাটীতেই ছিলেন। সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের বন্দোবস্ত তিনি করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৈত্রেয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন নাই।

এই জন্যই তিনি বিদেশ হইতে কোন বিশ্বস্ত বণিকের মারফৎ, স্বচ্ছন্দ ভাবে খরচপত্র করিবার জন্য, তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ মৈত্রেয়কে এক

থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু মৈত্রেয় তাহার একটী কপর্দ্দকও ব্যয় করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত গুপ্তস্থানে রক্ষিত সেই থলিয়া ভরা স্বর্ণমুদ্রা-গুলি কি উপায়ে বাহির হয়, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

দৈব প্রেরিত এই কয়েকশত স্বর্ণমুদ্রায় চারুদত্তের মনের স্বচ্ছন্দ ফিরিয়া আসিল। অতঃপর তাঁহার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত দরিদ্রভিক্ষুক আর অতিথিগণ রিক্তহস্তে ফিরিতেছিল না।

একদিন চারুদত্ত তাঁহার বৈঠকখানার কক্ষে একাকী বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। মৈত্রেয় কোন কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে চারুদত্তের চিন্তাপূর্ণ বিষণ্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া, বড়ই দুঃখিত হইল। মৈত্রেয় এটুকু লক্ষ্য করিল, তাহার বন্ধুর সম্মুখে লোহিতবর্ণের এক পত্রখণ্ড উন্মুক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ব্যাকুলভাবে চারুদত্তের পার্শ্বে বসিয়া মৈত্রেয় বলিল—"এক মনে কি ভাবিতেছ সখা! আবার চিন্তা কেন?"

চারুদত্ত তাঁহার সম্মুখের সেই উন্মুক্ত পত্রখানি অঙ্গুলিহেলনে দেখাইয়া বলিলেন—"এই পত্র হইতে আমার এক মহা ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।"

মৈত্রেয়। কার পত্র? পত্রখানি হইতে যে যূথিকার সুগন্ধ বাহির হইতেছে দেখিতেছি!

চারুদত্ত মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"পড়িয়া দেখ! তাহা হইলেই বুঝিবে আমার চিন্তার কারণ কি?"

চঞ্চলহস্তে, পত্রখানি লইয়া মৈত্রেয় মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা পাঠ শেষ করিয়া বলিল—"ওঃ বসন্তসেনার পত্র! সে তাহার বাসন্তী উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য তোমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছে। তার জন্য আর এত ভাবনা কেন? উজ্জয়িনীর রাজা হইতে সকল পদস্থ লোক যখন সেখানে যাইবে, তখন তোমার যাওয়ায় ক্ষতি কি?"

চারুদত্ত। বিশেষ ক্ষতি কিছু নাই। আমার সুখের দিনে বসন্তসেনার মাতা একাধিকবার আমার বাটীতে আসিয়া দুর্লভ মূল্যে রত্নাদি কিনিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু—

মৈত্রেয়। কিন্তু কি? তুমি এখন দরিদ্র হইয়াছ, এই ত? তুমি তোমার গৃহকক্ষের মধ্যে নিজেকে দরিদ্র বলিয়া বিবেচনা কর বটে, কিন্তু উজ্জয়িনী নগরে তুমি আজও বিত্তশালী বলিয়া পরিচিত। সবাই তোমার দেবসুলভ গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করে। কিরূপ বিনীত ভাবে বসন্তসেনা তোমায় নিমন্ত্রণ করিতেছে সেটা দেখিয়াছ কি?

চারুদত্ত মলিন হাস্যের সহিত বলিলেন—"তাহা ও দেখিয়াছি। তাঁহার নিমন্ত্রণ এই উজ্জয়িনীতে কেহই অগ্রাহ্য করিবে না। সমাজের উচ্চস্তরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাহার এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। গত পূর্ব্ব বৎসরের রাজকীয় বসন্তোৎসবে ত আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু মৈত্রেয় আমার মনের কথা এই—এবার আমি যাইতে ইচ্ছুক নহি। এ অনিচ্ছার প্রধান কারণ, আমার বর্ত্তমান হীনাবস্থা।"

মৈত্রেয় বলিল—"তাহা হইলে একটা বাক্সে আপত্তি জানাইয়া তোমার অনুপস্থিতি সম্ভাবনার কথা লিখিয়া দাও। পত্রখানির উত্তর পাইলেও বসন্তসেনা বোধ হয় অনেকটা আশ্বস্তা হইবে।'

বন্ধুর এই সমীচীন প্রস্তাব চারুদত্তের মনোনীত হইল। চারুদত্ত অতি বিনয়ের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণে তাহার অক্ষমতা জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। মৈত্রেয়, সেই পত্র চারুদত্তের ভৃত্য বর্দ্ধমানককে দিয়া বসন্তসেনার বাটীতে পাঠাইয়া দিল। পত্রখানি মদনিকার হাতেই পড়িল।

এই প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া বসন্তসেনা কি করিল, তাহা পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই বার বসন্তসেনার একটু বিশদ পরিচয় দিব। সে পরিচয় টুকু না পাইলে, এই আখ্যায়িকার সমস্ত ঘটনা পরিস্ফুট হইবে না। কেননা, আমরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন ভারতে মুসলমান জাতি প্রবেশ করে নাই। ধনৈশ্বর্য্যোপরিপূর্ণ এই উজ্জয়িনী তখন ভারতের অলঙ্কার ছিল।

অতুলরূপশালিনী, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী, বসন্তসেনা উজ্জয়িনীর একজন নামজাদা গণিকা। গণিকাগর্ভজাত সে বটে, কিন্তু কলঙ্কিতচরিত্রা সে নয়। তাহার চরিত্র তখনও পর্য্যন্ত অনাঘ্রাত। জীবে দয়া, দেবতায় ভক্তি, পাপের মন্দিরে জন্মিয়াও পুণ্যে আনন্দ, সৎকর্ম্মে সহানুভূতি, বিপন্নের সহায়তা, তাহার সহজাত প্রবৃত্তি। রূপের মত রূপ লইয়া, বসন্তসেনা এই ধরায় আসিয়াছিল। সে রূপ যে দেখিত, সে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু রূপের মূল্য অপেক্ষা তাহার গুণের মূল্য আরো বেশী। কমলার কৃপা তাহার উপর যথেষ্ট। বলা বাহুল্য—এ ঐশ্বর্য্য তাহার মাতৃ উপার্জ্জিত।

তাহার বাড়ী বহুসংখ্যক মহলে বিভক্ত। তোরণদ্বারসমূহ গগনস্পর্শী

ও বলবান্ প্রহরী সুরক্ষিত। বাহির মহলে দেবালয় ও অতিথিশালা। অভুক্ত আশ্রয়হীন অতিথিগণ এই অতিথিশালায় সযত্নে আশ্রয় পাইত। ইচ্ছা করিলেও সহসা কেহ তাহার সাক্ষাৎ পাইত না। নগরের মধ্যে ধনকুবের যাঁহারা—তাঁহারা প্রেমপ্রার্থী ও দর্শনাভিলাষী হইলেও প্রায়ই এই বসন্তসেনার দর্শন পাইতেন না।

অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠগুলির সজ্জা অতি মনোহর। স্তম্ভগুলি মণিখচিত—গৃহকক্ষ মর্ম্মরমণ্ডিত। অসংখ্য সুগন্ধ দীপাবলি, দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, কক্ষগাত্রবিলম্বী মুকুর, বহুমূল্য সাজ-সরঞ্জাম। উজ্জয়িনীর অধিপতি যিনি—তাঁহার কক্ষের সাজসজ্জার তুলনায় এই বসন্তসেনার কক্ষের সজ্জাপ্রণালী একটুও হীন নয়। আর তার চেয়ে সুন্দর এই সৌন্দর্য্য-সম্ভারপূর্ণ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার অধিকারিণী এই বসন্তসেনা।

দরিদ্রকে দান, বসন্তসেনার একটী নিত্যক্রিয়া। যে কেহ প্রার্থীরূপে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইত, সে তাহার প্রার্থনামত, প্রয়োজনমত অর্থলাভ করিত। একদিন এই উজ্জয়িনীতে আর্য্য চারুদত্তেরও এইরূপ দানগৌরব ছিল। কিন্তু ভাগ্যবৈগুণ্যে সেই চারুদত্ত এখন দরিদ্র। অধুনা তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত সম্ভ্রম লোপ পাইবার পথে দাঁড়াইয়াছে।

উজ্জয়িনীর মধ্যে তিনজন লোক সেই সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই তিন জনেরই ঐশ্বর্য্যপ্রবাদ খুব বেশী। এই তিন জনের বাসভবন এক একটী প্রাসাদ বই আর কিছুই নয়। এই তিন জনের প্রথম হইতেছেন উজ্জয়িনীর রাজা পালক, দ্বিতীয়—দানবীর আর্য্য চারুদত্ত, তৃতীয়—এই গণিকা বসন্তসেনা।

রাজা পালক, দেশাধিপতি হইলেও তাঁহার দান-ধ্যানাদি কিছুই ছিল না। চারুদত্ত চিরদিনই দানবীর। কিন্তু অপরিমেয় ধনশালিনী, বসন্তসেনা ইদানীং চারুদত্তকেও দানশৌণ্ডতায় পরাজিত করিয়াছিল।

বারাণসীর বরণীয় দেবতা যেমন বিশ্বেশ্বর, সেইরূপ উজ্জয়িনীর একমাত্র প্রধান দেবতা মহাকাল। এই মহাকালের মন্দির এখনও উজ্জয়িনীতে বর্ত্তমান। বহু পূর্ব্বকালে এই মহাকালের মন্দিরসংলগ্ন বিশাল নাট্যমন্দিরে—কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররামচরিতের অভিনয় হইত। মহাকালের-মন্দিরচত্বর, নাট্যশালা, তৎসংলগ্ন বিশাল সরসী, আজও অতীতের গৌরবস্মৃতি লইয়া বর্ত্তমান।

বালার্ককিরণমালা—নিদ্রা কুহেলিকামুক্তা মেদিনীর শ্যামবক্ষ, স্বর্ণরঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে, বসন্তসেনা শয্যা ত্যাগ করিয়া শিপ্রায় স্নান করিতে যাইত। তৎপরে মহাকাল-মন্দিরে গিয়া শিবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিত। ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার শিবিকার পার্শ্ববেষ্টনকারী দরিদ্র ভিক্ষুকদিগকে যথেষ্ট দান করিত। এ সময়ে ভিক্ষুকসংখ্যাও বড় কম হইত না—তাহার কারণ এই, সকলেই জানিত—বসন্তসেনা কোন্ সময়ে স্নানে যায়। সুতরাং এই ভিক্ষুকদের জনতা প্রতিদিনই সমানভাবে বিদ্যমান থাকিত।

দুষ্কৃতাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা পালক নানা উপায়ে এই ধনগর্ব্বে গরীয়সী, রূপগৌরবে মহীয়সী, বসন্তসেনাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘৃণার সহিত উজ্জয়িনী রাজের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত অর্থবান নাগরিক অর্থ লইয়া তাহার দ্বারে যাতায়াত করিত, কিন্তু বসন্তসেনা তাহাদের অনেকের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিত না। যাহারা সৌভাগ্যক্রমে তাহার দর্শনলাভ করিত, তাহাদের কাহাকেও সে প্রশ্রয় দিত না। সবাই মলিনমুখে, নিরাশচিত্তে ফিরিয়া আসিত। আর মনে মনে এই গণিকার, অপূর্ব্ব চরিত্রের, অতিরিক্ত দর্পের কথা আলোচনা করিয়া, নিরাশাসাগরে নিমগ্ন হইত।

তবে কি বসন্তসেনার হৃদয় নারীস্বভাবসুলভ সরল প্রেমবর্জ্জিত;

না—তাহা নয়। নারীহৃদয় কখনও ভালবাসাশূন্য থাকিতে পারে না। বসন্তসেনা ইতিপূর্ব্বেই একজনকে অতি সংগোপনে তাহার হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কেহই নহেন,—উজ্জয়িনীপুজ্য এই আর্য্য চারুদত্ত।

তাহার তোরণদ্বারে সমাগত অসংখ্য বিত্তবানের উপরোধ অনুরোধ, তোষামোদ ও অর্থের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া, কেন বসন্ত-সেনা এই বিত্তহীন অতি দরিদ্র চারুদত্তকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল, সে কথা সেই বলিতে পারে।

চারুদত্ত ব্রাহ্মণ হইলেও বাণিজ্যোপজীবী। বহুমূল্য মণিমুক্তা বিক্রয় তাঁহার প্রধান ব্যবসা ছিল। কিশোরী বসন্তসেনাও দুই একবার তাহার মাতার সহিত চারুদত্তের ভবনে বহুমূল মণিমুক্তাদি কিনিতে গিয়াছিল। সেই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ। আর চারুদত্তের অবস্থাও তখন খুব ভাল। যৌবন ও কিশোরের সন্ধিস্থলে, প্রথম দর্শনেই বসন্তসেনার প্রাণে চারুদত্তের দেবোপম রূপের নির্ম্মল ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। সে প্রতিবিম্ব—এখন সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

তারপর আর তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে বসন্তসেনা পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করিল। এই সময়ে কাম-দেবায়তন নামক প্রমোদোদ্যানে রাজা পালক ও তাঁহার স্তাবকবর্গের চেষ্টার ফলে, এক "বসন্তোৎসবে"র সূচনা হয়। এই সাধারণ মিলনক্ষেত্রে, বসন্তসেনা চারুদত্তকে বহুদিন পরে দ্বিতীয়বার দেখিতে পায়। সেই সময়ে যে পাষাণ প্রাণ, অসংখ্য বিত্তবান্ কাতর প্রেমিকের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষার নেত্রে দেখিয়াছিল—তাহা কামদেবায়তনের এই বসন্তোৎসবের দিন একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বসন্তসেনা চারুদত্তের চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিল। জগতের কেহই জানিল না, কিন্তু সে অতি

গোপনে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করিল। চারুদত্তের অবস্থা তখন খুবই অবনতির দিকে। বসন্তসেনা শুনিয়াছিল, চারুদত্ত ঋণদায়ে গৃহসজ্জা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছেন। আর দুই দিন পরে হয়ত তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে—তবুও সে অতি সন্নিকটবর্ত্তী দারিদ্র্যের কবলভুক্ত এই চারুদত্তকে, তাহার হৃদয় দান করিল। এক চন্দ্রমাশালিনী, পুষ্পবাসময়ী নীরব নিথর মধুযামিনীতে, মদনোদ্যানে উৎসব দেখিতে গিয়া, হতভাগিনী বসন্তসেনা হৃদয় হারাইয়া আসিল।

সে এই আত্মসমর্পণের জন্য একটুও অনুতপ্ত হয় নাই। কিন্তু অনুতাপ না দেখা দিলেও নিরাশা আসিয়া তাহার চিত্তাধিকার করিল। চারুদত্ত দ্যূতক্রীড়ক হইতে পারেন, দানশীলতা ও অপব্যয়ে যথাসর্ব্বস্ববিহীন দরিদ্র হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। পরিণীতা পত্নীতে তিনি একান্ত অনুরক্ত। ইহাই বসন্তসেনার নিরাশার প্রধান কারণ।

কিন্তু রমণীর স্বভাবই এই যে, যাহাকে অন্তরের সহিত সে হৃদয় সমর্পণ করে, তাহাকে পাইবার জন্য জীবন দানেও কুণ্ঠিত হয় না। কোন বাধা বিপত্তিকেই সে গ্রাহ্য করে না। প্রাবৃটের প্রবল স্রোত যেমন পাষাণের সুদৃঢ় বাঁধকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ বাধাপ্রাপ্ত প্রেমিকা—তাহার প্রেমপথের কণ্টকস্বরূপ সমস্ত বাধা বিপত্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে।

বসন্তসেনা মনের আগুনে নিজেই পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। তাহার একমাত্র বিশ্বস্ত সখী মদনিকা ব্যতীত আর কেহই তাহার মনের কথা জানিতে পারিল না। মদনিকা—তাহার সখী, সঙ্গিনী ও সচিব। মাতার নিকট বসন্তসেনা যে কথা গোপন করিত, এই মদনিকাকে তাহা নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া বলিত।

সূর্য্যকরোত্তপ্ত কুসুমের মত, গোপনে পুষ্ট প্রেমের দারুণ চিন্তায়, বসন্তসেনা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কারণ যে কি তাহার মাতা বহু চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না। বসন্তসেনার মাতা নগরের এক শ্রেষ্ঠ বৈদ্যকে ডাকাইয়া বসন্তসেনাকে দেখাইল; সে বহুমূল্য ঔষধের ব্যবস্থা করিল। আর বসন্তসেনা ঔষধগুলি জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

সে ত আজ ছয় মাসের কথা। কামদেবায়তনে সে প্রাণভরিয়া চারুদত্তকে দেখিয়াছে। তারপর আর দেখা হয় নাই। দেখিবার কোন সুযোগও নাই। প্রগল্‌ভার মত সে ত চারুদত্তকে গোপনে ডাকিয়া পাঠাইতে পারে না। কিংবা অভিসারিকার মত উপযাচিকা হইয়া লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার বাড়ীতে ও উপস্থিত হইতে পারে না। এই জন্য প্রেমোন্মাদিনী বসন্তসেনা সর্ব্বদাই ভাবিত, প্রিয়তমকে দেখিবার উপায় কি?

মনের যাতনা নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় সে একদিন শয্যায় তিষ্ঠিতে পারিল না। কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত। কিন্তু দ্বাদশীর চাঁদের আলোতে তাহার কক্ষ পরিপূর্ণ। বাতায়ননিম্নস্থ কুসুমোদ্যান হইতে, মৃদুমলয় তাহার নাসাপুটে বকুল শেফালি চম্পক ও নাগকেশরের মধুময় মিশ্র সুবাস আনিয়া দিতেছে। তাহার সর্ব্ব গাত্র চন্দনবিলেপিত। বিশ্রামকক্ষ অগুরুধূমবাসিত। তবুও জ্বালার শান্তি নাই। কে যেন তাহার শয্যায় কণ্টক ছড়াইয়া দিতেছে। সুকোমল শয্যাস্তরণ যেন অগ্নিকণায় পূর্ণ।

বাতায়ন খুলিয়া, সে একবার চন্দ্রমাশোভিত আকাশের দিকে চাহিল। সেই উন্মুক্ত গবাক্ষপথপ্রবিষ্ট, পুষ্পসুবাসবাসিত, মৃদু মলয় তাহার সুকুঞ্চিত অলকাগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। চিন্তাজনিত উত্তেজনায় আরক্ত কপোলদেশের লোহিতরাগ সেই মৃদু

সমীর স্পর্শে অনেকটা সাম্যভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের যাতনার তিলমাত্র উপশম হইল না।

বসন্তসেনা মরালীর ন্যায় মৃদুগতিতে, ধীরপদে নীচে নামিয়া আসিল। তাহার প্রমোদোদ্যানমধ্যে দর্পণের মত অতি স্বচ্ছ অতি সুন্দর সরসী। মৃদু নৈশবায়ুস্পর্শে, সেই কাকচক্ষু তড়াগ-সলিলের উপর বিচিত্র লহরলীলা জাগিয়া উঠিয়াছে। আকাশের চাঁদের সমুজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া, শ্যাম-সরসী যেন অতিমাত্রায় গর্ব্ববিস্ফারিত। কেননা—চাঁদের আলোতে অতি কুৎসিত যে, সেও অতি সুন্দর দেখায়।

বসন্তসেনা সেই সরসীপার্শ্বে এক ক্ষুদ্র প্রস্তর-বেদিকায় উপবেশন করিল। প্রকৃতির সবই যেন তাহার চক্ষে তখন অতি মধুর বলিয়া বোধ হইল। শ্যাম তরুলতা, সেই চাঁদের হাসিতে হাসিতেছে। মৃদুবায়ুপ্রহত ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিরাজি, যেন সেই পরিস্ফুট চাঁদের আলোর হাসিভরা বদনে নৃত্য করিতেছে। তরুশীর্ষে বিকশিত কুসুমরাজি যেন তাহার মলিন আস্যে হাসি ফুটাইবার জন্য, নৈশ সমীরস্পর্শে ও চন্দ্রকিরণপ্লাবনে আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

কিন্তু মন যার অসুস্থ, আর সেই মনে যার চিন্তাব্যাধি, সে নিসর্গের এ মধুর শোভায় ভুলিবে কেন? দেহ যে মনেরই অধীন। অত সুখ বিলাসের মধ্যেও কাজেই গরবিনী বসন্তসেনা বড়ই অসুখী।

বসন্ত সেনা—এক দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া আকাশের বুকে মেঘমণ্ডল-মধ্যে ক্রীড়াশীল চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ঐ যে চন্দ্রমা রূপের গর্ব্বে শুভ্র মেঘের মধ্যে অত ছুটাছুটি করিতেছে, আর্য্য চারুদত্ত! সে কি তোমার মত সুন্দর? তার স্পর্শ কি তোমার চেয়েও স্নিগ্ধ? তার অমৃত বর্ষণ কি তোমার সুমিষ্ট বাক্যাবলীর,

অপেক্ষাও চিত্তারামপ্রদ ? কেন আমি তোমার রূপ দেখিয়া মজিলাম। আমি ঘৃণিতা গণিকা-কন্যা। পাপবিদ্ধা না হইলেও সমাজ-চক্ষে মহা অপরাধিনী। তুমি কি আমার কৃপা করিবে প্রভু ? হে দয়িত! কান্ত! প্রিয়! চিরবরেণ্য! তুমি কি আমার হইবে? আমার এই দুঃস্বপ্ন কি কখনও সুখ-স্বপ্নে পরিণত হইবে ? তোমায় কি পাইব না ? কেন পাইব না ? মলয় কি বিষলতাকে স্পর্শ করে না ? চন্দ্র কি পঙ্কিল সলিলের উপর নিজের ছায়া প্রতিফলিত করে না ? বৃষ্টি কি মরুভূমিতে বারি বর্ষণে বিরত হয় ? তবে তুমি আমায় কৃপা করিবে না কেন ?"

"আমি তোমার চরণের দাসী। তোমার আলাপন শুনি নাই, তোমার সাহচর্য্য লাভ করি নাই, তোমার চরণ স্পর্শ করিবার সুযোগ পাই নাই—তোমার সুগন্ধমাখা নিশ্বাসের অতিক্ষীণ উচ্ছ্বাসও আমার অঙ্গ-স্পর্শ করে নাই—তোমার শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করে নাই, তবু আমি তোমায় দেখিয়া মজিয়াছি। পতঙ্গ যেমন স্বেচ্ছায় অগ্নিমুখে আত্মসমর্পণ করে, আর সেই আগুনেই পুড়িয়া যায় এ হতভাগিনীর অবস্থা এখন সেই অনলবিদগ্ধা পতঙ্গীর মতই হইয়াছে।"

"এত নিষ্ঠুর তুমি! প্রিয়দর্শন হইয়াও এত প্রাণহীন তুমি! সমগ্র উজ্জয়িনীর কুবেরপুত্রগণ যে বসন্তসেনার কণামাত্র কৃপার ভিখারী, তার একটী কথায়, একটু হাস্যে, একটু আলাপে, কৃতার্থমন্য বোধ করে, যে তাহাদের চক্ষে স্বর্গের জিনিস, আজ সেই বসন্তসেনা—তোমার জন্য অধীরা। সে আজ তোমার অদর্শনে বিয়োগবিধুরা। সে গর্ব্ব ভুলিয়াছে নারীর দর্প ভুলিয়াছে—লজ্জা ভুলিয়াছে—বিলাসব্যসন ত্যাগ করিয়াছে, অঙ্গরাগে তাহার বিরাগ জন্মিয়াছে—আহারে তাহার স্পৃহা কমিয়াছে, যে জীবন্তে মরিয়া আছে! হায় কান্ত! তুমি কি একবার দেখা দিবে না।

"না—কে যেন আমার অন্তরের অন্তর হইতে বলিয়া দিতেছে—বাম-

নের চন্দ্রস্পর্শের আশার মত, তোমাকে পাইবার আশা আমার পক্ষে অতি অসম্ভব! কিন্তু আমি তাহার জন্য একটুও ভীত নই। আমি জানি, আশ্রিত-প্রতিপালনই তোমার ধর্ম্ম। এই জন্যই তুমি তোমার সর্ব্বস্বনষ্ট করিয়াছ। আমি তোমার চরণাশ্রিতা, শরণাগতা, প্রেমমুগ্ধা, গুণমোহিতা ও রূপদর্শনে আত্মহারা! আর্য্য! পূজ্য! প্রণম্য! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে তোমার জন্ম। আর গণিকার গর্ভে আমার আবির্ভাব। হে পুণ্য! তুমি কি আমার মত পাপিষ্ঠাকে তোমার পদস্পর্শ করিতে দিবে?

"তুমি আগে যেমন ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলে, এখনও যদি তাই থাকিতে, তাহা হইলে হয়ত আমি তোমায় এতটা বেশী ভালবাসিতে পারিতাম না। অপরের চক্ষে দরিদ্র হইলেও আমার চক্ষে যে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। ভগবান্ তোমার রূপ-সম্পদ দিয়াছেন, যশঃসম্পদ দিয়াছেন মহত্ত্বভরা প্রাণ দিয়াছেন। হায় প্রিয়! তুমি কি আমার হইবে না? এই অতুল ধনশালিনী বসন্তসেনা যদি তোমারই মত উদারহৃদয়ে তাহার সর্ব্বস্ব—দরিদ্র-সেবায় ব্যয় করে, তোমার চরণে ধরিয়া বলে—আমি সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আজ তোমার জন্য পথের ভিখারিণী হইয়াছি—আমায় চরণে আশ্রয় দাও—তাহা হইলেও কি তুমি আমায় চরণে স্থান দিবে না?"

"না—দুরাশা! স্বপ্নের কল্পনা! আশার ছলনা! আমি তোমায় পাইব না—পাইতে পারি না। তুমি সৎকুলোদ্ভব উজ্জয়িনী পূজ্য ব্রাহ্মণ! আমি এ পর্য্যন্ত অপাপবিদ্ধা হইলেও—সমাজে ঘৃণিতা, উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা গণি-কার কন্যা! তুমি সমুদ্র—আমি পঙ্কিল গোষ্পদ। তুমি উষাপরশ-শিহরিত সুপবিত্র স্নিগ্ধ মলয়—আমি পূতিগন্ধময় নরকের সমুষ্ণ নিশ্বাস।"

"তোমায় যদি না পাই, তাহা হইলে আমার এ জীবনই বৃথা! এত ঐশ্বর্য্য আর তার সঙ্গে এ দুর্ব্বিসহ ভারময় জীবন লইয়া আমি কি করিব? নারীর শ্রেষ্ঠ বাসনা যাহা, স্পৃহণীয়, কাম্য যাহা, তাহা ত আমি পাই নাই! সত্য

বটে—দেবাদিদেব মহাকালের করুণায়—এই উজ্জয়িনীমধ্যে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। কিন্তু বল দেখি সুদর্শন! এ বিশাল ঐশ্বর্য্য ভোগ কি একা হয় প্রভু! এতদিন মনের মানুষ পাইবার জন্য এই বিশাল উজ্জয়িনীর সকলকেই পরীক্ষা করিয়াছি। আর বুঝিয়াছি, তাহারা প্রবৃত্তির ক্রীতদাস! এতদিন যাহা পাই নাই তোমায় দেখার পর তাহা পাইয়াছি। বহুমূল্য রত্ন পাইয়াও কি তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতে পাইব না! হায়! কি দুর্দৈব! কি দুর্ভাগ্য!"

"যদি তাই হয়, যদি তোমায় না পাই, যদি আমার হৃদয়ের একমাত্র আশা, একমাত্র কামনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে আজীবন জ্বলিয়া মরার অপেক্ষা—ঐ স্নিগ্ধ শীতল, ধীর তরঙ্গময় তড়াগ-সলিলে মরিলে ত সকল জ্বালা মিটিয়া যায়!"

তার পর আবার সে ভাবিল—"না এত শীঘ্র মরিব কেন? জীবনে আমার এক মাত্র সুখ তাঁহাকে দেখা। নিরাশার ত চরম সীমা এখনও উপস্থিত হয় নাই। যতক্ষণ আশা থাকে, ততক্ষণ ত কেহ মরিতে চায় না। যতদিন বাঁচিব, তাঁহাকে একবার করিয়া চোখে দেখিব। তাঁহার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব। তিনি যদি আমাকে তাঁর বাড়ীতে পরিচারিকা নিযুক্ত করেন, আর আমি যদি পরিচারিকারূপেও তাঁহার সেবা করিতে পাই, তাহা হইলেও আমার জীবন সার্থক হইবে। নচেৎ বিষপানে মরিব।"

বসন্তসেনা, উদ্যান-বেদীর উপর বসিয়া যখন এই ভাবে অস্ফুটস্বরে মনোভাব প্রকাশ করিতেছিল—তখন কে একজন অদূরস্থ বৃক্ষবাটিকার মধ্য হইতে সহসা বাহির হইয়া, সহাস্য মুখে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিয়াছ। অতটা অধীর হওয়া ভাল কি সখি?"

বসন্তসেনা কৃত্রিম বিরক্তির সহিত বলিল—"মদনিকা! কোথায় ছিলি

তুই? আমার সব কথা তাহা হইলে তুই শুনিয়াছিস্? বড়ই দুষ্টা তুই!"

"তা যাই হই না কেন—তোমায় মরিতে দিব না। তোমার রূপের গুণের বালাই লইয়া আমি মরিব।"

"তুই দেবনিবাসে গিয়াছিলি?"

"একবার নয়, দুই বার! প্রথম বার গিয়া তাঁহার দর্শন পাই নাই। দ্বিতীয়বার গিয়া তাঁহাকে ধরিয়াছি।"

"আমার পত্র তাঁহাকে দিয়াছিলি?"

"হাঁ—"

"তিনি কোন জবাব দিয়াছেন?"

"না—"

বসন্তসেনা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র বলিল—"হায়! ভাগ্য!"

মদনিকা তাহার অঞ্চল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, সহাস্য মুখে বলিল—"ভাগ্য তোমার প্রতি অতি সদয়। এই দেখ তোমার পত্রের উত্তর।"

সহসা স্বর্ণরাশি দেখিতে পাইলে, দরিদ্র যেমন সযত্নে তাহা বক্ষে ধারণ করে, বসন্তসেনা চারুদত্তের পত্রখানি লইয়া সেইভাবে তাহার বক্ষবসনের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, বহুবার চুম্বন করিল। তারপর সে অতি. কম্পিত হৃদয়ে, স্পন্দিত চিত্তে, পত্রখানি পড়িতে লাগিল। পত্রে লেখা ছিল—

"ভদ্রে! আপনার সাদর আহ্বানে বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। আগামী শিবচতুর্দ্দশীতে মহাকালের মন্দিরে মহোৎসব হইবে। আপনার অনুষ্ঠিত উৎসবটী, যদি ঐ সময়ের চারিপক্ষ পরবর্ত্তী হয়—তাহা হইলে আমার যাইবার কোন বাধাই নাই।"

বসন্তসেনা চারুদত্তকে তাহার পত্রে লিখিয়াছিল—

"আর্য্য! আমাদের উদ্যানসংলগ্ন 'মদনোদ্যানে' শিবচতুর্দ্দশীর সময় একটি উৎসব করিবার সংকল্প করিতেছি। উজ্জয়িনীর সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গ সকলেই এই বসন্তোৎসবে যোগদান করিবেন। কিন্তু আপনি সমাজের সকলের পূজ্য, সকলের শ্রেষ্ঠ—সকলের বরণীয়। আপনি যদি এ উৎসবে উপস্থিত থাকেন—চরণধূলি দানে এ অধীনার দীন কুটীরকে সৌভাগ্যবান্ করেন—তবে আমার আশা পূর্ণ হয়। কিন্তু আপনি যদি উপস্থিত থাকিতে অসম্মত হন—তাহাহইলে আমি এই উৎসব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করিব।"

নিজের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমন্দিরে দেবতাকে আনিয়া বসাইবার ইচ্ছায় ভক্তের হৃদয়ে যেমন একটা অপার আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, শিব-চতুর্দ্দশী উৎসবের পর, চারুদত্ত বসন্তোৎসব উপলক্ষে তাহার ভবনে পদার্পণ করিবেন, এই আশায় বসন্তসেনা যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিল।

তার পর সে পত্রখানি বক্ষমধ্যে আবার চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় চুম্বন করিল। একবার নয়—বহুবার। তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হইল না।

মদনিকা বসন্তসেনার এই বিহ্বল ভাব দেখিয়া, মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। বসন্তসেনা সহসা মুখ তুলিবামাত্র দেখিল, মদনিকার ওষ্ঠাধরে তখনও হাসির মৃদু লহর ফুটিয়া রহিয়াছে।

বসন্তসেনা কৃত্রিম তিরস্কারের সহিত বলিল—"আ মর্! আমার দুঃখ দেখিয়া তোর যে হাসি ধরে না!"

মদনিকা রহস্যপূর্ণস্বরে বলিল—"তাই ত! বড়ই দুঃখ তো তোমার সখি! বিরহেই দুঃখের কথা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি। শুভ মিলনে তোমার যে দুঃখের সূচনা, তাহা আজ দেখিলাম।"

বসন্তসেনা তাহার এই স্নেহময়ী সখীর কথায়, মনে মনে একটা আনন্দ

উপভোগ করিল। সে ভাবিয়াছিল—মদনিকাকে দেখিলেই চারুদত্ত তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবেন। অর্দ্ধচন্দ্র না খাইয়া মদনিকা যে কৌশলে তাহার পত্রের জবাব আনিয়াছে, ইহাতে বসন্তসেনা তাহার উপর বড়ই খুসী হইল। সে রত্নময় কণ্ঠহার খুলিয়া, মদনিকার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—"এই নে সই! তোর দূতীয়ালীর পুরস্কার!"

মদনিকা তাহার সখীপ্রদত্ত সাদর উপহারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া সহাস্যমুখে বলিল—"কোথায় সেই মদনমোহন, আর কোথায় বা আমার বিরহিণী কিশোরী। মিলনের সূচনায় যদি এই লাভ হইল, তাহাহইলে মিলন হইলে দেখিতেছি—একটা জমকালো পুরস্কার আমার ভাগ্যে মিলিবে!"

বসন্তসেনা বলিল—"রাত্রি অনেক হইয়াছে। চল আমরা শয়ন করিগে।"

মদনিকা সহাস্য মুখে বলিল—"মিলনের আশা বুকে লইয়া, তুমি যে আজ খুব স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিবে, আর অসংখ্য সুখস্বপ্ন দেখিবে, তাহা আমি এখনই বুঝিতেছি। ভগবান্ মহাকাল তোমার এই সুখস্বপ্ন সত্যে পরিণত করুন। তোমাকে সুখী দেখিলে, তোমার মুখে হাসি দেখিলে, তোমায় চিন্তাহীন দেখিলে, আমিও আমার দিনগুলি সুখে কাটাইতে পারিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইহার পরই সুবাস পুষ্পপরাগমাখা বসন্তের মৃদুমলয়ান্দোলনের সহচররূপে শুভ শিবচতুর্দ্দশী আসিল। প্রকৃতির বুকে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবকিশলয়-শোভিত বিটপিশ্রেণীর শীর্ষদেশ মৃদুপবনান্দোলিত। মহাকালের উদ্যান মধ্যে প্রস্ফুটিত, বিবিধ বর্ণের বিচিত্র কুসুমাবলীর সুগন্ধে, দিগ্‌বলয় সুবাসপূর্ণ।

আজ ভূতভাবন ভবানীপতি মহাকালের বিশেষ পূজা। মহাকাল উজ্জয়িনীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা। উজ্জয়িনীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকিলেও, শৈব-সংখ্যা খুবই অধিক। এজন্য এই শৈব-মহোৎসব, বড়ই সুন্দরভাবে, আর খুবই জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত।

পূজা, পাঠ, দান, ধ্যান, দরিদ্র-ভোজন, কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বিনী কুমারী-দের শিবপূজা ইত্যাদি, নানাব্যাপার এই উৎসবের সহিত বিজড়িত ছিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত অবধি, ভক্ত নরনারীগণ "বম্ বম মহাদেও" "হর হর মহাদেও" নাদে বায়ুমণ্ডল কম্পিত করিতে করিতে মন্দিরমধ্যে সমাগত হইতেছে—আবার পূজাপাঠ শেষ করিয়া প্রসন্ন মুখে চলিয়া যাইতেছে।

মহাকালের মন্দিরপার্শ্বে, একটী সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যানের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রাম-ভবন। অনেক স্থানে কারুকার্য্যময় চন্দ্রাতপ। বৃক্ষশীর্ষে, উদ্যানপ্রাচীরে, সামিয়ানার নীচে, বিশ্রামভবনে, সরোবর-তীরে, অসংখ্য আলোকমালা। এই সমুজ্জল আলোকমালায় চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। সেই বিচিত্র দেবোদ্যান, যেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই উৎসবক্ষেত্রে নানাবিধ আনন্দের ব্যবস্থা বড়ই বিচিত্র। কোথাও বা নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে, কালিদাস ও ভবভূতির নাটকাবলীর অভিনয় হইতেছে, আবার কোথাও বা চন্দ্রাতপতলে সঙ্গীতালাপ হইতেছে।

মধ্যরাত্রিতে উৎসবময় মন্দির চত্বর, অনেকটা জনশূন্য হইল। সকলেই দ্বিতীয় প্রহরের পূজা শেষ করিয়া আমোদে মাতিল। কেহবা গান শুনিতে লাগিল, কেহবা অভিনয় দেখিতে তন্ময়চিত্ত। কেহবা নৃত্যপরা, বিম্বাধরা, দেব-দাসীদের নৃত্যগীত দর্শনে বিমুগ্ধ।

একস্থানে কয়েকজন বিখ্যাত কলাবতের সঙ্গীতালাপ হইতেছিল। এইস্থানে সমজদার লোকের ভিড়ই কিছু বেশী। উজ্জয়িনীতে রেভিল বলিয়া একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। এই রেভিলই তখন গান ধরিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার চন্দ্রাতপের নিম্নে ও চারিধারে জনতাটা কিছু অধিক।

দুইজন লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে রেভিলের কলাবতী সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। তাঁহাদের একজন নিশ্চয়ই বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ। কেননা, তাঁহার অধীরচিত্ত বন্ধু তিন চারিবার তাঁহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেও, তিনি তাহার কথা কাণেই তুলিতেছিলেন না। নিশ্চল স্থাণুরবৎ দাঁড়াইয়া, গায়কের সুমধুর কণ্ঠস্বরের বিচিত্র কম্পনে, একান্তচিত্তে একটা বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

ইহাদের মধ্যে একজন অপরের গা ঠেলিয়া বলিল—"সখে! তুমি কি আজ বাড়ী যাইবে না? অষ্টমাতৃকার পূজা—রাজপথে প্রদীপ প্রদান, প্রভৃতি করণীয় কর্ম্ম কি কলাবতের গান শুনিলেই করা হইবে?"

এই দুইজনের একজন চারুদত্ত, অপর ব্যক্তি মৈত্রেয়। মৈত্রেয়ের কথায় চারুদত্তের চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন—"রাত্রি কত?"

"বোধহয় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

"তাইত আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি। চল ভাই বাড়ীতে যাই। আজ রাত্রে মাতৃকাপূজা তোমাকেই করিতে হইবে। আমি বড়ই শ্রান্ত।"

"গান শুনিলে যদি শ্রান্তি আসে, তবে এমন গান শুনিবার ফল কি? তুমি এই রেভিলকে যতটা প্রতিপত্তি দাও, বোধ হয় আর কেহ সেরূপ দেয় না।"

"কেন যে আমি এই রেভিলের সঙ্গীতের প্রতি এতটা অনুরাগী, কেন তাহার কণ্ঠস্বরকে সুন্দর বলি, তাহার বিচার যদি করিতে চাও সখে! তাহা হইলে আমার চিত্ত ও শ্রোত্র এই দুইটাই তোমাকে ধার করিতে হইবে।"

মৈত্রেয় সহাস্যে বলিল—"যদি তাহা সম্ভব হইত, হয়ত তাহা করিয়া এই গায়কের গুণের বিচার করিতাম।"

তখন দুইজনেই উৎসবক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। এই ভাবে কিয়ৎদূরে আসিবার পর মৈত্রেয় বলিলেন—"এই যে আমরা কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া বাড়ীর কাছেই আসিয়াছি।"

সত্যই তাই। তখন সেই গভীর নিশীথে দুই বন্ধুতে তাঁহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে ভারতে অবরোধ প্রথা

ছিল না। সুতরাং বসন্তসেনা ও অন্যান্য রূপসী নাগরিকাগণ, বিনা সঙ্কোচে এই উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

উৎসব দেখা, উৎসবের আনন্দ উপভোগ করা, বসন্তসেনার উদ্দেশ্য নয়। চারুদত্তকে একবার চোখের দেখা দেখাই, তাহার উদ্দেশ্য। যাহার ভাবনা যেরূপ, তাহার সেইরূপ ভাবেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

বসন্তসেনা দেখিল—মেঘাবৃত মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত মলিনমুখ আর্য্য চারুদত্ত, তাঁহার মিত্র মৈত্রেয়ের সঙ্গে মেলাক্ষেত্রের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। চারুদত্ত যে সময়ে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া গোভিলের কোমল-কণ্ঠনিঃসৃত সুরতরঙ্গে বিমোহিতচিত্ত, বসন্তসেনা দূরে থাকিয়া সেই সময়ে নির্ণিমেষলোচনে তাঁহার রূপদর্শনে আত্মহারা।

সে অনেকক্ষণ ধরিয়া, একটী আলোকস্তম্ভ সন্নিকটবর্ত্তী চারুদত্তের রূপ-মাধুরী নির্ণিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিল। দারিদ্র্যের কলঙ্ককালিমার ছায়া সে মুখে পরিব্যাপ্ত। ঠিক যেন মেঘাবৃত তরুণতপন! তবুও সে রূপে কত মাধুর্য্য। সে দৃষ্টিতে কত করুণা—সে উন্নত ললাটে কত প্রতিভা, সে মলিনহাস্যে কত মাধুরী!

মদনিকা বসন্তসেনার প্রিয় সহচরী। বলা বাহুল্য, মদনিকাও বসন্ত-সেনার সঙ্গে ছিল। বসন্তসেনা, বহুক্ষণ ধরিয়া পলকহীন নেত্রে চারুদত্তকে দেখিল—তবুও যেন তাহার দেখিবার সাধ মেটে না।

মদনিকা বসন্তসেনার মোহভঙ্গ করিল। এতটা ত ভাল নয়। এ প্রকাশ্য স্থানে এরূপ ভাব বিহ্বলতা দেখিলে, লোকে মনে করিবে কি? সে বলিল,—"গৃহে চল, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কি এই উৎসব দেখিবে?"

ঠিক এই সময়ে রেভিলের সঙ্গীত স্রোতের বিরাম ঘটিল। চারুদত্ত মৈত্রেয়কে লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। বসন্তসেনা একটী মর্ম্মভেদী

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"চল মদনিকে! আর কেন? কাহার জন্য আর এখানে থাকিব? আমার উৎসব দেখা শেষ হইয়াছে।"

মদনিকা রহস্যের সহিত বলিল—"ওঃ—তাই বটে। তা ভালই হইয়াছে! প্রেমের সূত্রপাতেই অতটা মোহ ভাল নয়? রূপ—মদিরা বই আর কিছু নয়। অতিরিক্ত পানে এমন একটা মত্ততা আসিবে, যে তাহার প্রভাব বিদূরিত করা তোমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইবে।"

মদনিকার এ রহস্য কথা বসন্তসেনার তখন ভাল লাগিল না। সে বলিল—"চল্ বাড়ী যাই।"

মদনিকা। কোন্ পথে যাইবে?

বসন্তসেনা। কেন একথা বলিতেছ?

মদনিকা। দেখিতেছ না, আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। সহসা মেঘ উঠিয়া চাঁদের মুখ ঢাকিয়াছে—জোরে বাতাস বহিতেছে! হয়ত এখনই ঝড় উঠিবে।

বসন্তসেনা মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"সখি! আর্য্য চারুদত্তের অদর্শনে আমার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে—তার চেয়েও কি এই ঝড়ের শক্তি বেশী?"

"তা অবশ্য নয়। কিন্তু কোন পথে তুমি বাড়ী যাইবে?"

"যে পথ, আমার প্রিয়তমের পদাঙ্কচিহ্নে পবিত্র হইয়াছে, সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ।"

"তবে কি তুমি অভিসারে যাইতেছ?"

"কৃষ্ণ কোথায়, যে অভিসার করিব?"

"আমি বলি ও পথে গিয়া কাজ নাই। অনেকটা ঘুর হইবে, আর বিপদও খুব বেশী।"

"কিসের বিপদ?"

"তুমি কি লক্ষ্য কর নাই সখি! রাজশ্যালক সেই দুর্বৃত্ত শকার এই উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল?"

"না, সেটা দেখি নাই।"

"তুমি দেখ নাই, আমি দেখিয়াছি। যে সময় তুমি বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া তৃষিতা চকোরীর মত আর্য্য চারুদত্তের রূপসুধা পান করিতেছিলে, সেই সময়ে সেই হতভাগ্য তোমাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে লক্ষ্য যেন শিকারলোলুপ ব্যাঘ্রের মত।"

"বল কি?"

"আমি কি তোমার সঙ্গে রহস্য করিতেছি?"

"কিন্তু আমার বোধ হয়—তাহারা এ পথে আসিতে সাহস করিবে না।"

"দুষ্টের পথাপথ বিচার নাই।"

"সত্য—তাহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু যে পথের মধ্যভাগে আর্য্য চারুদত্তের আবাসভবন—সে পথে আসিতে কি তাহারা সাহস করিবে? ঐ দেখ ঝড় উঠিল; চল আমরা একটু দ্রুত যাই।"

দুইজনে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে বিদ্যুৎ চক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। অন্ধকার যেন তাহাতে আরো ভীষণ হইয়া পড়িতেছে। পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষসমূহের সঞ্চালিত শাখাসমূহ, যেন প্রেতের ন্যায় মস্তক সঞ্চালন করিতেছে। প্রবল বাতাসে তাহাদের উত্তরীয় গাত্রবসন স্থানচ্যুত হইতেছে।

ক্রমে বাতাস আরও প্রবল হইল। তাহাদের দু'জনের গতি যেন একটু সংযত হইয়া পড়িল।

বসন্তসেনা বিলাসে প্রতিপালিতা। এরূপভাবে—ঝড়ের মুখে অগ্রসর হওয়া তাহার অভ্যাস নাই। কোমলা নারীর ক্ষুদ্রশক্তি, আর ঝটিকার প্রবল বেগ। বসন্তসেনা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া বলিল—

"মদনিকে ! দেখিতেছি, দৈব আমাদের প্রতি অতি প্রতিকূল।"

মদনিকা বলিল—"তাই দেখিতেছি বটে। হায় ! যদি আমরা ভৃত্য-বা রক্ষী সঙ্গে লইয়া আসিতাম ! আমি ত সে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমিই ত তাহাতে সম্মতি দিলে না।"

বসন্তসেনা মৃদু হাসিয়া বলিল—"তা অতীতের অনুশোচনায় ত কোন ফল নাই। এখন আমাদের বর্ত্তমানকে আশ্রয় করিয়াই চলিতে হইবে। যে বিঘ্ন সম্মুখে উপস্থিত, তাহার প্রতিকারই এখন আমাদের চিন্তার বিষয়। যখন অভিসারিকার বেশে প্রিয়তমের অনুসরণ করিতেছি, তখন জল-ঝড় মানিলে চলিবে না—বজ্রাঘাতে চমকিলে চলিবে না—বিদ্যুৎ বিকাশে ভীত হইলে চলিবে না। আর একটু অগ্রসর হইলে অর্থাৎ পথের এই বাঁকটা ফিরিলেই, আমরা আর্য্য চারুদত্তের বাড়ীর সম্মুখে পৌছিব।"

মদনিকা বলিল—"চল তবে।"

বাতাসের জোর ক্রমশঃ কমিতে লাগিল বটে, কিন্তু চঞ্চলা চপলার চমকময়া বিকাশের বুঝি অন্ত নাই। উভয়ে তখন আরও দ্রুত পথ চলিতে লাগিল।

এমন সময়, সেই অন্ধকারের মধ্যে কে একজন কঠোর কণ্ঠে ডাকিল—"দাঁড়াও বসন্তসেনা।"

এ স্বর অপরিচিত। অতি কঠোর, অতি পরুষ, অতি শ্লীলতা-বর্জ্জিত। অতিরিক্ত মাত্রায় আজ্ঞাকারী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এ আহ্বান শব্দ যেন বসন্তসেনার কর্ণে বজ্রধ্বনিবৎ প্রতিধ্বনিত হইল। এ কণ্ঠস্বর যেন তাহার পূর্ব্বপরিচিত। এ কণ্ঠস্বর—ঠিক যেন রাজশ্যালক মহাদুর্ব্বৃত্ত, ঘোর উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিসম্পন্ন, সংস্থানকের বা শকারের মত।

যদি আকাশের বজ্র তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলেও বসন্তসেনা ততটা চমকিত হইত না। একে ঘোরান্ধকারময়ী রজনী—চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। সম্মুখের লোক পর্যন্ত চিনিবার উপায় নাই।

বসন্তসেনা মৃদুস্বরে বলিল—"মদনিকে! তুই শীঘ্র বাটীতে গিয়া প্রহরীদের সংবাদ দে। এই অন্ধকার সহায় থাকিতে, এই পাষণ্ডের সাধ্য কি, যে আমার দেহ স্পর্শ করে। অভিসারিকার চতুরতার সীমা নাই।"

মদনিকার দক্ষিণ হস্তটী বসন্তসেনা এত জোরে টিপিয়া ধরিল, যে তাহাতে সে বুঝিল, ইহাই হইতেছে তাহার সখীর মনের সঙ্কেত। কিন্তু তবুও সে সেই বিপদ্‌মধ্যে তাহার কর্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

বসন্তসেনা অতি অস্ফুটস্বরে মদনিকার কাণে কাণে বলিল—"শব্দ শুনিয়া বুঝিতেছিস্ না, যে সেই দুর্ব্বৃত্ত আমাদের দেখিতে না পাইয়া অন্ধের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ করিতেছে। তুই এখন চলিয়া যা। আমি জানি কি করিয়া আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়।"

মদনিকা বলিল—"যদি আমাকে উহারা ধরিয়া ফেলে?"

বসন্তসেনা বলিল—"তুই চীৎকার করিয়া বলিবি, আমি বসন্তসেনার দাসী। একথা শুনিলেই উহারা তোকে ছাড়িয়া দিবে।"

মদনিকা বুঝিল, প্রস্তাবটী বড় মন্দ নয়। আর বসন্তসেনার বাটী এখান হইতে বেশী দূরও নয়। একটী সংক্ষিপ্ত পথ আছে, সেখান দিয়া গেলে অর্দ্ধেক পথ কমিয়া যায়।

মদনিকা বলিল—"ঐ তোরণের পার্শ্বে যে দেবমন্দির আছে তথায় গিয়া লুক্কায়িত থাকিও। আমি ঐ স্থানেই তোমার সন্ধান করিব।"

মদনিকা চলিয়া গেল। বসন্তসেনা তাহার পরামর্শ মত কাজ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। একজন ডাকিল—"বসন্তসেনা।"

বসন্তসেনা এইবার মহা প্রমাদ গণিল!

সে ভয়চকিত চিত্তে বলিল—"কে আপনি?"

সম্বোধনকারীর সঙ্গে আরও একজন ছিল। সে উত্তর করিল—"ভদ্রে! তুমি ইহাঁকে বোধ হয় অন্ধকার বলিয়া চিনিতে পার নাই। কিন্তু ইহাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তোমার চিনিতে পারা উচিত ছিল, যে ইনি রাজশ্যালক সংস্থানক। মূর্খলোকে ইহাঁকে শকার বলিয়া থাকে। তোমার বড় সৌভাগ্য, যে এই রাজশ্যালক তোমার প্রেমানুরক্ত হইয়াছেন। তুমি যেমন উৎসব-ক্ষেত্রে আর্য্য চারুদত্তকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছ—ইনিও সেইরূপ তোমায় দেখিয়া ভুলিয়াছেন। আর এই অন্ধকারে তোমার অনুসরণ করিতেছেন।"

কথাগুলি শুনিয়া বসন্তসেনা মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—"হায়! কেন আমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশে মদনিকাকে বাটীতে পাঠাইয়া দিলাম। শত্রু যদি পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বরঞ্চ নিস্তার আছে। হায়! কি করিয়া এই মূর্খের হাতে উদ্ধার পাইব? যাই হোক্, যতক্ষণ ইহাকে কথাচ্ছলে ব্যাপৃত রাখিতে পারি, ততক্ষণই লাভ।"

এক্ষণে এই রাজশ্যালক সংস্থানকের একটু পরিচয় দেওয়া উচিত।

মূর্খত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই সংস্থানক। জ্ঞান, শিক্ষা, সহবৎ কিছুই তাহার নাই। আছে কেবল রাজশ্যালক বলিয়া একটা ঘোর আত্মম্ভরিতা। দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার প্রিয়তমার সহোদর বলিয়া একটা যথেচ্ছাচারিতা ও দর্পিত ভাব।

বড় লোকের শ্যালককুলের আশে পাশে, যেমন মোসাহেববৃন্দ আসিয়া জমে, এই সংস্থানকের তাহাই হইয়াছিল। সে রাজভোগে থাকিত, রাজ-ভোগ্য অন্নে দেহ পুষ্ট করিত, রাজবাটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটী কক্ষ তাহার অধিকারে ছিল। লোকের উপর অযথা প্রভুত্ব চালাইতে সে সর্ব্বদাই সিদ্ধহস্ত। আর শকার-বকার বকিতে, তাহার মত আর দ্বিতীয় কেহই ছিল না।

বসন্তসেনার অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপমাধুরীর কথা শুনিয়া, এই শকার বা সংস্থানক বহুদিন হইতে তাহার সাহচর্য্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বসন্তসেনার সাহচর্য্য লাভ করা দূরের কথা—সে তাহার বাটীতে গিয়া বহুবার অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দর্শনলাভ দূরে থাক, প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছে।

এই সংস্থানক মনে মনে ভাবিয়াছিল—"আমি যখন রাজশ্যালক তখন আমায় পায় কে? আমি হুকুম করিলেই, এই বসন্তসেনা আমার বিলাসকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কার্য্যক্ষেত্রে, যখন সে তাহার কোন সূচনাই দেখিল না—তাহার রাজশ্যালকের গৌরব ক্ষমতা প্রতিপত্তি প্রদর্শন, মুদ্রার প্রলোভনও অতি সহজে উপেক্ষা করিয়া বসন্তসেনা তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না, তখন সে মরিয়া হইয়া উঠিল।

জগতে যেটী স্পৃহনীয়, যে জিনিষটী লাভ করিতে পারিলে মানব প্রচুর আত্মপ্রসাদ ও সুখানুভব করে, সেই জিনিসটী না পাইলে সে আরও

মরিয়া হইয়া উঠে। আর সেই জিনিষটীকেই লাভ করিবার জন্য, সে জীবনব্যাপী চেষ্টা করে।

রাজশ্যালক সংস্থানকেরও হইয়াছিল তাই। বসন্তসেনার দ্বারা বার বার প্রত্যাখাত হইয়াও সে তাহাকে করায়ত্ত করিবার সঙ্কল্প ছাড়িল না। বসন্তসেনা যদি দরিদ্রা হইত, কিম্বা অসংখ্য বলবান প্রহরীদ্বারা তাহার পুরী সুরক্ষিত না থাকিত, তাহা হইলে সংস্থানক বোধ হয় এতদিনে তাহার ইপ্সিত এই বসন্তসেনাকে কোথাও উধাও করিয়া লইয়া যাইত।

সংস্থানক বলিল—"বসন্তসেনা! তুমি আমার সঙ্গে চল।"

বসন্তসেনা বলিল—"কোথায় যাইব? আপনি ভদ্রসন্তান। এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব করিতেছেন কেন?"

সংস্থানক। প্রস্তাব যাহা করিয়াছি, তাহা ত ভদ্রজনেরই উচিত। তোমাকে আমি আমার প্রমোদোদ্যানে লইয়া যাইব। সেখানে তোমাকে আমার হৃদয়েশ্বরী করিয়া রাখিব।"

বসন্তসেনা। যদি আমি না যাই?

সংস্থানক। আমি বলপ্রয়োগ করিব। আজ আর তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই।

বসন্তসেনা, দুর্বৃত্তের এই কথায় প্রমাদ গণিল। তারপর সে দেখিল—কথায় কথায় তাহারা আর্য্য চারুদত্তের বাটীর সম্মুখেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বসন্তসেনা মনে মনে ভাবিল—চারুদত্তের বাড়ীতে কোনরূপে আশ্রয় পাইলে এই পাপিষ্ঠ তাহার কিছুই করিতে পারিবে না।

কিন্তু হায়! এতরাত্রে চারুদত্তের প্রাসাদদ্বার যে একেবারে বন্ধ! কে তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিবে?

কিন্তু দৈব এবার বসন্তসেনার সহায় হইলেন। বসন্তসেনা দেখিল

কে একজন সেই বাটীর পক্ষদ্বার খুলিল। তার পরক্ষণেই একটী স্ত্রীলোক প্রদীপ হস্তে সেই দ্বার দিয়া বাহির হইল।

চারুদত্তের বাড়ীর পাশের দিক দিয়াই একটী ক্ষুদ্র গলি। সেই স্ত্রীলোক, গলি মুখের এই পক্ষদ্বার দিয়া বাহির হইয়াছে।

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বসন্তসেনা সেই গলিমুখে প্রবেশ করিয়া অঞ্চলের বাতাসে, পূর্ব্বোক্ত রমণীর হস্তধৃত প্রদীপটী নিভাইয়া দিল

পরক্ষণেই সে চারুদত্তের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০*০:—

যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা যেন ভগবানের কাণ্ড! বসন্তসেনা যাহা প্রত্যাশা করে নাই—যে উপস্থিত বিপদ্ হইতে তাহার পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, অপ্রত্যাশিত ভাবে দৈব যেন তাহাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন।

ঘটনাটা এই—মধ্যরাত্রে, তিথিবিশেষে, প্রকাশ্য রাজপথে দেশপ্রচলিত প্রথানুসারে মাতৃকার পূজার জন্য চারুদত্ত দীপনৈবেদ্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার দাসী রদনিকাই এই সমস্ত উপকরণের বাহক। কোন কোন দিন চারুদত্ত নিজেই মাতৃকাদেবীর পূজা করিতে বাহির হন, আবার কোন দিন বা মৈত্রেয়কে পাঠাইয়া দেন।

সে দিন উৎসবক্ষেত্রে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া চারুদত্ত বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য মৈত্রেয়কেই পূজার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। রদনিকা পূজার উপকরণসম্ভার লইয়া আগেই বাহির হইয়াছিল। তাহার পশ্চাতেই মৈত্রেয়। দ্বারমুখে আসিবামাত্রই, মৈত্রেয়ের হস্তধৃত প্রদীপও বাতাসে নিভিয়া গেল।

মৈত্রেয় বিরক্তির সহিত বলিল—"আঃ কি উৎপাত! প্রদীপটা বাতাসে নিভিয়া গেল? যাই আবার জ্বালিয়া আনিগে!"

সে তখনই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রদীপ জ্বালিয়া রাজপথে আসিবামাত্রই, প্রদীপটা আবার নিভিয়া গেল। মৈত্রেয় বড়ই বিরক্তচিত্তে পুনরায় প্রদীপ জ্বালিবার জন্য গৃহপ্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে সংস্থানক রদনিকার হস্ত ধারণ করিয়া সানন্দচিত্তে বলিল,

"ভাই বিট্! এই চতুরা বসন্তসেনা আমাদের ফাঁকি দিয়া অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। এবার আর সে যায় কোথায়?"

সহসা এই দুর্বৃত্ত দ্বারা ধৃত হওয়ায়, রদনিকা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। আগন্তুকগণ সম্পূর্ণরূপে তাহার অপরিচিত। রদনিকা তাহাদের কথোপকথন হইতে এই টুকু বুঝিল, যে তাহারা বসন্তসেনা-ভ্রমে তাহাকে ধরিয়াছে।

সাহস সঞ্চয় করিয়া রদনিকা বলিল—"কে তোমরা? আমাকে অযথা পীড়ন করিতেছ কেন?"

সংস্থানকের সঙ্গী বিট্, রদনিকার কণ্ঠস্বরে বুঝিল, এ ত বসন্তসেনা নয়! এ কণ্ঠস্বর ত তাহার নয়। বসন্তসেনার কণ্ঠস্বরে যে বীণাধ্বনি জাগিয়া উঠে। তাহাতে যে কত মধুরতা—বীণা বাঁশীর মধুর আরাব! এর স্বর যেন অতি কঠোর।

বিট্ বলিল—"সখা! এত বসন্তসেনা নয়। কাহাকে ধরিয়াছ তুমি? এর স্বর যে অন্যরূপ!"

সংস্থানক। চুপ কর তুমি। আমার বুদ্ধির উপর তুমি কথা কহিও না। নিশ্চয়ই এ বসন্তসেনা? জান না কি এ কথা তুমি, যে মার্জ্জারী দুগ্ধ ভক্ষণের সময় স্বর পরিবর্ত্তন করে! যুবতী স্ত্রীলোকের চতুরতা রাজমন্ত্রীর বুদ্ধিকেও পরাজিত করে। এ নিশ্চয়ই—বসন্তসেনা। আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য—স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া এরূপ চতুরতা করিতেছে।"

রদনিকা বড়ই বিপদে পড়িল। কি করিয়া, সে এই পাষণ্ডদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, এই কথাই ভাবিতেছে, এমন সময়ে মৈত্রেয় প্রদীপ হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"একি! সর্ব্বনাশ! শকার! পাষণ্ড! মহাত্মা চারুদত্ত ত এ জগতে কাহারই অনিষ্ট

করেন নাই। তবে তাঁহার অন্তঃপুরিকার উপরে এ অত্যাচার কেন?"

সংস্থানক একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। সে রদনিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"এঁ্যা—একি? তা'হলে বসন্তসেনা এ নয়? সে গেল কোথা?"

মৈত্রেয়ের হস্তধৃত প্রদীপের আলো, রদনিকার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সংস্থানক বড়ই নিরাশচিত্তে রদনিকার মুখের দিকে চাহিয়া, উত্তেজিত স্বরে তাহার সঙ্গী বিটকে বলিল—"এ দেখিতেছি, একটা ভৌতিক কাণ্ড!"

মৈত্রেয় আর থাকিতে পারিল না। সে বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"যখন তোমার মত একটা মহাপিশাচ এ ক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন যে এ সব পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

রাজশ্যালক সংস্থানক এ কথায় রাগিয়া গিয়া বলিল—"কে তুমি?"

মৈত্রেয় বলিল—"আমি আর্য্য চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয়।"

সংস্থানক। যে পথের ভিখারি—তার তোষামোদ আর তার সৌহৃদ্যে যে সুখ, তাহা ত মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছ ব্রাহ্মণ! তুমি আমার সহায়তা কর।

মৈত্রেয়। কিসের সহায়তা করিব?

সংস্থানক। আমার আনুগত্য স্বীকার কর।

মৈত্রেয়। সত্য আমি চিরদরিদ্র। কিন্তু ব্রহ্মণ্যতেজোদৃপ্ত ব্রাহ্মণ, দরিদ্র হইলেও, কখনও ভগিনী-ভাগ্যোপজীবী, রাজশ্যালকের আনুগত্য স্বীকার করে না।

সংস্থানক। কি এত বড় স্পর্দ্ধা তোর!

মৈত্রেয়। স্পর্দ্ধার একটু মাত্র পরিচয় দিয়াছি। আমাদের দুরদৃষ্টের মত, বক্র এই যে যষ্টি, তাহা যখন আমার শক্তিবলে তোর অই ঘৃণিত

মস্তক চূর্ণ করিবে, তখন আমার স্পর্দ্ধার আর একটা পরিচয় পাইবি তুই। যে চারুদত্ত দরিদ্র হইলেও অবন্তিকাপূজ্য, যিনি কর্ণের ন্যায় দানবীর, আর এই দানের ফলে আজ যে চারুদত্ত দরিদ্র হইয়াছেন, তাঁহার পরিজনবর্গকে অপমান! অতি সাহস যে তোর ধৃষ্ট!"

মৈত্রেয় এই কথা বলিয়া তাহার হস্তধৃত যষ্টি উঠাইল। সংস্থানকের সহচর বিট্, মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়া, মৈত্রেয়ের চরণোপান্তে পড়িয়া বলিল—"মহাব্রাহ্মণ! আমি আমার বন্ধুর হইয়া মার্জ্জনা চাহিতেছি। মহাত্মা চারুদত্তের অপমান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা অন্য একটা স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান কর্‌ছিলেম। না জান্‌তে পেরে, অন্ধকারে না দেখ্‌তে পেয়ে, মহাত্মা চারুদত্তের এই দাসীকে ধরে ফেলেছি। শুনেছি ব্রাহ্মণ চিরদিনই ক্ষমাশীল। আমাকে মার্জ্জনা করুন!"

সংস্থানক ঘোর মুর্খ। সে রাজশ্যালক বলিয়া যতই দর্প করুক না কেন, মৈত্রেয়ের হস্তধৃত ভীষণ লগুড় দেখিয়া, তাহার প্রাণে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তবুও সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—"কিসের ভয়? কাকে ভয় আমাদের বিট্! কেন তুমি ঐ ব্রাহ্মণের অত তোষামোদ কর্‌ছো।"

বিট্ জনান্তিকে বলিল—"চুপ কর তুমি! কোন বিবেচনাশক্তি নাই তোমার! জান না তুমি দরিদ্র হলেও এই চারুদত্ত তাঁর অসামান্য গুণের জন্য উজ্জয়িনীর মধ্যে আজও সর্ব্বপ্রধান। উজ্জয়িনীর দরিদ্রগণ, তাঁর কাছে বড়ই ঋণী। তাঁর অপমান কল্লে উজ্জয়িনীব্যাপী আগুন জ্বলে উঠবে।"

শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায়, সংস্থানক খুবই রাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা-হইলেও বন্ধুর মুখনির্গত কথাটা, তাহার খুবই মনে লাগিল। আর তদুপরি, বিশালদেহ মৈত্রেয়ের হস্তধৃত যষ্টি আর সরোষ কটাক্ষ, তখনও তাহার

মনে একটা ভীষণ আতঙ্কের উদ্রেক করিতেছিল। কাজেই সে কোন কথাই না কহিয়া মৌনভরে রাগে ফুলিতে লাগিল।

বিট্, মৈত্রেয়ের পদযুগ ধারণ করিয়া বলিল—"আর্য্য! বলুন আমাদের মার্জ্জনা করিলেন! তাহা না হইলে আপনার পা ছাড়িব না।"

মৈত্রেয় অগত্যা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে বলিল—"আমি তোমায় মার্জ্জনা করিলাম। আমরা মাতৃকাপূজায় যাইতেছি। পূজার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আর আমি বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।"

বিট্ মৈত্রেয়ের পদযুগ ধরিয়া বলিল—"প্রতিজ্ঞা করুন, দেবতা! আর্য্য চারুদত্তকে একথা বলিবেন না।"

অনন্যোপায় হইয়া, মৈত্রেয় এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইলেন। রদনিকাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

সংস্থানকের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। মৈত্রেয়ের—ভীতি উৎপাদক মুখভঙ্গী ও চেহারা খানা আর বিশাল যষ্টি দেখিয়া, সেই কাপুরুষ ভয়ে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। মৈত্রেয় সে স্থান ত্যাগ করিলে, সে সাহস পাইয়া মহা আস্ফালনের সহিত বলিল—"তুমি যে একেবারে অই বিট্‌লে বামুনের পায়ে ধরে ফেল্লে বিট্! তা না হলে আজ এখানে একটা শোণিতপাতের অনুষ্ঠান হতো। আমি ব্রহ্মরক্ত না দেখে এস্থান ত্যাগ কর্ত্তুম না।"

বিট্ সংস্থানকের প্রাণের বন্ধু। সে তাহার সব গুণাগুণই জানিত। সুতরাং আর বাজেকথায় সময় নষ্ট না করিয়া সে বলিল—"আর কেন? রাত্রি দ্বিযাম কখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। চল এখন বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাক্।"

সংস্থানক ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"কি বাটী ফিরিয়া যাইব? বসন্তসেনাকে না লইয়া আমি যাইব? এ কথা তুমি কল্পনায় ভাবিতে পার নাকি?"

বিট্। আর কেন বৃথা আশা ভাই। দৃষ্টিশক্তি যেমন অন্ধকে ত্যাগ করে, পুষ্টি যেমন রোগীকে ত্যাগ করে, মা স্বরস্বতী যেমন গণ্ডমূর্খকে ত্যাগ করেন—শান্তি যেমন হত্যাকারীকে ত্যাগ করে, আজ সেই ভাবে বসন্তসেনা তোমায় ত্যাগ করে গেছে।

সংস্থানক। যাবে কোথা? সে নিশ্চয়ই এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে না নিয়ে আমি কোন মতেই যাচ্ছিনি।

বিট্। বসন্তসেনা তোমায় চায় না—সে চায় আর্য্য চারুদত্তকে। জান নাকি তুমি—শোন নাই কি তুমি, অশ্বকে আয়ত্ত কর্ত্তে হয় বল্‌গা দিয়ে। হস্তীকে বাঁধতে হয়—শৃঙ্খল দিয়ে। আর রমণীকে বশ কর্ত্তে হয়, হৃদয় দিয়ে। আগে তোমার প্রাণটাকে ঠিক করে নাও, তারপর বসন্তসেনা লাভের চেষ্টা করো।

এমন সময়ে অদূরে আলোকরশ্মি দেখা গেল। বিট্ দেখিল—চারি পাঁচজন লোক মশালহস্তে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেই দিকেই আসিতেছে। এত রাত্রে কাহারা, কি উদ্দেশ্যে, এভাবে রাজপথে বাহির হইয়াছে—ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বিট্ বলিল—"বসন্তসেনার কথা এখন ভুলিয়া যাও। দেখিতেছ না—মৈত্রেয়ের মত চার পাঁচটা বলিষ্ঠ লোক, এদিকে মশালহস্তে আসিতেছে। উহাদের উদ্দেশ্য কি বুঝিতেছ?"

সংস্থানক সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল—সত্যই তাই। সে খুবই ভয় পাইল। বিটের দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"তুমিই এ জগতে আমার একমাত্র বন্ধু। বল—বুদ্ধি—ও ভরসা! ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

বিট্ বলিল—"বোধ হয় উহারা বসন্তসেনার প্রহরী। হয় ত সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়, নষ্টামি করিয়া, বসন্তসেনার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইয়াছে।"

সংস্থানক। আমরা যে বসন্তসেনাকেই খুঁজিতেছি, তাহা ত বলি নাই?

বিট্। বলিয়াছ বই কি! এত শীঘ্র সব কথা ভুলিয়া যাও কেন? যখন তুমি দাসীর হাত ধরিয়া অন্ধকারে টানাটানি করিতেছিলে—সেই সময়ে সেই দাসীকে সম্বোধন করিয়াই তুমি বলিয়াছিলে—"যাইবে কোথায় বসন্তসেনা! এইবার ত তোমায় ধরিয়াছি।" মৈত্রেয়কে তুমি বসন্তসেনার কথা বল নাই বটে, কিন্তু চারুদত্তের দাসীর সম্মুখে বলিয়া ফেলিয়াছ। সেই হয়ত মৈত্রেয়কে বলিয়াছে। আর সেইজন্যই এই অনর্থপাত উপস্থিত! দেখিতেছি—ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়ের হাতে না মরিয়া, বসন্তসেনার প্রহরীদের হাতেই আমাদের অপমৃত্যু ঘটিবে!

সংস্থানক বিটের কথায় কখনও অবিশ্বাস করিত না। সুতরাং সে তাহার কাণের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"তাহাহইলে এখন উপায় কি?"

বিট্। পলায়ন—কিংবা উহাদের সহিত দাঙ্গা করা।

সংস্থানক। উহারা পাঁচসাত জন, আমরা দুইজন। এ তো স্ত্রীলোক নয়—যে আমার আকর্ষণেই বিহ্বল হইবে! এখনও অন্ধকার আছে, উহারা আসিবার পূর্ব্বেই চল আমরা অন্ধকারে মিশাইয়া যাই। তোমার কথা ত আমি চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি। আজও তাই করিব।

এই কথা বলিয়া সেই ভীরু কাপুরুষ, বিটের হাতটা খুব জোরে টানিয়া ধরিয়া কি একটা সঙ্কেত করিল। তৎপরে দুইজনে প্রেতের মত সহসা সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

বিটের অনুমান অসঙ্গত নয়। সে মাত্র একটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু পরে প্রকাশ পাইল প্রকৃত কথাই তাই।

প্রহরীদের সঙ্গে যে স্ত্রীলোক ছিল, সে বসন্তসেনার সঙ্গিনী মদনিকা। মদনিকা চারুদত্তের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রহরীদের

সহায়তায় আশপাশ অনুসন্ধান করিল। কিন্তু সে কোথাও বসন্তসেনার কোন চিহ্নই পাইল না। বসন্তসেনার প্রধান প্রহরীর নাম প্রধানক। মদনিকা প্রধানককে বলিল—"তাহাহইলে তিনি কোথায় গেলেন? পাপিষ্ঠেরা কি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?"

প্রধানক চারিদিক্ আবার খুব ভালকরিয়া খুঁজিয়া আসিল। সহসা সে সেই গলিমুখে চারুদত্তের খিড়কীর দ্বারের সম্মুখে, একছড়া ফুলের মালা দেখিতে পাইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া, মদনিকার নিকটে আসিয়া বলিল— "মা! এ মালা কার? দেখিতেছি, আমাদের বাগানের কুসুমফুলের মালা এটি। আর্য্যা বসন্তসেনা এই রূপ মালাই পরিতে ভালবাসেন।"

এই মাল্য মদনিকার স্বহস্তগ্রথিত। সে মালাছড়াটী হাতে লইয়া মশালের আলোকে ভাল করিয়া দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল—এই মাল্য সেই সেইদিন বসন্তসেনার জন্য স্বহস্তে গ্রথিত করিয়াছে।

মদনিকা বলিল—"প্রধানক! আর আমাদের অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। এ মালা তুমি কোথায় পাইয়াছ বলিলে?"

প্রধানক। প্রবেশদ্বারের চৌকাটের উপর, এই মালা ছড়া বিছান ছিল।

মদনিকা। তাহা হইলেই ঠিক হইয়াছে।

প্রধানক। কি ঠিক হইয়াছে?

মদনিকা। আর্য্য চারুদত্তের ভবনে নিশ্চয়ই তিনি আশ্রয় লইয়াছেন। এই ভাবে মালাছড়াটী পক্ষদ্বারের উপর বিছাইয়া রাখা একটা সঙ্কেত মাত্র। আর্য্যা বসন্তসেনা যে খুব ব্যতিব্যস্ত ভাবে চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন নাই তাহার প্রমাণ এই মালার অবস্থা। আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। ধর্ম্মপরায়ণ অতি মহাচেতা চারুদত্তের গৃহে তাঁহার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এইভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আর্য্যা বসন্তসেনা সুবুদ্ধির পরিচয়ই

দিয়াছেন। চল এখন আমরা সেই দুই দুর্বৃত্তের একটু অনুসন্ধান করি। কল্য প্রভাযে আমিই আসিয়া আর্য্যাকে বাটী লইয়া যাইব!

প্রধানক বসন্তসেনার চিরবিশ্বস্ত পুরীরক্ষী। মদনিকা যে বসন্তসেনার একমাত্র প্রিয়সখী, তাহাও সে জানিত। এজন্য মদনিকাকে সে তাহার প্রভুর মতই মান্য করিত।

প্রধানক অবনতশিরে বলিল—"তাহাই হউক। আপনি আমাদের যাহাই আদেশ করিবেন, তাহাই আমি করিতে বাধ্য।"

মদনিকা বলিল—"চল আমরা সেই দুর্বৃত্তের একটু অনুসন্ধান করি। পাওয়া যায় ভালই, না পাওয়া যায় অন্যরূপ প্রতীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মদনিকা প্রহরীদের লইয়া এক ভগ্নদেবমন্দির মধ্যে—সংস্থানকের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় তাহাকে পাওয়া গেল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শকারের লক্ষ্যভ্রষ্ট বসন্তসেনা, অঞ্চল দ্বারা রদনিকার হস্তস্থিত প্রদীপ নিভাইয়া, সকলের অলক্ষ্যভাবে চারুদত্তের পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই প্রস্তরময় বিচিত্র সোপানশ্রেণী। বসন্তসেনা অধিরোহণী শ্রেণী অতি ধীরপদে অতিক্রম করিয়া বারান্দার উপরে উঠিল। দেখিল, চারুদত্ত তাঁহার কক্ষমধ্যে চঞ্চলভাবে পদচারণা করিতেছেন।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, বসন্তসেনা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চারুদত্তের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিতে লাগিল। দেখিয়াও যেন তাহার আশা মেটে না। নেত্রের পলক পড়ে না। দারিদ্র, অভাব, মনঃকষ্ট, নিরাশা, অতীতের স্মৃতি, সে মুখকান্তিকে অতি মলিন করিয়া দিলেও, তখনও যেন তাহা হইতে সৌন্দর্য্য ক্ষরিত হইতেছিল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, মেঘে আবৃত চন্দ্রমা, যেমন মলিনতার মধ্যেও সুন্দর দেখায়, চারুদত্ত তখন যেন ঠিক সেই অবস্থায় উপনীত।

সতৃষ্ণনয়নে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া, বসন্তসেনা মনে মনে ভাবিল—"এরূপভাবে উহাঁকে আমরণ দেখিলেও যে প্রাণের আশা মিটিবে না। এই সময়ে উহার সম্মুখস্থ হওয়াই শ্রেয়ঃ। যদি দুই চারিটা কথা কহিবার সুযোগ আসে—তাহা হইলে এখনই তাহা আসিয়াছে। কেন না কক্ষমধ্যে আর কেহই উপস্থিত নাই।

সেই কক্ষমধ্যে এক শয্যার উপর চারুদত্তের একমাত্র পুত্র রোহসেন নিদ্রিত। উন্মুক্ত বাতায়নপথে শীতল বাতাস আসিতেছিল। কক্ষমধ্যে একটী মাত্র দীপ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল।

বসন্তসেনা মরালগতিতে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। চারুদত্ত তাহাকে তাঁহার দাসী রদনিকা ভাবিয়া বলিলেন—"বাহিরের ঠাণ্ডা বায়ুতে রোহসেনের বোধ হয় শৈত্যানুভব হইতেছে। রদনিকে! এই উত্তরীয় খানি, তুমি উহার গায়ে আবরণ করিয়া দাও।"

এই কথা বলিয়া চারুদত্ত তাঁহার অঙ্গের উত্তরীয়খানি রদনিকাভ্রমে, বসন্তসেনার গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। এই উত্তরীয় জাতিপুষ্পবাসিত। বসন্তসেনা, চারুদত্তনিক্ষিপ্ত উত্তরীয়বস্ত্রের সৌগন্ধে মোহিত হইয়া, একটু আত্মহারা হইয়া পড়িল।

কিন্তু সেই উত্তরীয় খানি হস্তে লইয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"ঘৃণিতা, বারনারীকুলে আমার জন্ম। চারুদত্ত রদনিকাভ্রমে এই উত্তরীয় আমার গাত্রে নিক্ষেপ করায় আমি ধন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু, রোহসেনের গাত্রে এই উত্তরীয় আবরণ করিয়া দিবার অধিকার আমার কই?"

বসন্তসেনা তখন সন্দেহদোলায় আন্দোলিতা। সে যে কি করিবে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

চারুদত্ত বসন্তসেনাকে নির্ব্বাক্ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"রদনিকে! আমার আজ্ঞা পালনে ইতস্ততঃ করিতেছ যে? ওঃ বুঝিয়াছি! মানবের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে, তাহার দাস-দাসীবর্গও কথার অবাধ্য হয়।"

চারুদত্তের এই মৃদু তিরস্কারে বসন্তসেনা মহাসমস্যার মধ্যে পড়িল! চারুদত্ত পুনরায় বলিলেন—"বহু বার আমি তোমায় বলিয়াছি—এ

দুর্ভাগ্যের আশ্রয় ত্যাগ কর। রদনিকে! তোমার অবাধ্যতা আমাকে বড়ই মর্ম্মপীড়া প্রদান করিল!”

ঠিক এই সময়ে প্রদীপহস্তে, মৈত্রেয় ও রদনিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মৈত্রেয় বলিল—“এই যে রদনিকা আমার সঙ্গে!”

চারুদত্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন—“সে কি? তাহা হইলে এ স্ত্রীলোক কে? কার সঙ্গে আমি কথা কহিতেছিলাম?”

বসন্তসেনা তখনও অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া। মৈত্রেয় তাহার হস্তধৃত প্রদীপ সহায়তায় দেখিল—“সে বসন্তসেনা।”

মৈত্রেয় চারুদত্তকে বলিল—“ইনি উজ্জয়িনীবিদিতা বসন্তসেনা।”

চারুদত্ত। এখানে আসিয়াছেন কেন?

মৈত্রেয়। যে চারুদত্ত চিরদিনই বিপন্নকে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, বিপদে পড়িয়া ইনি তাঁহারই শরণাগত হইয়াছেন।

চারুদত্ত। কিসের বিপদ্?

মৈত্রেয়। ইনি উৎসব দেখিয়া এই পথে ফিরিতেছিলেন। রাজশ্যালক শকার তাহার সঙ্গীকে লইয়া উহাঁকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। অন্ধকার উহাঁর সহায় হওয়াতেই, উনি পক্ষদ্বার দিয়া তোমার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

চারুদত্তকে, মৈত্রেয় তখন শকারঘটিত সকল কথাই বলিল। শকার যে চারুদত্তকে যথেচ্ছা গালি দিয়াছে, তাহাও বলিতে ভুলিল না। চিরদিন ক্ষমাশীল চারুদত্ত, ইহাতে শকারের উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া ঘৃণাপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন—“ওটা ঘোর মূর্খ! তাহার উপর রাগ করিতে নাই। কিন্তু আজ আমি তাহার অপেক্ষাও অন্যায় কার্য্য করিয়াছি।”

মৈত্রেয়। কেন? কি করিয়াছ তুমি যার জন্য এত অনুতপ্ত?

চারুদত্ত। আমি এই আশ্রয়প্রার্থিনী পরস্ত্রীর গাত্রে, আমার জাতি-পুষ্পবাসিত উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়াছি। রদনিকা জ্ঞানে উহাকে তিরস্কার পর্য্যন্ত, করিয়াছি।

মৈত্রেয়। তাহাতে আর দুঃখের কথা কি?

উভয়ের মধ্যে এই ভাবের কথোপকথন শুনিয়া, বসন্তসেনা মনে মনে বলিল—"এত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, এত গুণ না হইলে সমগ্র উজ্জয়িনী ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইবে কেন? এমন কি ভাগ্য করিয়াছি—আমি হতভাগিনী, যে ইঁহার চরণাশ্রয় পাইব? ইনি আমায় দাসীজ্ঞানে তিরস্কার করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। হায়! আর্য্য চারুদত্ত ত জানেন না, তাঁহার দাসীত্ব করিতে পারিলেও আমি সুখী হই। আমার প্রাণের আশা পূর্ণ হয়।"

বসন্তসেনাকে নির্ব্বাক্‌ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, চারুদত্ত একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"ভদ্রে! আমি তোমার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারি নাই, এজন্য ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত। তুমি অই আসনে উপবেশন কর।"

বসন্তসেনা তাহা করিল না। সবিনয়ে বলিল—"আমার ন্যায় কলঙ্কিতা, সর্ব্বজনপরিত্যক্তার আপনার মত মহানুভবের গৃহে আসন গ্রহণ করিবার কোন অধিকার নাই। আর্য্য! আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপূজ্য ব্রাহ্মণ—আমি গণিকা না হইলেও হীনা গণিকার গর্ভজাতা! আপনার সহিত এই স্থানে দাঁড়াইয়া যে কথা কহিবার সৌভাগ্যাধিকারিণী হইয়াছি, ইহাই আমার পরম ভাগ্য।"

চারুদত্ত এই অতুলধনশালিনী বসন্তসেনাকে গর্ব্বিতা, ঐশ্বর্য্য-মদকলঙ্কিতা বলিয়াই একটা ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বসন্তসেনার মুখে এরূপ বিনয়গর্ভ কথাগুলি শুনিয়া, তিনি তাহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিমাণ বুঝিয়া লইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চারুদত্ত মৈত্রেয়কে বলিলেন—"আমার এখন যেরূপ হীনাবস্থা তাহাতে ইঁহার যথোপযুক্ত আদর আপ্যায়ন করা, আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। মৈত্রেয়! সখে! ইহাঁকে বৃথা কষ্ট দিয়া ফল কি?"

মৈত্রেয়। ফল কিছুই নাই। তার ব্যবস্থা এখনি কচ্ছি। কিন্তু রাজশ্যালক সংস্থানক তোমায় কতকগুলো কথা বলেছে। সেগুলি তোমায় শুনানো প্রয়োজন। রাগে আমি প্রতিশ্রুতি ভুলেযাচ্ছি।

চারুদত্ত। এমন কি কথা সে বলেছে?

মৈত্রেয়। সে বলেছে, এই বসন্তসেনা তোমার অনুরাগিণী। সে পাপিষ্ঠ একে বলপ্রয়োগে আপনার করবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু বসন্ত-সেনা তোমার আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। তুমি যদি একে ভালয় ভালয় ফিরে দাও ত ভালই। নচেৎ সে তোমার চিরশত্রু হয়ে থাকবে।

চারুদত্ত মৃদুহাস্যে বলিলেন—"সেটা ভাবনার কথা বটে। পণ্ডিত শত্রু হওয়া বরং স্পৃহণীয়, কিন্তু মূর্খ শত্রু হইলে বিপদ পদে পদে। তা ওকথা ছেড়ে দাও সখা! এই বসন্তসেনা যখন আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তখন একে জীবন দিয়ে রক্ষা কত্তে আমি প্রস্তুত। একটা পাগল কোথায় কি বলেছে, তার জন্য আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে তিলমাত্র বিচলিত হব না।"

এই কথায় বসন্তসেনা চারুদত্তের হৃদয়ের মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় পাইল। এই দরিদ্র শক্তিসম্পদবিহীন উদারচেতা ব্রাহ্মণ যে আশ্রিতকে অভয় দান করিতে চিরদিনই সিদ্ধহস্ত, তাহারও সে পরিচয় পাইল। তাহার পূর্ব্বা-নুরাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—"আহা! কেন যে আমি অসংখ্য ধনীসন্তানের প্রেমপ্রস্তাব ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া, তোমার গুণানুরাগিণী হইয়াছি, তাহার কারণ তোমার ওই

দেবদুর্লভ গুণাবলী। তুমি ব্রাহ্মণ, ভূদেব—সকলেরই দেবতা। কিন্তু, আমি তোমাকে আমার ইষ্টদেবতা বলিয়া জ্ঞান করি।”

বসন্তসেনাকে নির্ব্বাক্ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া, চারুদত্ত তাহার প্রতি বড়ই সমবেদনাপূর্ণ হইলেন। তিনি বিনয়নম্র বচনে বলিলেন—“ভদ্রে! তোমাকে চিনিতে না পারিয়া তোমাকে অনাদর করিয়া আমি বড়ই অনুতপ্ত। তুমি আমার ত্রুটি মার্জ্জনা কর।”

বসন্তসেনা এতক্ষণ কথা কহে নাই। এইবার কথা কহিল। কথা কহিবার সময় তাহার কোমল বুকটী দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জিহ্বায় যেন জড়তা উপস্থিত হইল। লজ্জা যেন তাহার ভাষাকে নিগড়াবদ্ধ করিয়া রাখিল। তবুও সে দৃঢ়তাসহকারে বলিল—“অপরাধ আপনি করেন নাই, আমিই করিয়াছি। আমার মত হতভাগিনীর ভদ্রলোকের গৃহে প্রবেশ করাই অনুচিত। আপনিই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।”

এই কথা বলিয়া বসন্তসেনা গললগ্নীকৃতবাসে ভূম্যোপবিষ্টা হইয়া চারুদত্তের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। চারুদত্ত তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন—“ছি! ওকথা বলিতে নাই। তুমি দূষিতা বা কলঙ্কিতা হইলে কমলা তোমায় এত কৃপা করিতেন না। তোমার গুণাবলীর অনেক কথাই আমি শুনিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, অতুল ধনশালিনী বসন্তসেনা, আদৌ ধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা নহেন।”

চারুদত্তের স্পর্শে বসন্তসেনা শিহরিয়া উঠিল। কি যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি, তাহার দেহের শিরা প্রশিরাকে একটা উত্তেজনাময় শক্তিতে বিচঞ্চল করিল। সে ইতিপূর্ব্বে চারুদত্তের রূপ দেখিয়া মজিয়াছিল, এখন স্পর্শে মরিল।

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া আসিয়াছে। চারুদত্ত বলিলেন—“মৈত্রেয়! তুমি বসন্তসেনাকে ইঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া এস।”

মৈত্রেয় সহাস্যমুখে বলিল—"তাহা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমার একাকী যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

বসন্তসেনা চারুদত্তের কথার ভঙ্গিতে বুঝিল—তিনি রাত্রিকালে পরস্ত্রীকে স্বগৃহে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং সেও চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু চলিয়া গেলে তাহার নেত্র যে চারুদত্তের ভুবনবিমোহন রূপ আর দর্শন করিতে পাইবে না। শ্রোত্র, যে সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাক্য শুনিতে পাইবে না। তাহার যে আর দেবদর্শন করা হইবে না। কত সাধনার ফলে, কত পুণ্যের বলে, কত সৌভাগ্যের অনুগ্রহে, সে যে আজ চারুদত্তের সম্মুখে এভাবে উপস্থিত হইতে পারিয়াছে। এর চেয়ে শুভক্ষণ, এর চেয়ে সুখের সময়, এর চেয়ে অমৃতপ্রস্রবণে সন্তরণ, আর যে কখনও তাহার ভাগ্যে ঘটিবে তাহার সম্ভাবনা যে সুদূরপরাহত।

কিন্তু চতুরা বসন্তসেনা, তখনই মনোমধ্যে এক উপায় স্থির করিয়া লইল। যদি এটি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সে আবার ইহার সহায়তায় চারুদত্তের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে।

চারুদত্ত বসন্তসেনাকে চিন্তানিমগ্ন দেখিয়া ভাবিলেন -বসন্তসেনা হয়ত সেই গভীর রাত্রে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, হয়ত তাহার মনে এমন একটা ভয় জন্মিতেছে, যে দুষ্ট সংস্থানক পুনরায় তাহার পথরোধ করিতে পারে।

এইরূপ ভাবিয়া চারুদত্ত বলিলেন—"বসন্তসেনা! তোমার কোন ভয় নাই। চল আমি ও মৈত্রেয় তোমাকে তোমার গৃহদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিই।"

বসন্তসেনা মুহূর্ত্ত মাত্র কি ভাবিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আর্য্য! আপনার কাছে এ অধিনীর একটী নিবেদন আছে।"

চারুদত্ত। তোমার মনের কথা কি বসন্তসেনা?

বসন্তসেনা। যদি আর্য্য আমার মত হতভাগিনীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, আমার কথা সরলভাবে গ্রহণ করেন, তাহাহইলে অদ্য রাত্রের জন্য আমি এই বহুমূল্য রত্নালঙ্কারগুলি আপনার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যাইতে চাই। আমার বোধ হয়, এই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলির জন্যই পাপিষ্ঠেরা আমার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শীঘ্রই আমি আমার দাসীকে পাঠাইয়া দিব। এগুলি তাহার হাতেই ফেরত দিবেন।

চারুদত্ত। কিন্তু আমার এ গৃহ রক্ষকহীন ও জীর্ণ। আমার মতে এই সব বহুমূল্য অলঙ্কার রাখিবার উপযুক্ত স্থান ইহা নয়।

বসন্তসেনা। মহাত্মন্! লোকে মানুষের উপর বিশ্বাস করিয়াই বহুমূল্য দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখিয়া থাকে। গৃহকে দেখিয়া রাখে না।

চারুদত্ত বসন্তসেনার এই কৌশলময় উত্তরে হারিয়া গেলেন। একথার উপর আপত্তি করিবার আর কিছুই নাই।

সুতরাং তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে বসন্তসেনাকে তাঁহার অলঙ্কার উন্মোচনে সম্মতি দিলেন। বসন্তসেনা তখনই বিশেষ তৎপরতার সহিত তাহার গাত্রের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া চারুদত্তের হাতে দিতে গেল। কিন্তু চারুদত্ত তাহা না লইয়া মৈত্রেয়কে—"বলিলেন এই অলঙ্কার তুমি রাখিয়া দাও। যতক্ষণ না বসন্তসেনা উহা ফেরত না নেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি রাত্রিকালে উহা রক্ষা করিবে। দিবাভাগে বর্দ্ধমানক ইহার রক্ষক হইবে।"

মৈত্রেয় তখনকার মত অলঙ্কার গুলি, বর্দ্ধমানকের হাতে দিল। তৎপরে সে চারুদত্তকে বলিল—"তাহা হইলে চল আমরা যাই?"

চারুদত্ত। তুমি একাকী গেলেই ত কাজ মিটিয়া যায়। মৈত্রেয়। তুমিও কি সংস্থানকের ভয় করিতেছ?

মৈত্রেয়। বোধ হয় নয়। আমার হস্তে এই দুরাচারের মস্তকবিদারী বংশদণ্ড থাকিতে, আমি সংস্থানকের দলকে গ্রাহ্যই করি না। তবে কথাটা হইতেছে এই, তোমায় ছাড়িয়া আমি একাকী গেলে, পথটা আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে। দুজনে থাকিলে, এই রাত্রে পথ চলার কষ্ট কমিতে পারে।

চারুদত্ত মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, মৈত্রেয় মুখে যাহা বলিতেছে তাহা তাহার মনের কথা নয়। তাহার অন্তরের কথা হইতেছে এই— এত রাত্রে সে এই রূপশালিনী যুবতীর সাহচর্য্য পছন্দ করে না।

চারুদত্ত বলিলেন—"তবে চল।"

অগত্যা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মৈত্রেয় ও চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনা সেই স্থান ত্যাগ করিল। বসন্তসেনা যখন বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন রজনীর শেষ যাম।

বলি বলি করিয়াও বসন্তসেনার বলা হইল না। মনের প্রচ্ছন্ন ভাব ফুটি ফুটি করিয়াও যেন ফুটিয়া উঠিল না। ভাষার ভাণ্ডার যেন শূন্য হইয়া পড়িল। জিহ্বা যেন শক্তিহীন। বার বার বসন্তসেনার মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল—সে তাহাদের দুইজনকে তাহার বাটীতে একবার পদার্পণ করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু তাহার সে সাহস হইল না।

আর তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া মৈত্রেয় বলিল—"চল— তবে আমরা যাই।"

দুইজনে তখনই, অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। বসন্তসেনা বহুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল—"হা! নিষ্ঠুর!"

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শেষ রাত্রে বসন্তসেনা হর্ষবিষাদের অবস্থায়, তাহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দাসীরা তাহার কক্ষদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু মদনিকা কক্ষের মধ্যেই ছিল। কেন না—বসন্তসেনার শয্যার পার্শ্বেই তাহার শয্যা।

মদনিকা বসন্তসেনার দাসী হইলেও অতি প্রিয় সখী। উভয়েই সমবয়স্কা। এই মদনিকা, সুরূপা সুরসিকা সদা হাস্যময়ী সোদরাধিকা প্রিয়তমা। ভালবাসার একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। বসন্তসেনা মদনিকাকে যেমন ভালবাসিত, তাহাকে নিজের সোদরা ভগ্নীর মত আদর যত্ন করিত, মদনিকাও সেইরূপ, বসন্তসেনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। সে তাহার মুখে হাসি দেখিলে প্রফুল্লিতা হইত, বিষণ্ণতা দেখিলে বিমলিনা হইয়া থাকিত।

বসন্তসেনাকে সহসা রজনীর সেই শেষ যামার্দ্ধে ফিরিতে দেখিয়া, মদনিকা শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন-নিপীড়িত করিয়া বলিল— "কত ভাবিতেছিলাম আমি সখি—তোমার জন্য।"

বসন্তসেনা মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"তাতো দেখিতেই পাইতেছি। তোমার ভাবনা খুব বেশী না হইলে কি অত নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিতে?

মদনিকা। তাতো বলিবে। 'যার জন্য চুরী ক'রে সেই বলে চোর।' আমি রক্ষীদের লইয়া চারিদিক্ খুঁজিয়া আসিলাম। কোথাও তোমার দেখা পাইলাম না। পাইলাম, আর্য্য চারুদত্তের দ্বারে আমার সেই নিজের হাতে গাঁথা রঙ্গন ফুলের মালা ছড়াটী। বুঝিলাম, তুমি আমার জন্যই সেই নিদর্শন সেখানে রাখিয়া গিয়াছ। আরও বুঝিলাম—চারুদত্তের গৃহেই তুমি সে রাত্রের জন্য অতিথি। মনকে বুঝাইলাম—'মন! কেন বৃথা চঞ্চল হইতেছিস্? কমলিনী অভিসারে গিয়াছেন। ঊষার আলো ধরার বুকে ছাইবার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিবেন।'

বসন্তসেনা মদনিকাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"তুই যদি মরিয়া যাস্ ত আমার বালাই যায়।"

মদনিকা। তা আমি মরিলে যদি তুমি সুখী হও, তাহাতে ক্ষতি নাই। আগে যুগলমিলন দেখি—তার পর ত মরিব।"

বসন্তসেনা। আবার ঠাট্টা!

মদনিকা। ঠাট্টা ত চিরদিনই করি। যাক্, এখন আসল কথাটী খুলিয়া বল দেখি?

বসন্তসেনা। কি কথা?

মদনিকা। এ রাত্রে একা আসিলে কেমন করিয়া?

বসন্তসেনা। একা আসি নাই। আর্য্য চারুদত্ত আর মৈত্রেয়, আমাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

মদনিকা। অঞ্চলের মধ্যে রত্ন পাইয়া ছাড়িয়া দিলে কেন?

বসন্তসেনা। আমার অঞ্চল অপেক্ষাও সে রত্ন যে চঞ্চল।

মদনিকা। বড়ই নির্ব্বুদ্ধির কাজ করিয়াছ।

বসন্তসেনা। তুই কোথায় ছিলি তখন বুদ্ধি দিতে পারিস্ নি!

মদনিকা। যাই হোক, তুমি যদি পাকা জহুরী হও তা [illegible]

একদিন বিনামূল্যে কিনতে পারবে। যাই হ'ক, আশার অর্দ্ধেক ফল হয়েছে ত ?

বসন্তসেনা। শরতের মেঘের মত সদা চঞ্চল সেই আশাকেই দেখতে পাচ্ছিনি। তার আবার অর্দ্ধেক ফল!

আর্য্য চারুদত্তের গৃহমধ্যে প্রবেশের পর হইতে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সবই তখন বসন্তসেনা, তাহার সখীর নিকট—ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিল।

মদনিকা সকল কথা শুনিয়া বলিল—"পাষাণে দাগ কাটা, বড়ই শক্ত কাজ। তবে চেষ্টায় না হয় কি ? সাধিলেই ত সিদ্ধি। একান্তমনে সাধনার ফলই হইতেছে—ঈপ্সিতের প্রাপ্তি। সবার হয়, তোমার হইবে না কেন সখি ?"

বসন্তসেনা, তাহার প্রিয়তমা সখীর কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। চারুদত্ত যে এখন তাহার চক্ষে সোণার-স্বপন! চারুদত্ত যে তাহার অন্ধকারময় হৃদয়ের, উজ্জ্বল আলো। চারুদত্ত যে তাহার ধমনীর শোণিত, প্রাণের প্রাণ, মর্ম্মের সন্ধি, অন্ধকারের প্রদীপ, বিষাদে আনন্দ, নিদ্রায় মধুর সুখস্বপ্ন।

বসন্তসেনা, সে দিন রাত্রে চারুদত্তের বাটীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে সবকথাই মদনিকাকে বলিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাকি ছিল, সেই অলঙ্কারগুলির কথা। মদনিকাও তাহার সখীকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া, অতিমাত্রায় আনন্দবিহ্বলা হইয়াছিল। এজন্য তাহার অলঙ্কারশূন্য দেহের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই।

মদনিকা যখন দেখিল, যে তাহার প্রিয়সখীর গাত্র অলঙ্কারশূন্য;—প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, কণ্ঠদেশ কোথাও কিছু নাই। তখন সে বিস্মিতচিত্তে বলিল—"তোমার দেহ অলঙ্কারশূন্য কেন সখি ?"

বসন্তসেনা। আমি আমার অলঙ্কারগুলি চোরভয়ে আর্য্য চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছি।

মদনিকা। আর একথাও বলিয়া আসিয়াছ, যে তুমি নিজে গিয়া সেগুলি আনিবে।

বসন্তসেনা। নিশ্চয়ই তাই!

মদনিকা। কথায় শুনিয়াছি, শ্রীরাধাও স্বেচ্ছায় তাঁহার হার কুঞ্জে ফেলিয়া আসিয়া, সেই হার খুঁজিবার ছলনায় আবার তাঁহার প্রাণের কিশোরকে দেখা দিতেন।

বসন্তসেনা। আঃ মরণ! তোর সব কথাতেই রহস্য।

তখন প্রভাত হইয়াছে। ঊষার শীতল সমীরণ, রাত্রি জাগরণে ক্লান্তিময়ী বসন্তসেনার সমুন্নত ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিতেছে। ক্ষীণান্ধকার-বেষ্টিত, শ্যাম তরুপল্লবে দেহাবৃত করিয়া, শ্যামা দধিয়াল প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে।

বসন্তসেনা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, সেই প্রভাতে নিজগৃহে সমাধি সমাপন করিল। নিত্য শিপ্রানদীতে স্নান করা, তাহার অভ্যাসগত কর্ম্ম। কিন্তু সে দিন সে তাহার ব্যতিক্রম করিল।

চিররহস্যময়ী মদনিকা, তাহার সখীর এ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সে সহাস্যমুখে বলিল, "আজ যে শিপ্রাস্নান বন্ধ হইল তোমার? তাও ত বটে! একথা আমার জিজ্ঞেসা করাও যে অন্যায়! কেন না প্রেমের বন্যায় যে ভাসিয়া যায়, নদীর জলে তার কিসের স্নান?"

বসন্তসেনা মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"সত্যই তাই মদনিকে! তুই আমার মনের কথা টানিয়া বলিয়াছিস্ দেখিতেছি, আজ বেলা হইয়া পড়িবে। তুই এখনিই আমার পূজার আয়োজন করিয়া দে।"

মদনিকা। নিজের চোখে নারায়ণকে কাল সারা রাত্রি ধরিয়া দেখিয়া আসিলে। তার উপর আবার পূজা!

বসন্তসেনা। জানিস্ না কি তুই, নারায়ণের ভক্ত যে, সে তাঁর পূজায় যতটা আনন্দ পায়, দর্শনে তা পায় না! মদনিকে! আজ আমার অতি সুপ্রভাত। শূন্য জীবন লইয়া, উদ্দেশ্যহীন প্রাণ লইয়া, কর্ত্তব্যহীন হৃদয় লইয়া, এতদিন ধরার বুকে দানবীর মত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম। আজ বুঝিতে পারিয়াছি, আমার ধ্রুব লক্ষ্য কি? আজ বুঝিতে পারিয়াছি, আমার অভীষ্ট কি? আজ বুঝিতে পারিয়াছি, আমার আশার ধন কি?

আমার যে লক্ষ্যহীন জীবন এতদিন শূন্য ছিল, আজ যেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। যে প্রাণ সর্ব্বদাই বিষাদসমাচ্ছন্ন থাকিত, শ্মশানতরুর বাতাসের মত হু হু শব্দ করিত, আজ সে প্রাণ যেন মলয়ের সুবাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমার মত নারকীর প্রাণেও সখি! নন্দনের উজ্জ্বল আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম যে দেবতার দুর্লভ দান! ঐশ্বর্য্য ভাগ্যের দান-ভাগ্য সহায় হইলেই হয়। আমি ভাগ্যকে তুচ্ছ করিয়া এখন দেবতার দানেই তৃপ্তি বোধ করিব।"

বসন্তসেনা, আর বেশী বলিতে পারিল না। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। আর কিছু না বলিয়া, সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুখীর, দুঃখীর, রোগীর, ভোগীর, সবারই দিন যায়। সুতরাং বসন্তসেনারও সেইদিন চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে বসন্তসেনা নিজের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সেকালে অঙ্গনাকুলের মধ্যে চিত্রবিদ্যার একটা বিশেষ প্রচলন ছিল। বসন্ত-

সেনা চিত্রাঙ্কনে সবিশেষ পারদর্শিনী। সে এতদিন ধরিয়া মনে মনে কল্পনার সহায়তায়, চারুদত্তের একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু চারুদত্তকে চোখে দেখা অবধি, তাহার মনে কেমন একটা দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রে অনেক দোষ আছে।

সে সেই নির্জ্জন নিশীথে, দরিদ্রের দ্রবিণের মত, অতিবহুমূল্য সেই চিত্রখানি বাহির করিয়া, উজ্জ্বল দীপালোকে বহু বার দেখিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইল না। সে চিত্রের সহস্র দোষ বাহির করিল। এক এক সময়ে তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, যে এই বিকৃত চিত্রখানি সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু সে তাহা পারিল না। তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে চিত্রখানি পুনরায় সযত্নে লুকাইয়া রাখিল।

শয্যায় শুইয়া, সে নানা কথা ভাবিল। অন্যদিন শয়নকালে সে মদনিকাকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে সঙ্গে লয়। কিন্তু আজ তাহা করিল না। মদনিকা বসন্তসেনার মাতার পীড়ার জন্য, তাহার কক্ষেই শয়ন করিয়াছিল। সুতরাং নির্জ্জনে সে প্রিয়তমের রূপ চিন্তার পূর্ণাবসর পাইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*()*—

শকার বা সংস্থানক রাজার শ্যালক। উজ্জয়িনীর অধিপতি পালক, এক হীনবংশীয়া সুন্দরীকে তাঁহার প্রিয়তমা বিলাসিনী করিয়াছিলেন। এই শকার, সেই রাজবিলাসিনীর প্রিয়তম সহোদর। রাজা সেই রূপসী ভোগিনীর রূপের উপাসক ও তাঁহার একান্ত অনুগত। সুতরাং রাজপুরীতে 'শ্যালককুলতিলক' এই শকারের আধিপত্য খুবই বেশী।

শকারের নিজের একটা মহল ছিল। নাদক, মোসাহেব, পরিবেষ্টিত হইয়া সে দিন যাপন করিত। এদিকে নাগরিকগণ, তাহাদের পরিজনবর্গ লইয়া তাহার ভয়ে সর্ব্বদা শশব্যস্ত। কেন না শকার একবার যাহাকে দেখিবে—তাহাকে লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। সে মূর্খ, ভীরু ও কাপুরুষ। এজন্য পাশবিক বলপ্রয়োগে সে সহসা কোন স্ত্রীলোককেও আকৃষ্ট করিতে পারিত না। আর তাহার এই অসমর্থতার জন্য, মর্ম্মজ্বালায় জ্বলিয়া মরিত।

লোকে ইচ্ছা করিয়া তাহার সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইত না। কেন না পণ্ডিত শত্রু বরঞ্চ ভাল, কিন্তু মূর্খ শত্রু কিছুই নয়। এই জন্য লোকে সাধ্যমত—এই ঘোর মূর্খ শকারের নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত।

নবম পরিচ্ছেদ

কামদেবায়তন-উদ্যানে, উৎসবের দিনে, বসন্তসেনার রূপমাধুরী সে বেশ প্রাণ ভরিয়াই উপভোগ করিয়াছিল। সে পূর্ব্ব হইতেই সন্ধান পাইয়াছিল, বসন্তসেনা উজ্জয়িনীর মহা ধনী সম্ভ্রান্তবর্গকে উপেক্ষা করিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

চারুদত্ত দরিদ্র হইলেও মহানগরী অবন্তীর পূজ্য। সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, ধনী দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে। এ চারুদত্তের উপর প্রকাশ্য ভাবে কোনরূপ অত্যাচার করিলে, তাহাকেই বিপদে পড়িতে হইবে। আবার এ দিকে বসন্তসেনাও রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য-শালিনী। তাহার দ্বারে অসংখ্য প্রহরী। তাহার উপর সহসা কোন রূপ অত্যাচার করিবার উপায়ও নাই।

কিন্তু দুরাত্মা শকারের মনে মনে কেমন একটা ভ্রান্ত ধারণা, যে সে পরম সুপুরুষ। উজ্জয়িনীতে তাহার মত রূপবান্ ব্যক্তি আর কেহ নাই —সুন্দরী রমণীর রূপরত্নের বিচারের উপযুক্ত জহুরীই সে। সে ভাবিত, তাহার মত সুরসিক, সেই সুপুরুষ জনবহুল উজ্জয়িনীনগরীতে অতি অল্প। বসন্তসেনার গৃহে কোন সূত্রে একটীবার আমল পাইলে, তাহার কাছে, দুইচার দণ্ড বসিয়া রসালাপ করিতে পারিলে, এই দর্পিতা ধনগরিমাশালিনী পরমাসুন্দরী বসন্তসেনা তাহার রূপগুণে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

কিন্তু বহুদিনব্যাপী নিষ্ফল আশাপ্রতীক্ষায় যখন কোন ফলই হইল না, তখন সে মরিয়া হইয়া উঠিল। কামদেবায়তনে উৎসব দেখিবার জন্য, অসংখ্য লোক সমাগত হইয়াছিল। এ জন্য সে বসন্ত-সেনার সহিত আলাপের কোন সুযোগ পাইল না।

সেই গভীর রাত্রে, বসন্তসেনা যখন তাহার একমাত্র সঙ্গিনী মদনি-কাকে লইয়া উৎসবস্থান ত্যাগ করিল, তখন এই দুষ্ট তাহার একান্ত

মিত্র ও সকল পাপকার্য্যের সহায়, এই বিটুকে লইয়া, নির্জ্জন অন্ধকারে বসন্তসেনার অনুসরণ করিল।

তাহার পরিণাম যে কি হইয়াছিল, তাহাও পাঠক দেখিয়াছেন। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে, বসন্তসেনা যে কোথায় সরিয়া গেল—তাহা সে কোন মতেই স্থির করিতে পারিল না।

অবশ্য সে এ টুকু সন্দেহ করে নাই, যে বসন্তসেনা ঘটনাচক্রচালিতা হইয়া তাহার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী চারুদত্তের গৃহেই সে রাত্রে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অতি নিরাশচিত্তে সে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, তাহাকে শত সহস্র অভিসম্পাত করিল। আর বসন্তসেনার মুণ্ডপাতের জন্য, তাহার অন্তরঙ্গ মিত্র বিটকে লইয়া পরদিন রাত্রে এক মন্ত্রণাচক্রের সৃষ্টি করিল।

তাহার অনুগামী সহচর বিট্, চারুদত্তকে খুবই ভয় করিত। চারুদত্তের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিলে—উজ্জয়িনীর জনসংঘের হস্তে তাহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা ঘটিবে, তাহাও সে জানিত। কাজেই সে সে দিন রাত্রে ঐ ভাবেই, চারুদত্তের মিত্র মৈত্রেয়কে তোষামোদ দ্বারা বশীভূত করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল। আর দুর্বৃত্ত শকার—ঘোর কাপুরুষ সে। সে বসন্তসেনার আলোকধারী প্রহরীদের দেখিয়াই, প্রাণভয়ে চম্পট দেয়।

সে দিন রাত্রে তাহাদের এক গভীর চক্রান্ত চলিয়াছে। সে ক্ষেত্রে আর কেহই নাই, কেবল মাত্র এই সংস্থানক বা শকার ও তাহার একমাত্র অন্তরঙ্গ সুহৃৎ বিট্।

শকার বলিল—"ভাই বিট্! রাজার শ্যালক হইয়া, আমার কোন সুখেরই অভাব নাই। এই রাজপ্রাসাদে সর্ব্ববিধ রাজভোগেই আছি! রাজার মতই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। আমার সহোদরার অঞ্চলগ্রাহী এই মূর্খ রাজা পালক। এই রাজারও যে বসন্তসেনার উপর লোভ নাই

তাহা মনে করিও না। কিন্তু আমার ভগ্নীর ভয়ে, তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। আমি যদি এই গর্ব্বিতা বসন্তসেনাকে করায়ত্ত করি, তাহাতে আমার ভগ্নীও সন্তুষ্টা বই অসন্তুষ্টা হইবেন না। কেন না, তিনিও এই বসন্তসেনার উপর ঘোর বিরক্ত। আমার হস্তে এই গণিকাশ্রেষ্ঠার নিগ্রহ দেখিলে তিনি সুখী বই অসুখী হইবেন না। কিন্তু এই অতিদর্পিতা ধনগৌরবশালিনী বসন্তসেনাকে আয়ত্ত করিবার উপায় কি?"

বিট্ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিয়া বলিল,—"চারুদত্তের মত গুণশালী হইবার চেষ্টা কর না কেন তুমি? তাহা হইলে এই বসন্তসেনা তোমার পদানত হইয়া পড়িবে। জান না কি তুমি—সর্ব্বস্ব দান করিয়া এই চারুদত্ত আজ কাল দরিদ্র হইয়াছেন।"

সংস্থানক। চারুদত্তের সম্পত্তি ছিল, সে দান করিয়া দরিদ্র হইয়াছে। আমার তেমন সম্পত্তি ত নাই ভাই!

বিট্। কেন, রাজার শ্যালক তুমি! অভাব কি তোমার? তুমি মাসে মাসে যে বৃত্তিটা পাও; তার কিছু অংশ দান কর না কেন?

সংস্থানক। তাহাতে আমার নিজের খরচই কুলায় না—তার উপর আবার দান!

বিট্। খরচ কমাও না কেন?

সংস্থানক। তাহা হইলে তোমার মত পার্শ্বচর বন্ধুদের আজই বিদায় করিয়া দিতে হইবে।

বিট্। তাহাতেও যদি তুমি বসন্তসেনাকে লাভ করিয়া সুখী হও, তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইতেও প্রস্তুত!

সংস্থানক। তা হইতেই পারে না। সবাইকে আমি বিদায় করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে পারি না।

বিট্। কেন ?

সংস্থানক। তোমার মত স্বার্থত্যাগী বন্ধু আর কোথায় পাইব ? জান ত আমার ঘটে ভগবান্ বুদ্ধি বলিয়া কোন কিছুই দেন নাই। তুমি যে আমার সোণার-কাটি রূপার-কাটি। ধর না কেন, যদি কাল রাত্রে তুমি না থাকিতে, তাহা হইলে আমার এই ক্ষীণবুদ্ধিসংযুক্ত মাথাটা, মৈত্রেয় মহাশয়ের সুদীর্ঘ লগুড়েই চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইত।

বিট্। দেখ সখে! এই বসন্তসেনা সকলেরই পক্ষে ঘোর সমস্যা। সে আদৌ অর্থ-প্রয়াসিনী নয়। কিন্তু সে কি চায়, তাহাও ঠিক করা দুরূহ। সেটা জানিতে পারিলে ত সব হাঙ্গামই চুকিয়া যায়। আমি অনেক মাথা ঘামাইয়া তাহার সন্ধান যেন একটু পাইয়াছি।

সংস্থানক। কি—কি ? আমাকে বল না কেন ? আমি তাহাই করিব।

বিট্। ঐ ত সে কথা একটু আগে বলিলাম। তুমি চারুদত্তের মত হও।

সংস্থানক বলিল—"যাহার নাম দুরন্তাচারী বলিয়া বাজারে প্রচারিত ও সর্ব্বজনবিদিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে সুনাম সঞ্চয় বড়ই কঠিন কথা।"

বিট্। এ বুদ্ধিও তোমার আছে দেখিতেছি! তা এখন কি করিতে চাও তুমি ?

সংস্থানক। আমি বসন্তসেনাকে চাই—

বিট্। সে বড় শক্ত কথা!

সংস্থানক। আমার মত শক্তিমান্ রাজশ্যালকের পক্ষে শক্ত কাজ বলিয়া, কিছুই নাই। কেবল আমরা প্রকৃত পথটা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া, এতটা ঘুরিয়া মরিতে হইতেছে। আমার মতে বসন্তসেনাকে লুঠ করিয়া আনিলে হয় না ?

বিট্। তাহার বাড়ী হইতে ?

সংস্থানক। না—সেখানে দন্তস্ফুট করিবার ভরসা আমার নাই। তবে শুনিতেছি, বসন্তসেনা শীঘ্রই একটা উৎসবায়োজন করিবে।

বিট্। আমি শুনিয়াছি, সে উৎসবটী আবার আর্য্য চারুদত্তের আগমনের উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি যদি উৎসবক্ষেত্রে আসেন, তবে উৎসব হইবে—নচেৎ নয়।

সংস্থানক। এ গুহ্য সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে ?

বিট্। জান ত তুমি সেই সিঁদখননকারী সর্ব্বিলককে। সে বসন্তসেনার দাসী মদনিকাকে বড় ভালবাসে। গোপনে তাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। সেই সর্ব্বিলকের মুখেই আমি একথা শুনিয়াছি।

সংস্থানক। তোমার বটে এতটা বুদ্ধি! সাবাস! তুমি যাহা হউক। আমারও পরম ভাগ্য যে তোমার মত বন্ধু পাইয়াছি।

বিট্। সেটা ভাই উভয়তঃ।

সংস্থানক। তাহা হইলে চারুদত্ত এ উৎসবে আসিবেন কিনা, তার সংবাদ কিরূপে সংগ্রহ করিবে ?

বিট্। এইমাত্র যে সংবাদ দিলাম, তাহা যে সূত্রাবলম্বনে পাইয়াছি, তোমার স্পৃহণীয় দ্বিতীয় সংবাদটাও সেই সূত্রে পাইব।

সংস্থানক এই কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিল—"আমার এ গোময়ভরা মাথায়, একটা বুদ্ধি আসিয়াছে। যদি এ উৎসবানুষ্ঠান হয়, আর সেই হতভাগা চারুদত্ত সেখানে আসে, জানিও এই দর্পিতা বসন্তসেনা আমার!

বিট্। তোমার মতলবটা কি জানিতে পারি না ?

সংস্থানক। এখন নয়। আগে অবস্থাটা ঘুরিয়া আসুক তারপর ব্যবস্থাটা তোমাকে বুঝাইয়া বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*()*—

প্রেমমুগ্ধা বসন্তসেনা, চারুদত্তের বাটী হইতে ফিরিয়া আসা অবধি বড়ই অন্যমনস্ক। সর্ব্বদাই তাহার একই চিন্তা। আর সেই চিন্তার বিষয় চারুদত্ত।

বসন্তসেনা তাহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, চারুদত্তকে ভাল বাসিয়াছিল। তাহার রূপের দর্প সে ভুলিয়াছে, সহস্র প্রেমিক যে তাহার দ্বারে ভিখারীর মত আনা যাওয়া করিত, তাহাও সে ভুলিয়াছে। তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথাও ভুলিয়াছে। তাহার রূপের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের দর্প, সবই চূর্ণ হইয়াছে।

এখন তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয়, এই ধর্ম্মাত্মা, বিগতসর্ব্বস্ব, বিনয়ের আধার, সৌজন্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর্য্য চারুদত্ত। চারুদত্তকে ভালবাসিয়াই তাহার সুখ। বারেকমাত্র দর্শনে অপার আনন্দ। নিশিদিন তাহার চিন্তাতেই সে সর্ব্বদাই বিভোর।

হায়! কেন এমন হইল? প্রেমোন্মাদিনী বসন্তসেনা একদৃষ্টে আকাশের পানে, চাহিয়া বলে—“হে! অনন্তদিগন্তপ্রসারিত উদার অম্বর! তোমার উদারতা কি তাঁর চেয়ে বেশী?”

প্রভাতারুণস্বর্ণকরলেখাগুঞ্জিত—প্রস্ফুটিত কুসুমের দিকে চাহিয়া

দেখিলে, সে যেন দেখিতে পায়, সেই সদ্যঃশিশিরপ্লাবিত কুসুমের পবিত্রতার সহিত, চারুদত্তের মুখমণ্ডলের পবিত্রতার মিশ্রিত।

মৃদুমলয়স্বননে সে শুনিতে পায়, আর্য্য চারুদত্তের ... কণ্ঠস্বর। সে কণ্ঠস্বর যেন বলিতেছে—"স্থির হও বসন্তসেনা! অধীরা ... আমি তোমায় চরণে আশ্রয় দিব। তুমিও যেমন আমার গুণে মুগ্ধ, আমি তেমনি হইয়াছি।"

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মেদিনী ছাইয়া ফেলিয়াছে। আকাশে অসংখ্য তারকা উঠিয়াছে। বসন্তসেনা বাতায়নপার্শ্ববর্ত্তী, এক অলিন্দে বসিয়া, তারকামালামণ্ডিত গগনের বিমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দেখিতেছে। এমন সময় মদনিকা, তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মদনিকার মৃদুপদশব্দে, বসন্তসেনা চকিতা হরিণীর মত মুখ ফিরাইল; মদনিকাকে দেখিয়াও তাহার পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না। যে তন্ময়তা, তাহার চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার প্রভাব অপসারিত হইল না।

মদনিকাকে সম্মুখে দেখিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসন্তসেনা বলিল "তারপর কি হইল মদনিকে?"

"কিসের পর কি হইল সখি?"

বসন্তসেনা সপ্রতিভ ভাবে বলিল—"না না, আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি। কেন যে একথা বলিলাম, তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

মদনিকা বুঝিল, বসন্তসেনা চারুদত্তের চিন্তায় বিভোর। লোকে রাত্রে তাহাদের প্রিয়তম সম্বন্ধে সুখস্বপ্ন দেখে। সে দিবাভাগেই এতই মোহাচ্ছন্ন, প্রেমচিন্তায় এত বিভোর, যে একান্তচিত্তে চারুদত্তের কথাই ভাবিতেছে।

মদনিকা, বসন্তসেনার মনের প্রকৃত কথা জানিবার জন্য বলিল—

"সখি! একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব কি? কেবল যদি তোমার আশ্রিতা দাসী হইতাম, তাহা হইলে না হয় স্বতন্ত্র কথা ছিল। কিন্তু তোমার মনের কথা সবই তো আমি জানি। আর সবই জানিতে চাই। তুমি কি এখন আর্য্য চারুদত্তের কথা ভাবিতেছিলে?"

বসন্তসেনা মদনিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। কথাটা তাহার নিকট গোপন করিতে গেলে সে নিশ্চয় মনঃকষ্ট পাইবে,—ইহা ভাবিয়া বসন্তসেনা বলিল, "সত্যই আমি তাঁর কথা ভাবতেছিলাম। লোকে রাত্রে স্বপ্ন দেখে; কিন্তু আমি দিবাভাগেই প্রিয়তমের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।"

মদনিকা। কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে?

বসন্তসেনা। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত; আমি যেন উদ্যানমধ্যে একাকিনী বিচরণ করিতেছি, তাঁর আসার প্রতীক্ষায়, চারিদিকে চাহিতেছি, তোকে আমার দূতীরূপে ইতিপূর্ব্বেই যেন তাঁর কাছে পাঠাইয়াছিলাম। এমন সময়ে তুই ফিরিয়া আসিলি।

মদনিকা। বটে! তারপর?

বসন্তসেনা। আমি তোকে যেন বলিলাম—'তুই একা ফিরিয়া আসিলি যে? তিনি কই?'

তুই যেন আমাকে বলিলি, 'তিনি বলিয়াছেন আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তোমার সখী আমাকে তাঁহার হৃদয় দান করিয়া, অনর্থক কষ্ট পাইবেন। তাঁহাকে আমার আশা ত্যাগ করিতে বল।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া, তুই যেন সহসা থামিয়া গেলি। আর আমিও যেন, তোর শেষ কথাগুলি শুনিতে না পাইয়া, ব্যাকুল ভাবে বলিলাম—'তারপর! তারপর?'

মদনিকা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তৎপর বসন্তসেনার পাদমূলে বসিয়া বিনয়নম্র বচনে বলিল—"এতটা অগ্রসর হওয়া কি ভাল সখি! দাসী আমি তোমার। আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিও। মহাসাগরের,

দশম পরিচ্ছেদ

কোথায় কি আছে না জানিয়া ঝাঁপ দিলে শেষে অনুতাপ করিতে হইবে।”

বসন্তসেনা বিরক্তিসূচক গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল—“রত্ন যদি না পাই, তবে সাগরের জলে ডুবিয়া মরিব। যিনি আমার এই দগ্ধ মরুময় জীবনের মলয়-প্রবাহ, যিনি আমার হৃদয়নন্দনের একমাত্র দেবতা, যিনি আমার ধ্যান ধারণা ও পূজার জিনিষ, দিবা নিশা যাঁর চিন্তায় আমি আত্মহারা, তাঁহাকে না পাই, দাসীরূপে তাঁর সেবার অধিকার ত আমার থাকিবে। মদনিকে! সে অধিকারও আমার হইবে নাকি?”

মদনিকা গম্ভীরমুখে বলিল—“না, তাহারও সম্ভাবনা নাই।”

বসন্তসেনা। কেন?

মদনিকা। তুষারের মত অতি বিমল চরিত্র যাঁর, ধূতাদেবীর মত রূপবতী গুণবতী একান্তানুরক্তা, সর্ব্বস্বসমর্পিতা প্রাণাধিকা পত্নী যার, তাঁহাকে তোমার হৃদয়েশ্বররূপে লাভ করা, বড়ই কঠিন কাজ।

বসন্তসেনা, একথার উত্তরে আর কিছু বলিল না বা বলিবার কোনও সুযোগ পাইল না। কেন না তাহার অপরা দাসী, মাধবিকা তখন সেই ক্ষেত্রে দেখা দিল।

মাধবিকা বলিল,—“পূজার উপকরণ সব জোগাড় করিয়া দিয়াছি। বেলা হইয়া যাইতেছে—পূজা করিবেন আসুন ঠাকুরাণী।”

বসন্তসেনা বলিল,—“আজ আমার শরীর বড় অসুস্থ। আজ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে পূজা করিতে বল। মদনিকা! তুই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে এখনি ডাকিয়া আন।”

মদনিকা ও মাধবিকা উভয়েই চলিয়া গেল। সেইস্থানে বসিয়া একা বসন্তসেনা। সে ঘোর চিন্তানিমগ্না!

নির্জ্জনতার অবসরে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বসন্তসেনা

অস্ফুটস্বরে বলিল—"আমার আর স্বতন্ত্র পূজা কি? আর্য্য! চারুদত্ত! তুমিই ত আমার ইষ্ট। হৃদয়ের ভক্তি, প্রাণের স্নেহ দিয়া আমি তোমায় পূজা করিব। নেত্রজলে তোমার চরণ ধোয়াইব। কুঞ্চিত কেশরাশিতে তোমার চরণ মুছাইয়া দিব। এতদিন দেবতার আরাধনা করিয়া, তোমাকে পাইয়াছি। দেবতা যেন নিজে আমার হৃদয়াসন ত্যাগ করিয়া তাহাতে তোমাকে বসাইয়া দিয়াছেন। হায় নিষ্ঠুর! এতেও কি তুমি আমায় কৃপা করিবে না?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বসন্তসেনা যখন এইভাবে চিন্তা-নিমগ্না, সেই সময়ে তাহার হাওয়া-খানার কাছে, সে যেন কাহারও কাতর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। লোকটা যেন বলিতেছে—"আর্য্যে! বসন্তসেনা! আমার রক্ষা করুন! আমি আপনার আশ্রিত।"

বলিতে বলিতে, একজন লোক উন্মাদের মত সেই স্থানে আসিয়া বসন্তসেনার পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"দেবি! আর্ত্ত জনকে রক্ষা করুন।"

মদনিকা, সেই মুহূর্ত্তেই সেখানে উপস্থিত হওয়ায়, বসন্তসেনা একটু সাহস পাইয়া বলিল—"ছি! ছি! পা ধরিতে নাই। আমায় কেন বৃথা অপরাধিনী করেন?"

আগন্তুক বসন্তসেনার পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক, গাত্রে ধূলিমাটী মাখা। পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন—কম্পিত শ্বাস, আরক্তনেত্র।

বসন্তসেনা মদনিকাকে বলিল—"কে এ? ব্যাপার কি? তুই কিছু জানিস্ কি মদনিকা? কিসে এর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে?"

মদনিকা, আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ভদ্র! স্থির হইয়া ঐ আসনে উপবেশন কর। তোমার মুখে যাহা আমি শুনিয়াছি, সবই আর্য্যাকে বলিতেছি।"

তৎপরে মদনিকা, বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ইঁহার নাম সংবাহক। ইনি দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। বিখ্যাত দ্যূতাগারাধ্যক্ষ মাথুরক ও আর একজন দ্যূতকর প্রাপ্য টাকার জন্য ইঁহাকে খুবই প্রহার করিয়াছে। এজন্য ইনি ভয়ে পলায়ন করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন।"

বসন্তসেনা আশ্বাসবাক্যে বলিল—"যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার আর কোন ভয় নাই। স্থির হও।"

সম্বাহক বসন্তসেনার আশ্বাসবাণী শুনিয়া, অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল। বসন্তসেনা প্রশ্ন করিলেন—"কে তুমি? কোথায় তোমার নিবাস?"

সম্বাহক। দেবি! আমি একজন দ্যূতকর। আমার নিবাস পাটলীপুত্রে। আমি সেবা-কার্য্যে খুব সুদক্ষ। এই উজ্জয়িনীর একজন পূজ্য মহাত্মার নিকট আমি চাকরী করিতাম। তাঁহার মত হৃদয়বান্, দয়ালু, উদারচেতা লোক এ উজ্জয়িনীতে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আমার এমনিই দুর্ভাগ্য, যে তিনি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। দানে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া, অবস্থাগুণে বাধ্য হইয়া পুরাতন ভৃত্যবর্গকে বিদায় করিয়াছেন।—হায়! তিনি যদি আজ পূর্ব্বাবস্থায় থাকিতেন, তাহা হইলে আমার চাকরী যাইত না। দ্যূত-ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া আমি এরূপ ঘৃণিত উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের বা আত্মনাশের চেষ্টা করিতাম না! হায়! ভাগ্য!

বসন্তসেনা বলিল,—"কে সেই জনপূজ্য মহাত্মা এই উজ্জয়িনী মধ্যে, যাঁহার কাছে তুমি চাকরী করিয়াছিলে?"

সম্বাহক। তিনি উজ্জয়িনীপূজ্য আর্য্য চারুদত্ত।

বসন্তসেনা, মদনিকাকে বলিল—"মদনিকা! ইনি খুবই শ্রান্ত হইয়াছেন। তুমি ইঁহাকে ব্যজন কর।"

সম্বাহক বসন্তসেনার এরূপ যত্নে বড়ই বিস্মিত হইল। সে মনে মনে

বলিল "হায়! এই উজ্জয়িনী মধ্যে আর্য্য চারুদত্তের এত সম্মান! তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছি—ইহাতেই এত যত্ন, এত পরিচর্য্যা। আর্য্য চারুদত্ত! এই বিশাল জগতে দেখিতেছি, আপনিই কেবল বাঁচিয়া আছেন। আর সকলে নিশ্বাস ফেলে মাত্র।"

বসন্তসেনা সম্বাহককে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া বলিল "তারপর কি হইল?"

সম্বাহক বলিল,"তার পর আর কি দেবি! সেই মহাত্মার নিকট চাকরী যাওয়ার পর হইতেই আমি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এই দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছি। সামান্য দশ মোহরের জন্য, দ্যূতকর মাথুরক আজ আমাকে প্রহার করিয়াছে। আজ যদি আমার পূর্ব্বপ্রভু চারুদত্তের অবস্থা পূর্ব্বের মত থাকিত, দশ কেন, শতসংখ্যক মোহর চাহিলেও, তিনি তাহা দান করিয়া আমাকে এখনিই ঋণমুক্ত করিতেন।"

এই সময়ে মাথুরক বাহির হইতে ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিল, 'সম্বাহক, আমাদের পাওনা চুকাইয়া দিবে কিনা? আর আমরা বৃথা চীৎকার করিতে এখানে আসি নাই। এখনিই আমরা রাজদ্বারে চলিলাম। দেখি পাষণ্ড! সেখানে তোমাকে কে রক্ষা করে?"

সম্বাহক বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "দেবি! আমায় রক্ষা করুন।"

বসন্তসেনা তখনই নিজের প্রকোষ্ঠ হইতে বলয় খুলিয়া মদনিকার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই বলয়-বিনিময়ে ইহার দেনা চুকাইয়া দিয়া এস মদনিকা।"

মদনিকা বলয় লইয়া চলিয়া গেল। মাথুরক সুবর্ণবলয়টী বহুবার নাড়াচাড়া করিয়া বুঝিল, সে তাহার প্রাপ্যের অধিক অর্থ পাইয়াছে। সে বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিল—"সম্বাহক! আর তোমার সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই। তুমি ঋণমুক্ত হইলে।"

মাথুরক তাহার প্রাপ্য লইয়া চলিয়া গেলে, সম্বাহক অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া, কৃতজ্ঞতাসূচক-স্বরে বসন্তসেনাকে বলিল—"দেবি! আপনি আজ আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন। এইরূপে ঋণমুক্ত না হইলে, হয় ত আমাকে কারাগারে যাইতে হইত। এ কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিবার কোন শক্তিই ত আমার নাই। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমার পুরাতন বিদ্যাটী, যাহার পূর্ণ পরিচয় আমি এ পর্য্যন্ত আর্য্য চারুদত্তের সেবাকার্য্যে দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহা আপনার দাসীকে শিখাইয়া দিতে পারি।"

বসন্তসেনা বলিল—"না, তার কোন প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ তুমি আমার পরামর্শমতে এক কাজ কর। এতদিন যাঁহার সেবায় কাল কাটাইয়াছ, তাঁহারই কাছে আবার ফিরিয়া যাও। তাঁহারই সেবা কর গে। আমি তোমার বেতন দিব। তবে এ কথা অবশ্য খুব গোপনে রাখিবে। আর কেহই এ সম্বন্ধে যেন কিছু জানিতে পারে না।"

মাথুরকের নির্য্যাতনে সম্বাহকের বড়ই লজ্জাবোধ হইয়াছিল। সুতরাং সে বলিল—"দেবি! আপনার এ দয়াপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, এজন্য মার্জ্জনা করিবেন। অদ্যকার এই লাঞ্ছনায় সংসারের প্রতি আমার যথেষ্ট বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আমি স্থির করিয়াছি, সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিব। ভিক্ষুরূপে ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণাশ্রয় লইয়া, সংসার-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, শান্তির সহিত জীবন যাপন করিব।"

বসন্তসেনা নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে, তাঁহাকে আরও বুঝাইল। কিন্তু সে কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কেবলমাত্র বলিল—"দেবি! আপনার কৃত এ উপকার জীবনে ভুলিব না। কিন্তু মনে রাখিবেন—দ্যূতক্রীড়াসক্ত সম্বাহকের আজ হইতে মৃত্যু হইল। সে এখন সংসার-ত্যাগী. বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষু।"

আর কিছু না বলিয়া, সম্বাহক উর্দ্ধশ্বাসে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল।

দিন গেল। চন্দ্রমাশালিনী নক্ষত্রমালিনী রজনী আসিল। সমগ্র ধরণী চন্দ্র-কিরণে স্নান করিয়া, অতি শুভ্র, অতি পবিত্র মূর্ত্তি ধরিয়াছে। বসন্তসেনা, ধীরে ধীরে তাহার উদ্যানমধ্যে আসিয়া, এক মর্ম্মরমণ্ডিত বিচিত্র বেদিকায় উপবেশন করিল।

চারিদিকে ফুলের গন্ধ। আকাশ আলো করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ। বসন্তের অগ্রদূত, মলয়ের অঙ্গ-শিহরণকারী মৃদু স্পর্শ! বিরহবিধুরা বসন্তসেনা, এই সুন্দর সময়ে তাহার উদ্যানমধ্যস্থ মর্ম্মরবেদীর উপর উপবেশন করিল।

মদনিকাকে সে মহাকালের মন্দিরে পূজা দিতে পাঠাইয়াছে। তাহার ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে। সুতরাং সে অপরের উপস্থিতিসূচিত সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, উদ্যানমধ্যে নির্জ্জন চিন্তার জন্য প্রবেশ করিয়াছে। কেননা বিরহব্যাকুলা রমণীর পক্ষে, নির্জ্জনতাই খুব বেশী স্পৃহণীয়।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনবিলেপিত। বেদীর উপর সুকোমল পদ্মপত্রের শয্যা। মার্জ্জিত কেশপাশ হইতে, পবিত্র অগুরুসুগন্ধ বাহির হইতেছে। হস্তে মৃণালাবলম্বী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্ম। সে মুহুর্মুহুঃ পদ্মের সুবাস আঘ্রাণ করিতেছে। কিন্তু তাহাতেও যেন তাহার প্রাণের তৃষ্ণা নিবারিত হইতেছিল না।

সে যে বিরহিণী! সে যে প্রোষিতভর্ত্তৃকা। প্রিয়সমাগম অসম্ভাবনায় সে যে কম্পিত-হৃদয়া। সে যখন দেখিল, বিমলচন্দ্রালোক, স্নিগ্ধমধুরমলয়, ফুলের সুগন্ধ, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিলেপিত অগুরুচন্দনের স্নিগ্ধমধুরবাস তাহার প্রাণের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিতেছে না, তখন সে, একখানি সূক্ষ্ম উত্তরীয় লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিল।

তাহার জ্বালাময় দেহ যেন তাহাতে শীতল হইয়া গেল। প্রাণে একটা শান্তি আসিল। আনন্দ আসিয়া তাহার বিরহকাতর হৃদয়কে অমৃতসিক্ত করিল।

সেই উত্তরীয় হইতে জাতিফুলের সুবাস বাহির হইতেছিল। সেই জন্যই যে এই উত্তরীয় বস্ত্রখানি তাহার এত প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রিয়তার কারণ এই যে, সে উত্তরীয়খানি আর্য্য চারুদত্তের। যাহার অভাবে এই বিরহের যাতনা, তাঁহারই সুবাসিত উত্তরীয় তাহার অঙ্গবেষ্টন করায়, বিরহিণী বসন্তসেনা যেন প্রাণে শান্তি লাভ করিল।

সে মনে মনে বলিল—"হায়! আমি কেন তাঁহার অঙ্গের উত্তরীয় হইলাম না? তাহা হইলে এই ভাবে ত তাঁহার দেহ বেষ্টন করিয়া থাকিতাম। তাঁহার কণ্ঠের মণিকার হার হইলাম না কেন? তাহা হইলে ত তাঁহার সুকোমল গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া থাকিতাম। তাঁহার পুষ্পপাত্রের বিচিত্র-পুষ্প হইয়া জন্মিলাম না কেন? তাহা হইলে ত তাঁহার কর-কমল সর্ব্বদাই স্পর্শ করিতাম। আমার প্রাণময় দেহ অপেক্ষা, এই জড়-জীবন আমার পক্ষে যে শতগুণে ভাল ছিল।"

সে আবার আবেগভরে সেই উত্তরীয়খানি তাহার মস্তকে ধারণ করিল। আবার সেখানি তাহার শিরোদেশ হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া চুম্বন করিল। তার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হা! দুর্দ্দৈব! হায়! বিড়ম্বিত জগৎ! বলিয়া দাও আমায়,—হে তুমি করুণাময় বিধাতা, কোন্ পুণ্যফলে আর্য্য চারুদত্তের সেবার জিনিষ হইয়া এ জগতে জন্মাইতে পারা যায়?"

ঠিক এই সময়ে মদনিকা, সেই স্থানে প্রবেশ করিল। সে অন্তরাল হইতে ইতঃপূর্ব্বেই কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া, তাহার সখীর এই উন্মাদিনীবৎ কার্য্য-

কলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। এক্ষণে সহসা সম্মুখীন হইয়া বলিল—"সখি! এ উত্তরীয় কার ?"

বসন্তসেনা এ কথায় একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"এ উত্তরীয় আর্য্য চারুদত্তের। আমার প্রিয়তমের।"

মদনিকা বলিল—"তুমি এ উত্তরীয় কোথায় পাইলে? তিনি কি তোমায় ইহা উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন ?"

বসন্তসেনা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"এমন ভাগ্য কি আমার হইবে, যে এই অভাগিনীর নাম স্মরণপথে রাখিয়া তিনি আমাকে উপহার পাঠাইবেন? তবে এক অতি বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া, ইহা আমার হস্তগত হইয়াছে।"

মদনিকা। কি সে বিচিত্র ঘটনা ?

বসন্তসেনা। আমার হস্তিপালক কর্ণপূরক ত তোর অপরিচিত নয় ?

মদনিকা। নিশ্চয়ই নয়। সে দেখিতে যদিও অতি ক্ষীণকায়, তাহা হইলেও সে হস্তী চালনায় অতি সুদক্ষ।

বসন্তসেনা। এই সুদক্ষতার ফলে, সে আজ আমার নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

মদনিকা। ব্যাপার কি সখি ?

বসন্তসেনা। মদনিকে! সেই দ্যূতকর সম্বাহককে তুই বোধ হয় এখনও ভুলিস্ নাই ?

মদনিকা। নিশ্চয়ই নয়। তাহার ব্যাপার ত আজ মধ্যাহ্নের ঘটনা।

বসন্তসেনা। আমার শ্রেষ্ঠ হস্তী "শিষ্ট" আজ রাজপথে গিয়া বড়ই অশিষ্টতা করিয়াছিল।

মদনিকা। হাঁ,—সেটার আবার মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যাওয়া রোগ আছে। মানুষ মারিয়াছে নাকি ?

বসন্তসেনা। এক হতভাগ্য পথিককে সেই মদোন্মত্ত বারণ পদদলিত করিত বটে, কিন্তু কর্ণপূরকের সাহসের জন্য—প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য, তাহা পারে নাই।

মদনিকা। এই হতভাগ্য পথিক, নিশ্চয়ই সেই দ্যূতকর সম্বাহক। ওঃ! লোকটার একটা মস্ত ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। একবার দ্যূতকর মাথুরকের তাড়া, তারপর হস্তীর তাড়না—আহা কি দুর্ভাগ্য সেই বেচারির! তা আর্য্যের উত্তরীয়ের সহিত এই কাহিনীর সম্পর্ক কি?

বসন্তসেনা। খুবই নিকট। আর্য্য চারুদত্ত, সেই সময়ে রাজপথ দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। কর্ণপূরকের এই অসীম সাহসিক কার্য্য দ্বারা একটা লোকের বহুমূল্য জীবন বাঁচিল দেখিয়া, তিনি তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ, এই জাতিপুষ্পবাসিত উত্তরীয় খানি তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন।

মদনিকা। নিশ্চয়ই এই দুর্দ্দিনে, এই উত্তরীয়খানি তাঁহার একমাত্র সম্বল! আহা! তাঁহার হৃদয়ের কি মহত্ত্ব!

বসন্তসেনা। সত্যই তাঁর প্রাণের মহত্ত্ব অতুলনীয়। এই উত্তরীয় খানি দেবতার দান। দেবতা আমায় কৃপা করিয়া, যেন কর্ণপূরকের হাত দিয়া এখানি আমার চিত্ততৃপ্তির জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বসন্তসেনা আর কিছু বলিতে পারিল না। বার বার সেই উত্তরীয় খানি চুম্বন করিয়া বলিল—"মদনিকে! তাঁর এ মহত্ত্বময় দানের কি তুলনা আছে? তাঁর কিছুই দিবার ছিল না, ছিল মাত্র এই উত্তরীয়। তাহাও তিনি কর্ণপূরককে পুরস্কার দিলেন।"

মদনিকা। আর যাঁর মহত্ত্বের ফলে তোমার চিত্ততৃপ্তিকর এই এই দান তোমার হস্তগত, তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্বের কি তুলনা আছে? বিধাতা এই

চারুদত্তকে যে কি অপূর্ব্ব উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় যে তাঁহার প্রত্যেক মহত্ত্বসূচক কার্য্যেই প্রকাশ পাইতেছে।

মদনিকার মুখে চারুদত্তের এই প্রশংসাসূচক বাণীতে বসন্তসেনা যেন একটা অপূর্ব্ব গৌরব অনুভব করিল।

মদনিকা রহস্য করিয়া বলিল—"এখন কক্ষমধ্যে চল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আজ শয়নের পর, তোমার দেবতার এই পবিত্র দান, হয়তো তোমার সুনিদ্রার সহায়তা করিবে।"

তখন উভয়ে সহাস্য মুখে, সেই নিকুঞ্জকানন ত্যাগ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

চারুদত্ত বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সুখের দিনে অনেক সঙ্গীতোৎসব, তাঁহার বাটীতে হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র হইলেও, তিনি তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

একদিন সন্ধ্যার প্রারম্ভে, কোন বিত্তবান্ অন্তরঙ্গের বাড়ীতে সঙ্গীতোৎসব হয়। চারুদত্ত সেই উৎসবস্থলে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু তাঁহার দেহের ছায়াস্বরূপ, প্রিয় সদস্য মৈত্রেয়কে ছাড়িয়া, তিনি কোথাও যাইতেন না। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বকার্য্যের সহচর, প্রিয় মিত্র মৈত্রেয়ও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল।

এ সঙ্গীতসংঘের প্রধান গায়ক সেই গোভিল। চারুদত্ত এই গোভিলের সঙ্গীতের চিরানুরক্ত। আর গোভিলই সর্ব্বশেষে সঙ্গীতারম্ভ করিয়াছিল। এজন্য চারুদত্ত ও মৈত্রেয়ের গৃহে ফিরিতে, খুবই বিলম্ব হইয়াছিল।

চারুদত্ত, মৈত্রেয়ের নির্ব্বাক্ অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, "প্রসিদ্ধ গায়ক গোভিলের প্রধান শত্রু, আমার এই বন্ধু মৈত্রেয়—হয় ত আজ তাহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাহার গুণমুগ্ধ হইয়া নির্ব্বাক্ অবস্থায় চলিয়াছেন।"

কিন্তু মৈত্রেয়ের চিন্তা অন্য পথপ্রবাহিত। মৈত্রেয় মনে মনে ভাবিতেছিল,—"হায়! জীবনের বর্ষাকাল হইতেছে—এই দরিদ্রতা। তাহা না হইলে এমনটি ঘটিবে কেন? একদিন যে গোভিল, চারুদত্তের নিকট প্রচুর পারিশ্রমিক পাইয়া, নিত্য তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া সঙ্গীত

শুনাইয়া আসিত, আজ সেই ধন-গৌরববিহীন প্রিয় সখা আমার, পদব্রজে অন্য স্থানে গিয়া তাহার সঙ্গীত শুনিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। একেই বলে ভাগ্য-বৈষম্য! চঞ্চলা কমলার অপূর্ব্ব ছলনা!"

চারুদত্তই প্রথমে কথা কহিয়া মৈত্রেয়ের মৌনভঙ্গ করিলেন। তিনি মৈত্রেয়ের পৃষ্ঠে, আদরসূচক হস্তামর্ষণ করিয়া বলিলেন—"কেমন সখা! গোভিলের সঙ্গীত আজ শুনিলে কেমন?"

মৈত্রেয় মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"চিরদিনই যে ভাবে শুনিয়া আসিতেছি, আজও সেই ভাবেই শুনিয়াছি।"

চারুদত্ত। এই প্রসিদ্ধ গায়ক গোভিলের সম্বন্ধে কি, এখন তোমার একটুও মত পরিবর্ত্তন হয় নাই?

মৈত্রেয়। একটুও না।

চারুদত্ত। কেন সখা! এই সঙ্গীতকুশল গোভিল সম্বন্ধে চিরদিনই তোমার একদেশদর্শিতাময় এইরূপ একটা অন্ধ বিচার কেন?

মৈত্রেয়। তাহা যদি বলিলে—তাহার একটা কৈফিয়ৎ আমি দিব।

চারুদত্ত। এর আবার কৈফিয়ৎ কি মৈত্রেয়?

মৈত্রেয়। আছে বই কি?

চারুদত্ত। শুনিই না তোমার সেই কৈফিয়ৎটা।

চারুদত্ত। আমার মনের বিশ্বাস, মেয়ে মানুষের সংস্কৃত পড়া আর পুরুষ মানুষের গান করা একই কথা। উভয় ব্যাপারই সমানভাবে হাস্যাস্পদ।

চারুদত্ত মৈত্রেয়ের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"দেখিও—একদিন আমি তোমাকে সঙ্গীতে অনুরক্ত করাইব?"

মৈত্রেয়। কি উপায়ে, প্রহার দ্বারা নাকি?

চারুদত্ত। না—তা নয়। তাহা হইলে ছাত্র বিগড়াইবে। আমি তোমাকে একদিন বসন্তসেনার সুকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শুনাইয়া আনিব।

মৈত্রেয়। ভাল কথা। আর জানিও, সে নিশ্চয়ই তোমার গোভিলের অপেক্ষা উত্তম গান গাহিবে। যদি পুরুষের দ্বারা সঙ্গীত-চর্চ্চা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইত, তাহা.হইলে দেবতারা রম্ভা, উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি স্বর্গসুন্দরীগণকে যত্ন করিয়া নন্দন-কাননে রাখিতেন না।

চারুদত্ত। কিন্তু দেবসভায় ত গন্ধর্ব্ব কিন্নরও ছিল।

মৈত্রেয়। সেটা কেবল আসর সাজাইবার জন্য। গান গাহিয়া বাহবা পাইত, এই রম্ভা উর্ব্বশীর দল।

চারুদত্ত। তোমার সহিত আমি তর্কে পারিব না।

মৈত্রেয়। যাহা অসঙ্গত অন্যায়, তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলেই তর্ক উপস্থিত হয়। যাক্—বসন্তসেনার ওখানে একদিন ,সত্যসত্যই যাইবে না'ক ?

চারুদত্ত। একেবারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে যে ?

মৈত্রেয়। তার অন্য কারণ আছে। তার গান শুনিবার অছিলা করিয়া গিয়া, তাহার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া দিয়া আসিব। দেখিতে দেখিতে কয় দিন কাটিয়া গেল, তবুও সে অলঙ্কার ফিরাইয়া লইতে আসিতেছে না অথবা কোন লোক পাঠাইতেছে না। ইহাতে আমার একটু সন্দেহ হইতেছে।

চারুদত্ত। কি সন্দেহ হইতেছে তোমার ?

মৈত্রেয়। সে বোধ হয় আমাদের এই দারিদ্র্য অবস্থা দেখিয়া অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত রাখিবার ছলনায় আমাদের দান করিয়া গিয়াছে। সে তোমায় খুবই ভালবাসে।

চারুদত্ত। সত্য নাকি ? গোভিলের সম্বন্ধে তুমি যেমন ভ্রম করিয়াছ, দেখিতেছি—বসন্তসেনার সম্বন্ধেও সেইরূপ ভ্রম করিতেছ।

মৈত্রেয়। কি রকম ?

চারুদত্ত। এই উজ্জয়িনী মধ্যে, এত অর্থবান্ রূপবান্ লোক রহিয়াছে। বসন্তসেনা তাহাদের মত বিত্তসম্পন্ন লোককে ত্যাগ করিয়া আমার মত দরিদ্রকে ভালবাসিতে গেল কেন?

মৈত্রেয়। ভালবাসাতো দরিদ্র ধনী লইয়া বিচার করে না। তোমার মত রূপ আর গুণ, এ উজ্জয়িনীতে আর কয়জনের আছে বল দেখি? হৃদয়ের এতটা মহত্ত্ব আর কার হইতে পারে বল দেখি?

চারুদত্ত। তুমি আমার চিরমিত্র, চিরপ্রিয়, এজন্য স্বভাবতঃই আমার গুণানুরাগী। কিন্তু তোমার নিকট পরামর্শ লইয়া ত বসন্তসেনা তাহার ভালবাসার বিচার করিবে না।

মৈত্রেয়। নিশ্চয়ই নয়। অবশ্য সে তাহার চক্ষু আর হৃদয় লইয়া বিচার করিবে। একটা সোজা কথা বুঝিতেছ না, সে যদি তোমায় ভালই না বাসিবে, তাহা হইলে সেই ঝটিকাময়ী রাত্রিতে একাকিনী তোমার বাড়ীতে আসিবে কেন? এ উজ্জয়িনীতে তোমার বাটীর পার্শ্বে কি আর কাহারও বাড়ী ছিল না? যেখানে সে আশ্রয় লইতে পারিত।

চারুদত্ত সহাস্যে বলিলেন—"সখে! তোমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আমি চিরদিনই পরাজিত! আজও হার মানিলাম। বুঝিলাম, চারুদত্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয় মিত্র মৈত্রেয়—তার্কিকতায় অতি ক্ষমতাবান্। এইবার আমাদের তর্কযুদ্ধের অবসান হইল। কারণ আমরা বাড়ীর নিকটে আসিয়াছি।"

মৈত্রেয় অগ্রসর হইয়া, চারুদত্তের ভৃত্য বর্দ্ধমানককে ডাকিবামাত্র, সে দ্বার খুলিয়া দিল। উভয়েই বিভিন্নমুখী চিন্তা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মৈত্রেয় বলিলেন—"বর্দ্ধমানক! পদধৌত করিবার জন্য জল আনয়ন কর।"

মৈত্রেয় ও চারুদত্ত, ইদানীং একই কক্ষে শয়ন করিতেন। বর্দ্ধমানক চারুদত্তের প্রিয় ভৃত্য। সেও মৈত্রেয়ের মত, চারুদত্তকে তাঁহার জীবনের এই ঘোর দুর্দ্দিনে পরিত্যাগ করে নাই।

পদপ্রক্ষালনান্তে, কিঞ্চিৎ জলযোগাদি করিয়া উভয়েই শয্যায় শয়ন করিলেন। মৈত্রেয় ও চারুদত্ত ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতেন।

বর্দ্ধমানক, বসন্তসেনার সেই অলঙ্কারের পেটকাটি আনিয়া, মৈত্রেয়ের হস্তে দিল।

নিত্য প্রথামত, এই রত্নময় পেটকা রক্ষার ভার, দিবাভাগে বর্দ্ধমানকের উপর ছিল। রাত্রিকালের নির্দ্দিষ্ট বিধানে, তাহা মৈত্রেয়ের কাছেই থাকিত। আজও সেইরূপ ব্যবস্থা হইল।

রাত্রির দ্বিযাম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মৈত্রেয় ও চারুদত্ত অঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন। এমন সময়ে এক চোর সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য, একটা প্রকাণ্ড সন্ধি খনন করিয়াই, তৎসহায়তায় সেই চোর শয়নগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

চোরটা নিশ্চয়ই উজ্জয়িনীর লোক নহে। কেন না, চারুদত্তের দারিদ্র্য-

চোর সিঁধিলক দেখিল, সেই কক্ষে দুইজন লোক অঘোরে ঘুমাইতেছেন। (৯৭ পৃ

কিন্তু দিবা ও নিশা ত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। এই ভয়ানক ব্যাপারের পরও রজনী প্রভাত হইল।

সেদিন উষার স্নিগ্ধবায়ু, যেন মৈত্রেয় ও চারুদত্তের নিদ্রাকাল খুবই বাড়াইয়া দিয়াছিল। অন্য দিন দুইজনেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন, কিংবা শিপ্রায় স্নান করিতে যান। সে দিন আর কিছুই হইল না।

মনিবের উঠিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যালোকে ভুবন ভরিয়া উঠিয়াছে। কেন মৈত্রেয় ঠাকুর ও তাহার প্রভু—দুইজনেই আজ শয্যাত্যাগ করিতে এত বেলা করিতেছেন, এই সন্দেহে, চারুদত্তের দাসী রদনিকা, অন্দরমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া তাহার প্রভুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাঁহারা দুইজনেই অঘোরে নিদ্রিত।

কক্ষের দ্বার জানালা বন্ধ ছিল, অথচ তাহার এককোণে আলোক-প্রাচুর্য্য ও অন্ধকারহীনতা লক্ষ্য করিয়া, রদনিকা সেই দিকে অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে বড়ই ভীতা হইল।

সে দেখিল, গৃহভিত্তির প্রস্তরগুলি কোন প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সরাইয়া, চোরে একটী বৃহৎ সন্ধি খনন করিয়াছে। সে ভয়ে ও বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিল—"আর্য্য মৈত্রেয়! আর্য্য চারুদত্ত! উঠুন! উঠুন! আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। চোরে সিঁধ কাটিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

রদনিকার চীৎকারে, চারুদত্ত শয্যা হইতে ত্বরিতবেগে উঠিয়া পড়িয়া, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন—"ব্যাপার কি মদনিকা? রোহসেন ভাল আছে ত?"

মদনিকা বলিল—"ভগবান্ মহাকাল বালকের মঙ্গল করুন। কিন্তু

এ দিকে যে আর এক অনর্থ উপস্থিত! চোরে এই ঘরে সিঁধ কাটিয়াছে।"

চারুদত্ত, কঠোর হাস্যের সহিত বলিলেন—"আমার মত দরিদ্রের গৃহে চোর! অসম্ভব! অসম্ভব!"

রদনিকা চারুদত্তকে লইয়া, কক্ষের কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"এই দেখুন প্রভু!"

"তাইতো—" বলিয়া চারুদত্ত অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে তাঁহার গৃহে উজ্জয়িনীবাসী কোন চোরেই কখনই সিঁধ কাটিবে না। মৈত্রেয়কে বহুদিন তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছেন—"সখে! সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া আমি দরিদ্র হইয়াছি। ইহাতে আমার আর কোন সুখ ঘটুক আর নাই ঘটুক, নিশ্চিন্তে নিদ্রার সুখটা বাড়িয়াছে।"

চারুদত্ত মৈত্রেয়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিলেন, স্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু-স্পর্শে, মৈত্রেয় অঘোরে ঘুমাইতেছে। তিনি মৈত্রেয়ের গা ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া, মলিন মুখে বলিলেন—"মৈত্রেয়! মূর্খ! নিশ্চিন্তে ঘুমাই-তেছ? এ দিকে তোমার মাথার কাছেই চোরে সিঁধ কাটিয়া গিয়াছে!"

মৈত্রেয় আলস্যজড়িত স্বরে বলিল—"স্থির হও বয়স্য! দিন রাত রহস্য আর ভাল লাগে না। আঃ! রজনীর শেষ যামে একটু নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইব, তাহাও দেখিতেছি, তোমার জন্য ঘটিবে না!"

চারুদত্ত বিষণ্নমুখে বলিলেন—"সখা উঠ! উঠ! রহস্য নয়! সত্যই চোরে এই কক্ষে সিঁধ কাটিয়াছে।"

মৈত্রেয় চোখ্ রগড়াইতে রগড়াইতে, চোরকে অভিসম্পাত করিতে করিতে, শয্যাত্যাগ করিয়া বলিল—"কৈ কোথায় সিঁধ?"

চারুদত্ত, মৈত্রেয়ের শিয়রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"তোমার মাথার শিয়রেই সিঁধ কাটিয়াছে, আর এমন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা

তোমার, যে তুমি কিছুই টের পাও নাই! আমার বিশ্বাস, চিরদিনই তুমি সতর্ক। তোমার ঘুম বড়ই সজাগ বলিয়া, বসন্ত-সেনার পেটিকা, তোমাকে রাত্রিকালে রক্ষা করিবার ভার দিয়াছি। কা'ল তোমাকে কাল-নিদ্রায় ধরিয়াছিল না কি?"

সিঁধ দেখিয়া, মৈত্রেয় খুবই ভয় পাইল। চোর যে তাহাকে বা তাহার বন্ধুকে কোনরূপ অস্ত্রাঘাত করে নাই, ইহা সে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিল। তারপর মলিন মুখে বলিল—"দেখ সখা! এই চোরটা হয় চুরীবিদ্যায় নূতন হাত পাকাইতেছে, না হয় এ কোন বিদেশী লোক। কেননা, এই উজ্জয়িনীর মধ্যে সাধু ও চোর সকলেই জানে, যে চারুদত্ত কপর্দ্দক-বিহীন ও নিঃস্ব।"

চারুদত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সত্যই আমি দুর্ভাগ্য! আজ যদি আমি এরূপ শোচনীয় ভাবে নষ্টসর্ব্বস্ব না হইতাম, তাহা-হইলে এই চোরকে শূন্যহস্তে নিরাশচিত্তে, কেবল মাত্র সন্ধি-খনন করিয়াই ফিরিতে হইত না।"

মৈত্রেয়, চারুদত্তের এরূপ অদ্ভুত নিরাশার কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল। তারপর বলিল—"সত্যই তাই! দেখিতেছি, এই চোর বেচারা নিশ্চয়ই নূতন লোক। সে আমাদের বড় বাড়ী দেখিয়া চুরী করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু বড়ই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আহা! বেচারির সঙ্গে যদি আর কখনও দেখা হয়, তাঁহা হইলে তাহাকে আমার এই বক্র যষ্টি গাছটা বিক্রয় করিয়াও, না হয় কিছু অর্থ দিব। তা সখা! আমার কেমন বুদ্ধি দেখ! তুমি আবার আমায় বল—মৈত্রেয়! তুমি বড় বুদ্ধিহীন। ভাগ্যে কাল রাত্রে, আমি বসন্তসেনার সেই রত্নালঙ্কারপূর্ণ পেটিকাটী, তোমার হস্তে পূর্ব্ব হইতেই দিয়াছিলাম। তাই ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন। নচেৎ সেই চোর বেটা নিশ্চয়ই তাহা লইয়া যাইত।"

মৈত্রেয়ের এই অদ্ভুত উক্তিতে চারুদত্ত বলিলেন—"রহস্য রাখ। আগে দেখ সেই রত্নপেটিকা কোথায়?"

মৈত্রেয় তাহার শয্যার নিকটে আসিয়া, তাহার চারিদিক্ উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া খুব ভাল করিয়া অন্বেষণ করিল। কিন্তু রত্নপেটিকার কোন সন্ধানই না পাইয়া বিষণ্ণ-মুখে চারুদত্তকে বলিল—"সখা! আমার সঙ্গে, এ কঠোর রহস্য কেন! এ ভয়ানক সময়ে কোন রহস্য করা অতি নিষ্ঠুরতার পরিচয়। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সেই পেটিকাটি দিয়াছি।"

চারুদত্ত। কবে?

মৈত্রেয়। কাল রাত্রে!

চারুদত্ত। নিশ্চয়ই স্বপ্নের ঘোরে!

মৈত্রেয়। সে কি কথা! আমি যে তোমায় বলিলাম, সখা! এই রত্ন-পেটিকাটী রাখিয়া দাও, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাই। তুমি সেটী আমার বক্ষ হইতে উঠাইয়া লইলে। তোমার শীতল হস্ত আমার বক্ষ স্পর্শ করিল, এ কথাও আমার বেশ মনে আছে!

চারুদত্ত। ভালই হইয়াছে! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

মৈত্রেয়। তাহা হইলে চুরী যায় নাই! আঃ—বাঁচিলাম!

চারুদত্ত। নিশ্চয়ই চুরী গিয়াছে!

মৈত্রেয়। তবে কেন বলিলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম!

চারুদত্ত। আমার সন্তোষের কারণ, যে চোর শুধু হাতে ফিরিয়া যায় নাই। মৈত্রেয়! রহস্যের সময় এ নয়। বসন্তসেনার রত্নালঙ্কারপূর্ণ পেটিকা সত্যই চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে!

মৈত্রেয়। কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে উপায় কি সখে?

চারুদত্ত। উপায় ঐই ভগবান্!

মৈত্রেয় চারুদত্তের ছলছলনেত্র, দীর্ঘ নিশ্বাসের ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিল—সত্যসত্যই বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি চুরী হইয়া গিয়াছে।

সহসা মনোমধ্যে কি একটা কথা আলোচনা করিয়া সে বলিল—"চুরী গিয়াছে, তার জন্য এত ভাবনাই বা কেন?"

চারুদত্ত বলিলেন—"সখে! তোমার কি সকল বুদ্ধিশুদ্ধিই লোপ হইয়াছে? কোন্ মুখে তুমি এ কথা বলিলে? জান না কি তুমি, তাহা অপরের গচ্ছিত ধন? চোরে লইয়া গিয়াছে বলিলে, কে আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? সকলেই মনে ভাবিবে, দরিদ্র চারুদত্ত, জীবিকায়ের স্বচ্ছলতার জন্য, বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছে। চুরীর কথা একটা ভাণ মাত্র।"

মৈত্রেয় আস্ফালন করিয়া বলিল—"আমরা ত তাহার বাটী হইতে অলঙ্কার চাহিয়া আনিতে যাই নাই। আর সে যে আমাদের কাছে অলঙ্কার রাখিয়াছিল, তাহা দেখিয়াছেই বা কে, আর সে সম্বন্ধে কোন কথা জানেই বা কে?—যদি সে কখন তাহার অলঙ্কারের দাবী করিতে আসে তাহাকে তখন হট্যাইয়া দিবার ভারটা তুমি আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাক! ন্যায়ের বিচারে দেখিতেছি, সে অলঙ্কার চোরেরই প্রাপ্য। কেননা, বসন্তসেনা চোরের ভয়েই তাহা আমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছিল। তা এক চোরে না লইয়া অন্য একজন চোরে লইয়াছে. ইহাতে আর অনুতাপের কথাটা কি? এত অনুশোচনাই বা কি?"

মৈত্রেয়ের এই অদ্ভুত যুক্তিতে চারুদত্ত, মনে মনে একটু হাসিলেন। তৎপরে তিরস্কারচ্ছলে মৈত্রেয়কে বলিলেন "হায়! হতভাগা! ভগবানের চিরসতর্ক দৃষ্টিকেও তুমি ফাঁকি দিতে চাও? বিবেকের যাতনা কি তুমি এই ভাবেই দমন করিতে চাও? আমার কুবেরের ঐশ্বর্য্য কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, আমি অতি কষ্টে পুত্র পত্নীর ভরণপোষণ করিতেছি—তাহাতেও

আমি সুখী, দর্পিত ও দম্ভময়। কেননা আমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, চিত্ত সর্ব্ব পাপশূন্য। দরিদ্র হইলেও আমি স্ফীতবক্ষে সমাজের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি:। সর্ব্বস্ব গিয়াছিল—ছিল খালি সুনাম। হায়! আজ আমার সেই সুনাম যে জন্মের মত বিদায় লইতে উদ্যত। একথা প্রকাশ হইলেই, লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিবে—"ঐ সেই চারুদত্ত যে গণিকার গচ্ছিত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া উদরপূর্ণ করিয়াছে! কি দুর্ভাগ্য!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

চারুদত্ত-পত্নী ধৃতা দেবীর সহিত এ পর্য্যন্ত পাঠকের সাক্ষাৎ হয় নাই। এইবার তাহার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া, সুবিশুদ্ধ চিত্তে ধৃতা দেবী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ইষ্টপূজা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত। হৃদয় ভগবৎ-প্রেমে উদ্বেলিত। ভক্তির উচ্ছ্বাসে, তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারা বহিতেছে।

গৃহমধ্যে লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মূর্ত্তি। ধৃতা দেবী একমনে উপাসনা করিতেছিলেন। এই মূর্ত্তি যেন জীবন্ত বলিয়া, তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রতীয়মান।

আহা! শ্যামসুন্দরের কি ভুবনমনোহররূপ। বিশাল বঙ্কিম নয়ন, হাস্যমুখরিত বদনকান্তি। শিরোদেশে মৃদুমলয়ে ধীরে দোলায়িত শিখি-পাখার চূড়া। কপালে হরিচন্দনের অলকা তলকা। পরিধানে পীতবাস। গাত্রে মৃগমদ অগুরু ও চন্দনগন্ধ। হস্তে, গোপিকাচিত্ত-বিমোহন ব্রজ-উন্মাদন বাঁশরী। গলদেশে মোহন মালিকা।

আর তাঁর বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাসরসেশ্বরী শ্রীরাধা। সুনীল দুকূলে তাঁহার কষিত কাঞ্চন মূর্ত্তি আবরিত। স্ফুরিতাধরে মধুর হাসি। অপাঙ্গ নয়নে, রাসরসেশ্বরের প্রতি প্রেমোদ্ভাসিত দৃষ্টিক্ষেপ। সর্ব্বাঙ্গে

দ্যুতিময় স্বর্ণালঙ্কার। কণ্ঠ ও উরসে বিলম্বিত মনোহর নাগকেশর ফুলের মাল্য।

কি সুন্দর! কি মনোহর এই যুগল মূর্ত্তি! ধূতা, নারায়ণের ধ্যান করিয়া গললগ্নীকৃত বাসে, তাঁহার চরণে অবনত হইয়া বলিতে লাগিলেন:—

"নারায়ণ! মধুসূদন! হৃদয়ে বল দাও, প্রাণে সাহস ও শক্তি দাও। নারীর চিরসুলভ সহিষ্ণুতাকে পাষাণের মত দৃঢ় করিয়া দাও! সুখের দিনে যেমন অবিচলিত চিত্তে তোমায় ডাকিয়াছি, তোমার পূজা করিয়াছি, আজ এই দুঃখের দিনেও যেন তোমায় সেইরূপ ডাকিতে পারি। একদিন তুমিই ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে,—আজ তুমিই তাহা আমাদের পরীক্ষায় ফেলিবার জন্য কাড়িয়া লইয়াছ। আমাকে শক্তি ভক্তি, সাহস ও সামর্থ্য দাও—নারায়ণ! যেন আমাদের জীবনের এই মহা দুর্দ্দিনে, সকল চিন্তা ভুলিয়া, আমরা তোমার চিন্তাতেই জীবন সমর্পণ করিতে পারি।

তোমার কাছে, হে দেবাদিদেব! আমার কোন প্রার্থনাই নাই। একমাত্র প্রার্থনা, আমার সীমন্তের সিন্দুর যেন চিরদিনই উজ্জ্বল থাকে। এই দুর্দ্দিনে আমার হৃদয়ের দেবতা যেন তোমাতেই একাগ্রানুরক্ত থাকেন। অধর্ম্ম যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে। পরের প্রদত্ত দানকে উপেক্ষা করিয়া, যেন শাকান্নে আমরা উদর পূর্ত্তি করিতে পারি।

যাঁহাকে লইয়া আমার অস্তিত্ব, যাঁহাকে লইয়া আমার সুখ শান্তি, যাঁহাকে লইয়া আমার সংসার,—আমার সেই ইষ্টদেবতার অধিক স্বামি-দেবতার পদে, যেন কুশাঙ্কুরও না বিদ্ধ হয়। সমগ্র উজ্জয়িনী ব্যাপিয়া এ মহা দারিদ্র্যের দিনেও যাঁর সুনাম, সকলেই যাঁহাকে 'ধর্ম্মপরায়ণ, দানশীল, পরোপকারী, আদর্শ ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করে, তাঁর যশঃসৌরভ যেন এই মহাদুর্দ্দিনের উষ্ণ নিশ্বাসে বিমলিন না হয়। তাঁহার নামে যেন কোনরূপ কলঙ্ক বা দীনতা স্পর্শ না করে।

তিনি সুখে থাকিলেই আমার সুখ। তিনি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট না হইলেই আমার আনন্দ। তিনি প্রফুল্লমুখে দিন যাপন করিলে, আমি শাকান্নে জীবন যাপন করিব। দাও নারায়ণ! তাঁহার চিরদিন হাস্যমুখরিত বদনে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া দাও। আর যে দেখিতে পারি না, আর যে সহিতে পারি না। নিদ্রাবস্থায় বা জাগরণে, অতীত সুখস্মৃতির পীড়নে, যখন তিনি এক একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তখন যে আমার অস্থিপঞ্জর ফাটিয়া যায়। কেন তাঁহার এত কষ্ট?

ঐশ্বর্য্য গিয়াছে—তাহাতেও তিনি দুঃখিত নন। ঐশ্বর্য্য তিনি নিজে করিয়াছিলেন, আর নষ্ট করাই যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহাও তিনি নিজে করিয়াছেন। আবার যদি তোমার কৃপায় সুসময় হয়, সে ঐশ্বর্য্য আমরা ফিরিয়া পাইব। কিন্তু যাহা একবার নষ্ট হইলে আর পাওয়া যায় না, তাহা যেন নষ্ট না হয়। তাহা হইতেছে, আমার স্বামী পুত্রের পরমায়ু—আর ধর্ম্মে মতি।

আহা! আমার সোনার চাঁদ রোহসেন! মুখ দেখিলে শত্রুরও দয়া হয়। সুখের দিনে জন্মিয়াও, আমাদের দুর্ভাগ্যদোষে ও কর্ম্মফলে, ঐ বালক দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইতেছে। যখন যাহা খাইতে চায় তাহা দিতে পারি না। যখন যাহা আবদার করে, তাহা পায় না। মলিন মুখে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়। হায় বিধাতঃ! কি নিদারুণ কষ্টই আমরা ভোগ করিতেছি!

আজ যে রত্নষষ্ঠী ব্রত। স্বামী পুত্রের মঙ্গল বাসনায়, সংসারের হিতার্থে এই পুণ্যতিথিতে সধবা স্বামিহিতার্থিনী পত্নী যে ব্রাহ্মণকে ধন-রত্নাদি দান করিয়া থাকেন। চিরদিনই এই শুভদিনে কত ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছে, কত সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণকে আমি মণি মুক্তা রত্নাদি দিয়া অর্চ্চনা করিয়াছি। হায়! আজ ত সেরূপ কিছুই আয়োজন করিতে পারি নাই! হায় ভাগ্য!!"

ধৃতা অবনত হইয়া, লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া আসন ত্যাগ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বালক রোহসেন আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"মা!"

ধৃতাদেবী পুত্রের মধুময় সম্বোধনে, সকল মর্ম্মযাতনা ভুলিলেন। দেবকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, পুত্রকে কোলে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

ষষ্ঠী পূজার জন্য, অবস্থামত যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও পূজক ব্রাহ্মণ না আসাতে, পূজা হয় নাই। ধৃতা তাঁহার ইষ্ট পূজাই সারিয়া লইতেছিলেন।

বালক রোহসেন, মায়ের গলা জড়াইয়া, অমৃতমাখা স্বরে আবার ডাকিল—"মা!"

কি মধুর সম্বোধন! শতবার শুনিলেও যে তৃপ্তি হয় না! বিশেষতঃ এমন নেত্রমনোহর, সুন্দরকান্তি বালকের মুখ হইতে। ধৃতা স্নেহরসোচ্ছলিতহৃদয়ে আবার সেই বালকের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কেন বাবা! কেন আমার সোনার চাঁদ।"

রোহসেন। বড় ক্ষুধা পেয়েছে যে মা!

ধৃতা। এখনও ঠাকুরের পূজা হয়নি বাবা। আজ যে রত্ন-ষষ্ঠী।

রোহসেন। আমার যে বড় ক্ষুধা পেয়েছে। বাবার কাছে গেলুম, তিনি মুখ ভার করে রইলেন। মনে ভাবলুম—মার কাছে যাই, তিনি খেতে দেবেন। তা তুইও দিলিনি মা! অই যে অত নৈবেদ্য, অত খাবার!

ধৃতা। ছি বাবা! ও কথা বলতে নেই। সব ঠাকুরের নৈবেদ্য! আগ খেলে পাপ হয়।

রোহসেন। ঐত তোমার অত টুকু ঠাকুর! কত খাবেন উনি! ওই থেকে পাশ কাটিয়ে আমায় একটু দাও না।

এ কাতর প্রার্থনায় ধৃতার চোখে জল আসিল। বস্ত্রাঞ্চলে তিনি অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন। বালক দেখিল, যে তাহার মাতা কাঁদিতেছে। তাহার কোমল প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল।

রোহসেন, মায়ের অঞ্চল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—"মা মা, তুই কাঁদিসনে মা! ঠাকুরের খাওয়া হলে আমি প্রসাদ পাব। এখন আমার খিদে পায়নি।"

এমন সময়ে রদনিকা, সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া দেখা দিল। তাহার মুখ অতি বিরস। কেন—তাহা বোধ হয় পাঠক জানেন।

সে ধৃতা দেবীকে গতরাত্রের চুরির কথাটাই বলিতে আসিয়াছিল। কিন্তু ধৃতা দেবীর ছল ছল লোচন, আর রোহসেনের মলিন মুখ দেখিয়া সে বুঝিল, রোহসেন খাবারের জন্য বায়না ধরিয়াছে। আর ধৃতাদেবী সন্তানকে আহার দিতে না পারিয়া অশ্রু মোচন করিতেছেন। কাজেই সে যে কথাটা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা আর বলিল না।

রোহসেন রদনিকাকে দেখিয়া বলিল—"আমি মাসীর কাছে যাব। মাসী আমার জন্য কত খাবার লুকিয়ে রাখে।"

রদনিকা, রোহসেনকে কোলে লইয়া, ধৃতাদেবীকে প্রশ্ন করিল "বাছা বুঝি খাবার জন্য বায়না ধরেছে?"

ধৃতা। তাই রদনিকা। এখনও ষষ্ঠীর পূজা হয়নি। কি করে খাবার দিই বল?

রদনিকার হাতেই সেই গৃহস্থের অর্থভাণ্ডার। সে জানিত, ঘরে কোনরূপ মিষ্টান্নই নাই। অতীত দিনের খরচের পয়সা হইতে কয়েকটী পয়সা বাঁচিয়াছিল। রদনিকা, রোহসেনের মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"চল বাবা! আমি তোমায় খাবার কিনে দিই গে।"

রোহসেন রদনিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মা! তুমি

বড় দুষ্ট। দিদি—আমাকে খাবার কিনে দেবে। দিদিখুব ভাল।"

রোহসেনকে খাদ্য ও খেলানা দিয়া শান্ত করিয়া রদনিকা তাহাকে একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে রাখিয়া, আবার ধূতা দেবীর নিকটে আসিয়া দেখা দিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ তখন পূজা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ধূতাদেবী রদনিকাকে দেখিয়া বলিলেন—"মা ষষ্ঠীর প্রসাদ। এইগুলি আমার বাছাকে দিয়া আয় রদনিকা।"

রদনিকা, সে গুলি লইয়া বলিল—"ষষ্ঠীর প্রসাদ তাকে আগে দিইগে। আহা! বাছা আমার মা ষষ্ঠীর কৃপায় দীর্ঘায়ু হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু আমি তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসে ছিলেম মা।

ধূতা। কি কথা?

রদনিকা। না, বলবো না। সে কথা তোমার শোনবার কোন প্রয়োজনই নেই।

ধূতা। না, কথাটা আমাকে শুনতেই হবে। ব্যাপার কি রদনিকা?

রদনিকা। আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! চোরে সিঁধ দিয়েছে! মস্ত সিঁধ মা! আর্য্য যে নিরাপদে রাতটা কাটাতে পেরেছেন এই ঢের। চোর যদি তাঁকে কোনরূপ আঘাত কর্ত্তো!

ধূতা। আর্য্য মৈত্রেয় কি তাঁর কক্ষে ছিলেন না?

রদনিকা। ছিলেন বই কি? তিনিও বেঁচে গেছেন। আমিই ত দেয়ালে সিঁধ দেখে তাঁকে জাগিয়ে দিই।

চুরির কথা শুনিয়া, ধূতা দেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন। রদনিকা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"হাস্‌লে কেন মা?"

ধূতা। হাস্‌লুম তোর কথা শুনে। আমাদের আর কি আছে

রদনিকা! যে চোরে নেবে? তবে তোর আর্য্য হয়তো এতক্ষণে দুঃখ কচ্ছেন—"হায়! চোরটা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল, এমনিই আমার অদৃষ্ট।"

রদনিকা বিরক্তির সহিত বলিল—"তা হতভাগা চোরেরই বা কি আক্কেল বিবেচনা মা? আমাদের ঘরে যখন কিছু নেই, তখন সে মর্ত্তে চুরি কর্ত্তে এলো কেন? সিঁধগুলো খুলে পাথর সরিয়েছে। দেয়ালটা তছনছ করে দিয়েছে।"

ধূতা দেবী পুনরায় সহাস্যমুখে বলিলেন "চোর তোর মতন ত অত পণ্ডিত নয় যে পাঁজি পুথি দেখে, ঘর বাড়ী বুঝে তবে সিঁধ কাটবে। দেখেছে খুব বড় বাড়ী, তাই অত কষ্ট করে সিঁধটা দিয়েছে। আহা! বেচারা যে নিরাশ চিত্তে ফিরে গেল, এইটীই আপশোষ হচ্ছে। হায়! আজ যদি আমাদের সে সুখের দিন থাক্‌তো, তাহলে তাকে রিক্তহস্তে ফির্‌তে হতো না।"

এই রদনিকা মনে ভাবিয়াছিল, চুরি ব্যাপারের প্রথম সংবাদটা ধূতা দেবীকে দিয়া, তাহার হুঁসিয়ারী প্রমাণ করিয়া, প্রভুর পত্নীর নিকট খুব একটা বাহবা পাইবে। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, সে মলিন মুখে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিল।

ধূতাদেবী ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তৈজসাদি কোন কিছু অপহৃত হয় নাই ত?"

রদনিকা একথায় একটু সুবাতাস পাইয়া বলিল—"কি গেছে না গেছে তা আমি ঠিক বলতে পারি না মা। মৈত্রেয় ঠাকুর বোধ হয় সব জানেন। তাঁকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাঁর মুখেই আপনি সব কথা শুনবেন।"

ধূতাদেবী মুখে একটা প্রফুল্ল ভাব দেখাইলেও এই চুরির কথাটা শুনিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। একে ত চারি দিকেই দুর্ল্লক্ষণের

অন্ধকারময় ছায়া! তার উপর আবার এ নূতন বিপৎপাত কেন? ভাগ্যে চোরটা আত্মরক্ষার জন্য, তাঁহার স্বামীকে কোনরূপ আঘাত করে নাই?

এমন সময়ে মৈত্রেয় মলিনমুখে আসিয়া সেই স্থানে দেখা দিলেন।

ধূতা দেবী সস্মিতবদনে প্রশ্ন করিলেন—"আমাদের বাটীতে নাকি সিঁধ হইয়াছে?"

মৈত্রেয়। কার কাছে আপনি একথা শুনিলেন দেবি!

ধূতা। রদনিকার কাছে। তৈজসাদি কোন কিছু চুরি যায় নাই ত?

মৈত্রেয়। আমাদের কিছু যায় নাই বটে, কিন্তু আর একজনের গচ্ছিত অলঙ্কার চুরি গিয়াছে। সে সব বহুমূল্য অলঙ্কারের মূল্য যে কত, তাহা ঠিক বলিতে পারি না!

ধূতাদেবী এই কথা শুনিয়া বড়ই বিমর্ষভাবে বলিলেন "কার গচ্ছিত অলঙ্কার?"

"বসন্তসেনার।"

"গণিকা বসন্তসেনার?"

"হাঁ।"

"সে অলঙ্কার আর্য্যপুত্রের নিকট আসিল কিরূপে?"

"সে নিজেই আসিয়া আমাদের বাটীতে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিল।"

এই কথা বলিয়া, মৈত্রেয় শকারের অত্যাচারে পীড়িতা হইয়া, বসন্তসেনার চারুদত্তের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার, সবিস্তারে ধূতাদেবীর নিকট বর্ণনা করিলেন।

কথাগুলি শুনিয়া, ধূতাদেবীর মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। কি ভীষণ ব্যাপার! পরের গচ্ছিত ধন—তাহাতে আবার রত্নালঙ্কার। তার মূল্য যে কত তাহারও ঠিক নাই। হায়! কেমন করিয়া আর্য্যপুত্র এই ভয়ানক

ক্ষতি পূরণ করিবেন ? যাঁর হাতে একটী মাত্র স্বর্ণমুদ্রা নাই, যাঁর স্ত্রী তাহার সন্তানকে ক্ষুধার সময় আশানুরূপ খাবার দিতে পারে না, যিনি চিরদিন সুনাম লইয়া ধরায় বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁর সেই সুযশাশ্রিত নামে যে কলঙ্ক পড়িবে। লোকে ভাবিবে, চারুদত্ত তাঁহার অর্থহীনতার জন্য গচ্ছিত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতেছেন। না হয় সত্যের অপলাপ করিয়া, সেই অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন।

এইরূপ একটা বিষম চিন্তায়, ধূতাদেবী বড়ই মর্ম্মপীড়িতা হইয়া মৈত্রেয়কে প্রশ্ন করিলেন—"আর্য্য ! এ সম্বন্ধে স্থির করিলেন কি ?"

মৈত্রেয়। কিছুই না। উপায় কোথায় যে স্থির করিব ? আমার নিকট কয়েক শত স্বর্ণমুদ্রা ছিল। বহুপূর্ব্বে একদিন আমার নিজের খরচপত্রের জন্য সখা তাহা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে মুদ্রা আমি ভ্রমক্রমে একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার কোন কথাই মনে ছিল না। রদনিকা একদিন এই অর্থের কথা আমাকে মনে করাইয়া দেয়। সেই টাকাগুলি আমি আর্য্যাকে দিই। কিন্তু তাহার দশআনা অংশ ঋণশোধে গিয়াছে, আর বাকী অংশ আমাদের খরচপত্রে লাগিয়াছে।"

ধূতা। তাহা হইলে উপায় ?

মৈত্রেয়। উপায় আর কিছুই নাই। এ ব্যাপারে লাভের মধ্যে এই হইল, যে বিনামূল্যে গচ্ছিতাপহারীর কলঙ্ক ক্রয়।

পতিপ্রাণা ধূতা, স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া বড়ই ম্রিয়মাণা হইলেন। চিরদিন ধর্ম্মপরায়ণ মনের এখন প্রকৃত অবস্থা যে কি, তিনি এজন্য যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। প্রাত্যহিন যিনি প্রভাতে উঠিয়া সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একবার অন্তঃপুরে আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আজ যে তিনি

তাঁহার চিরঅভ্যস্ত দর্শনদানে কৃপণতা দেখাইয়াছেন, তাহার কারণই এই অসীম মর্ম্মযাতনা, লজ্জা, অনুশোচনা, গচ্ছিতাপহরণের কলঙ্ক চিন্তা।

ধূতাদেবী—বড়ই প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্না। তখনই এ সম্বন্ধে পতিপ্রাণা পত্নীর কর্ত্তব্য যে কি, তাহা তিনি বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া, মৈত্রেয়কে বলিলেন—"আর্য্য! মৈত্রেয়! যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা অতীতের কুক্ষিগত, তাহাকে বর্ত্তমানের সীমার মধ্যে টানিয়া আনিয়া, আক্ষেপ করায় ত কোন ফলই নাই। আপনারাই ত উপদেশ দিয়া থাকেন, অতীতের অনুশোচনা মূর্খের কার্য্য। আর্য্যকে এখন বলুন স্নানাহার করিতে। আপনারা অন্তঃপুরে আসিয়া আহারাদি করিয়া যাউন। আমার সহায়, অই দীনের দয়াল হরি—আর্ত্তের আশ্রয়দাতা শ্রীমধুসূদন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতির চরণসেবা করিয়া থাকি, তাঁহাকে আমার মূর্ত্তিমান্ দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাহা হইলে ঐ আশ্রিতবৎসল শ্রীভগবান্, নিশ্চয়ই এ দাসীর করুণ প্রার্থনা শুনিবেন। আর্য্যকে কোন কলঙ্কই স্পর্শ করিবে না। বসন্তসেনার গুণাবলীর কথা আমি শুনিয়াছি। সে নিশ্চয়ই এই চুরির কথা শুনিবে। সব কথা শুনিলে, সে দীর্ঘকাল ধরিয়া এজন্য কোনরূপ তাগাদাই করিবে না। কারণ সে আমাদের অবস্থা জানে। অথচ এই সময়ের মধ্যে আমাদের অবস্থা কতকটা উন্নত হইলে এ ঋণ শোধের জন্য কোন ভাবনাই থাকিবে না।"

ধূতাদেবীর এই যুক্তির মূলে, যে তাঁহার একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সরলহৃদয় মৈত্রেয় বলিল—"আর্য্যে! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা একটা যুক্তির কথা বটে। আমি এখনই গিয়া আর্য্য চারুদত্তকে এই কথাগুলি বুঝাইয়া বলিতেছি। আপনার মত সতীসাধ্বীর এই উপদেশে, তিনি প্রাণে যথেষ্ট সান্ত্বনা পাইবেন।"

ধৃতাদেবী মুহূর্ত্তমাত্র কি ভাবিয়া, মৈত্রেয়কে বলিলেন—"ভদ্র! এই স্থানে কিয়ংকাল অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসিতেছি।"

মৈত্রেয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, ধৃতাদেবীর সহসা চলিয়া যাইবার উদ্দেশ্য কি? পরক্ষণেই ধৃতা সেই স্থানে আসিয়া, মৈত্রেয়ের হাতে এক-গাছি রত্নখচিত মুক্তার মালা দিয়া বলিলেন—"আজ রত্নষষ্ঠী। আমার যখন সময় ভাল ছিল, তখন আমি এই ষষ্ঠী উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণকে রত্নাদি দান করিয়াছি। গত বৎসর আপনাকেও একটী রত্নময় অঙ্গুরী দিয়াছি। এবার আমার নির্ব্বাচিত ব্রাহ্মণ, আপনার অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ, উজ্জয়িনীপূজ্য—আর্য্য চারুদত্ত। যাঁহার পত্নীরূপে আজ আমি ব্রাহ্মণী বলিয়া এ ধরায় পরিচিতা, যিনি ধর্ম্মাচরণে চিরদিনই সাত্বিকভাবাপন্ন, সেই আর্য্য চারুদত্তকে আমি আজ রত্নষষ্ঠী উপলক্ষে এই রত্নহার উপহার প্রদান করিলাম। ইহা তিনি গ্রহণ না করিলে আমি বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইব।"

মৈত্রেয়। ধৃতাদেবীকে চিরদিনই ভক্তি, শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। চিরদিনই তাঁহার আদেশ পালন করিতেছেন। আজও তাহাই করি-লেন।

তিনি সেই রত্নালঙ্কার হস্তে করিয়া লইয়া, বাহিরের প্রকোষ্ঠে গিয়া চারুদত্তের সম্মুখে ধরিলেন।

চারুদত্ত, সেই রত্নালঙ্কার দেখিয়া চিনিলেন। বলিলেন—"একি? এ হার আমার নিকট আনিয়াছ কেন?"

মৈত্রেয়। আজ রত্নষষ্ঠী তাহা কি তোমার মনে নাই?"

চারুদত্ত। খুবই আছে। তার অনুষ্ঠান ত আমার পত্নীই করিয়া থাকে। সেই ব্রতের সহিত এই হারের সম্বন্ধ কি?

মৈত্রেয়। খুবই আছে, তাহা না হইলে আমি রত্নের বোঝা বহিতে গেলাম কেন?

চারুদত্ত। সখা! এটা রহস্যের সময় নয়। প্রকৃত কথা কি আমাকে খুলিয়া বল।

মৈত্রেয়। হায়! এই সোজা কথাটা বুঝিলে না তুমি? আর্য্যা ধুতাদেবী, একটু আগে অন্তঃপুরে আমায় ডাকিয়া পাঠান। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি এই রত্নহারছড়াটি আমায় দিয়া বলিলেন "মৈত্রেয়! আজ রত্নষষ্ঠী। এইদিনে কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে রত্ন দান করিতে হয়। আমার এ বারের ব্রতে নির্ব্বাচিত ব্রাহ্মণ, আমার স্বামী। রত্নষষ্ঠীর ব্রতোপহার রূপে, আমি তাঁহাকে এই রত্নহার তোমার হস্তে পাঠাইলাম। তিনি ইহা কণ্ঠে ধারণ করিলে, ও এ অযোগ্য উপহার গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।"

মৈত্রেয় সেই রত্নহার চারুদত্তের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—"বা! বা! কি সুন্দর রত্নহার! আর্য্য তোমায় এই হার পরিয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। ঠিক যেন দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়।"

চারুদত্ত কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন—"থাম মূর্খ! চুপ কর!"

মৈত্রেয়—এই তিরস্কারে চটিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মূর্খ না হইলে চোরে আমার বুক হইতে রত্নালঙ্কারগুলি চুরি করিয়া লইয়া যাইবে কেন? আর এত কষ্ট করিয়া তোমার জন্য এ রত্নহার বহিয়া আনিলাম কেন?"

মৈত্রেয় তাঁহার কৃত্রিম তিরস্কারে মর্ম্মব্যথা পাইয়াছে দেখিয়া, চারুদত্ত তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"সখা! এখন আমার মনের অবস্থা ভাল নয়। আমার উপর তুমি রাগ করিও না। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ধুতাদেবীর এই বহুমূল্য কণ্ঠহার প্রেরণের গভীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা বুঝিয়াছ কি?"

মৈত্রেয় বলিল—"এর ভিতর আর গভীর উদ্দেশ্য কি? এক

কথায় দান, এক কথায় গ্রহণ। রত্নষষ্ঠীর দিন ব্রাহ্মণকে রত্ন দান করিলে দাত্রীর ধনভাণ্ডার অক্ষয় হয়।”

চারুদত্ত। তা নয় ভাই! এর ভিতর আরও কোনও কিছু ব্যাপার অন্তর্নিহিত আছে।

মৈত্রেয়। কি সে ব্যাপার?

চারুদত্ত। তুমি ধূতাদেবীকে এই চুরি ও বসন্তসেনাঘটিত ব্যাপার-গুলি বলিয়াছ কি?

মৈত্রেয়। নিশ্চয়ই বলিয়াছি, এত বড় একটা ব্যাপার কি তাঁর কাছে গোপন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য?

চারুদত্ত। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়াছ, আর তিনিও তাঁর কর্ত্তব্য করিয়াছেন। তিনি যখন তোমার মুখে শুনিলেন, যে গচ্ছিতাপ-হরণের কলঙ্ক, এই অপহৃত অলঙ্কারের জন্য, তাঁহার স্বামীর নামেই পড়িবে, তখন তিনি স্বামীর সেই সুনাম রক্ষা করিবার জন্য এই বহুমূল্য রত্নহার, রত্নষষ্ঠীব্রত উপলক্ষ্য করিয়া আমার মত হতভাগ্যকে দান করিয়াছেন।

চারুদত্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যে রত্নালঙ্কার আমি একদিন বহুমূল্য উপহাররূপে, আমার প্রিয়তমা পত্নীকে অঙ্গ-শোভার জন্য দিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কতদূর আছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন?

এমন সময় বিবেক ও কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহার অন্তরের অন্তর হইতে যেন বলিল—“ও দান গ্রহণে তোমার অধিকার আছে বই কি? তোমার যখন সময় ভাল ছিল, তখন তুমি দিয়াছ। লোকে পত্নীকে অলঙ্কার দিয়া সাজায় কেবল যে ধনবৃদ্ধির জন্য বা তাহার সুন্দর বপুর শোভা সন্দ-র্শনের জন্য—তাহা ত নয়। দায়ে-অদায়ে উপকারে [illegible] এই ভাবিয়াই,

ত সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে। গচ্ছিতাপহরণ-কলঙ্ক যে অতি ভয়ানক! যাহাদের অনেক অর্থ আছে, তাহারা গচ্ছিত ধন সহজে জীর্ণ করিতে পারে। কেন না তাহাদের বিরুদ্ধে কেহই কথা কহিতে সাহস করে না। কিন্তু আজ তুমি হতসর্ব্বস্ব। মহা দরিদ্র। তোমার দিন চলিতেছে না। এ অবস্থায় সত্য বলিলেও লোকে তোমাকেই সন্দেহ করিবে। যে নাগরিকগণ তোমাকে দেবতার মত পূজা করিত, তাহারাই ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া তোমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে—'অই সেই উজ্জয়িনীপূজ্য চারুদত্ত; তার এতটা হীনমতি হইয়াছে, যে সে দারিদ্র্য পীড়নে এক ধনবতী গণিকার অলঙ্কার অপহরণ করিল। কি ভয়ানক কলঙ্ক চারুদত্ত! কি ঘৃণা চারুদত্ত!

এই সব চিন্তায়, চারুদত্ত দিশাহারা হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন।

তিনি মৈত্রেয়কে বলিলেন—"সখা! আজন্মসুহৃৎ! দুঃখের চিরসঙ্গী! তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ। একদিন আমাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছিলে। আজ আমাকে এ কলঙ্করূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা কর।"

মৈত্রেয় চারুদত্তের উত্তেজনাপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া, একটু ভয় পাইয়া বলিল—"বল সখে! আমাকে কি করিতে হইবে। তোমার আদেশ পালনে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

চারুদত্ত। এ রত্নহার আমি দ্বাদশ সহস্র মুদ্রায় কিনিয়াছিলাম। তোমার মতে বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলির মূল্য কত বোধ হয়?

মৈত্রেয়। ব্যাকরণের দুই চারিটা সূত্র, কিংবা দুই একটা উদ্ভট শ্লোক আওড়াইতে বলিলে অতি সহজেই আমি তাহা পারিতাম। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ত সহজ কথা নয়।

চারুদত্ত। তবুও একটা অনুমান করিয়া বল না।

মৈত্রেয়। বসন্তসেনা যে সব অলঙ্কার রাখিয়াছিল, তাহার কতক স্বর্ণালঙ্কার আর কতক হীরামতি। সোনার আর হীরা মতির দর ত এক নয়। বোধ হয়—সে আমাদের কাছে পাঁচ ছয় হাজার মুদ্রার জিনিষ গচ্ছিত রাখিয়াছিল।

চারুদত্ত। যাহাই হউক না কেন—সে কি রাখিয়াছিল, তাহা সেই জানে। তাহাকে কেবল মাত্র বলিও, এই রত্নহারের মূল্য দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা।

মৈত্রেয়। তাহাই বলিব। কিন্তু—

চারুদত্ত। কিন্তু কি?

মৈত্রেয়। সে যে অল্প মুদ্রার অলঙ্কার রাখিয়া, তদপেক্ষা বেশী মুদ্রার অলঙ্কার ফাঁকি দিয়া লইবে, তাহাতে আমি রাজি নই। তুমি ত জান না, যে গণিকা কি ভয়ানক জাত! বড় লোভী তাহারা। এমন পদ্ম নাই যে তাহাতে মৃণাল থাকে না, এমন স্বর্ণকার নাই যে সোণা চুরি করে না, এমন ব্যবসায়ী নাই যে বঞ্চনা করে না, এমন গ্রাম্য-সভা নাই, যেখানে কলহ হয় না, আর এমন বেশ্যা নাই—যে লোভ করে না। সে যে তোমাকে ঠকাইয়া লইবে, তাহা আমি প্রাণ থাকিতে সহিতে পারিব না।

চারুদত্ত। সে ভয় তোমার নাই। বসন্তসেনাকে তুমি চেন না, তার মন জান না, তাই ওকথা বলিতেছ।

মৈত্রেয়। আমার তাহাকে চিনিয়াও কাজ নাই। ওরূপ উপগ্রহ যেন আমার স্কন্ধে না চাপে। জ্যোতিষে নয়টা গ্রহ আছে। ওটা দশম গ্রহ। তুমি কি মনে ভাবিতেছ—যে সে তোমায় ভাল বাসিয়াছে বলিয়া, তোমার সহিত ধার্ম্মিকার মত ব্যবহার করিবে? যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ

করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহারা নারীর স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা-শীলতা বিসর্জ্জন দিয়া, চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়াছে, তুমি কি মনে কর, সেই গণিকা তোমার সহিত ধর্ম্মপরায়ণার মত ব্যবহার করিবে ?

চারুদত্ত। ঐ ত তোমার দোষ! কোন কাজ তুমি ত সহজ চক্ষে দেখিবে না।

মৈত্রেয়। আমার বিশ্বাস, তুমি আমার দোষ বলিয়া যেটা দেখাইয়া দাও, সেইটাই আমার গুণ। শকার হতভাগাটা, সে দিন তোমার অপমান করিল। আমার এই বাঁকা লাঠী গাছটার শক্তি, তাহার নষ্টামি-ভরা মাথার উপর পরীক্ষা করিবার বড়ই একটা প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তুমি বলিলে ঐ তোমার দোষ। কাজেই আমি রাগ করিয়া নিরস্ত হইলাম। আজ আবার বলিতেছি— বসন্তসেনাকে আমি চিনিতে পারি নাই, তুমি পারিয়াছ। যাক্—আজও আমি কোন কথা কহিব না। তুমি যা করিতে বলিবে, আমি তাই করিব।

চারুদত্ত মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—"এইত হইতেছে শিষ্ট শান্তের মত কথা। তোমাকে বেশী কিছু করিতে হইবে না, বেশী কিছু বলিতে হইবে না। কেবল মাত্র বসন্তসেনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবে আর্য্য চারুদত্ত তোমার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি নিজের সম্পত্তি মনে করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় নষ্ট করিয়াছেন; তার পরিবর্ত্তে—তোমাকে এই বহুমূল্য রত্নহার পাঠাইয়াছেন। এই রত্নহারের মূল্য দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা। যদি ইহাতে তোমার গচ্ছিত সম্পত্তির তুল্য মূল্য শোধ হইয়া যায় ত ভালই। তাহা না হইলে আর কি দিতে হইবে তাহা বলিয়া দাও।

মৈত্রেয়। ভাল—যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব। তা কবে আমাকে বসন্তসেনার বাটীতে যাইতে হইবে ?

চারুদত্ত। বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। আজ অপরাহ্নেই যাও; অগ্রেই আমি এই রত্নহারকে বিদায় করিতে চাই। হয়ত আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আজই রাত্রে, চোরে আবার সিঁধ কাটিতে পারে।

মৈত্রেয় চারুদত্তের উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, সেই রত্নহার গ্রহণ করিয়া বলিল—"এও আমার অদৃষ্টে ছিল! যে পবিত্রহার এক দেবী প্রতিম-সতীসাধ্বীর গৌরবময় কণ্ঠালঙ্কার ছিল, তাহা লইয়া আজ কি না আমি এক গণিকার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতে যাইতেছি। দেবতা পূজার পবিত্র নির্ম্মাল্য, নরকে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছি।"

চারুদত্ত বলিলেন—"সখা! এ বিলাপের সময় নয়। দারিদ্র্যের অপেক্ষা পাপ আর নাই। আর গচ্ছিতাপহরণ ও বিশ্বাসের অপচয়, তার চেয়েও বেশী মহাপাপ। সবই বুঝি—সবই দেখিতেছি। কিন্তু কর্ম্মস্রোতে বাধা দিবার শক্তি আমার নাই। পত্নীর নিকট দত্তাপহারীর কলঙ্ক অপেক্ষা, বসন্তসেনার নিকট আর এই সমগ্র উজ্জয়িনীবাসীর নিকট, পরস্বাপহারীর কলঙ্ক যে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না সখে!"

বলা বাহুল্য, মৈত্রেয় সেই দিন অপরাহ্ণ পূর্ব্বে সেই বহু মূল্য রত্নহার লইয়া, বসন্তসেনার বাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এইবার একবার আমাদের বসন্তসেনার সংবাদ লইতে হইবে। বসন্তসেনা অনেক চেষ্টা করিয়া, চারুদত্তের একখানি মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। সেবারের চিত্রখানিতে অনেক খুঁত ছিল, এবারের চিত্রখানি নিখুঁত। ঠিক যেন চারুদত্তের অবিকল প্রতিকৃতি।

বহু পরিশ্রমের পর, বহুদিন ধরিয়া একান্ত চেষ্টা করিয়া, বসন্তসেনা চারুদত্তের এই প্রতিচ্ছবি খানি আঁকিয়াছিল। সে চিত্রিত মূর্ত্তিখানি শতবার দেখিয়াও তাহার মনের তৃপ্তি হইতেছিল না। যত বার হাতে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে দেখিতেছিল, ততবারই তাহার মধ্যে সে যেন একটা নূতনতর সৌন্দর্য্য বিকাশ উপভোগ করিতেছিল।

অন্যবারের অঙ্কিত চিত্রখানি তাহার তত মনের মত হয় নাই। কিন্তু এবারের খানি যেন তাহার বহু-সময়ব্যাপী পরিশ্রমের সুফল প্রদান করিয়াছে।

বসন্তসেনা একদৃষ্টে চিত্র দর্শনে বিমোহিতচিত্তা। এমন সময়ে তাহার সখী মদনিকা সেখানে উপস্থিত হইল।

বসন্তসেনা তাহাকে দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিল—

"হঞ্জেম অনিএ অবি সুসাদশী ইয়ং
চিত্তাকিদী অজ্জ চারুদত্তস্স ?"

"সখি! এই চিত্রচ্ছবি চারুদত্তের সুসদৃশী হইয়াছে কি না বল দেখি?"

মদনিকা সহাস্যমুখে বলিল—"নিশ্চয়ই হইয়াছে।"

বসন্তসেনা বলিল—"কেন এ কথা বলিতেছ?"

মদনিকা। চিত্র যে ভাল হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই—ইহার উপর তোমার সস্নেহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

মদনিকার এরূপ উত্তরে, বসন্তসেনা ততটা প্রফুল্ল হইল না। তাহার বিশ্বাস, চারুদত্তের সৌম্য মূর্ত্তির চিত্র পার্থিব বর্ণ দ্বারা প্রতিফলিত করা, মানব চিত্রকরের পক্ষে অতীব অসম্ভব কার্য্য। স্বভাবের হস্ত, পরমেশ্বরের হস্ত, যে রমণীয় সজীব চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সামান্য মনুষ্য, তুলিকা ধরিয়া বর্ণ সমাবেশ করিয়া, তাহার অতি ব্যর্থ অনুকরণমাত্রই করিতে পারে।

প্রণয়ের এইরূপ উন্মাদিনী শক্তিই বটে! বসন্তসেনা, চারুদত্তের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া আত্মহারা। তাহার বিশ্বাস—চারুদত্তের উপমেয় পৃথিবীতে নাই। কেবল রূপে নয়,—গুণে পর্য্যন্ত। সুতরাং মদনিকার এই উত্তরে, বসন্তসেনা বিশেষ উল্লসিতা হইল না।

এমন সময়ে এক দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—"আর্য্যে! আপনার জননী আপনার নিকট এক সংবাদ পাঠাইয়াছেন?"

বসন্তসেনা। কি সংবাদ?

মদনিকা। আমাদের খিড়কী দ্বারে এক কর্ণীরথ সজ্জিত। তিনি আপনাকে বেশভূষা করিতে বলিলেন।

বসন্তসেনা। সে রথ নিশ্চয়ই আর্য্য চারুদত্তের বাটী হইতে আসিয়াছে—কেমন কিনা?

দাসী। না—রাজশ্যালক সংস্থানক, দশ সহস্র মুদ্রার অলঙ্কারের সহিত সেই রথ পাঠাইয়াছেন।

বসন্তসেনা। কেন—আমার উপর তাঁর এতটা অনুগ্রহ কেন?

দাসী। মাতা ঠাকুরাণী বলিয়া দিয়াছেন—আপনাকে এখনিই তাঁহার প্রমোদোদ্যানে যাইতে হইবে। সেখানে গেলে, আপনার আরও লাভের সম্ভাবনা।

বসন্তসেনা বলিল—"আমার মাতাকে গিয়া তুই বলিস্—যদি তাঁর মনে এরূপ কোন ইচ্ছা থাকে যে তাঁহার কন্যা আরও কিছুদিন এ পৃথিবীতে থাকিবে, তাহা হইলে তিনি যেন আর আমাকে এরূপ কোন অনুরোধ না করেন। পুনরায় আমার নিকট এ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রস্তাব করিলে, আমি আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব।"

দাসী, বসন্তসেনার নিকট এই ভাবে তাড়া খাইয়া, তাহার মাতাকে গিয়া সকল কথা জানাইল। বলা বাহুল্য—বসন্তসেনার মাতা, পাছে কন্যাকে এ সম্বন্ধে পীড়ন করিলে আত্মহত্যা করে, এই ভাবিয়া তাহাকে কোন রূপ পীড়াপীড়ি করিল না। শকারের প্রেরিত শকট, শূন্য অবস্থায় যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

বসন্তসেনা মদনিকাকে বলিল—"দেখ্ মদনিকা! এই ধৃষ্টের স্পর্দ্ধাটা একবার দেখ্।' সামান্য অলঙ্কারের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া এ কিনা আমাকে আয়ত্ত করিতে চায়! কিন্তু এই নরাধম সংস্থানক দুগ্ধ-লোভী মার্জ্জারের মত এত অধম, যে বার বার তাড়িত হইয়া নিতান্ত লজ্জা-হীনের মত আমায় কামনা করিতেছে। দেবতার পূজার জন্য যে প্রসূনের সৃষ্টি, তাহা কিনা দানবের সেবার জন্য লাগিবে? রাজার উপ-ভোগের যে সুপক্ক রসালের সৃষ্টি, তাহা কিনা দাঁড়কাকে ভোজন করিবে! সে দিন আর্য্য মৈত্রেয়ের হস্তে অতটা লাঞ্ছিত হইয়াও দেখিতেছি, সে এখনও চৈতন্য লাভ করে নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলে আমি তাহাকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিব।"

এই কথা বলিয়া, বসন্তসেনা বিরক্তভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিল। যাইবার সময় মদনিকাকে বলিয়া গেল—"আমার প্রসাধনের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখ্। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

বসন্তসেনা সেই স্থান ত্যাগ করিবার পর, মদনিকা তাহার আদেশ পালনে, সেই কক্ষ হইতে বাহিরে আসিবামাত্রই দেখিল, সর্ব্বিলক এক দালানের স্তম্ভান্তরালে দাঁড়াইয়া, তাহাকে করেঙ্গিতে ডাকিতেছে।

পাঠক বোধ হয় এই সর্ব্বিলককে ভুলেন নাই। সর্ব্বিলকের এক সময়ে অবস্থা খুব ভাল ছিল। উচ্চ কুলে তাহার জন্ম। কিন্তু সে দ্যূত-ক্রীড়াদি দ্বারা ও কুসংসর্গে মিশিয়া তাহার সমস্ত সঞ্চিত সম্পত্তি অপব্যয়ে নষ্ট করিয়াছিল। পরিশেষে চৌর্য্য-বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বনে বাধ্য হয়। বসন্তসেনার রত্নালঙ্কারের পেটিকা, এই—সর্ব্বিলকের দ্বারাই চারুদত্তের গৃহ হইতে অপহৃত হয়।

সর্ব্বিলক মদনিকাকে বড়ই ভালবাসিত। মদনিকাও তাহাকে যে ভাল না বাসিত তাহা নহে। কিন্তু তাহাকে ক্রমশঃ বিপথগামী হইতে দেখিয়া, সে তাহাকে ক্রমাগতঃ তিরস্কার করিত।

একদিন সর্ব্বিলক বলিল—"মদনিকা! তুমি যদি আমায় বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি আবার হয়ত সৎপথ অবলম্বন করিতে পারি।"

মদনিকা সেদিন তাহাকে বলিয়াছিল—"তুমি সৎপথাবলম্বী হইয়া যতদিন না জীবিকা অর্জ্জন করিবে, নিজের অবস্থার উন্নতি না করিতে পারিবে, তত দিন আমি তোমায় বিবাহ করিব না। কেবল তাহাই নয় যতদিন না তুমি আমার অঙ্গের ভার জন্য প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া আনিবে, ততদিন আমি কোন মতেই তোমাকে বিবাহ করিব না।"

এই সর্ব্বিলক চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা, নিদ্রিত মৈত্রেয়ের নিকট হইতে যে

স্বর্ণপেটিকা অপহরণ করিয়াছিল, তাহা যে বসন্তসেনার অলঙ্কার, তাহা সে জানিত না।

পরে স্বগৃহে আগমন করিয়া, সে যখন পেটিকাটি খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার দেখিল, তখন সে বড়ই বিস্মিত হইল। সে জানিত, সে চারুদত্তের অলঙ্কারই চুরি করিয়াছে। আর এই, অলঙ্কারগুলি যে মদনিকা লাভে তাহার প্রধান সহায়, তাহাও সে ভুলিল না।

কাজেই সে মদনিকাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া, বসন্তসেনার বাটীতে আসিল। ঘটনাবশে মদনিকার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

মদনিকা তাহার ইঙ্গিতানুসারে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—"সংবাদ কি সর্ব্বিলক ?"

সর্ব্বিলক সানন্দচিত্তে বলিল—"সংবাদ খুব শুভ। তোমার সহিত নির্জ্জনে কথা কহিবার—একটু সুবিধা হইবে কি ?"

মদনিকা বলিল—"এই দালানই তার উপযুক্ত স্থান। আর্য্যা বসন্তসেনা কোন কার্য্যান্তরে অন্য কক্ষে গিয়াছেন। তাঁহার এদিকে আসিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তোমার যাহা কিছু বলিবার, তাহা স্বচ্ছন্দে এখানে বলিতে পার।"

সর্ব্বিলক সাহস পাইয়া বলিল—"তোমার সেই প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে ?"

মদনিকা। কি প্রতিজ্ঞা ?

সর্ব্বিলক। কয়েক মাস পূর্ব্বে তুমি আমায় বলিয়াছিলে—যদি আমি আমার অবস্থার উন্নতি কখনও করিতে পারি—যদি আমি সৎপথে থাকিয়া মানুষের মত হইতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমায় বিবাহ করিবে ?"

মদনিকা। তা কি উন্নতি করিয়াছ তাহার পরিচয় দাও!

সর্ব্বিলক। আমার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা দেখিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ—এখন আর আমি হীনশ্রেণীর লোকের সহিত মিশি না বা দ্যূত-ক্রীড়া করি না। আমি বহু পরিশ্রমে, বহু চেষ্টায় তোমার জন্য স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করিয়াছি।

মদনিকা। কোথায় তোমার সেই স্বর্ণালঙ্কার দেখি?

সর্ব্বিলক আশাপূর্ণ চিত্তে, অলঙ্কারের সেই সুবিচিত্র পেটিকা, চারিদিক্ একবার চাহিয়া দেখিয়া, মদনিকার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"এই পেটিকা-মধ্যে তোমার জন্য সুবর্ণালঙ্কার আছে।"

মদনিকা বলিল—"সর্ব্বিলক! তুমি চোরের মত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছ কেন? কোন ভয় নাই তোমার। দাও দেখি, তোমার অলঙ্কারগুলি!"

সর্ব্বিলক সেই স্বর্ণপেটিকাটি তাহার প্রিয়তমার হাতে দিল। মদনিকা সেই পেটিকা ও তন্মধ্যস্থ স্বর্ণালঙ্কারগুলি দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল—যে তাহা বসন্তসেনার অলঙ্কার।

সে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল—"হায়! কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ তুমি?"

সর্ব্বিলক ভিতরের কথা কিছুই জানিত না, সুতরাং বিস্মিত মুখে বলিল "তোমার জন্য বহু চেষ্টায় এই সব অলঙ্কার আমি আনিয়াছি।"

মদনিকা বিদ্রূপের সহিত বলিল—"হায়! অনেক কষ্টই তোমাকে করিতে হইয়াছে। তুমি যে একেবারে এতটা অধঃপাতে গিয়াছ, তাহা আমি জানিতাম না। সিঁধ খুলিতে হইয়াছে তোমাকে! অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া যাইতে হইয়াছে তোমাকে! কতবার ধরা পড়িবার ভয়ে, বুক-খানা তোমার কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ছিঃ। ছিঃ। শেষে কিনা তুমি এই হীন-বৃত্তি অবলম্বন করিলে?

সর্ব্বিলক ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানিত না। সে ভাবিয়াছিল, এই অলঙ্কারগুলি দেখিয়া, নিশ্চয়ই আবেগভরে মদনিকা তাহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিবে। তাহার পরিবর্ত্তে তাড়না লাভ করিয়া, আর মদনিকার, ক্রোধ ও ঘৃণাপূর্ণ মুখভঙ্গী দেখিয়া সে বড়ই দমিয়া পড়িল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বলিল—"ব্যাপার কি ছাই খুলিয়াই বল না কেন? কথায় বলে, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর!"

মদনিকা সেই হতভাগ্য সর্ব্বিলকের এইরূপ বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া বলিল—"এতক্ষণের পর তুমি কবুল জবাব দিয়াছ। সত্যই তুমি চোর। নিশ্চয়ই তুমি চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কাটিয়াছিলে। আর এই সব অলঙ্কার আর্য্য চারুদত্তের নয়—আমার প্রভু বসন্তসেনার। বসন্তসেনা এগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছিলেন।"

সর্ব্বিলক এতক্ষণের পর ব্যাপারটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্তচিত্তে বলিল—"সত্যই আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি। মদনিকা! আমি চোর হই, ডাকাত হই, হত্যাকারী হই, তৎ স্বত্ত্বেও জানি তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে না। যাহা কিছু রুষ্ট ভাব তুমি মুখে দেখাও, যেরূপ ঘৃণাপূর্ণ ভাবে তুমি, আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা স্বত্ত্বেও আমি খুব ভাল জানি, যে তুমি আমায় অন্তরে অন্তরে ভালবাস। আমায় বলিয়া দাও, এখন সকল দিক্ রক্ষার উপায় কি?"

মদনিকা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"অন্য উপায় ত কিছুই দেখি না। তবে একটা পথ আছে। তুমি এই অলঙ্কারগুলি এখনই আর্য্য চারুদত্তের ভবনে লইয়া যাও। তাঁহার নিকট অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিবে। তাঁহার হৃদয়ের উদারতা তুমি জান না। সেখানে গেলেই তুমি মার্জ্জনা পাইবে।"

সর্ব্বিলক বলিল—"খুব বুদ্ধি দেখিতেছি তোমার! চোরকে কেউ

কখনও মার্জ্জনা করে কি? উদারহৃদয় চারুদত্ত আমায় মার্জ্জনা করিতে পারেন। কিন্তু উহার অনুচর সেই বিকৃতাকার ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়, নিশ্চয়ই আমাকে রাজকর্ম্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করিবে।"

সর্ব্বিলক কোন মতেই চারুদত্তের নিকট ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইতেছে না দেখিয়া, মদনিকা পুনরায় কি ভাবিয়া বলিল—"দেখ সর্ব্বিলক! আর একটা উপায় আছে। সেটা তুমি করিতে পারিবে কি? অতটা সাহস তোমার হইবে কি?"

সর্ব্বিলক। কি সে উপায় বলিয়া ফেল। সম্ভব হয় তাহাও করিব।

মদনিকা। আর্য্যা বসন্তসেনা এখনই এস্থানে আসিবেন। তুমি এই-খানে একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে থাক। তিনি আসিলেই, আমি তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। তুমি বলিবে—'আর্য্য চারুদত্ত আমার মার-ফৎ এই অলঙ্কারগুলি আপনাকে ফেরত পাঠাইয়াছেন। উজ্জয়িনীতে আজ কাল চোরের ভয় খুব বেশী হওয়ায় এ অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত ধনরূপে রাখিতে তিনি আর সাহস করিতেছেন না।"

সর্ব্বিলক মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল—"হাঁ এতক্ষণে বুঝিলাম, কেন পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের অত পদানত হইয়া চলে—তাহাদের কথায় ওঠে বসে! পুরুষগুলো সত্যই সংসারে ভারবাহী গর্দ্দভ, আর তোমাদের জাতই তাহাদের চিরদিনই লাগাম ধরিয়া চালাইয়া থাকে! ভাল— তোমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটী আমি খুব সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তাহাহইলে এখনি গিয়া তোমার আর্য্যাকে সংবাদ দাও।"

এদিকে যে আর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বিলক বা মদ-নিকা কেহই জানিতে পারিল না।

ব্যাপারটা এই—কোন কার্য্যব্যপদেশে বসন্তসেনা এই দালানের পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করে। পরের কথা আড়ি পাতিয়া শোনা, তাহার

স্বভাব নহে। সে সর্ব্বিলককে আরও দুই চারিবার দেখিয়াছে। বসন্ত-সেনা একথাও জানে, যে তাহার সখী মদনিকাকে এই সর্ব্বিলক প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। এমন কি তাহাকে সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

বসন্তসেনা যখন দেখিল—সর্ব্বিলক ও মদনিকার প্রেম-সম্ভাষণপূর্ণ কথার মধ্যে, তাহার ও চারুদত্তের নামোল্লেখ হইতেছে, তখন সে একটু পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাদের কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিল।

কিয়ৎক্ষণ শুনিবার পর, সে সকল কথাই বুঝিল। তৎপরে অতি নিঃশব্দে নিজের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সর্ব্বিলকের সহিত একাগ্রচিত্তে কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন থাকায়, মদনিকা ভুলিয়া গিয়াছিল—যে কেশপ্রসাধন সময়ে সেই বসন্তসেনার প্রধান সাহায্যকারিণী।

বিলম্ব হইলে সে হয়ত তিরস্কৃত হইবে এই ভাবিয়া, সে সর্ব্বিলককে বলিল "আমার বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। আর্য্যা হয়ত আমার উপর রাগ করিবেন। আমি এখনই তাঁহাকে সংবাদ দিতেছি—যে আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে একজন লোক আসিয়াছে। আর তোমাকে যে পরামর্শ দিলাম, তদনুযায়ী কাজ করিও। তুমি আর্য্যা বসন্তসেনাকে বলিবে—"যে চারুদত্ত তোমার হাত দিয়া অলঙ্কারগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন।" একথা বলিলে তুমিও চোর হইলে না, চারুদত্তও ঋণমুক্ত হইবেন। আর আমাদের ঠাকুরাণীও তাঁহার জিনিসগুলি ফিরাইয়া পাইলেন। সাবধান! যেন কোনরূপে ভয় পাইও না। আমি এখনিই ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিতেছি

মদনিকা চলিয়া গেলে সর্ব্বিলক মনে মনে কথাগুলি আলোচনা করিয়া বলিল—"বাঃ বেশ বুদ্ধি দিয়াছে ত এই সুচতুরা মদনিকা! সাপও মরিল অথচ লাঠিও ভাঙ্গিল না। এইজন্যই ত আমি ওর প্রতি এত অনুরক্ত

আর এই অনুরাগের ফলে চুরি পর্য্যন্ত করিয়াছি। তাই ভাবি আর আশ্চর্য্য হই—এরা কখনও টোলে পড়ে নাই, মা সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত এদের হয় না, তবু এত বুদ্ধি পাইল কোথায়?"

সর্ব্বিলক যখন ইত্যাকার চিন্তানিমগ্ন, সেই সময়ে মদনিকা সেইস্থানে আসিয়া বলিল—"আর্য্যা তোমাকে ডাকিতেছেন।"

এ আহ্বান সংবাদে সর্ব্বিলকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু মদনিকার হাস্যমুখরিত মুখের দিকে চাহিবামাত্র, সে সাহসাবলম্বনে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া মদনিকা বলিল—"ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহাকে আর্য্য চারুদত্ত আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

বসন্তসেনা, এক আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ভদ্র! আপনি ঐখানে বসুন।"

সর্ব্বিলক আসন গ্রহণ করিলে বসন্তসেনা সহাস্যমুখে বলিল—"আপনিই কি আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে আসিতেছেন?"

সর্ব্বিলক একটু তৎপরতার সহিত বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—আর্য্যই আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

বসন্তসেনা। কেন? কি উদ্দেশ্যে?

সর্ব্বিলক। আপনার গচ্ছিত অলঙ্কার আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে। আর্য্য বলিয়া দিলেন—"আমার জীর্ণ গৃহ এখন তস্করের পক্ষে অতি সহজগম্য। অলঙ্কারগুলি আমি বহুদিন রাখিয়াছি। আর বেশীদিন রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

এই কথা বলিয়া সে একবার মদনিকার মুখের দিকে চাহিল। মদনিকার দৃষ্টিভঙ্গী যেন ইঙ্গিতে বলিতেছে—"সাবাস তুমি সর্ব্বিলক। খুব ভাল অভিনয়ই করিতেছ।"

সর্ব্বিলক সাহস পাইয়া, অলঙ্কারগুলি বসন্তসেনার সম্মুখে ধরিল। বসন্তসেনা তাহা মদনিকার হাতে দিয়া বলিলেন—"এগুলি যথাস্থানে রাখিয়া আয় মদনিকা!"

মদনিকা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। বসন্তসেনা একটু রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—"আর্য্য চারুদত্ত শারীরিক কুশলে আছেন ত?"

সর্ব্বিলক চারুদত্তের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ জীবনে দিবাভাগে সে কস্মিন্‌কালে তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিবার সুযোগ পায় নাই। কেবল চুরীর দিন রাত্রে একবার মাত্র দেখিয়াছিল। এজন্য সে সাহসাবলম্বনে বলিল "তিনি ভাল আছেন। তবে বর্ত্তমানে কোনরূপ দৈহিক অসুস্থতা না থাকিলেও, তাঁহার মানসিক অসুস্থতা খুব বেশী।"

সর্ব্বিলক চুপ করিয়া গেল। আবার বসন্তসেনা চারুদত্ত সম্বন্ধে কোন নূতন প্রশ্ন করিলে, সে তাহার কি উত্তর দিবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু এই সময়ে মদনিকা সেইস্থানে উপস্থিত হওয়ায়, সে সাহস পাইয়া বলিল—"আমায় এবার বিদায় দিন।" এই কথা বলিয়া সে সহসা উঠিয়া পড়িল।

বসন্তসেনা সস্মিতবদনে বলিল—"একটু অপেক্ষা করুন। মহাত্মা চারুদত্ত আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার উত্তর আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।"

সর্ব্বিলক মহা ফাঁপরে পড়িল। সে মনে মনে ভাবিল, চারুদত্তের কাছে যাওয়া, তাহার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। সে তাঁহার বাড়ীতে সিঁধ কাটিয়া চুরী করিয়াছে, তাহার উপর সেই অপহৃত অলঙ্কার লইয়া বসন্তসেনার সহিত এই প্রতারণাময় ব্যবহার করিতেছে। এজন্য সে ভয়ে সংকুচিত হইয়া পড়িল।

সুচতুরা বসন্তসেনা, সর্ব্বিলকের মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মনের

কথা বুঝিতে পারিলেন। তখনই মদনিকার হাত ধরিয়া—সর্ব্বিলকের হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"এই নিন্ আমার প্রত্যুত্তর।"

সর্ব্বিলক বলিল—"এ ব্যাপারের কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না ?"

বসন্তসেনা হাস্যমুখে বলিলেন—"আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আর্য্য চারুদত্তের সহিত আমার বন্দোবস্ত ছিল, আমার এই অলঙ্কারগুলি তিনি যাঁহার হাত দিয়া পাঠাইবেন, তাঁহার হাতেই আমি আমার প্রিয়সখী মদনিকাকে সমর্পণ করিব। আপনি যখন এই অলঙ্কার আনিয়াছেন, তখন এই মদনিকাকে আপনার করেই সমর্পণ করিলাম। আর কেবল আমি নহি, ধরিতে গেলে আর্য্য চারুদত্তও আপনার হস্তে প্রকারান্তরে এই মদনিকাকে সমর্পণ করিতেছেন।"

সর্ব্বিলক বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে ভাবিল, "এত বড় মন্দ ব্যাপার নয়! আমি সেই ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিলাম, তাঁহার যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট করিলাম, আর তাহার পুরস্কারস্বরূপ মদনিকারূপ এই আশাতীত রত্নলাভ হইল। কিন্তু কথাটা বড় সোজা বোধ হইতেছে না। এই সুচতুরা বসন্তসেনা, নিশ্চয়ই কোন উপায়ে মদনিকার প্রতি আমার আসক্তি ও এইমাত্র আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছে, তাহার সমুদয়ই জানিতে পারিয়াছেন। ধন্য বসন্তসেনা! আর ধন্য এই আর্য্য চারুদত্ত! গুণোপার্জ্জনেই পুরুষের চেষ্টা করা প্রথম কর্ত্তব্য। কেননা নির্গুণ পুরুষ মহা ধনবান্ হইলেও গুণবান্, ধনহীন পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না। অমৃতবর্ষী চন্দ্রমা, কেবল নিজগুণ প্রভাবেই, দেবাদিদেব মহাদেবের শীর্ষদেশে স্থান অধিকার করিয়াছেন।"

সর্ব্বিলক মনে মনে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেছে, এমন সময়ে বসন্তসেনা অন্য এক পরিচারিকাকে একখানি কর্ণীরথ আনিতে আদেশ করিলেন। যান প্রস্তুত হইলে, তিনি মদনিকাকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন—"মদনিকে! এই ব্রাহ্মণকুমারের হস্তে তোমায় সমর্পণ করিলাম। তুমি রথে আরোহণ করিয়া ইঁহার সহিত প্রস্থান কর। আজ হইতে তুমি আমার দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইলে। কিন্তু দেখো! তোমার প্রিয়তমকে পাইলে বলিয়া আমায় ভুলিও না।"

মদনিকা বসন্তসেনার আশ্রয়ে বহুদিন হইতেই প্রতিপালিতা। দাসী হইলেও, বসন্তসেনা তাহার সহিত নিজের সখীর মত ব্যবহার করিতেন। মদনিকাও বসন্তসেনাকে যথেষ্ট ভালবাসিত। সুতরাং সে তাহার প্রেম-পাত্র সর্ব্বিলককে পাইলেও বসন্তসেনাকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে ভাবিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল।

বসন্তসেনা স্বহস্তে মদনিকার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া, স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন"—"কাঁদিও না তুমি মদনিকা! তুমি এই বাটী হইতে চলিয়া যাইতেছ বটে, কিন্তু আমার অন্তর হইতে কখনও চলিয়া যাইতে পারিবে না। তুমি এই সর্ব্বিলকের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া সুখী হও, সৌভাগ্যশালিনী হও, ইহাই আমার বাসনা।"

মদনিকা বসন্তসেনার পদধূলি লইয়া সর্ব্বিলকের সহিত সেইস্থান ত্যাগ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মৈত্রেয় চারুদত্তের নিকট প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, যে তিনি ধূতাদেবী-প্রদত্ত সেই রত্নহার বসন্তসেনার নিকট সেইদিনই পৌঁছাইয়া দিবেন।

মৈত্রেয় বাহির হইতে বসন্তসেনার প্রকাণ্ড পুরী দুই একবার দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কখনও তাঁহার প্রবেশ করিবার সুবিধা হয় নাই। আর তাহার কোন কারণও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু চারুদত্তের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এই প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যশালিনী গণিকার মহলমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

মৈত্রেয় প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহলের অভ্যন্তর অতি শুভ্র। অতি দীর্ঘ গগনস্পর্শী তোরণ দ্বারা পুরীর প্রবেশপথ সূচিত হইয়াছে। সেই তোরণের মধ্যভাগ, সুগন্ধি সলিল দ্বারা পরিসিক্ত ও উপরিভাগ নানাবিধ সুগন্ধি মাল্য ও আম্রশাখায় পরিশোভিত।

সেই প্রকাণ্ড তোরণ সুবর্ণখচিত। তাহার উভয় পার্শ্বে মল্লিকা-মালা দোদুল্যমান। দ্বারপার্শ্বে বেদীর উপর স্ফটিকনির্ম্মিত মঙ্গলকলস ও সর্ব্বাগ্রভাগ নানাবিধ ধ্বজপতাকাদিতে সুসজ্জিত। মৃদুমন্দ বায়ুবেগে সেই সমস্ত পতাকা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। মৃদুলপবনে, সেই সুরভি-

কুসুমসম্ভারশোভিত মদগন্ধ, পতাকাদির সহিত একত্র সঞ্চালিত হইয়া যেন আগন্তুকগণকে পুরী প্রবেশ করিতে সমাদরে আহ্বান করিতেছে।

মৈত্রেয় প্রথম প্রকোষ্ঠের তোরণ পার হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গো, মহিষ ও অশ্বশালা।

তিনি দেখিলেন, কোথাও শৃঙ্গধারী, কর্ণীরথবাহী বলীবর্দ্দ সকল সমীপস্থ তৃণপত্রাদি ভক্ষণে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া কীলকে বদ্ধ রহিয়াছে। কুত্রাপি এক একটি মহিষ অবমানিত কুলীনের ন্যায়, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে একদিকে কোথাও বা সমরবিজয়ী শ্রান্ত মল্লপুরুষের ন্যায় মেষের গ্রীবা মর্দ্দিত হইতেছে। কোথাও বা অশ্ব সকলের গ্রীবা-লোমের সংস্কার হইতেছে। এক একটী শাখামৃগ, অশ্বশালামধ্যস্থ কীলকে তস্করের মত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে হস্তি-পালকেরা ঘৃতমিশ্রিত অন্নপিণ্ড, হস্তিবৃন্দকে ভক্ষণ করাইতেছে।

দ্বিতীয় মহলের পর—তৃতীয় মহল। এটি সমাগতগণের অভ্যর্থনাগৃহ। এখানে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত জনসমূহের উপবেশনার্থ বিচিত্র আসন সকল সজ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে কোন স্থানে বা একখানি পুস্তক অর্দ্ধ পঠিত হইয়া আসনের উপরিভাগে অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

আবার কোথাও বা মণিময় গুটিকার সহিত, পাশক্রীড়ার বিচিত্র আসনসমূহ শোভা পাইতেছে। নায়ক-নায়িকার প্রণয়ভঙ্গে ও সম্মিলনে সুচতুর গণিকা ও বৃদ্ধ বিট-পুরুষেরা বিবিধ বর্ণের বিচিত্র চিত্রপট হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে।

ইহার পর চতুর্থ মহল। চতুর্থ মহলে বসন্তসেনার সঙ্গীত-শালা। এখানে যুবতীর কোমলকর-নিপীড়নে বাদিত মৃদঙ্গসকল, শরৎকালীন জলধরের ন্যায় গুরুগম্ভীর শব্দ করিতেছিল। পুণ্যক্ষয় হেতু গগনবিচ্যুত তারকাবৃন্দের মত সমুজ্জ্বল, করতালসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া অতি

সুমধুর শব্দ উৎপাদন করিয়া মৃদঙ্গরবের সহিত মিশিতেছিল। মধুকরধ্বনির ন্যায় সুমধুর বেণুধ্বনি, গৃহভিত্তির চতুষ্পার্শ্ব ধীরে পরিকম্পিত করিতেছিল। প্রণয়-কোপকুপিতা কামিনীর ন্যায়, তানপূর্ণ বীণাগুলি, মৃদুতর মধুর নিনাদে গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। গণিকাগণ মধুমুগ্ধ মধুকরীর মত সুস্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে, ভূষণশিঞ্জনের সহিত তালমানলয়ে নৃত্য করিতেছিল। কেহ কেহ বা মনের আবেগে, নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে, এবং তজ্জনিত শ্রমে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া, শীতল বায়ুসঞ্চারে স্নিগ্ধ, গবাক্ষবক্ষস্থ পূর্ণকলস হইতে শীতলজল পান করিতেছে।

তাহার পর পঞ্চম প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠে রন্ধনশালা। উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ মৈত্রেয় ঠাকুর, এখানে আসিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। রসনায় জল সঞ্চারের সহিত, তাঁহার মনে নানাবিধ ভাব সঞ্চার হইতে লাগিল।

পাকশালার বিরাট্ ব্যাপার দেখিয়া, উদরসর্ব্বস্ব বিপ্র মৈত্রেয়ের রসনায় জলসঞ্চার হওয়ায়, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! এই পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দরিদ্রজনের লোভজনক, তৈলপক্ক হিঙ্গুগন্ধ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে। বিবিধ গন্ধযুক্ত ধূমরাশি বহির্গত হওয়ায়, নিরন্তর বহ্নিতাপে সন্তাপিত হইয়া, পাকশালা যেন দ্বাররূপ মুখদিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে। বহুবিধ অন্নব্যঞ্জনাদির ঘৃতপক্ক সুরভিগন্ধ আমাকে রূপশালিনী যুবতী কামিনীর ন্যায় প্রলোভিত করিতেছে। কোথাও বা পশুঘাতক জীর্ণবস্ত্রের ন্যায়, নিহতপশুর উদরচর্ম্ম প্রক্ষালন করিতেছে, কোথাও বা সূপকার, রসনা-লোভকারী নানাবিধ পায়স ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতেছে। হায়! আমাকে কেহ কি "এখানে কিছু আহার করুন" বলিয়া পাদ প্রক্ষালনার্থে জল প্রদান করিবে না?"

মৈত্রেয়ের মনের কষ্ট মনেই নিবারিত হইল। সুগন্ধ মসলাপক

নানাবিধ খাদ্যের প্রলোভনীয় গন্ধ, তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। "ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন" এই নীতির অনুসরণে, অবাধ্য রসনাকে আংশিকভাবে তৃপ্ত করিয়া, মৈত্রেয় ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে—প্রচুর ধনবতী বসন্তসেনার রত্নগৃহ। এই প্রকোষ্ঠ নানাবিধ সমুজ্জ্বল রত্নরাজিখচিত। ইহার দ্বারসমূহ হিরণ্যময়। গৃহভিত্তিগুলি নীলমণিতে পরিশোভিত। বিভিন্নবর্ণের মণিসকল, পরস্পরের মধুর জ্যোতি বিকাশ করাতে, সেস্থানে ইন্দ্রধনুর শোভা পরিসূচিত হইতেছিল।

কোথাও বা সেই রত্নখচিত গৃহমধ্যে, বণিক্‌গণ বৈদূর্য্য মৌক্তিক, প্রবাল, পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ মরকত হরিদ্র নীল প্রভৃতি বহুল রত্নরাশি লইয়া পরীক্ষা করিতেছে। স্বর্ণকারেরা স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারে হীরকাদি বদ্ধ করিতেছে। কেহ কেহ রক্তসূত্রে সুবর্ণালঙ্কার ও মণিময় হার গাঁথিতেছে। কেহ বা বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণিসমূহকে ও প্রবালাদিকে শাণিতশাণে ঘর্ষণ করিতেছে। কেহবা শঙ্খের মধ্যে কৌশলে ছিদ্র করিতেছে। কেহবা আর্দ্র কুঙ্কুম ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য শুষ্ক করিতেছে। কেহ বা নানাবিধ গন্ধদ্রব্যের একত্র সমাবেশ করিতেছে। দাসীগণ নায়ক-নায়িকাদিগকে কর্পূরপূর্ণ তাম্বুল দিতেছে। কোনস্থান বা তাহাদের কলকণ্ঠনিঃসৃত হাস্য পরিহাসে, আনন্দমুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কোথাও বা বহুজনে একত্রিত হইয়া বসিয়া গান করিতেছে। আর চারিদিকে চেট ও চেটীগণ গর্ব্বস্ফীতবক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠ পার হইয়া, মৈত্রেয় সপ্তম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এই প্রকোষ্ঠে বসন্তসেনার পক্ষিশালা বা চিড়িয়াখানা। মৈত্রেয় পক্ষিশালার মধ্যভাগে গিয়া দেখিলেন, কপোত-কপোতীগণ কপোতপালিকার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। যত্নে ও আদরে পালিত পুষ্টকায় শুভ্রকপোত প্রেমোন্মত্ত চিত্তে সানন্দে কপোতীকে চুম্বন করিতেছে। পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী

দধিভক্ষণে উদরপূরণ করিয়া, ব্রাহ্মণের ন্যায় শুদ্ধকণ্ঠে পাঠ করিতেছে। মদনশারিকা গৃহদাসীর ন্যায় নিয়ত ফুরফুর শব্দ করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। কপিঞ্জল প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয় পক্ষিগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। আর ময়ূর ময়ূরী বিচিত্র চন্দ্রকজাল প্রসারিত করিয়া, প্রাঙ্গণের উপরি ভাগে, মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে। উন্মুক্ত ও ঈষৎ বায়ুভরে কম্পিত চন্দ্রকরাজি দেখিয়া বোধ হইতেছে—যেন তাহারা আতপতাপিত প্রাসাদকে ব্যজন দ্বারা সুশীতল করিতেছে। সুধাংশু কিরণের ন্যায় শুক্লবর্ণ রাজহংস ও রাজহংসীগণ মৃদুমধুরগামিনী কামিনীগণের গতি শিক্ষা করিবার নিমিত্তই, যেন উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে।

মৈত্রেয় মনে মনে ভাবিলেন—"কি চমৎকার এই গণিকাভবন। ইহার শোভাসম্পদ যে রাজভবনের সৌন্দর্য্যকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। এই অতুল ধনেশ্বরী বসন্তসেনাকে দেখিয়া, সেদিন আমি তাহাকে অতি হীনা ভাবিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলাম! হায়!' কুবেরের ঐশ্বর্য্য যার করায়ত্ত—সে কি না আজ দরিদ্র চারুদত্তের প্রেমানুরক্ত! এতক্ষণে বুঝিলাম, যুবতীজনের প্রকৃতপ্রেম, প্রণয়পাত্রের গুণেরই অনুসরণ করে—ঐশ্বর্য্যের নয়।"

বসন্তসেনার এই বিশালপুরী দেখিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ মৈত্রেয় মন্ত্রবিমুগ্ধবৎ হইয়া উঠিলেন। এই আটটি প্রকোষ্ঠের কোন স্থলেই যখন তিনি বসন্তসেনার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন না, তখন অগত্যা একজন চেটীকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"চেটি! তোমার আর্য্যা কোথায়?"

চেটী। কেন তাঁহাকে আপনার কি প্রয়োজন?

মৈত্রেয়। আমার বিশেষ প্রয়োজনই আছে। সে প্রয়োজন স্বয়ং বসন্তসেনা ভিন্ন আর কাহারও কাছে ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার নাই।

চেটী। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহা জানিবার অধিকার আমার আছে কি দেবতা ? কেন না, আমাকে সংবাদ দিবার সময়ে আপনার পরিচয় ও আগমন স্থানের কথা তাঁহার নিকটে আমাকে প্রথমেই ব্যক্ত করিতে হইবে।

মৈত্রেয়। বলিও—আমি আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে আসিতেছি।

চেটী। ওঃ—আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে? আপনাকে আর কিছুই বলিতে হইবে না। আর্য্যা আমাদের আদেশ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে আসিতেছি, এই কথা বলিবে, তাহাকে সম্মানিত করিয়া অবাধভাবে আমার নিকট আসিতে দিও। আর্য্যা এখন ঐ উদ্যান-বাটিকায় আছেন। সর্ব্বপূজ্য ব্রাহ্মণ আপনি। এ পুরীর সকল স্থানেই বিপ্রগণের অবারিত দ্বার। আপনি ঐ উদ্যান-বাটিকায় প্রবেশ করিলেই আর্য্যা বসন্তসেনার দেখা পাইবেন।

মৈত্রেয় সম্মুখস্থ এক উদ্যানবাটিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার শোভাও অতুলনীয়। শ্বেত পীত নীল লোহিত পাটল ধূমল ধূসর প্রভৃতি নানাবর্ণের কুসুমাবলী বিকসিত হওয়ায়, তরুনিকরের শোভা অতি মনোহর দেখাইতেছে। নানাঙ্গনে যুবতীগণের কোমলাঙ্গ রক্ষিত হইবার জন্য দোলাযন্ত্র। স্বর্ণযূথিকা, শেফালিকা, মালতীমল্লিকা, নবমল্লিকা, কুরুবক, মাধবীলতা প্রভৃতি নানাবিধ সুবাস কুসুমসমূহ রত্নপ্রস্তরময় বেদীর উপরে ও চতুঃপার্শ্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, অঙ্গনের শোভাকে অতি তুচ্ছ করিতেছে। অন্যস্থলে অভিনব সূর্য্যকিরণসদৃশ রক্তবর্ণ কমল ও রক্তোৎপল বহুল পরিমাণে প্রফুল্ল হওয়ায়, দীর্ঘিকা সন্ধ্যাকালীন শোভাধারণ করিয়াছে। কোথাও বা অভিনবোৎপন্ন স্তবকময় প্রসূনরাশি শোভিত অশোক-বৃক্ষ, যোদ্ধৃ সমাজমধ্যে রক্তচন্দনচর্চ্চিত বীরপুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

মৈত্রেয় সেই নন্দনপ্রতিম কুসুমোদ্যানের বিচিত্র শোভা দেখিতে

দেখিতে এক পুষ্প-বীথিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—সেই পুষ্প-বীথিকার এক মর্ম্মরবেদীর উপর, নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া চিন্তামগ্না বসন্তসেনা।

মৈত্রেয়ের পদশব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বসন্তসেনা মৈত্রেয়কে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া মৈত্রেয়ের চরণবন্দনা করিয়া বলিলেন—"আমার আজ অতি সুপ্রভাত, যে আপনার পদধূলি এ অধীনার আলয়ে পড়িল। যাই হোক—আর্য্য চারুদত্ত ত কুশলে আছেন?"

মৈত্রেয় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"হাঁ উপস্থিত সমস্ত কুশল। তবে তিনি আপনাকে একটী অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

বসন্তসেনা। কি অনুরোধ?

মৈত্রেয়। আপনি তাঁহার নিকট অলঙ্কারের যে পেটিকা রাখিয়া আসিয়াছিলেন—আর্য্য চারুদত্ত তাহা দ্যূতক্রীড়ায় নষ্ট করিয়াছেন।

বসন্তসেনা ভিতরের সব কথা জানিত। কাজেই সহাস্যমুখে বলিল—"তা ভালই হইয়াছে। আমার মত ঘৃণিতার ছার অলঙ্কারগুলি যে তাঁহার ব্যবহারে লাগিয়াছে, তাহাতে আমি ধন্য বোধ করিতেছি।"

মৈত্রেয় বসন্তসেনার কথা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। মনে মনে বসন্তসেনার খুবই প্রশংসা করিলেন। তৎপরে বলিলেন—"আপনার এই উদার চিত্তের কথা বাটী ফিরিয়া আর্য্যকে গিয়া বলিব। কিন্তু আর্য্য এজন্য বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত। তিনি আপনার নষ্টালঙ্কারের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ, এক রত্নহার আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

বসন্তসেনা চারুদত্তের হৃদয়ের মহত্ত্ব যে কত বেশী, তাহা বুঝিল। কিন্তু মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিল—"কই সেই রত্নহার দেখি?"

মৈত্রেয় রত্নহারছড়াটী বাহির করিয়া বসন্তসেনার হাতে দিলেন। যে

তাহা নানা উপায়ে পরীক্ষা করিয়া বলিল—"ভাল! কিন্তু এ রত্নহারের মূল্য কত আপনি জানেন কি?"

মৈত্রেয় মনে মনে ভাবিলেন—"একটু আগে এই বসন্তসেনা, হৃদয়ের যে মহত্ত্বটুকু দেখাইয়াছে, সেটা কেবল তাহার একটা ভাণ মাত্র। হইতে পারে সে অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী। তাহা হইলেও সে গণিকা বইত আর কিছুই নয়! তাহা না হইলে এ রত্নহারের মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন?"

মৈত্রেয়কে চিন্তাপূর্ণ দেখিয়া, বসন্তসেনা তাঁহার মনের কথা তখনই বুঝিতে পারিল। তারপর সেই রহস্যচতুরা বসন্তসেনা মৈত্রেয়কে বলিল—"ওকথা যাইতে দিন। ভবিষ্যতে এ রত্নহারের মূল্যের কথা আমি কোন রত্নবণিক্‌কে ডাকাইয়া যাচাই করিব।"

মৈত্রেয় মনে মনে বসন্তসেনার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—চারুদত্তের বর্তমান অবস্থা, তাহার অপরিজ্ঞাত নহে। ঐশ্বর্য্যের কোন অভাবই তাহার নাই। এ সত্ত্বেও, যখন এ শীলতাবর্জ্জিতা হইয়া এ রত্নহার গ্রহণ করিল, আর ধৃষ্টার ন্যায় তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা হইতেই বুঝিতেছি—গণিকার ধনলোলুপতা অতি ভয়ানক।

মৈত্রেয় অগত্যা নিরাশচিত্তে বলিল—"ভাল তাহাই করিবেন।"

মৈত্রেয়কে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া বসন্তসেনা বলিলেন—"তাহা হইলে এখন আমি চলিলাম। আর্য্যকে গিয়া এখনই আপনার কথাগুলি বলিব।"

বসন্তসেনা মৈত্রেয়ের চরণবন্দনা করিয়া বলিল—"তাঁহাকে একথাও বলিবেন, যে আজ আমি সন্ধ্যার পর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

কথাটা মৈত্রেয়ের কর্ণে একটুও তৃপ্তিকর বোধ হইল না। তিনি

মনে মনে ভাবিলেন—"জানি না—কেন এ আবার আমাদের বাড়ী যাইতে চাহিতেছে! এ রত্নহার ছাড়া আরও কিছু লইবে নাকি? আমি আর্য্যকে গিয়া বলিব—যেন তিনি আজ হইতে ইহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন?"

প্রকাশ্যভাবে মৈত্রেয় বলিলেন—"ভাল—আর্য্যকে এখনই গিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব।"

মৈত্রেয় আর তিলমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। বসন্তসেনা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া, তাঁহাকে দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

-0——

বর্ষাঋতু বিষাদের। প্রকৃতির ষড়-ঋতুর ন্যায় মনুষ্যজীবনেও ষড়ঋতু আছে। যখন নিতান্ত দুর্দ্দিন আসিয়া পড়ে—মানুষ চারিদিক্ হইতে নানাবিধ দুঃখভারে আক্রান্ত হয়—অতীতের সুখস্মৃতি, যখন মধ্যে মধ্যে মেঘান্তরালবর্ত্তী সৌদামিনার মত, ক্ষণেক্ষণে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে আরও যন্ত্রণার পথে অগ্রসর করে, হৃদয় যখন বজ্রবিদগ্ধ পুষ্পের মত সম্পূর্ণ নীরস হইয়া যায়, তখন মানবজীবনে বর্ষা আসে।

চারুদত্তের জীবনে বর্ষা সঞ্চার অনেক দিন হইতেই হইয়াছে। দরিদ্রতার ঘন মেঘজালে, তাঁহার হৃদয় ঘোরতর সমাচ্ছন্ন। বর্ষাঋতু স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে যেমন প্রকৃতির মুখ হইতে আনন্দ কাড়িয়া লইয়া থাকে, দারিদ্রও সেইরূপ চারুদত্তের মনে বিষণ্ণতা আনিয়া আনন্দের স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ষা গগনে মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী স্ফুরিত হইয়া, যেমন সেই ভীষণাকার ঘোরকৃষ্ণ মেঘরাজিকে ভীষণ ভাবে মসীময় করিয়া দেয়, চারুদত্তের মনে অতীত গৌরব-সুখস্মৃতি মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার বর্ত্তমানের ঘোরতর নিরাশার তামাসকতা যেন আরও বাড়াইয়া দিতেছে।

চারুদত্ত,বিমর্ষভাবে নিজ কক্ষে চিন্তানিমগ্ন। মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার নিকটে পাঠাইয়া অবধি চারুদত্ত একটু অধিক পরিমাণে চিন্তানিমগ্ন।

বর্ষার তমসাচ্ছন্ন ভাব, যেন তাঁহার চিত্তে অসংখ্য চিন্তারাশি আনিয়া দিয়াছে।

চারুদত্ত, নির্ম্মিমেষলোচনে, জলদাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। আকাশে সেদিন খুবই মেঘ উঠিয়াছে। গৃহময়ূরগণ গগনে নবজলধর দেখিয়া, আনন্দিতমনে উন্মুক্ত চন্দ্রকরাশিবৎ পুচ্ছসংঘ বিস্তার করিয়া, মেঘের দিকে চাহিয়া মধ্যে মধ্যে মুখর কেকাধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কখনও তিনি দেখিতেছেন, মেঘসকল জলার্দ্র মহিষের অনুরূপ বা ভ্রমরসদৃশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মেঘের মাঝে মাঝে, চঞ্চলা চপলার উজ্জ্বল স্ফুরণ।

তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির রজতময় ধারা, কখনও প্রচুর মেঘ সম্পাতজাত অন্ধকারে আবার কখনও বা ক্ষণিক বিদ্যুৎস্ফুরণে, বিশেষরূপে তাঁহার চক্ষে দৃশ্যমান হইতেছে। বিচিত্রাকার জলদজাল পবনবেগে উড্ডীয়মান হইয়া, কোথাও বা চক্রবাক-মিথুনের ন্যায়, কোথাও বা উড্ডীয়মান হংসাবলীর ন্যায়, আবার কখনও বা উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত মৎস্য-মকরাদির ন্যায়, আবার কুত্রাপি বা অট্টালিকার ন্যায় শোভাবিস্তার করিতেছে। অম্বরতল মেঘপালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, যেন ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। মেঘদর্শনে আনন্দোন্মত্ত ময়ূর, যেন দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভে গর্ব্বিত দুর্য্যোধনের মত, আনন্দরব করিতেছে। কোকিলগণ, বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের মত, নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। হংসকুল, পাণ্ডবাদির ন্যায় অরণ্যমধ্যে গিয়া অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতেছে।

চারুদত্তের মানসক্ষেত্রে এই প্রকার নানাবিধ চিন্তাতরঙ্গ, বিশৃঙ্খল ভাবে পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত নির্ঝরিণীর ন্যায় উঠিতেছে ও পড়িতেছে, এমন সময়ে মৈত্রেয় আসিয়া তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মৈত্রেয় বসন্তসেনার ব্যবহারে ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই বিরক্তিভাব, তখনও তাঁহার মুখে প্রকটিত হইতেছিল।

চারুদত্ত মৈত্রেয়ের মুখের বিরক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া, মনে ভাবিলেন হয়ত মৈত্রেয় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। হয়ত সে বসন্তসেনার সাক্ষাৎ পায় নাই, অথবা বসন্তসেনা সেই রত্নহার পাইয়া সন্তোষ ভাব প্রকাশ করে নাই।

এ জন্য তিনি মৈত্রেয়কে দেখিবামাত্রই প্রশ্ন করিলেন—"বয়স্য! মঙ্গল ত? যে কার্য্যের জন্য গিয়াছিলে তাহা সফল হইয়াছে ত?"

মৈত্রেয় রুক্ষকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"সে কার্য্য নষ্ট হইয়াছে।"

চারুদত্ত। তবে কি বসন্তসেনা সেই রত্নহার অগ্রাহ্য করিয়াছেন?

মৈত্রেয় বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"এমন কি ভাগ্য আমাদের, যে তিনি তাহা দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন না! অভিনব কমলের ন্যায় কোমল অঙ্গুলি মস্তকে বন্ধনপূর্ব্বক, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।"

চারুদত্ত সোৎসুকে বলিলেন—"তবে কেন বলিলে, যে কার্য্য নষ্ট হইয়াছে?"

মৈত্রেয়। নষ্ট হইল নাই বা কিরূপে? যাহা ভোগ করিলাম না, বিক্রয় করিলাম না, চোরে যাহা অপহরণ করিল—যাহার মূল্য অতি অল্প, সেই সুবর্ণভাণ্ডের পরিবর্ত্তে, আজ কি না ধূতাদেবীর কণ্ঠের অলঙ্কার, বহুমূল্য রত্নাবলী হারাইতে হইল?

চারুদত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তাই ভাল! বয়স্য ও কথা আর বলিও না! বসন্তসেনা আমার প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাসেই সেই সুবর্ণভাণ্ড গচ্ছিত রাখিয়াছিল। মহা মূল্য বিশ্বাসের মূল্যস্বরূপ, প্রনষ্ট গচ্ছিতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, সেই রত্নাবলী বসন্তসেনাকে দিয়াছি। তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি?"

মৈত্রেয়ের মনের উদ্দেশ্য এই—যাহাতে এই কথা শুনিয়া বসন্তসেনার প্রতি চারুদত্ত একটু বীতরাগ হন। কিন্তু এ সকল উপায়ে সফলকাম হইতে না পারিয়া, তিনি বলিলেন—"আর্য্য! আমার প্রধান সন্তাপের কারণ এই যে, ধনগর্ব্বিতা বসন্তসেনা তাহার সখীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মুখে কাপড় ঢাকিয়া, আমার প্রতি উপহাস করিয়াছে। সখে! আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও, তোমার পদযুগল ধারণ করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি—যে তুমি এই প্রত্যবায়ময় বেশ্যাসংসর্গ ত্যাগ কর। কেন না—এই বেশ্যা ঠিক যেন পাদুকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট গুটিকার ন্যায়, অতি কষ্টে বাহির হইয়া থাকে।

মৈত্রেয় এই ভাবে বসন্তসেনার নানাবিধ কুৎসা গান করিলেও, চারুদত্তের উদার ও প্রশান্ত হৃদয় কিছুতেই টলিল না। মৈত্রেয় অগত্যা নরাশচিত্তে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এমন সময়ে বর্দ্ধমানক সংবাদ আনিল, বসন্তসেনা সাক্ষাতার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আর পুরী মধ্যস্থ দালানে অবস্থান করিতেছেন।"

মৈত্রেয় এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন—"ঐ দেখ সখা! যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। আমার কথায় প্রথমে বিশ্বাস কর নাই, এখন বুঝিয়া দেখ। বসন্তসেনা, বহু মূল্য রত্নহার পাইয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই। সে বোধ হয় ক্ষতিপূরণস্বরূপ, আরও কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।"

বসন্তসেনাকে অগ্রসর করিয়া আনিবার জন্য, চারুদত্ত মৈত্রেয়কে প্রেরিত করিয়া পাঠাইলেন।

বসন্তসেনা চারুদত্তের বিস্তৃত দালানের প্রবেশমুখেই, প্রিয়তমের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন। মৈত্রেয় তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্রই, তিনি বলিলেন—"আর্য্য মৈত্রেয়! আপনার সে দ্যূতকর কোথায়?"

চারুদত্তের প্রতি দ্যূতকর আখ্যা প্রযোজিত হইতে দেখিয়া, মৈত্রেয়

অতিশয় বিমর্ষ হইলেন। এ কথার প্রত্যুত্তর দিবার ত কোন উপায় তাঁহার নাই, এ জন্য তিনি বলিলেন—"আর্য্য চারুদত্ত এখনই তাঁহার ভৃত্যের মুখে আপনার আগমনসংবাদ পাইয়া, আপনাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

বসন্তসেনা এ কথা শুনিয়া বড়ই প্রফুল্লচিত্তা হইয়া বলিলেন—"চলুন আমাকে সেই খানে লইয়া, যেখানে তিনি আছেন! আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হই।"

বসন্তসেনা চারুদত্তের সম্বর্দ্ধনার জন্য, নিজের প্রমোদোদ্যান হইতে নানা জাতীয় সুবাসভরা পুষ্প-সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। চারুদত্তের সন্নিকটস্থ হইয়া, বসন্তসেনা তাঁহার পদযুগলে ও গাত্রে সেই পুষ্পরাশি বর্ষণ করিলেন।

চারুদত্ত বসন্তসেনার এই অপূর্ব্ব প্রীতি উপহারে, বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন। বসন্তসেনার ভুবনমোহন রূপ যে তাঁহার হৃদয়ে একটুও শক্তি বিকাশ করে নাই, এ কথা বলিতে পারি না। যে অপরিসীম সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলে মুনির মন টলে, সেই সৌন্দর্য্যে যে সরল প্রেমিক চারুদত্তের হৃদয় বিমোহিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, আর্য্য চারুদত্ত মনে মনে বসন্তসেনার রূপ ও গুণ উভয়েরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে তাঁহার মনোভাব এতটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, যে কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। এমন কি তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্র মৈত্রেয়কেও তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই।

বর্ষাকালে এ প্রকারের বিরহব্যথাজড়িত আকাঙ্ক্ষিত মিলন, বড়ই সুখের। বর্ষাকালই যে বিরহীর দীর্ঘ নিশ্বাস ও আকুল অশ্রুজলের সময়। সুতরাং উভয়েই এই মিলনে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইলেন

চারুদত্ত দেখিলেন, বসন্তসেনার গাত্রবস্ত্র, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি তাহাকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন।

বসন্তসেনা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে, আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, চারুদত্তের সন্নিকটে আসিবামাত্র তিনি তাহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন

কত ভাষা, কত ভাব, কত কথা, এ সময়ে বসন্তসেনার হৃদয়ে চঞ্চল সমুদ্রোর্ম্মির মত উত্থিত ও বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছিল। বলি-বলি করিয়াও তাহা যেন বলা হইল না। হায় রে লজ্জা!

কেন এ বর্ষাপ্লাবিত রাত্রে, বিনা যানে, এই আর্দ্রাবস্থায়, বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়ীতে আসিল, মৈত্রেয় তাহার কারণ নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইল। যদি অলঙ্কারের ব্যাপার হইত, তাহা হইলে সে ত, এতক্ষণে সব কথা বলিয়া ফেলিত। কিন্তু কই সে সম্বন্ধে ত কোন কথাই সে বলিল না!

এই দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে বসন্তসেনার চারুদত্তের ভবনমধ্যবর্ত্তিনী হইবার দুইটী কারণ ছিল। মৈত্রেয় ও চারুদত্ত সে কথা জানিতে না পারিলেও আমরা তাহা জানিয়াছি। বসন্তসেনার অন্তরে চারুদত্তের দর্শনতৃষ্ণা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা আর্কশিকভাবে চরিতার্থ করাই, এই সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য। তার পর এই সঙ্গে সঙ্গে সন্নিকটে প্রত্যর্পিত সেই সুবর্ণভাণ্ডনিহিত অলঙ্কারগুলির কথা কৌশলে চারুদত্তকে জ্ঞাপন করা তাহার অঙ্গীভূত দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

চারুদত্ত—সুবর্ণভাণ্ডের অপহৃত দ্রব্যাদির বিনিময়ে, বসন্তসেনাকে যে রত্নাবলীহার উপহার দিয়াছিলেন—তাহার দাসী মাধবিকা এই সময়ে কৌশলক্রমে মৈত্রেয়কে তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল। মৈত্রেয় মনে মনে বলিলেন—"ওঃ এই গভীর দুর্য্যোগে এই কুটিলার আগমনের কারণ আমি বুঝিয়াছি। নিজে লজ্জাবশে কথাটা চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা

করিতে পারিতেছে না, এ জন্য উহার দাসীকে টিপিয়া দিয়া, আমাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল।"

মৈত্রেয়. বসন্তসেনার দাসীর এ প্রশ্নে তাহার উপর বড়ই বিরক্ত হইল। সে মনে মনে ভাবিল. এই ব্যাপারের যা হয় একটা মীমাংসা এখনিই হইয়া যাওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং সে জনান্তিকে চারুদত্তকে বলিল—"আপনার প্রেরিত রত্নহারের মূল্য কত, বসন্তসেনা তাহার দাসী মারফৎ তাহাই জানিতে চাহিতেছে।"

কথাটা বসন্তসেনার কাণে গেল। বসন্তসেনা তাহার দাসীকে একটু দূরে লইয়া গিয়া কি কথা একটা বলিল। দাসী মৈত্রেয়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—"আপনারা যে রত্নাবলী আমাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়াছিলেন তাহার মূল্য জানিবার সম্বন্ধে, আমাদের বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে। কারণ আর্য্যা বসন্তসেনা, সেই রত্নাবলী নিজের মনে করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়াছেন। যে দ্যূতকর তাহা ক্রীড়ায় জিতিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে সে যে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। আমার কর্ত্রীর ইচ্ছা সেই রত্নাবলীর বিনিময়ে আপনি এই সুবর্ণভাণ্ড প্রতিগ্রহণ করুন।" এই কথা বলিয়া মাধবিকা চৌরাপহৃত সেই সুবর্ণ ভাণ্ড তাঁহাদের সম্মুখে রক্ষা করিল।

চারুদত্ত ও মৈত্রেয়, উভয়েরই নিকট সেই সুবর্ণভাণ্ড বিশেষ রূপে পরিচিত। উভয়েই তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে বাক্যহীন ও মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল। এই ভাণ্ডই না তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল? ইহাই না গভীর নিশীথে চৌর কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল? এ ভাণ্ড বসন্তসেনার নিকট আসিল কি রূপে?

চারুদত্ত বিষম সমস্যায় পড়িলেন। হর্ষবিষাদের সংকটময় অবস্থায়
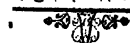
আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। হর্ষের কারণ এই যে, বসন্তসেনার নিকটে তাহার গচ্ছিত অপহৃতবস্তু পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিষাদের কারণ এই—কি প্রকারে ইহা ফিরিয়া পাওয়া গেল, তৎসম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা।

মৈত্রেয় বসন্তসেনার চেটীকে বলিল—"আমাদের আর বৃথা কষ্টকর সমস্যায় রাখিয়া যন্ত্রণা দিও না। ব্যাপার কি খুলিয়া বল দেখি ?"

চেটী বসন্তসেনার ইঙ্গিতে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে, চারুদত্ত ও মৈত্রেয় তখন ভিতরের ব্যাপার অবগত হইয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। চির উদারহৃদয় চারুদত্ত, তাঁহার হস্তস্থিত শেষমাত্র অঙ্গুরীয় খুলিয়া পুরস্কাররূপে বসন্তসেনার চেটীকে প্রদান করিলেন।

ভগবান্ যাহাকে যেমন গুণপনা দিয়াছেন, সে সেই ভাবেই কাজ করিবে। যে সুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, সে সুন্দর কাজই করিয়া থাকে; যে কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্য তাহার প্রবৃত্তির অনুরূপই কুৎসিৎ হয়।

অদর্শনেই প্রেমের বিকাশ হয়। রূপ যেখানে প্রেম বিকাশের প্রধান উপাদান, সেস্থলে প্রেমের স্থায়িত্ব খুব কম—কিন্তু ব্যাকুলতা খুব বেশী। আর যদিও সে প্রেম কোন রকমে চিরস্থায়ী হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সে একটানা অধীর ভাবটা আর থাকে না।

বসন্তসেনা নীচকুলোদ্ভবা গণিকা হইলেও অশেষগুণশালিনী নারী হৃদয়ের প্রচুর মহত্ত্ব তাহাতে ছিল। আবার চারুদত্ত উচ্চকুলোদ্ভব হইয়াও নানা গুণে বিভূষিত। চারুদত্তের রূপ ও গুণ উভয় দেখিয়াই বসন্তসেনা তাঁহাতে সমর্পিতপ্রাণা হইয়াছিল আর চারুদত্ত যখন দেখিলেন—যে বসন্তসেনার রূপের উজ্জ্বলতা অপেক্ষা তাহার গুণের উজ্জ্বলতা

আরও বেশী, তখন তিনি বসন্তসেনাকে অনুরাগচক্ষে দেখিয়া খুবই একটা প্রীতিলাভ করিলেন।

প্রাণের বিনিময় হইতে যে টুকু বাকী ছিল, তাহা সেই দিনের ঘটনায় পূর্ণভাবে সংঘটিত হইল। কিসে যে কি ঘটিল, পাঠক তাহা একটু পরেই দেখিতে পাইবেন।

কবিরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছেন—প্রাবৃট্‌কালেই বিরহের প্রভাব যেন কিছু বেশী। প্রিয়বিয়োগবিধুরা প্রেমিকা, এই সময়েই যেন অধিকতর আত্মহারা হইয়া পড়েন। এই প্রাবৃটে—প্রাণপ্রিয়কে পার্শ্ববর্ত্তী দেখিতে না পাইলে, তাহাকে আলিঙ্গিত নিপীড়িত করিতে না পারিলে, প্রেমিকা বড়ই একটা কষ্টভোগ করেন।

আকাশে সুনীলিম জলদসঞ্চার সেই বারিপূর্ণ বারিদের মৃদু মৃদু গর্জ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বর্ষণ। প্রকৃতির বর্ষাস্নানবিধৌত সুন্দর সরস মূর্ত্তি নীলাকাশে সঞ্চরণশীল জলদমালার মধ্যে বিজলীর প্রমোদ ক্রীড়া। ময়ূরের চন্দ্রকশোভিত পক্ষবিস্তারে কেকারবময়ী অপূর্ব্ব নৃত্য। খাল বিল জলাশয়, সরিৎ-সাগরের একটা দুকূল ভরা সৌন্দর্য্য আর মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত চন্দ্রের মলিন ধূসর জ্যোতি বিরহীর প্রাণে যেন একটা খুবই কাতরতা আনিয়া দেয়।

এইরূপ একটা কাতরতায় অধীরা হইয়া, বসন্তসেনা মেঘ-বৃষ্টিময় রজনীতে, তাহার চেটী মদনিকা ও ছত্রবাহিকাকে সঙ্গে লইয়া চারুদত্তের দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আসিয়াছিল। কেবল তাই নয়, শর্ব্বিলকের ঘটনায় সে বুঝিয়াছিল—যে তাহার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি হারাইয়া, চারুদত্ত বড়ই মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছেন। আর এই মনঃকষ্টের দারুণ পীড়নে অধীর হইয়াই, তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সতীসাধ্বীর কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া, তাহাকে ক্ষতিপূরণরূপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।
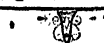
যত টাকার বহুমূল্য অলঙ্কার সর্ব্বিলক চারুদত্তের কক্ষ হইতে অপহরণ করিয়াছিল, বসন্তসেনার অতুল ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। কিন্তু যে চারুদত্ত প্রকৃত পক্ষে দোষী নহেন, সে নিজেই উপযাচিকা হইয়া কৌশলক্রমে অলঙ্কারগুলি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়া এই ভাবে তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছে—তাহা ভাবিয়া সে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিল। চারুদত্তকে প্রকৃত ঘটনা জানান, আর ধূতা দেবীর বহুমূল্য রত্নহার প্রত্যর্পণই, তাহার এ দুর্য্যোগময়ী নিশিথে চারুদত্তের গৃহে আগমনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

চারুদত্তের দ্বারসমীপস্থ হইয়াই, সে তাহার ছত্রধারীকে বিদায় করিয়া দিল। সঙ্গে রহিল, কেবলমাত্র তাহার দাসী মাধবিকা।

বসন্তসেনার দাসী এই মাধবিকা, কি করিয়া ধীরে ধীরে চারুদত্ত ও মৈত্রেয়ের নিকট সর্ব্বিলকের চুরির ব্যাপার ও অলঙ্কার পেটিকা পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল—তাহা পাঠক পূর্ব্বেই জানিয়াছেন।

রজনী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দুর্য্যোগ বাড়িল। [illegible] বৃষ্টি থামিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। কাজেই চারুদত্ত বলিলেন—"ভদ্রে! আজ আর কোনমতেই তোমার বাটী প্রত্যাগমন করা হইতে পারে না।"

বসন্তসেনা তো তাহাই চায়। সে মনে মনে বলিল—"এ দুর্য্যোগ যেন খণ্ডপ্রলয়ে পরিণত হয়। তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আজ তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে।"

রজনী ক্রমশঃ যামের পর যামাতিক্রম করিতেছে। এক এক বার আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অশনিপাতের ভীষণ শব্দ হইতেছে; আর সেই শব্দে বসন্তসেনা ভয়ে চমকিতা হইয়া উঠিতেছে। তাহার মনে

হইতেছে, সে যেন চারুদত্তকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার ভয় নিবারণ করে।

কিন্তু সেরূপ করিতে তাহার সাহস হইল না। তবে সে চারুদত্তের খুব নিকটে গিয়া বসিল। চারুদত্তের কুসুমকোমল স্পর্শে, প্রেমময়ী বসন্তসেনা বিকল হইয়া উঠিল। নানা কথায় রজনী আরও অগ্রসর হইল।

চারুদত্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"ভদ্রে! রজনী ক্রমশঃ দুর্যোগময়ী হইয়া উঠিতেছে—আমার দাসী তোমার জন্য অন্তঃপুরে একটী প্রকোষ্ঠে শয্যাদি রচনা করিয়াছে। যাও—তুমি সেখানে শয়ন করগে।"

চারুদত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রজনী তখন দ্বিযামে সমাগত। বসন্তসেনা, অগত্যা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দাসীর সহিত সুখ-দুঃখবিজড়িত চিন্তায় অধীরা হইয়া শয্যাশ্রয় করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় এবং ঘটনাস্রোতে বাধ্য হইয়া বসন্তসেনা সেই রাত্রি তাঁহার প্রিয়তমের গৃহেই রজনী যাপন করিল। একটী অপূর্ব্ব সুখস্বপ্নে বিভোরা হইয়া, সে তাহার প্রিয়তমের নিকেতনে রাত্রি যাপন করিল বটে, কিন্তু সে রাত্রে আর তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইল না।

বসন্তসেনার নিদ্রা স্বপ্নময়। সে স্বপ্ন সুখস্বপ্ন। স্বপ্নে সে দেখিল—বিদ্যুৎ শিহরণে ভয় পাইয়া সে যেন চারুদত্তকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া যেন বলিতেছে, এই যে তোমার বক্ষলগ্ন হইলাম, এই ভাবেই আমি যেন থাকি। আজ আমার সুখস্বপ্ন সফল হইয়াছে। তুমি আমার ধ্যান—ধারণা ও আরাধনার জিনিস। আমার চক্ষে তুমি দেবতা। আমি জ্বালাময়ী উল্কার মত এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচরণ করিয়াছি,—কোথায় মনের মানুষ পাই নাই। মনুষ্যত্বের সন্ধানে চারি দিক্ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু নীচতা ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই আমার চোখে পড়ে নাই। হে দেবতা! হে প্রিয়! হে ঈপ্সিত! আমি তোমার দাসীবৃত্তি করিতে পাইলেও সুখী হইব। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিয়া, দরিদ্রা ভিখারিণীর মত তোমার সেবায় জীবন যাপন করিব। অতি সামান্য আশা আমার! কান্ত! এ আশা বিফল করিও না। তোমার ঐ

বিশালবক্ষ কি শান্তিময়! তোমার ঐ সুকোমল স্পর্শ কি তৃপ্তিদায়ক! তাহাহইলেও আমাদের অদ্ভুকার অবস্থা, ঠিক যেন চক্রবাক চক্রবাকীর মত। মধ্যে সমাজের বিশাল ব্যবধানরূপ মহানদী! হায়! আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না?

দিন ও রাত্রি কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুতরাং বসন্তসেনার সুখময়ী যামিনীও প্রভাত হইল। বসন্তসেনা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, মাধবিকা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বসন্তসেনা আবেগ-ভরে সহসা বলিয়া উঠিল—"হায়! সুখের রজনী কি এত শীঘ্র প্রভাত হয় মাধবিকা?"

এমন সময়ে চারুদত্তের দাসী সেখানে দেখা দিল। বসন্তসেনা প্রশ্ন করিলেন—"ভদ্রে! তোমার প্রভু কোথায়?"

দাসী বলিল—"আমার প্রভু পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়াছেন। তাঁহার সুখের দিনে এই উদ্যান বড়ই শোভাসম্পদপূর্ণ ছিল। এখন সে অবস্থা না থাকিলেও, উদ্যানটীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ একটুও কমে নাই।"

বসন্তসেনা রাত্রে চারুদত্তকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার সুযোগও তাহার হয় নাই। চারুদত্তের চেটীর মুখে বসন্তসেনা শুনিল, এই পুষ্পকরণ্ডকে তিনি একাই গিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় বয়স্য মৈত্রেয় পর্য্যন্ত সেখানে যান নাই। সুতরাং প্রিয়তমের সহিত প্রাণ খুলিয়া দুচারটা কথা কহিবার সুযোগ, এই উদ্যানে গেলেই হইতে পারে, এই ভাবিয়া বসন্তসেনা তাহার সঙ্গী মাধবিকাকে বলিল—"শীঘ্র একখানি গাড়ি লইয়া আইস। আমি আর্য্যের সহিত সাক্ষাৎকারে গমন করিব।"

বসন্তসেনা প্রেমোন্মাদিনী। এই প্রেমোন্মাদনাই তাহাকে সেই দুর্য্যোগ ও ঝটিকাময়ী রজনীতে চারুদত্তের বাড়ীতে আনিয়াছে। হৃদয়ের

আবেগ অনুরাগের উন্মত্ততা, তাহাকে সেই রাত্রে চারুদত্তের গৃহে রজনী যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। যাহাতে তাহার নিদ্রার কোন কষ্ট না হয়, এই জন্য চারুদত্ত অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠে তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে বাহিরের কক্ষে ছিলেন।

আর বসন্তসেনাও এজন্য তিলমাত্র দুঃখিত হয় নাই। কেন না, সে জানিত, চারুদত্ত অতি নির্ম্মলচরিত্র। তাহার পত্নী ধূতা দেবী, পতি-প্রেমানুরাগিণী। একগৃহে শয়ন সুখভোগের বাসনা অপরিতৃপ্ত হইলেও সে তজ্জন্য তিলমাত্র ব্যথিত হয় নাই।

সহসা বসন্তসেনার মনে উদিত হইল—"আমি গত রজনীতে চারু-দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তাঁহার পুরীর মধ্যে রজনী যাপন করি-য়াছি, হয়ত ধূতা দেবী এজন্য আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। এই জন্য সংকুচিতচিত্তা বসন্তসেনা, সভয়ে রদনিকাকে বলিলেন—"চেটি! আমি যে কাল রাত্রে এ বাড়ীতে ছিলাম, আর্য্য চারুদত্তের পত্নী ধূতা দেবী তাহা শুনিয়াছেন কি?"

রদনিকা। শুনিয়াছেন বই কি?

বসন্তসেনা। নিশ্চয়ই তিনি আমার এ ধৃষ্টতার জন্য মনে মনে দুঃখিত হইয়াছেন!

রদনিকা। না—ইতিপূর্ব্বে তিনি দুঃখিতা হন নাই। এখন হইবেন।

বসন্তসেনা। কেন?

রদনিকা। আপনি এখনি এ বাটী ত্যাগ করিয়া যাইবেন বলিয়া।

বসন্তসেনা দাসীর এই কথায়, ধূতার হৃদয়ে যে কতটা মহত্ত্ব বিরাজিত তাহা অনুভব করিয়া বলিল—"চেটি! আর্য্য চারুদত্তের পত্নী ধূতাদেবী আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীস্বরূপা। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই রত্নহার প্রদান করিয়া বলিও—ইহা গ্রহণ না করিলে হতভাগিনী

বসন্তসেনা বড়ই মর্ম্মপীড়িতা হইবে। আমি আর্য্য চারুদত্তের গুণবশীভূতা দাসী বই আর কিছু নই। সুতরাং আমি তাঁহারও দাসী।"

বলা বাহুল্য—বসন্তসেনা ধূতাদেবীর পবিত্র আবাস মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। এইজন্য বসন্তসেনা রদনিকাকে বলিল—"এই পবিত্র রত্নহারের যোগ্যাই তোমার প্রভুপত্নী। যাও—তুমি এই হার লইয়া তাঁহার নিকটে।"

বসন্তসেনার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রদনিকা সেই হার লইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই সেই হার—যাহা ধূতাদেবী তাঁহার স্বামীকে রত্নষষ্ঠী ব্রতোপলক্ষে উপহার দিয়াছিলেন।

রদনিকা হার লইয়া ধূতাদেবীর প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"দেবি! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

ধূতা সস্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—"আর্য্য কোথায়?"

রদনিকা। তিনি পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়াছেন!

ধূতা। তোর হাতে ও কি?

রদনিকা। রত্নহার!

ধূতা। রত্নহার কোথা পাইলি?

রদনিকা। বসন্তসেনা দিয়াছেন।

ধূতা। উপহার রূপে নাকি?

রদনিকা। না মা। এ আপনারই সেই রত্নকণ্ঠী। বসন্তসেনা আমার হাতে এই হার দিয়া বলিলেন—'আমার নাম করিয়া এই হার তোমার দেবীকে দিয়া আইস।'

এই কথা বলিয়া রদনিকা হার ছড়াটী বাহির করিয়া, ধূতাদেবীকে দেখাইল। তিনি সেই হার দেখিবামাত্রই চিনিলেন। এটুকুও বুঝিলেন বসন্তসেনা কৌশল করিয়া, এই হার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেছেন।
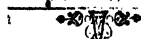
ধূতা, তখনই সেই রত্নহার রদনিকাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"বসন্তসেনাকে বল গিয়া যে, ইহা আমি কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারি না। আমার স্বামী যখন ইহা তোমাকে দিয়াছেন তখন তুমিই ইহা ভোগ কর। আমার অন্য কোন আভরণে প্রয়োজন নাই। স্বামীই আমার একমাত্র অলঙ্কার।"

রদনিকা, বসন্তসেনার নিকট ফিরিয়া গিয়া, ধূতাদেবীর সমস্তকথাই তাহাকে বলিল। বসন্তসেনা বুঝিল, এ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে, এমন একটা দর্পের ভাব ফুটিয়া আছে—যাহার উপর আর কোন কথা বলাই তাহার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র।

এমন সময়ে চারুদত্তের ভৃত্য বর্দ্ধমানক আসিয়া বসন্তসেনাকে বলিল—"দেবি! আপনি প্রস্তুত হউন। আপনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া যাইবার জন্য আমি প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।"

বসন্তসেনা সহর্ষচিত্তে বলিল—"সত্যই নাকি তাই? তা তোমাকে আর কষ্ট করিয়া গাড়ী আনিতে হইবে না। আমার দাসী মাধবিকাকে আমি ইতিপূর্ব্বেই গাড়ী আনিতে আদেশ করিয়াছি।"

বর্দ্ধমানক বলিল—"সে একখানি শকট আনিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি। কেন না—আর্য্য চারুদত্তের অভিপ্রায়, আপনি তাঁহার গাড়ীতেই উদ্যানভ্রমণে যাইবেন।"

বসন্তসেনা এ কথায় বড়ই একটা প্রীতিলাভ করিল। সে বর্দ্ধমানককে বলিল,—"তুমি তাহা হইলে শকট প্রস্তুত কর গে। ইতিমধ্যে আমি তাড়াতাড়ি প্রসাধন ব্যাপারটা শেষ করিয়া নেই।"

প্রিয়তমের দর্শনে তখনই তাহাকে যাইতে হইবে, কাজেই বসন্তসেনা যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া লইয়া যেমন বাহিরের দালানে আসিল—দেখিল এক সুন্দরকান্তি বালক, রদনিকার অঞ্চল ধরিয়া বাহানা করিতেছে।

বসন্তসেনা দেখিল, সে বালকের মুখে চারুদত্তের প্রতিচ্ছবি। তবুও সে এ সম্বন্ধে খুব সুনিশ্চয় হইবার জন্য বলিল—"কে এই বালক রদনিকা?"

রদনিকা বলিল—"এর নাম রোহসেন। আর্য্য চারুদত্তের একমাত্র পুত্র ইনি।"

বসন্তসেনা। এই বালক কিসের বাহানা ধরিয়াছে? কাঁদিতেছে কেন?

অদূরে একখানি ক্ষুদ্র মাটীর গাড়ী ছিল। রদনিকা সেই গাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল—"আমাদের কোন ধনী প্রতিবেশীর এক পুত্রের সহিত এই বালক তাহার সোনার শকট লইয়া খেলা করিতেছিল। প্রতিবেশিপুত্র তাহার সোনার গাড়ীখানি লইয়া যাইবার পর হইতে এই রোহসেন তাহা দেখিয়া বাহানা ধরিয়াছে, উহাকে এরূপ একখানি সোনার শকট দিতে হইবে। আমি মৃত্তিকা-নির্মিত এক শকট তাহাকে কিনিয়া দিয়াছি, কিন্তু অশান্ত বালক কিছুতেই বুঝিবে না—কিছুতেই শান্ত হইবে না। হায়! আমাদের কি আর সে দিন আছে?"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে, রদনিকার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল। হায়! সে যে তাহার প্রভুর সুখৈশ্বর্য্যময় দিনের আদরের পরিচারিকা।

অলঙ্কারপরিশোভিতা, সুন্দরকান্তিশালিনী, বসন্তসেনাকে সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে দেখিয়া বালক তাহার বাহানা ভুলিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্তসেনা মনে মনে বলিল—"কি সুন্দর মুখ খানি এই শিশুর। আহা! ইহার পিতার আকৃতিও যে এইরূপ। কি শিষ্ট শান্ত সরল মুখভাব।"

তৎপরে সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল—

"হায়! এই মানবের ভাগ্য, পদ্মপত্রের উপরিস্থিত জল কিংবা বায়ুকম্পিত দীপশিখার মত অতি চঞ্চল। এই চারুদত্তের ত ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না! কিন্তু কোথায় সেই ঐশ্বর্য্য! তাহা থাকিলে আজ ত এই বালককে এক খানি স্বর্ণশকটের জন্য এরূপভাবে কাঁদিতে হইত না।"

বসন্তসেনা রোহসেনের নিকটস্থ হইয়া বলিল—"এস বৎস! আমার কোলে এস। তুমিও স্বর্ণশকট লইয়া ক্রীড়া করিবে।"

রোহসেন আর কখনও বসন্তসেনাকে তাহাদের বাড়ীতে দেখে নাই। বসন্তসেনা স্নেহভরে হস্ত প্রসারণ করিলেও সে তাহার কোলে গেল না। বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, রদনিকাকে প্রশ্ন করিল—"দিদি! ইনি কে?"

রদনিকা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বসন্তসেনা বলিল—"আমি তোমার পিতার গুণে বশীভূতা দাসী।"

বালক রোহসেন, বসন্তসেনার এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না দেখিয়া, রদনিকা বলিল—"ইনি তোমার মাতা হন।"

এই কথায় বালকের চোখের সম্মুখে তাহার মাতার অলঙ্কারশূন্য সেই মলিন কান্তিময় দেহের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সে সবিস্ময়ে একবার বসন্ত-সেনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"না—না, ইনিত আমার মা নন। আমার মাতা যদি ইনি, তবে ইঁহার গাত্রে এত অলঙ্কার কেন?"

কথাটা বসন্তসেনার কোমল প্রাণে খুব জোরে আঘাত করিল, সে তখনিই তাহার দেহ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"বৎস! এইবার ত আমি তোমার মাতা হইলাম। এই স্বর্ণালঙ্কার গুলি তোমার। ইহার দ্বারা তুমি সোনার শকট গড়াইতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া, বসন্তসেনা তাহার দেহ হইতে উন্মোচিত অলঙ্কারগুলি রোহসেনের মৃৎশকটের উপর রাখিয়া দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল।

এই "মৃৎশকট" ঘটিত ব্যাপার হইতেই "মৃচ্ছকটিকের" সূচনা।

বসন্তসেনা এতদিন সুখের উজ্জ্বল আলোকেই তাহার জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে। দুঃখ নিরাশা অভিমান মর্ম্মবেদনা কাহাকে বলে, তাহাও সে জানিবার অবকাশ পায় নাই।

এ দুনিয়ায় ভগবান্ তাহাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেবল রূপ নয়, গুণও তাহার প্রচুর ছিল। সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী, চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞা, সুশিক্ষিতা, সুরসিকা ও তৎকালীন সমাজের উপযুক্ত গরীয়সী গণিকা সে।

ধন তাহার প্রচুর ছিল। তাহার যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা সে দেশের রাজারও ছিল কিনা সন্দেহ। অনেক অর্থবান্ প্রেমিক তাহার উপাসনা করিত, তাহার মাতাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইত, কিন্তু কিছুতেই সে দৃক্‌পাত করিত না।

সে চায়—মনের মানুষ। এ মনের মানুষ ভগবান্ তাহাকে মিলাইয়াছিলেন। এই মনের মানুষ আর কেউ নয়—সেই উজ্জয়িনীর মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে গুণবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর্য্য চারুদত্ত।

চারুদত্তের ঐশ্বর্য্য ছিল না, কিন্তু গুণ ছিল। রূপ ছিল—কিন্তু রূপের দর্প ছিল না। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র, অতি নির্ম্মল। এই জন্যই বসন্তসেনা তাঁহার প্রতি বড়ই অনুরাগিণী হইল।

কিন্তু তাঁহার কাছে আমল পাওয়া, বড় একটা সহজ কাজ নয়। সে যে কত কৌশলে, কত চেষ্টায়, চারুদত্তের নিকট আমল পাইয়াছিল—তাহা পূর্ব্বের কয়েকটী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

এখন কিসে তাহার ভাগ্যবিপ্লব ঘটিল, সেই কথাই বলিব।

চারুদত্তের ভৃত্য বর্দ্ধমানক, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে বসন্তসেনাকে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। বর্দ্ধমানক শকট প্রস্তুত করিয়া

আনিবার পর দেখিল, বসন্তসেনার তখনও বেশভূষার ব্যাপার শেষ হয় নাই।

এদিকে বর্দ্ধমানকও ভ্রমক্রমে গাড়ীতে বসিবার আস্তরণখানি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সহসা, সেই কথা মনে পড়ায়, সে গাড়ীখানি দ্বার-সম্মুখে রাখিয়া আস্তরণ আনিতে গেল।

সংস্থানক বা শকারের প্রিয় ভৃত্যের নাম স্থাবরক। স্থাবরক এই সময়ে তাহার প্রভু সংস্থানকের গাড়ী লইয়া, রাজপথে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সে দিন রাজপথে গাড়ীর বড়ই ভিড়। অনেকগুলি গাড়ী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকায়, রাজশ্যালক-ভৃত্য স্থাবরকের অগ্রসর হইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িল।

যেমন প্রভু—ভৃত্যও তেমনি। শকার যেমন উদ্ধতপ্রকৃতির, তাহার ভৃত্য স্থাবরকও সেইরূপ। রাজশ্যালকের ভৃত্য সে। এজন্য তাহার ক্ষমতাটা সে খুব বেশী বলিয়াই মনে করিত।

অন্য লোকের শকটসমাবেশে আবদ্ধ পথ পরিষ্কার জন্য, স্থাবরক তাহার গাড়ীখানিকে চারুদত্তের বাটীর দ্বার-সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য শকটচালকদিগকে চাবুক হস্তে শাসাইতে চলিল। তাহাদিগকে প্রহৃত ও অপমানিত করিয়া সে নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইল।

এদিকে বসন্তসেনা চারুদত্তের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হইয়া, ত্বরিতগতিতে বেশভূষা সমাপনান্তে, চারুদত্তের দ্বারসমীপে আসিয়া দেখিল, যে দ্বারের সম্মুখে একখানি আবৃত গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। সে সেই গাড়ী চারুদত্তের ভাবিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। ঘটনাচক্রে চালিত হইয়া হরিণী বাগুরাবদ্ধ হইল; কেন না, বসন্তসেনা যে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল, তাহা স্থাবরকের। বর্দ্ধমানকের গাড়ী তার অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল।

স্থাবরক অন্যান্য শকটবানদিগকে গালি-গালাজ করিয়া পথ পরিষ্কার

করিয়া ফিরিয়া আসিয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া সজোরে গাড়ী চালাইয়া দিল। এই রথচক্রের পরিবর্ত্তনশীল গতির সহিত বসন্তসেনারও ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল।

দৈব যেখানে বিমুখ, কর্ম্মফল সেখানে ঘটনাচক্রময় মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—মানুষের সাধ্য কি, যে সেই চক্রজাল ছিন্ন করে। এই জন্যই অদ্ভুত ঘটনাচালিত এক ভীষণ চক্রে আবদ্ধ হইয়া, বসন্তসেনা বাঘের গুহার দিকে যাত্রা করিল।

এই সময়ে আর্য্যক বলিয়া একজন রাজবিদ্রোহীর আবির্ভাব হয়; উজ্জয়িনী-রাজ এই আর্য্যককে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; পাহারার বন্দোবস্ত এত কঠোর ছিল, যে কোন মতেই কারাগার হইতে সেই আর্য্যকের উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পাঠক বসন্তসেনার সখী মদনিকার প্রেমপ্রার্থী সর্ব্বিলকের নাম ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। এই সর্ব্বিলকই চারুদত্তের নিকটে গচ্ছিত রূপে রক্ষিত, বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি চুরী করে। পরে কিরূপ ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া এই সর্ব্বিলক বসন্তসেনার প্রিয় অনুচারিকা মদনিকাকে বিবাহ করে, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। সর্ব্বিলকের সহিত এই আর্য্যকের খুবই বন্ধুত্ব। বড়ই একটা একাত্মভাব।

বন্ধু আর্য্যককে কি করিয়া কারাগার হইতে উদ্ধার করিবে, এই ভাবনাটাই সর্ব্বিলকের মনে সর্ব্বদা জাগরিত হইত। কিন্তু কারারক্ষীরা অতি সতর্ক, এজন্য সে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

একদিন সে সুযোগ ঘটিল। সর্ব্বিলক সন্ধিখনন কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। অন্য উপায় না দেখিয়া, সে কারাগারে সিঁধ দিল। এই সন্ধিপথে কারা প্রবেশ সূচনা করিয়া, কৌশলে কারাধ্যক্ষকে হত্যা করিল, তৎপরে তাহার প্রিয় বন্ধু আর্য্যককে মুক্ত করিয়া দিয়া অন্য পথে পলায়ন করিল।

উদ্ধার পাইয়া, আর্য্যক আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। কেন না, তাহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ। রাজপথে দ্রুতবেগে দৌড়াইবার ক্ষমতা তাহার নাই। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে তাহাকে পথ চলিতে হইবে। এ দিকে উজ্জয়িনীর অনেক লোক তাহার পরিচিত। কেহ না কেহ দেখিয়া ফেলিতে পারে। বিশেষতঃ প্রহরীদের চক্ষে পড়িলে, তাহার আর নিস্তার নাই। পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

যাহা হউক, এরূপ ক্ষেত্রে যতটা প্রচ্ছন্ন ভাবে পথ চলা সম্ভব, সেই ভাবেই সেই কারামুক্ত দুর্ভাগ্যবন্দী পথ চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর চলিবার পর, সে বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িল।

তখন প্রভাত কাল। সৌরকর ততটা প্রখর নহে। উষা সবেমাত্র ধরার বুকে আলো ফুটাইয়া দিয়া, প্রস্থান করিয়াছে। সুতরাং এই মন্দ-ভাগ্য আর্য্যক, অতি সন্তর্পণে কষ্টকর মৃদুগতি অবলম্বনে, চারুদত্তের বাড়ীর সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিল।

সে চারুদত্তের অপরিচিত নয়। আর্য্য চারুদত্তকে উজ্জয়িনীবাসিগণের মধ্যে না চেনে কে?

আর্য্যক ভাবিল—রাজপথের জনতা ক্রমশঃ যে ভাবে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে কোনরূপেই নিরাপদ নহে। প্রিয় বন্ধু সর্ব্বিলক আমার উদ্ধার সাধন করিয়াছে, এজন্য আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু প্রহরীদের ভয়ে আমার সঙ্গ ত্যাগ করায়, সে আমাকে এক নূতন বিপদে ফেলিয়াছে। আমার পদদ্বয় লৌহনিগড়াবদ্ধ। ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াও ভাঙ্গিতে পারি নাই। বেশী দূর যে আর এই ভাবে অগ্রসর হইতে পারিব, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। অইত দেখিতেছি—আর্য্য চারুদত্তের গৃহ আমার

নেত্রসম্মুখে। ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার শ্রেয়ঃ।

এই ভাবিয়া সে উন্মুক্ত দ্বার দিয়া, চারুদত্তের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এমন এক স্থানে লুকাইয়া রহিল, যেখানে কেহ তাহাকে না দেখিতে পায়।

আর্য্য চারুদত্তের গৃহে এই ভাবে আশ্রয় পাইয়া, আর্য্যক অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। সে মনে মনে ভাবিল—"এই চারুদত্ত চিরদিনই আশ্রিত-প্রতিপালক। আমার এই বিপন্ন অবস্থায় তিনি যে আমায় আশ্রয় দিবেন না, কিংবা আমাকে রাজপ্রহরীদের হস্তে সমর্পণ করিবেন, ইহা অতিশয় অসম্ভব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারাগারের পলায়িত বন্দী এই আর্য্যক চারুদত্তের গৃহে এমন এক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, যেখান হইতে রাজপথের সমস্ত ব্যাপারই দেখিতে পাওয়া যায়।

চারুদত্তের বাড়ীতেও তখন এক মৈত্রেয় ব্যতীত আর কোন লোক-জন ছিল না। কেন না, অতি প্রত্যূষে চারুদত্ত—"পুষ্পকরণ্ডক" নামক উদ্যানে গমন করিয়াছেন। রদনিকা অন্তঃপুরের মধ্যে প্রাভাতিক সংসার কার্য্যে নিযুক্ত। চারুদত্তের ভৃত্য বর্দ্ধমানক বসন্তসেনাকে তাহার প্রভুর উদ্যানে লইয়া যাইবার জন্য, যানাদি প্রস্তুতকরণে বড়ই ব্যস্ত। বাড়ীতে ছিলেন একমাত্র মৈত্রেয়। কিয়ৎক্ষণ পরে মৈত্রেয়ও বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

সহসা রাজপথের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। চারুদত্তের বাটীর সম্মুখে রাজশ্যালক শকারের ভৃত্য স্থাবরককে দেখিয়া, ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। এদিকে রাজপথে মহাজনতা। প্রহরীরা চীৎকার করিয়া নাগরিকগণকে জানাইতেছে—"সাবধান সকলে! রাজবিদ্রোহী আর্য্যক, প্রধান কারারক্ষীকে নিহত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে।"

যাই হউক, প্রহরিগণ সেস্থান ত্যাগ করিল। স্থাবরকও নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া, তাহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল। জনপূর্ণ রাজপথ ক্রমশঃ জনবিরল হইয়া আসিতে লাগিল।

আর্য্যক তাহার আশ্রয় স্থানের বাতায়ন মধ্য হইতে দেখিল, চারুদত্তের বাটীর সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সে শকটের চালক চারুদত্তের ভৃত্য বর্দ্ধমানক। আর্য্যক চারুদত্তের নিকট সুপরিচিত। রাজবিদ্রোহীরূপে দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে, বহুবার তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিল। সুতরাং চারুদত্তের এই পুরাতন ভৃত্য এই বর্দ্ধমানক তাহার অপরিচিত ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্দ্ধমানক তাহার গাড়ীতে বিছাইবার আস্তরণ বস্ত্রখানি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল. এজন্য সে গাড়ীখানি দরোজার সম্মুখে রাখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আস্তরণবস্ত্র আনিতে গেল।

উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া আর্য্যক অতি ধীর গতিতে সচকিতনেত্রে. চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে, গাড়ীর নিকটে আসিল। ধীরে ধীরে গাড়ীর উপরের আস্তরণ তুলিয়া দেখিল, সেই শকট আরোহিশূন্য।

সে মনে মনে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিল—"এই গাড়ীর চারিদিকে যখন ঘেরাটোপ দেওয়া, তখন নিশ্চয়ই ইহাতে কোন স্ত্রীলোক সওয়ারি স্থানান্তরে যাইবে। ভগবান্ দেখিতেছি আমার উপর বড়ই কৃপাময়। ভালই হইয়াছে যে এই সময়ে বর্দ্ধমানক এই ভাবের একখানি আবৃত শকট লইয়া এখানে আসিল। যা থাকে ভাগ্যে—এই গাড়ীতে ত উঠিয়া বসি। তার পর অদৃষ্টে যা আছে, তাহা ঘটিবে। এই গাড়ী যখন আর্য্য চারুদত্তের আর ইহার চালক যখন আমার পূর্ব্বপরিচিত বর্দ্ধমানক, তখন ধরা পড়িলেও কোন না কোন উপায়ে পরিত্রাণ পাইতে পারিব।"

এই ভাবিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, আর্য্যক সেই শকটমধ্যে

উঠিয়া বসিল। এদিকে বৰ্দ্ধমানকও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গাড়ীতে উঠিবামাত্রই বুঝিল—যে গাড়ীতে সওয়ারি আসিয়া বসিয়াছে। আর এই সওয়ারি যে বসন্তসেনা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বৰ্দ্ধমানকও অনতিবিলম্বে শকট চালাইয়া দিল।

দৈব-প্রেরিত এক অদ্ভুত ব্যবস্থায় বিচিত্র উপায়ে আর্য্যক বিপদ্ হইতে আপাততঃ মুক্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু জগৎ তাহার উপর খুবই প্রতিকূল। সুতরাং এবার সে নিজে নয়, বর্দ্ধমানককেও বিপদে বিজড়িত করিয়া ফেলিল।

চারুদত্তের বাড়ীর সম্মুখের জনতা ক্রমশঃ বিরল হইলেও, অন্যান্য স্থানে প্রবলভাব ধারণ করিতেছিল। আর্য্যকের শত্রু মিত্র দুই-ই ছিল। তাহাদের অনেকেই তাহার কারাগার হইতে পলায়নের কথা শুনিল ও তাহার পরিণাম কি হয় তাহা দেখিবার জন্য, রাজপথে আসিয়া জনতার স্রোত বৃদ্ধি করিল।

তাহার উপর রাজকারাগার হইতে প্রধান কারাপ্রহরীকে হত্যা করিয়া বন্দী পলায়ন করিয়াছে, এ সংবাদটা মুহূর্ত্ত মধ্যে উল্কার আগুনের মত সহরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, রাজপ্রহরীরা সেই রাজপথের প্রধান প্রধান ঘাটিগুলি অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক গাড়ী ও আবৃত যান অনুসন্ধান না করিয়া, প্রহরীরা যানগুলিকে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না।

উজ্জয়িনীর রাজশ্যালক যেমন জবরদস্ত, তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণও সেইরূপ। প্রধান নগরপাল বীরক ও তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ বলশালী চন্দনক সেই স্থানে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক লোক ও প্রত্যেক শকট পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িতেছে না।

বীরক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। চন্দনক তাহার অধীনস্থ রাজপ্রহরী।
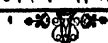
বর্দ্ধমানকের শকট সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, বীরক বলিল—"দেখতো চন্দনক ! অই গাড়ীতে কে যায় ?"

চন্দনক বর্দ্ধমানক-চালিত শকটের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নসূচক স্বরে বলিল—"কে আছে তোমার গাড়ীতে ?"

বর্দ্ধমানক জোড়করে বলিল—"এই গাড়ীতে উজ্জয়িনীপ্রসিদ্ধা আর্য্যা বসন্তসেনা আছেন।"

চন্দনক। কোথায় যাইতেছেন ইনি ?

বর্দ্ধমানক। আর্য্য চারুদত্তের উদ্যানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

বসন্তসেনার ও চারুদত্তের নাম শুনিয়া চন্দনক গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বীরক চন্দনককে বলিল—"ও গাড়ীতে কে সওয়ারি হইয়াছে হে চন্দনক ?"

চন্দনক। বসন্তসেনা। আর্য্য চারুদত্তের উদ্যানে যাইতেছেন।

বীরক, বসন্তসেনা ও চারুদত্তের নাম শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল। দরিদ্র চারুদত্তের উদ্যানে অতুল ধনসম্পদময়ী গণিকার কি প্রয়োজন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে সন্দেহপূর্ণ স্বরে চন্দনককে বলিল—"গাড়ী খুলিয়া দেখিয়াছ কি ?"

চন্দনক। না—স্ত্রীলোক যখন গাড়ীর সওয়ারি, তখন খুলিবার প্রয়োজন কি ?

বীরক বলিল—"ওহে চন্দনক ! চিরদিন দেখিতেছি তুমি নিজের মতে চল। আমাদের মত প্রবীণ কর্ম্মচারীদের কথা তোমার কর্ণেই ওঠে না। আজকের এই হাঙ্গামের দিনে ওরূপ ভাবে তদারক করিলে চলিবে না। যাও—ভাল করিয়া দেখিয়া এস, গাড়ীর মধ্যে কে আছে ?"

উপরিওয়ালার হুকুম। অগত্যা অনিচ্ছার সহিত চন্দনক পুনরায়

সেই গাড়ীর কাছে গেল। গাড়ীর পর্দা তুলিবামাত্র সে যাহা দেখিল, তাহাতে বড়ই বিস্মিত হইল।

সর্ব্বিলক কোন এক সময়ে বিপন্ন অবস্থায় পতিত চন্দনকের জীবন দান করে। এজন্য চন্দনক সর্ব্বিলকের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ ছিল। আর এই পলায়িত অপরাধী আর্য্যক—যাহার জন্য এতটা হুলস্থূল, যে সেই গাড়ীতেই আছে, সে তাহার প্রাণদাতা সর্ব্বিলকের অন্তরঙ্গবন্ধু। আর্য্যক এ গাড়ীতে রহিয়াছে এসংবাদ পাইলে বীরক আনন্দে লাফাইয়া উঠিবে। তাহাকে রাজদ্বারে চালান দিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করাইবে। তাহার প্রাণদাতা বন্ধু সর্ব্বিলকের একান্ত মিত্র এই আর্য্যকের প্রাণদণ্ড দেখিতে চন্দনক আদৌ প্রস্তুত নহে।

বীরক যে তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে, তাহার তদারকের ফলে সে বিশ্বাস করিবে না, নিজে আসিয়া শকট পরীক্ষা করিবে, ইহা ভাবিয়া চন্দনক বড়ই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিল।

চন্দনক ভাবিল, বীরকের সহিত কোনরূপে বিবাদ বাধাইয়া ইহাকে আহত করি। আমার সহিত লড়াই করিতে ঐ পাপিষ্ঠ কখনই সক্ষম হইবে না। আমাদের দুই জনের মধ্যে বিবাদ বাধিলেই, এই রাজপথে একটা মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইবে। সেই সুযোগে চন্দনক যদি সরিয়া পড়িতে পারে ত ভালই। নচেৎ তাহার অদৃষ্টে যা আছে, তাহাই ঘটিবে।

এই সব চিন্তায় চন্দনকের অনেকটা সময় ব্যয় হইল—সঙ্গে সঙ্গে বীরকও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"ব্যাপার কি চন্দনক? তোমার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?"

চন্দনক। বিলম্ব আর কোথায় দেখ্‌লে? তোমার আজ কাল কি একটা রোগে ধরেছে দেখ্‌ছি। সকল কাজেই সন্দেহ!

বীরক। দেখ আমি রাজার অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। এজন্য সকল কাজই আমাদের নিজের চোখে দেখে করতে হয়।

চন্দনক। আর আমরা বুঝি রাজকর্ম্মচারী নই?

বীরক। নও—যে, তা—কে বল্‌ছে? তবে আমরা হচ্ছি—উত্তমাঙ্গ—আর তোমরা অধমাঙ্গ।

চন্দনক। বীরক! তোমার এতটা স্পর্দ্ধা একেবারে অসহ্য! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার যে তুমি আমাকে পা বল?

বীরক। পা'কে পা বলবো তার আর বেশী কথা কি? যাক্ অনর্থক সময় নষ্ট কচ্ছো কেন?—আগে দেখি গিয়ে ও গাড়ীতে কে আছে।

চন্দনক। আমি দেখে এলুম তাতে তোমার বিশ্বাস হলো না?

বীরক। না।

চন্দনক। কেন?

বীরক। সোজা কথাটা বুঝতে পাল্লে না হে? এই বুদ্ধির ওপর আবার রাজকর্ম্মচারী বলে দম্ভ করা হচ্ছে? আমি নিজের চোখে দেখ্‌তে চাই ও গাড়ীতে কে আছে! জানাইতে চাই "পা"এর কথায় "মাথা" সহজে বিশ্বাস করে না।

চন্দনক। আবার অপমান? আবার সেই কথা?

বীরক। পা'কে পা বলবো না তো কি বল্‌বো? লাঙ্গুল?

এইকথা বলিয়া বীরক গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। চন্দনক দেখিল—বীরক গাড়ীর নিকট পৌঁছিলেই, তাহার জীবনদাতা বন্ধু শর্ব্বিলকের অতিপ্রিয় যে আর্য্যক তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

এজন্য ক্রুদ্ধভাবে—বীরকের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া, চন্দনক বলিল—"তুমি বিনা কারণে দুই দুইবার আমায় অপমান করিয়াছ। প্রথম

আমার তদারকে বিশ্বাস না করা। তার পর আমাকে অধমাঙ্গ বলিয়া বিদ্রূপ করা। আমরা উভয়েই এক রাজার অন্নে প্রতিপালিত, বিশেষতঃ জাত্যংশে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ছোট মুখে বড় কথা সহ্য হয় না। রাজা পালক এ ক্ষেত্রে নিজে যে কথা বলিতে পারিবেন না, তুমি আমাকে সেই কথা বলিয়া অপমান করিয়াছ। আগে আমার নিকট এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর—তাহা না হইলে গাড়ীর নিকট যাইতেই পাইবে না।"

চন্দনকের মনের গুপ্ত উদ্দেশ্য, যে কোন প্রকারে বিবাদটা পাকাইয়া তোলা। তাহার অভীষ্ট অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছিল। কেননা চন্দনকের কথায়, বীরক খুবই বিচলিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"চন্দনক! কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে সে মাথায় উঠে। তোমার অবস্থা ও ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতেছি—তাহাই সত্য। আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইলেও আমি তোমার সহিত এপর্য্যন্ত বন্ধু ভাবেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। যাই হক, এখনও ভাল কথায় বলিতেছি—পথ ছাড়। আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা দিও না। রাজবাড়ীতে ফিরিয়া চল, তার পর দেখিব—কাণমলিয়া তোমার মত অবাধ্য কর্ম্মচারীকে শাসন করিতে পারি কি না?"

চন্দনক আর কিছু না বলিয়াই, উত্তেজিত ভাবে বীরকের মুখে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। বীরকও সুদে আসলে, তখনিই তাহা ফিরাইয়া দিল। তখনই উভয়ের মধ্যে একটা মহা সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

বীরকের অপেক্ষা চন্দনক বলিষ্ঠ—সুতরাং সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অতি সহজেই বিধ্বস্ত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, তাহার বক্ষে পদাঘাত করিল।

সাধারণ রাজপথমধ্যে সমাগত জনসংঘের সম্মুখে তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর হস্তে, এইভাবে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া বীরক অঙ্গের ধূলা

ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"ভাল, এখনই আমি রাজবাটীতে রাজার নিকট নালিশ করিতে চলিলাম। যদি তোমাকে শৃঙ্খলিত করিয়া কারাগারে রাখিতে না পারি, ত আমার নাম বীরকই নয়।"

প্রকৃতপক্ষে বীরকের সহিত বিবাদ করিয়া, চন্দনক এমন একটা কাণ্ড করিল, তাহাতে তাহার নিজের সাংঘাতিক অনিষ্ট ঘটাই সম্পূর্ণ সম্ভব। শান্তিরক্ষা-বিভাগে, বীরক রাজার প্রধান কর্ম্মচারী। একটু আগে চন্দনকের সহিত বিবাদকালে, সে তাহার আধিপত্য সম্বন্ধে যে দর্প করিয়াছিল, তাহাই ঠিক। কিন্তু আর্য্যককে রক্ষা করা তাহার প্রথম কর্ত্তব্য ভাবিয়া, সে নিজের অনিষ্ট করিয়া ফেলিল। আর মনে মনে এটুকুও ভাবিল, যদি পরের হিতসাধন করিতে গিয়া, কর্ত্তব্য করিতে গিয়া, তাহার চাকুরী পর্য্যন্ত যায়, তাহাতেও সে ভীত হইবে না।

বীরক চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে, এসম্বন্ধে নানা দিক্ দিয়া চিন্তার পর অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া যে শকটমধ্যে আর্য্যক তখনও অপেক্ষা করিতেছিল—সেই শকটের নিকটস্থ হইয়া বর্দ্ধমানককে বলিল—"তোমার শকট অতি দ্রুত চালাইয়া আর্য্য চারুদত্তের উদ্যানে লইয়া যাও। এই বীরক রাজদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমাদের সকলকেই যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে।"

তৎপরে সে কটিদেশ হইতে তাহার নিজের তরবারিখানি উন্মোচিত করিয়া আর্য্যকের হস্তে দিয়া বলিল "মহাত্মন্! আজ আপনাকে এক মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম বলিয়া, ধন্য বিবেচনা করিতেছি। কেন করিলাম—তাহা বলিবার অবসর ভবিষ্যতে একদিন না একদিন পাইব। উপস্থিত আপনি আত্মরক্ষার জন্য এই তরবারিখানি গ্রহণ করুন। আমিও আত্মরক্ষার জন্য আমার পরম উপকারী বন্ধু সর্ব্বিলকের সহিত মিলিত হইয়া নিরাপদ হই। বীরক এখনই রাজাদেশ

লইয়া আমায় বন্দী করিতে আসিবে। তাহার পূর্ব্বেই আমার এখান হইতে প্রস্থান করাই ভাল। রাজার বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া আমি রাজকার্য্যে বাধা দিয়াছি, আমার উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে সর্ব্বসমক্ষে বিনা কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছি। সুতরাং রাজা আমাকে কথনই ক্ষমা করিবেন না। এক্ষণে বিদায়! ওহে শকট-চালক! তুমি যত শীঘ্র পার আর্য্য চারুদত্তের উদ্যানে চলিয়া যাও।"

চন্দনকের আদেশ পাইবামাত্রই, বর্দ্ধমানক ধরা পড়িবার ভয়ে অতি দ্রুতগতি গাড়ী চালাইয়া দিল। আর্য্যক, এই উপকারী বন্ধু চন্দনককে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইবার বা একটা ধন্যবাদ দিবার অবসরও পাইল না।

আর্য্যক শকটে বসিয়া মনে মনে ভগবানকে অসংখ্য প্রণাম করিয়া যুক্তকরে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল—"ভগবন্! তুমি যে আমার মত হতভাগার প্রতি এতটা করুণা প্রকাশ করিলে, বিপদের পর বিপদে পড়িয়া যে আমি এভাবে উদ্ধার পাইব—তাহার ত কোন আশাই আমার ছিল না। যাহারা তোমার অসীম অযাচিত করুণার উপর বিশ্বাস না করিয়া, আপনাদের পুরুষকারের উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের মত মুগ্ধ ও প্রতারিত ত আর কেহই নাই। যাহারা একান্ত-চিত্তে তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করে, তাহারা কি করিয়া যে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, তাহার পরিচয় আজ যে ভাবে পাইলাম, তাহাতে বুঝিয়াছি—তোমার শক্তির তুলনায় এই মানুষ কত অসার—কত শক্তিহীন।

কিন্তু ঘটনাচক্র যদি আজ বিপরীত দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে কি হইত? আমার মত পলায়িত বন্দীর অদৃষ্টে, পুনরায় কারাবাস—আর পরিণামে রাজাদেশে হত্যাপরাধে বধদণ্ড। কিন্তু যে

অপরাধে আমি ইতিপূর্ব্বে বন্দী হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এতদিন কারাগারে থাকিয়া, কি কঠোর কষ্টই ভোগ করিয়াছি। আর কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিলে ত আমার জীবনান্ত হইত। তাহা হইলে স্বাধীনতার মুক্তবায়ু, আমার এ কষ্টজর্জ্জরিত দেহকে আজ এরূপভাবে প্রফুল্লিত করিত না।

যাঁহার কাছে যাইতেছি—তিনি উদারচরিত্র, আশ্রিতবৎসল, মহানুভব চারুদত্ত। তাঁহার ঐশ্বর্য্য গিয়াছে বটে, তিনি ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব হারাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার সহজাত সৎপ্রবৃত্তিগুলির গর্ব্ব ত এখনও হারান নাই। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি যে আমার নিরাপদ পলায়নের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

চিন্তা অতি দীর্ঘ পথকেও হ্রস্ব করিয়া দেয়। পূর্ব্বোক্ত ঘটনাক্ষেত্র হইতে, চারুদত্তের উদ্যানবাটিকা বেশী দূর নহে। আর্য্যকের চিন্তা-সূত্র শেষ সীমায় না পৌঁছিতে পৌঁছিতে, বৰ্দ্ধমানক-চালিত শকট আসিয়া চারুদত্তের উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চারুদত্ত অতি প্রত্যুষেই উদ্যানবাটিকার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন বসন্তসেনা, তখনও নিদ্রার ক্রোড়ে সুখস্বপ্নে বিভোরা।

আর মৈত্রেয়! তিনি ত তাঁহার সখাকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারেন না। সুতরাং প্রভাতে উঠিয়াই মৈত্রেয় যখন শুনিলেন, যে চারুদত্ত তাঁহার উদ্যানবাটিকায় গিয়াছেন, তখন তিনি, প্রাতঃকৃত্যাদি তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়াই, উদ্যান উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

আর্য্যক যে তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া লুকাইয়া ছিল, আর তাহার পর এতগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল, মৈত্রেয় ও চারুদত্ত তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

আর্য্য চারুদত্ত, তাঁহার ভৃত্য বর্দ্ধমানককে আদেশ করিয়া আসিয়াছিলেন, যে "বসন্তসেনার প্রাতঃকৃত্যাদি ও প্রসাধনক্রিয়া শেষ হইলেই তাহাকে আবৃত শকটে আমার উদ্যানে লইয়া যাইও।"

মৈত্রেয় ঠাকুর উদ্যানে চলিয়া আসিবার পরই, বর্দ্ধমানক শকট যোজনা করে। কিন্তু রোহসেন ঘটিত ব্যাপারে, বাটীর বাহির হইতে বসন্তসেনার অনেকটা দেরী হইয়া যায়।

চারুদত্ত ও মৈত্রেয় উভয়েই উৎসুক নেত্রে উদ্যান দ্বারের দিকে চাহিয়া

চাহিয়া দেখিতেছিলেন, আর দুইজনে এক শিলাসনে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। অবশ্য কথাটা হইতেছিল, বসন্তসেনারই সম্বন্ধে।

মৈত্রেয় বলিলেন—"এতটা বেলা যখন হইয়া গেল—আর এখনও তোমার বসন্তসেনা এখানে আসিয়া পৌঁছিল না, তখন বোধ হইতেছে তোমার উপর অভিমান করিয়া সে বাটী চলিয়া গিয়াছে।"

চারুদত্ত সহাস্যবদনে বলিলেন—"তাঁহার অভিমানের ত কোন কারণ নাই সখা! গতরাত্রে সে আমার অতিথি হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সম্বর্দ্ধনার যে কোন রূপ ত্রুটি হয় নাই, তাহা ত তুমি স্বীকার করিবে।"

মৈত্রেয়। সেটা অবশ্য না বলিতে পারিব না। খাতির যত্ন অবশ্য খুবই হইয়াছিল! তবে কি জান—প্রেমিকাদের মন সর্ব্বদাই শরৎকালের আকাশের মত ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল। হয়তো একেবারে মেঘশূন্য সুনীল আকাশের মত চারিদিক্ যেন সমুজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তারপর সহসা কোথা হইতে মেঘ আসিয়া সে উজ্জ্বল ভাবটুকু নষ্ট করিয়া দিল।

চারুদত্ত। কিন্তু আমরা ত প্রেমিক প্রেমিকা নই! কাব্য নাটকে যে ভাবে প্রেমিক ও প্রেমিকার চিত্র অঙ্কিত হয়—তাহার একটুও ছায়া মাত্র ত আমাতে নাই!

মৈত্রেয়। তুমি আমাকে বল বুদ্ধিহীন। এখন দেখিতেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তোমাকেও ঐ বুদ্ধিহীনতার সংক্রামক রোগে ধরিয়াছে। তুমি বসন্তসেনার প্রেমপ্রার্থী না হইতে পার! কিন্তু বসন্তসেনা যে তোমাতে একান্ত অনুরক্তা, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

চারুদত্ত। তাহা হইলে কি তুমি বলিতে চাও, বসন্তসেনা অভিসারিকা রূপে আমার অনুসরণ করিতেছে?

মৈত্রেয়। অভিসারের আর বাকি কি? যে যুবতী—গভীর মেঘগর্জ্জন,

পলকে পলকে বিদ্যুৎস্ফুরণ উপেক্ষা করিয়া ঘনান্ধকারময়ী যামিনীতে একমাত্র মাধবিকারূপী সখী, বৃন্দাকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়দর্শনাভিলাষে এবং দুর্য্যোগে প্রিয়তমের আবাসস্থানে আসিতে পারে, তাহার আর অভিসারের বাকি কি ?

রহস্যের কথাটা তখন শেষ হইল না। কেননা সেই সময়ে দ্বারমধ্য দিয়া বর্দ্ধমানক-পরিচালিত সেই গাড়ী খানি, উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

বর্দ্ধমানক, চন্দনকের পুনরাগমন ও আর্য্যকের সহিত গোপনে কথোপকথন কালে জানিতে পারিয়াছিল, সে গাড়ীর শওয়ারি বসন্তসেনা নহে। কিন্তু তখন তাহার পক্ষে এ সাংঘাতিক ভ্রম সংশোধনের আর কোন উপায় নাই। আর করিতে গেলেও সে এই রাজবিদ্রোহীকে, স্ত্রীলোকের মত লুকাইয়া রাখিয়া আবৃত শকটে চারুদত্তের উদ্যানবাটীতে লইয়া যাইতেছে, একথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ও তৎসঙ্গে চারুদত্তও মহা বিপদে পড়িবেন। বর্ত্তমান উজ্জয়িনীরাজ পালক, অতি দুর্দ্দান্ত রাজ্যাধিপতি। নিজে নিরাপদ্ হইবার জন্য তিনি যে রাজবিদ্রোহীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার পলায়নের সাহায্য করার অপরাধে, হয়ত চারুদত্তের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

এই জন্য বর্দ্ধমানক অতি বিষণ্ণচিত্তে, শকটখানি উদ্যানমধ্যে পৌঁছিয়া দিয়া, তাহার প্রভু চারুদত্ত কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই, সে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

তখনও শকটখানি আবৃত অবস্থায় ছিল। সদানন্দ-চিত্ত মৈত্রেয় রহস্য করিয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন—"নিজে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তোমার প্রিয়তমাকে নামাইয়া লইয়া আইস। একটু বেশী মাত্রায় আদর যত্ন আর মমতা ও সোহাগ না দেখাইলে, কি মানিনীর মান ভঙ্গ হয় সখা ?"

চারুদত্ত, হাস্যবদনে সেই শকটের নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাহার আবরণ

উন্মোচন করিলেন। কিন্তু সেই শকটমধ্যে বসন্তসেনা নাই—আছে আর্য্যক!

মৈত্রেয় চারুদত্তের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আর্য্যককে চিনিত। আর্য্যকের পায়ের শৃঙ্খল তখনও পূর্ব্ববৎ অবস্থায় ছিল। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে, মৈত্রেয়ের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না।

মৈত্রেয় নির্ব্বাক অবস্থায় আর্য্যকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই আর্য্যক যে রাজবিদ্রোহী, কারাগার হইতে কারা-প্রহরীকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে, সে জনরবও সে সেই দিন প্রভাতে বাটীর বাহির হইয়াই শুনিয়াছিল। সুতরাং কোন কথা না বলিয়া মৈত্রেয় নির্ব্বাক্ অবস্থায় রহিল।

আর্য্যকের দৈহিক পরিবর্ত্তন অনেক হইলেও, চারুদত্ত তাহাকে একটু বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণের পর, খুব ভাল করিয়াই চিনিতে পারিলেন।

আর্য্যক, এতক্ষণ নির্ব্বাক্ অবস্থাতেই ছিল। সে যেন হতভম্বের মত হইয়া গিয়াছিল। একে দীর্ঘকাল কারাবাসের কষ্ট, তাহার উপর এই সব আগন্তুক দুর্ঘটনা! মানুষে আর কত সহিতে পারে?

চারুদত্ত প্রসন্নবদনে বলিলেন—"পরিচয় দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে চিনিয়াছি। তুমি আর্য্যক! কিন্তু কারাবাস হইতে উদ্ধার পাইলে কিরূপে?"

আর্য্যক, অতি সংক্ষেপে তাহার উদ্ধারকাহিনী ও কি করিয়া সে চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কি উপায়ে বর্দ্ধমানক কর্ত্তৃক আনীত আবৃতশকটে আরোহণ করে, তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা চারুদত্তকে প্রকাশ করিয়া বলিল।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৃতজ্ঞচিত্তে চারুদত্তের পদানত-হইয়া, তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিল—"আজ আপনার কৃপাতেই আমি

প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছি। আপনার বাটী আজ আমাকে গুপ্ত আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। আপনার ব্যবহৃত যান ও তাহার চালক আমাকে এক্ষণে আপনার চরণতলে উপস্থিত করিয়াছে। এ উজ্জয়িনী মধ্যে, চিরদিনই আপনি আশ্রিত ও অনাথের পরিপালক বলিয়া সুবিদিত। আমি আপনার আশ্রয় না পাইলে, হয়ত এতক্ষণে নির্ম্মম রাজপ্রহরীদল আবার আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে রাখিত।

"আর্য্য! আপনি আমায় শরণ আশ্রয় দিন। প্রতিজ্ঞা করুন, যে আমাকে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। যতক্ষণ না আপনি সে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, ততক্ষণ আমি দণ্ডার্হ রাজবিদ্রোহী।"

আর্য্যক মনে মনে জানিত, এই জনবহুল উজ্জয়িনীতে রাজা পালকের ভয়ে কেহ তাহাকে আশ্রয় দিবে না। এমন কি তাহার নিজের আত্মীয়বর্গের নিকট গেলে, তাহারা হয় ত তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারে। কিন্তু চারুদত্ত তাহা করিতে পারিবেন না।

আবার পরক্ষণেই তাহার মনে উদিত হইল—ইচ্ছা না থাকিলেও প্রতিপালক ও আর্ত্তের রক্ষক হইলেও, চারুদত্ত হয়তো ঘটনাবশে তাহাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। রাজার প্রহরিগণ, যদি কোন উপায়ে জানিতে পারে, যে সে তাঁহার গৃহে লুকাইয়াছিল, তাঁহারই যানের সহায়তায় গোপনে পলায়ন করিয়াছে,—আবার তাঁহারই উদ্যানমধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে—তাহা হইলে এই নিরীহ পরহিতকামী, পরোপকারী আশ্রিতরক্ষক চারুদত্তেরও রাজদ্বারে নিস্তার নাই। বিশেষতঃ, চন্দনক যেরূপভাবে প্রধান প্রহরী বীরককে লাঞ্ছিত ও প্রহারজর্জ্জরিত করিয়াছে, তাহাতে সে প্রতিশোধ লইবার জন্য, চন্দনকের সন্ধান করিবে তাহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য নিশ্চয়ই তাহার প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু তাহা হইলেও সে চারুদত্তকে চিনিত। তাঁহার প্রতিশ্রুতির মূল্য

জানিত। সে জানিত, চারুদত্ত যাহাকে একবার অভয় দেন—জীবনপণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। সহসা তাঁহার উপর কোন রূপ অত্যাচার করিতে, রাজকর্ম্মচারীরা কোনমতেই সক্ষম হইবে না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য গিয়াছে বটে, কিন্তু সমাজে তিনি এক্ষণও বরেণ্য। তাঁহার কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার হইলেই, উজ্জয়িনীর সমস্ত প্রজাবৃন্দ রুষ্ট হইয়া উঠিবে।

নানাদিক্ দিয়া বিচার করিয়া কিয়ৎক্ষণ ব্যাপী চিন্তার পর, আর্য্যাক চারুদত্তের চরণে অবনত হইয়া পড়িল। চারুদত্ত আর্য্যকের অশ্রুপ্লাবিত নেত্র দেখিয়া, বড়ই একটা করুণা অনুভব করিলেন। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি আর্য্যককে আশ্রয়দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

চারুদত্তের ব্যবস্থা অনুসারে আর্য্যাক উদ্যানমধ্যে একটি নিভৃত কক্ষমধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেইস্থানে সে চারুদত্তের সহায়তায়, বন্দিত্বের জাগ্রত চিহ্নগুলি হইতে মুক্ত হইল। গৈরিকবসন পরিধানে ও ক্ষৌরকার্য্য সহায়তায় গুম্ফ শ্মশ্রুমোচনে এই রাজবন্দী আর্য্যাক যেন মায়াবলে তখনিই এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীতে পরিবর্ত্তিত হইল।

চারুদত্ত আর্য্যকের এই গুপ্ত বেশ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে প্রকাশ্যভাবে রাজপথে বাহির হইলে, কেহ সহজে তাহাকে চিনিতে পারিবে না কেন না—এতটা পরিবর্ত্তন সেই ছদ্মবেশ সহায়তায় সাধিত হইয়াছিল।

আর্য্যাক বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, চারুদত্তের নিকট বিদায় লইতে আসিল। সে বলিল—আপনি আমার জীবনদাতা। কি করিয়া যে আপনার কৃতোপকারের ঋণ শোধ করিব, তাহা আমি জানি না। আর জীবনে যে সেরূপ কোন সুযোগ আমার ঘটিবে—তাহারও সম্ভাবনা নাই। তবে, এটুকু আপনি স্থির জানিবেন জগতের সমস্ত লোকের সহিত এই

আর্য্যক অকৃতজ্ঞতা করিতে পারে, কিন্তু আর্য্য চারুদত্তের সহিত নয়। জানিবেন, আমার চির করুণাময় আশ্রয়দাতা! যদি কখনও এই মন্দভাগ্য আর্য্যককে কোন কার্য্যের জন্য স্মরণ করেন, তাহা হইলে যে জীবন আপনি আজ রক্ষা করিলেন, তাহা দিয়াও সে আপনার আদেশ পালন করিবে, আপনার কাজে দেহপ্রাণ সমর্পণ করিবে।

চারুদত্ত, আর্য্যককে হাতে ধরিয়া তুলিয়া, গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"আজ আমি তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করিতেছি। আমার অন্তরের ইচ্ছা নয়, যে তোমায় এ অবস্থায় এত শীঘ্র ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তোমার মুখে যেরূপ শুনিলাম, ও ঘটনাচক্রবিচারে যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে তোমার এইস্থান এখনই ত্যাগ করা উচিত। আমার জন্য আমি ভাবি না। কিন্তু পলায়িত বন্দী তুমি। দেশাধিপতি এই রাজা পালকের নিষ্ঠুরতার কথাও তোমার অপরিচিত নহে। তাহার উপর তোমার হিত-কামী বন্ধু চন্দনক—প্রধান রাজপ্রহরী বীরককে অপমানিত করিয়া, এক মহা হুলস্থুল বাধাইয়া রাখিয়াছে। এরূপস্থলে, প্রহরিগণ এই উদ্যানমধ্যে ঘটনাচক্রে উপস্থিত হইতে পারে। এইজন্যই আমি তোমাকে এখনই প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

আর্য্যক, চারুদত্তের আলিঙ্গন উন্মুক্ত হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বলিল—"আপনার আদেশেই আমি পালন করিব। আপনার যুক্তি অতি সুযুক্তি। কিন্তু একটু দূরতর স্থানে, আত্মগোপন করিয়া পৌঁছিতে না পারিলে, আমি নিরাপদ্ হইব না প্রভু!"

চারুদত্ত স্থির ভাবে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিয়া বলিলেন—"ভাল! তাহার ব্যবস্থা আমি এখনিই করিতেছি। যানে তুমি আত্মগোপন করিয়া এখানে আসিয়াছ, সেই যানই তোমাকে উজ্জয়িনীর সীমার বাহির করিয়া দিবে। উত্তর দিকের তোরণ-দ্বার দিয়া গেলে

উজ্জয়িনী নগরীর শেষ সীমায় পৌছিতে, তোমার পূর্ণ একটী ঘণ্টা সময় লাগিবে। এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব পথ। উজ্জয়িনীর সীমাতেই ধারাবতী। ধারাবতীতে পৌছিলে, তুমি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ্। সেখানে কেহ তোমায় জানে না—চেনে না, আর এখানকার ব্যাপারও জ্ঞাত হইবার কোন সুযোগ তাহাদের এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। ধারাবতীরাজ, অতি প্রজাপ্রিয় সুশাসক। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু হউক, বৌদ্ধ হউক সর্ব্ববিধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভারি সম্মান। আমার মতে কিছুক্ষণ এই-খানেই আত্মগোপন করিয়া সুযোগ বুঝিয়া ধারাবতীতে পলায়ন করাই তোমার উচিত।"

আর্য্যক নানাদিক্ দিয়া ব্যাপারটা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিল, চারুদত্তের প্রদর্শিত পথই ঠিক। সুতরাং সে আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই বর্দ্ধমানকের আনীত, পূর্ব্ব কথিত যানে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

আর্য্যক চলিয়া গেলে, চারুদত্ত অনেকটা সুস্থ ভাব ধারণ করিয়া মৈত্রেয়কে বলিলেন,—"দেখিলে সখে! ভাগ্যবিপর্য্যয় হইলে, সকল ব্যাপারই এইরূপে বিপরীত স্রোতোভিমুখী হয়।"

মৈত্রেয়ও এই সব ব্যাপার দেখিয়া, একটু অস্বাভাবিক গম্ভীরতা অবলম্বনে নির্ব্বাক্ অবস্থায় ছিল। সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া বলিল,—"আমিতো আগেই তোমায় এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম সখা! আজকাল সকল বিষয়েই আমাদের সাবধান হইয়া চলা উচিত। তোমায় কতবার বলিলাম, তবু ত আমার কথা শুনিলে না।"

চারুদত্ত। কি বলিয়াছিলে তুমি, যাহা আমি শুনি নাই?

মৈত্রেয়। এই গণিকা বসন্তসেনার সাহচর্য্য তুমি ত্যাগ কর।

চারুদত্ত। আবার তুমি মূর্খের ন্যায় ঐ কথা বলিতেছ? তোমার, অসাবধানতা ও কালনিদ্রার ফলে, বসন্তসেনার অধিকৃত ধন চোরে অপহরণ

করিল। লাভ হইল এই—যে আমি বিনা কারণে, গচ্ছিতাপহারীর কলঙ্কলাভ করিলাম। ন্যায্য বিচার করিয়া বল দেখি, দোষ বসন্তসেনার না আমাদের।

মৈত্রেয়। হঁ, তোমার মতে আমি ত চিরদিনই মূর্খ। কিন্তু এই মূর্খ আবার তোমায় বলিতেছে, এই বসন্তসেনাকে লইয়া, ভবিষ্যতে আমাদের অনেক হাঙ্গাম ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে তুমি যে ভাবে প্রশ্রয় দিতেছ, একদিন তাহাতে বিষময় ফল ফলিবে। কেন না ভাগ্য এখন আমাদের প্রতি বিরূপ। দুর্ভাগ্যই সকল কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

চারুদত্তের একটা প্রধান গুণ, যে তিনি মৈত্রেয়ের সহস্র তিরস্কারেও রাগ করিতেন না। সুতরাং সহাস্য-মুখে বলিলেন "যদি তাই হয়, অমৃতের পরিণামে বিষই যদি উদ্গীরিত হয়, তখন হয় তুমি, কিংবা আমি না হয় নীলকণ্ঠের মত সেই বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিব। যাক্—এর পর তুমি আমাকে যত পার তিরস্কার করিও এখন দেখিয়া এসো, বসন্তসেনা কোথায় গেল! ব্যাপারটা কিসে যে কি হইল, তাহার কিছুই ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মৈত্রেয় বলিল,—"বেশ কথা যাই হ'ক। এই এত বড় উজ্জয়িনী সহরটার মধ্যে কোথায় তাহাকে আমি খুঁজিব বল দেখি! সে নিশ্চিন্ত-চিত্তে তাহার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, আর তুমি ও আমি এখানে বসিয়া হা হুতাশ করিতেছি! হায়! এক রূপশালিনীর রূপজ্যোতি তোমার মত স্থিরপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে যে চঞ্চল করিতে পারে, তাহা আজই দেখিলাম।

চারুদত্ত। কি বলিতেছ তুমি মৈত্রেয়? কেন আমাকে তুমি বিনা কারণে তিরস্কার করিতেছ?

মৈত্রেয়। আমি সোজা কথাই বলিতেছি। কথাটা এত সোজা

যে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু তুমি পারিবে না। কেননা তুমি বসন্তসেনাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ। অঘটনঘটনপটীয়সী এই গণিকার মোহময় ছলনায় কত দেব-ঋষি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছেন, তা তুমি ত কোন্ ছার। তুমি হয়তো মনে ভাবিতেছ—বসন্তসেনা তোমার প্রেমের আকর্ষণে বিকলচিত্তে কল্যকার সেই দুর্য্যোগময়ী রাত্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু এই মৈত্রেয় শর্ম্মা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন, তাহার অপহৃত অলঙ্কারের ক্ষতিপূরণ তাঁহার মনের মত না হওয়াতেই, সে আরও কিছু অতিরিক্ত দাবী করিতে আসিয়াছিল। তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়ায়, সে বিরক্ত মনে তাঁহার নিজ বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে।

চারুদত্ত মৈত্রেয়ের স্বভাব খুব ভালরূপই জানিতেন। এই মৈত্রেয় তাহার নিজের নির্ব্বন্ধচালিত অন্ধ বিশ্বাসে যাহা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার ভ্রম প্রতিপাদন করা, বড়ই কঠিন কাজ। তার পর তিনি একথাও ভাবিলেন—যে মৈত্রেয় বসন্তসেনার উপর এতটা বিরক্ত, সে যে তাহার অন্বেষণের জন্য সমস্ত নগরটা ঘুরিয়া আসিবে, কিংবা তাহার বাটী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিবে, এ কথাটা খুব অসম্ভব

সুতরাং তিনি মৈত্রেয়কে বলিলেন—"তুমি যাহা বুঝিয়াছ, তাহাই ঠিক। আমার বিশ্বাস, বসন্তসেনা তাহার বাড়ীতেই ফিরিয়া গিয়াছে। বেলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এই আর্য্যককে লইয়া একটু আগে যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহাতে আমি বড়ই ভীত হইতেছি।"

মৈত্রেয় বলিল—"কেন?, তোমার এত ভয়ের কারণ কি?"

চারুদত্ত। বুঝিতেছ না তুমি মৈত্রেয়! প্রথমতঃ এই আর্য্যক রাজবিদ্রোহী। দ্বিতীয়তঃ—রাজপ্রহরি-হত্যাকারী। এক রাজবিদ্রোহী ও হত্যাকারীকে আশ্রয় দিয়া, তাহার অবাধ পলায়নের সহায়তা করিয়া, আমি

রাজবিধানের খুবই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। আর আমাদের এ স্থানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক নয়। বিপদ্ ঘটিতে কতক্ষণ?

মৈত্রেয়। তাহা হইলে আর্য্যকের পরিত্যক্ত এই কারাশৃঙ্খলগুলির করা যায় কি?

চারুদত্ত। এগুলি গোপন করাই ভাল। এই উদ্যানমধ্যে যে কূপ আছে, তাহাতে এসব নিক্ষেপ কর।

চারুদত্তের উপদেশ মত মৈত্রেয়, রাজবন্দী আর্য্যকের পরিত্যক্ত সেই কারাপরিচ্ছদ ও লৌহশৃঙ্খল কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চারুদত্তের সহিত বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দ্যূতকর মাথুরের পীড়ন হইতে, সংবাহক কি উপায়ে বসন্তসেনার সহায়তায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকের মনে আছে।

এই মুক্তি লাভের পর হইতেই, মনের ঘৃণায় সংবাহক জন্মের মত দ্যূতক্রীড়ার ব্যসন ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইল।

তখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, তাহা মৃচ্ছকটিক নাটকোল্লিখিত ব্যাপারসমূহ হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু, কোথাও বা গুরুর মত সমাদৃত হইত, আবার কোথাও বা তস্করের মত লাঞ্ছিত হইত। এই আদর ও লাঞ্ছনা, ভাল ও মন্দ লোকের হাতেই ঘটিত। কারণ ভাল লোক যাঁহারা, তাঁহারা চিরদিনই সাধু ও সন্ন্যাসীকে সম্মান ও আদর করিয়া থাকেন। তা সেই সাধু যে সম্প্রদায়-ভুক্ত হউন না কেন? আর মন্দ যাহারা, ধর্ম্মান্ধতা যাহাদের হৃদয়ে একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব আনিয়া দিয়াছে, তাহারা এই সব সন্ন্যাসীদের অভক্তি করিত, পীড়ন করিত, লাঞ্ছিত করিত। মোটের উপর কথা হইতেছে, এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবিভিন্নতা থাকায়, গোঁড়া হিন্দু যাহারা, তাহারা এই সমস্ত ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বিরাগ-দৃষ্টে দেখিত।

যাই হউক, এইবার আমরা এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংবাহকের কথাই বলিব।

চারুদত্তের উদ্যানের পার্শ্বেই রাজশ্যালক শকার বা সংস্থানকের উদ্যান। এটা ধরিতে গেলে, তার প্রমোদ বা বিলাস-কানন। এ প্রমোদ-কাননের শোভা সৌন্দর্য্য, অবশ্য রাজশ্যালকের প্রমোদ-উদ্যানের মত বিশেষ জাঁকজমকসম্পন্ন নহে।

ভিক্ষু সংবাহকের বস্ত্রাদি মলিন হইয়া গিয়াছিল। সে এখন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর মলিন বস্ত্র বড়ই নিন্দার্হ। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাই, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চির সনাতন নিয়ম।

আর্য্যাক দেখিল, সম্মুখে এক উদ্যান রহিয়াছে আর সেই উদ্যানদ্বার উন্মুক্ত। কাজেই সে সেই উদ্যানমধ্যে বস্ত্র প্রক্ষালনার্থ প্রবেশ করিল। কিন্তু সে জানিত না, যে এই উদ্যান রাজশ্যালকের।

সংবাহকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, যে সে দিন রাজশ্যালক শকার তাহার একাত্মহৃদয় বন্ধু বিটকে লইয়া উদ্যানবিহারে আসিয়াছিল।

সংবাহক সবে মাত্র কূপমধ্য হইতে, বহু কষ্টে জল তুলিয়া, তাহার বস্ত্রাদি প্রক্ষালনের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে শকার অদূরবর্ত্তী বৃক্ষতল হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিল।

শকার কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘোর মূর্খ। অতি দাম্ভিক। রাজশ্যালক বলিয়া অহঙ্কারে, তাহার মাটিতে পা পড়ে না। যাহারা কোন রকমে তাহার বিরক্তির কারণ হয়, সে অতি মূর্খের মত তাহাদের ইতর ভাষায় গালাগালি দেয়। এক কথায় বলিতে গেলে, সে অন্তরে পশু—বাহ্য আকৃতিতে মানব। রাজপথমধ্যে বসন্তসেনাকে একাকিনী পাইয়া, সে তাহার উপর কি ভীষণ অত্যাচারের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার আভাস পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

এ হেন দুর্ব্বৃত্ত শকার যখন দেখিল—যে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাহার উদ্যানমধ্যস্থ কূপ হইতে জল তুলিয়া, তাহার মলিনবস্ত্র প্রক্ষালনের চেষ্টা করিতেছে, তখন সে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রিয় মিত্র বিটকে বলিল—"দেখ! দেখ! বিট্!"

বিট্ এ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে নাই। কাজেই সে বিস্ময়বিমুগ্ধের মত শকারের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি দেখিব?"

শকার। যাহা দেখিবার তাহা দেখিবে। আমি তোমাকে যাহা দেখিতে এই মাত্র আদেশ করিলাম, তাহাই তোমায় দেখিতে হইবে।

বিট। কই তুমি ত কি দেখিতে হইবে তাহা বল নাই।

শকার। বলিয়াছি বই কি? আমার মুখের দিকে যদি তুমি একবার চাহিতে, তাহা হইলে বুঝিতে, শ্যেনপক্ষীর মত আমার দৃষ্টি কোথায় আবদ্ধ। তাহা হইলে আর আমাকে এত বৃথা প্রশ্নে উত্যক্ত করিতে না। ঘোর মূর্খ তুমি!

বিট। তা মূর্খ না হইলে তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হইবে কেন? সমানে সমানেই ত প্রাণে প্রাণে মিলন হয়।

শকার। তাহা হইলে বন্ধু! ঐ উদ্যানমধ্যস্থ কূপের দিকে একবার লক্ষ্য কর।

বিট। সে কথা সোজাসুজি বলিলেই ত হইত।

শকার। জান তুমি—এই দেশের একচ্ছত্র প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা পালক আমার ভগ্নীপতি। রাজার শ্যালক হইয়া আমি এমন সহজভাবে কথা বলিব, যে তোমার মত বাজেলোকে তাহা একেবারেই বুঝিতে পারিবে? যাক্—ঐ কূপের কাছে কি দেখিতেছ বল দেখি?

সেই কূপের নিকটবর্ত্তী এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দিকে বিটের দৃষ্টি পড়িল,

ঠিক সেই সময়ে সেই কূপের পার্শ্বে একটা সুবৃহৎকায় ষণ্ড, তৃণক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়াইয়া অবাধে নবীন তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতেছিল।

বিট শকারকে জ্বালাইবার উদ্দেশ্যে, সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেও সে কথা উল্লেখ না করিয়া বলিল—"ঐ কূপের কাছে তোমারই মত একটা মহা বলিষ্ঠ ষণ্ড দেখিতেছি।"

"বলিষ্ঠ" এই কথাটা প্রশংসাসূচক। বলিষ্ঠ—অর্থাৎ বলবান্ অর্থাৎ বীর। মূর্খ শকার মনেমনে ভাবিল তাহার বন্ধু বিট তাহাকে ঐ বলীবর্দ্দের সহিত তুলনা করিয়া, তাহাকে "বীর" বলিয়া প্রশংসা করিতেছে।

তাহার সহস্র কুগুণের মধ্যে একটা বিশিষ্ট কুগুণ—যে সে ভয়ানক কাপুরুষ। অত্যাচারী যাহারা, কাণ্ডজ্ঞানহীন যাহারা, তাহারা প্রায়ই কাপুরুষ হয়। আর কাপুরুষকে বীর আখ্যা দিলে—সে খুবই খুসী হয়।

এই জন্য শকার—বিটের এই শ্লেষদুষ্ট উপমার একটা অতিরিক্ত সুখানুভব করিয়া সহাস্য মুখে বলিল—"ভাই বিট! তুমি কি ঐ আমার মত বলবান্, ষণ্ডটাকেই লক্ষ্য করিলে? আর কিছু দেখিতে পাইতেছ না কি?"

এইবার বিট শকারকে আরও তুষ্ট করিবার জন্য বলিল—"পাইতেছি বৈ কি?"

শকার। তাহা হইলে ওটা কি বল দেখি?

বিট। এক সন্ন্যাসী!

শকার। সন্ন্যাসী হইলে ত বাপের ঠাকুর! ও ব্যাটা নিশ্চয়ই কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী!

বিট। সখে! সন্ন্যাসী হিন্দুই হোক, আর বৌদ্ধই হউক, তাহাকে এরূপ অসম্মানের কথা বলিতে নাই

শকার। অত শত কথায় কাজ নাই। চল দেখিয়া আসি, ব্যাটা পুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। নিশ্চয়ই ব্যাটার পুকুর চুরির মতলব আছে।

নির্ব্বোধ শকারের এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, বিট আর তাহাকে বাধা দিল না। কেবলমাত্র বলিল—"যাও—তাহ'লে নিজেই একবার দেখিয়া এস—ব্যাপারটা কি।"

শকার। আমি একা যাইব! লোকটাকে যেন একটা ষণ্ডা গুণ্ডা বলিয়া বোধ হইতেছে।

বিট। কিন্তু তুমিও ত ষণ্ডের ন্যায় বলশালী।

বিট মনে মনে বলিল, বাস্তবিক সন্ন্যাসীটা যেরূপ বলিষ্ঠ, তাহাতে ঐ মূর্খ শকারকে নিশ্চয়ই দুই চারি ঘা বসাইয়া দিবে। আঃ! আমি এই গণ্টাকে লইয়া বড়ই জ্বালাতন হইয়াছি। মূর্খাধম ধনীর মোসাহেবী করার যে কি কষ্ট, এখন তাহা বুঝিতেছি। কি করিয়া যে ইহার কবল হইতে মুক্তি পাইব, তাহাও ত জানি না।"

শকার তখন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় হেলিতে দুলিতে, একাকীই সেই তরিণীসমীপে চলিয়া গেল। দম্ভভরে সর্ব্বিলককে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল—"অরে দুর্ব্বৃত্ত! কৈ তুই?"

সংবাহক শকারকে চিনিত। তাহার অপূর্ব্ব গুণাবলীর কথা, উজ্জয়িনীতে না জানে কে?

কাজেই সে বিনীতভাবে বলিল—"আমি সংসারবিরাগী—সন্ন্যাসী।"

শকার। তা'ত দেখিতেছি। গেরুয়া কাপড় পরিলেই ত সন্ন্যাসী হয় না। ছাই মাখিলে যদি সন্ন্যাসী হইত, তাহা হইলে দিনরাত ছাইগাদায় পড়িয়া আছে যে সারমেয়—তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী কে?

সংবাহক। হুজুরের বুদ্ধি দেখিতেছি, অতি প্রখর। তাহা না হইলে এমন অদ্ভুত উপনাটা আপনার মাথায় আসিবে কেন?

শকার। ও সব তোষামোদে চলিতেছে না। বিধাতার কৃপায় বড়-লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তোষামোদের কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। আমি জানিতে চাই, তুই কি সাহসে আমার এই উদ্যানে প্রবেশ করিলি!

সংবাহক দেখিল, এই মূর্খের হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া অতি কষ্টকর। ইহাকে রাগাইলেই আমার অনিষ্ট ঘটিবে। এইজন্য সে নম্রভাবে বলিল—"আপনার দয়াই আমার সাহস।"

তাহার গুম্ফরাজিকে বেশ করিয়া মুচ্‌ড়াইয়া, বক্ষস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া, শকার দম্ভভরে বলিল—"জানিস্ তুই আমি কে? এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যিনি, যাঁহার হুকুমে জীবন্ত মানুষের মাথা উড়িয়া যায়, আমি সেই রাজাধিরাজ পালকের শ্যালক।"

সংবাহক। তা'ত আপনার কথাতেই বুঝিতেছি। বড় লোকের শ্যালক যাঁহারা বড় লোকের চেয়েও তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বেশী। কথাটা আপনার প্রভুত্বময় ব্যবহারেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

শকার। তাহা যদি বুঝিয়া থাকিস্, তাহা হইলে বল—কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্?

সংবাহক। পাপমুখে কোন্ লজ্জায় সে কথা বলিব হুজুর! বস্ত্রগুলা বড় মলিন হইয়াছিল, তাহা ধৌত করিবার জন্য—

শকার। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি অর্থব্যয় করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়াছি। কাহারও ইহাতে জলপান বা স্নানের হুকুম নাই, পাছে জল ময়লা হয় বলিয়া, আমি নিজে পর্য্যন্ত এ জলে স্নান করি না। আর তুই কিনা তোর কলুষিত ঘর্ম্মাক্ত

বস্ত্র—ক্লেদ এই মানস সরোবরের মত পবিত্রজলে ধৌত করিতে আসিয়াছিস্?

সংবাহক দেখিল, সে মহা বিপদে পড়িয়াছে। পণ্ডিত শত্রুর হাতে বরঞ্চ পরিত্রাণের আশা আছে, কিন্তু মূর্খ শত্রুর হাতে তিলমাত্র করুণার আশা নাই।

এজন্য সে নম্রভাবে, নিজের বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইয়া বলিল—"আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে এখনি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

শকার বলিল—"তাহা কখনও হইতেই পারে না। তোর অপরাধ অতি গুরুতর! তোকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।"

সংবাহক বলিল—"রাজার শ্যালক আপনি। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণাদির উচ্চে হইতেছে—আপনার আসন। মার্জ্জনার কর্ত্তাও—আপনি। দণ্ডদাতাও আপনি। এ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দণ্ডিত করিয়া, হুজুরের ও বেশী কিছু লাভ হইবে না।"

শকার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কি স্পর্দ্ধা তোর? তুই আবার সন্ন্যাসী বলিয়া জাঁক করিতেছিস্! বৌদ্ধ বদমায়েসেরা কেবল দুষ্টামি করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকে। ভাল চাস্ ত তুই আমার পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা কর।"

সংবাহক দেখিল, সে এক মহা-মূর্খের পাল্লায় পড়িয়াছে। ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, ইহার স্তুতি করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

অগত্যা সে জোড়করে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! সত্যই আমি অপরাধী। রাজার শ্যালক আপনি। সুতরাং রাজার চেয়েও আপনি বড়। কেননা রাজা আপনার ভগ্নীর দ্বারা নিত্য চালিত ও শাসিত হন,

এ জন্য আপনি রাজার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। আমার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

শকার এই তোষামোদে অনেকটা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"তবে রে বেটা ভিক্ষু! তুই দেখিতেছি—একবারে নিরেট মূর্খ ন'স! রাজার বড় কুটুম্বকে কি করিয়া তোষামোদ করিতে হয়, তাহাও তোর জানা আছে দেখিতেছি। তা এতক্ষণ এই ভাবে কাজ করিলেই তো আপদ চুকিয়া যাইত। আমাকেও এত বকাবকি করিতে হইত না, আর তোকেও এত তিরস্কার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। যা—বেটা! আজ তোর বুদ্ধদেব তোর উপর বড়ই প্রসন্ন। কেননা তুই প্রাণ লইয়া এখান হইতে নিরাপদে ফিরিয়া যাইতেছিস্। যা—এখান হইতে এখনি চলিয়া যা।"

সংবাহক মনে মনে সত্য সত্যই বুদ্ধদেবকে অসংখ্য নমস্কার করিল। মূর্খ শত্রু যে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা সে এই ব্যাপারেই বুঝিতে পারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই উদ্যানভূমি হইতে পলায়ন করিল।

আর মূর্খ শকার! তাহার মুখে আর আনন্দ ধরে না। কেননা—তাহার দাপটের প্রভাব যে কত বেশী, আর সকলে রাজশ্যালক বলিয়া তাহাকে লোকে কতটা যে ভয় করে, তাহার প্রমাণ এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংবাহকের লাঞ্ছনা করিয়াই সে জানিতে পারিয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংস্থানক বা শকার বড়ই অব্যবস্থিত চিত্ত। স্থাবরককে সে এই উদ্যানমধ্যে, তাহার গাড়াখানি আনিতে পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে স্থাবরক বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছে। কেন—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বেলা বাড়িয়া উঠিল। শকার ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড়ই কাতর হইল। শকটচালক স্থাবরককে সে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল।

এমন সময়ে বিট্ সেই স্থানে আসিয়া বলিল—"আপন মনে কি বকিতেছ সখা তুমি! সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে অতটা লাঞ্ছিত করিয়াও কি তোমার ক্রোধানলের শান্তি হয় নাই?"

শকার বলিল—"ক্রোধ ত এক রকম শান্তি হইয়াছে দেখ যে, বেলা বৃদ্ধির সহিত আমার জঠরজ্বালা বাড়িয়া উঠিতেছে।"

তার পর সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "ব্যাটার কি স্পর্দ্ধা?"

বিট্। কার স্পর্দ্ধার কথা বলিতেছ?

শকার। যে আমার অন্ন খায় সে আমার হুকুমের চা

আমি তাহাকে জবাব দিলে, না খাইয়া মরিলে সে। তবু তার এত তেজ! আমার হুকুম অমান্য করা।

বিট্। কার কথা বলিতেছ? কিছুই ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

শকার। আবার কার কথা! যে মূর্খের এখনিই এখানে আসিবার কথা ছিল—আমাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া, আমার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবার কথা ছিল।'

এই মূর্খাধম শকারের স্বভাব সে জানিত। সহসা তাহার অসম্বদ্ধ কথা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া লইবার দক্ষতাও তাহার ছিল!

সুতরাং সে বলিল—"ওঃ—সখে! এখন বুঝিয়াছি, তুমি কাহাকে এত তিরস্কার করিতেছ?

সংস্থানক। কাহাকে বল দেখি?

বিট। তোমার শকট-চালক বৃদ্ধ স্থাবরককে?

সংস্থানক। ঠিক বলিয়াছ। সত্যই এটা তার অন্যায় নয় কি?

বিট। নিশ্চয়ই!

এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে, স্থাবরক তাহার সেই আচ্ছাদিত শকটখানি লইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিট সহাস্যমুখে বলিল—"খুব বাহাদুরী তোমার! আর তোমার গালাগালির আকর্ষণ শক্তি তার চেয়েও বেশী দেখিতেছি। ইহার প্রথম প্রমাণ সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। দ্বিতীয় প্রমাণ হইতেছে—এই স্থাবরক। যেমন তুমি গালাগালি আরম্ভ করিয়াছ, অমনি সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

সংস্থানক বিটের এই প্রকার তোষামোদে খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল—"দেখ ভাই বিট্! এখন বুঝিতেছ ত রাজ-শ্যালক হওয়া কতটা ভাগ্যের কথা! আর এই শ্যালক গিরি চালাইতে হইলে, কতটা বুদ্ধিমান্—কতটা কড়া মেজাজ হইতে হয়।"

বিট সংস্থানকের পিঠ চাপড়াইয়া একটু বাহাদুরী দিয়া বলিল—"তাহা ত ঠিক!"

বিটের নিকট এইরূপ একটা অপ্রত্যাশিত বাহাদুরী পাইয়া, শকার তখন স্থাবরকের উপর পড়িল। তাহার হস্তস্থিত যষ্টিগাছটা উত্তোলন করিয়া সে তাহাকে মারিতে গেল। স্থাবরক তখনই দ্রুতপদে শকট হইতে নামিয়া পড়িয়া মাথাটা বাঁচাইয়া লইল।

শকার রোষপূর্ণ স্বরে বলে—"কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ?"

প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া স্থাবরক একটু ভীত হইল। কিন্তু সে তাহার মনিবের স্বভাব জানিত। সুতরাং কারাগার হইতে আর্য্যকের পলায়ন ব্যাপার—পথিমধ্যে জনতার কথা, তাহার গাড়ী চালাইবার অসুবিধার কথা, সবই তাহাকে খুলিয়া বলিল।

আর্য্যকের পলায়ন সংবাদ শকার এতক্ষণ শুনে নাই। শুনিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিল—"তাইতো, আমাদের একটা মস্ত শত্রু পলাইয়া গিয়াছে। দেখিতেছি আমার ভগ্নীপতি রাজা পালক, যেখানে নিজের বুদ্ধিতে চলিয়াছেন, আমার বা আমার ভগ্নীর মত উপেক্ষা করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাকে ঠকিতে হইয়াছে। তখনই আমি রাজাকে বলিয়াছিলাম যে এই আর্য্যককে হত্যা করুন, সকল পাপ চুকিয়া যাইবে। হত্যা করিলে সে ত আজ পলাইতে পারিত না।"

তারপর সে বিটের দিকে চাহিয়া বলিল—"দেখ বিট! বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমাকে কেউ চিনিল না। অথবা আমার বুদ্ধির ধার দিয়াও কেহ গেল না। ধর না কেন—প্রথমতঃ এই আমার ভগ্নিপতি রাজা পালক। আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিলে হয়ত তাঁহাকে এতটা পস্তাইতে হইত না। তার পর এই ধর না কেন—সেই মদগর্বিতা হত ভাগিনী বসন্তসেনা। সে যদি আজ আমার হইত, আমার বশ্যতা স্বীকার,

করিয়া চলিত, আমাকে ভজনা করিত, তাহা হইলে আজ তাহার কতটা সম্মান বাড়িয়া যাইত। কিন্তু হতভাগা এখন প্রাণকার গাত্র, এরা যেন দুষ্টবুদ্ধি লইয়াই এই ধরায় আসিয়াছে। হুম দেখিয়া লইও বিট! একদিন না একদিন তাহাকে আমার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেই হইবে। এ কথাটা আমি ভবিষ্যৎ বাণীর মত এখন হইতেই বলিয়া রাখিতেছি; যদি না হয় ত তুমি আমার কর্ণমর্দ্দন করিয়া দিও।"

শকারের এই সব অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও আত্মগ্লানির কথা বিট চিরদিন শুনিয়া শুনিয়া কতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর তাহার আত্মগরিমাময় এতগুলা কথার একটা উত্তর না দিলে ভাল দেখায় না ভাবিয়া বলিল—"তা এই কি! ভগবান্ তোমায় যে কিরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি করিয়া এই জগতে পাঠাইয়াছেন, তাহা তোমার জীবন কালের মধ্যে কেহ বুঝিল না।"

বিটের এই খোষামোদপূর্ণ বাক্যে একটু গর্ব্বস্ফীত হইয়া শকার বলিল—"থাক্! ও সব কথা এখন ছাড়িয়া দাও। বড় বেলা হইয়া পড়িতেছে। আমার ক্ষুৎতৃষ্ণাও যেন সেই বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে। চল বাড়িতে যাওয়া যাক্—এখন বাড়ী গিয়া একটা পরামর্শ করা যাউক কি করিয়া এই পলাতক রাজবন্দী আর্য্যককে পুনরায় ধরিতে পারা যায়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই বলিয়া সেই দর্পিত শকার, স্থাবরক আনীত পূর্ব্বোক্ত যানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সূচনায়, সে সেই শকটের আবরণী খুলিবামাত্রই দেখিল, কে একজন শকটমধ্যে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় বসিয়া আছে।

সেই শকট মধ্যে বসিয়াছিল—বসন্তসেনা। কি করিয়া এই যান-বিভ্রাট ঘটিয়াছিল অর্থাৎ স্থাবরকের আনীত শকটকে বর্দ্ধমানক-চালিত-চারুদত্তের শকট বিবেচনা করিয়া, বসন্তসেনা ব্যস্তভাবে তাহাতে উঠিয়া বসিয়াছিল, তাহা পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন।

শকটের নিকটবর্ত্তী হইয়া শকার সত্য সত্যই এই বস্ত্রাবৃত রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। কেবল বিস্ময় নহে, সে বিস্ময় যেন একটু যেন ভয়মিশ্রিত ছিল।

সাহস করিয়া শকার প্রশ্ন করিল—"কে তুমি এই শকটের মধ্যে? শীঘ্র নামিয়া এস!"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথাগুলি সে বলিল—সে শকট হইতে নামা চুলোয় যাক, তার কথায় একটা উত্তর পর্য্যন্তও দিল না।

শকার উত্তেজিত স্বরে বলিল "কে তুই আমার গাড়ীতে বসিয়া আছিস্? তোর্ কি অপমানের ভয় নাই?"

এ কঠোরস্বর, এই বর্ব্বরোচিত নীরস ভাষা, বসন্তসেনার অপরিচিত নহে। সে প্রাণে প্রাণে শিহরিয়া উঠিল। তাহার অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল "দুর্বৃত্ত শকার বা সংস্থানক তাহার সম্মুখে! তখন সে ব্যাধভয়ভীতা হরিণীর মত ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী বসন্তসেনা বুঝিল, যে দৈববিড়ম্বনায়, আর তাহার অতি দুর্ভাগ্যক্রমে, সে এই সাংঘাতিক ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছে। আর সেই ভ্রমের ফল হয় তো অতি ভয়ানক হইতে পারে।

বসন্তসেনা সংস্থানকের কথায় সেই জন্য কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মনে ভাবিল, মূর্খটা যদি কোন উত্তর না পাইয়া এখান হইতে সরিয়া যায়, তাহা হইলে সে সুযোগ বুঝিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পলায়ন করিবে।

কিন্তু সেরূপ একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটা, বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত নয়। কেননা সেই নরপিশাচ সংস্থানক, তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইল।

সে রুষ্টস্বরে বলিল—"দেখ! তুমি যেই হও না কেন, আমার সহিত চালাকি করিয়া পরিত্রাণ পাইবে না। জানতো আমি রাজার শ্যালক শকার। সকলেরই উপর আমার অসীম ক্ষমতা। যদি ভাল চাও ত আর আমাকে জ্বালাতন করিও না। এখনি তোমার অবগুণ্ঠন মোচন কর। নিশ্চয়ই তুমি বসন্তসেনা! তবু ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাই।"

বসন্তসেনা বুঝিল, তার অবস্থা ক্রমশঃ এক বিপদজ্জনক সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইভাবে শকটমধ্যে থাকিলে এই নরাধম নিশ্চয়ই

বলপ্রয়োগে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবে। তাহার নারীজনোচিত শীলতাও মর্য্যাদা হানি করিবে।

এই হতভাগার নিশ্বাসও যেন তাহার বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছিল। সে তাহার দেহস্পর্শ করিবে, এই আশঙ্কায় অভিভূতা হইয়া বসন্তসেনা অস্ফুটস্বরে বলিল—"আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি ভ্রম ক্রমে এই শকটে উঠিয়াছি। আপনি একটু সরিয়া দাঁড়ান। আমি এখনই গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতেছি।"

সংস্থানক বলিল—"না, তা হইতে দিব না। আগে আমি দেখিতে চাই কে তুমি?"

বসন্তসেনা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"আমার পরিচয়টা জানিয়া আপনার লাভ কি?"

সংস্থানক রহস্য করিয়া পিশাচের মত হাস্য করিয়া বলিল—"লাভ আছে বই কি? না থাকিলেই বা তোমায় এত জেদ্ করিতেছি কেন? লাভটা কি শুনিবে? এই উজ্জয়িনীর অনেক রসিকা রমণীর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি দেখিতে চাই—তুমি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কি না?"

বসন্তসেনা নানাকথায় কতকটা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক। কেননা, তাহার মনের বিশ্বাস—এই অবসরে কেউ না কেউ আসিয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে ঘটনাবশে উপস্থিত হইয়া তাহার পরিচয় পাইলে, এ শয়তান তাহার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস হইবে না।

সুতরাং সে বলিল—"আপনি মহা ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমি আপনার পূর্ব্ব পরিচিতা নই।"

শকার এইবার একটু বেশী পরিমাণে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল—"এই কণ্ঠস্বর যেন কোথাও শুনিয়াছি।"

সে আর বিলম্ব না করিয়া, বসন্তসেনার অবগুণ্ঠনটী খুলিয়া দিল। চোখে চোখে মিলন হইবামাত্র সে বসন্তসেনাকে চিনিতে পারিল। সবিস্ময়ে বলিল—"এ কি! বসন্তসেনা যে!"

বসন্তসেনা, সেই শয়তানের হস্তস্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সে তবুও সাহস সঞ্চয় করিয়া দর্পভরে বলিল—"হাঁ—আমি বসন্তসেনা।"

শকার প্রফুল্লচিত্তে বলিল—"ভাল—সাধিয়া কাঁদিয়াও তোমাকে পাই নাই। রাশি রাশি টাকা তোমার মা'র কাছে পাঠাইয়াছি—তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছ আজ এ অসম্ভব অনুগ্রহের কারণ কি বসন্তসেনা?"

বসন্তসেনা বলিল—"একটা খুব সাংঘাতিক ভ্রমের ফলেই আমি শকটে উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। যাই হোক, আর অনর্থক সময় নষ্ট করিবেন না। আমায় কষ্ট দিবেন না। পথ ছাড়িয়া দিন—আমি চলিয়া যাই।"

শকার সহাস্যমুখে বলিল, "তাও কি হয় চন্দ্রাননে! কতদিনের আশা আজ আমার সফল হইল বল দেখি?"

বসন্তসেনা। আপনি যেটাকে আশার সাফল্য বলিয়া আনন্দিত—আমি সেটাকে ঘোর নিরাশা ও বিপদ মনে করিয়া বড়ই সংক্ষুব্ধ।

শকার মনে মনে কি ভাবিল। তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"বিট্!"

বসন্তসেনা আবার তাহার মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া মনে মনে ভাবিল—এই বিট্ইতো এর সহচর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, লোকটা এই শয়তানের চেয়ে ঢের ভাল। দেখি বিধাতা এই বিট্কে উপলক্ষ্য করিয়া আমায় এ মহাবিপদ হইতে মুক্ত করেন কি না।

বিট্ নিকটে আসিলে শকার তাহার কাণে কাণে বলিল—"এই গাড়ীর মধ্যে বসন্তসেনা বসিয়া আছে, তাহাকে মিষ্ট কথায় প্রলুব্ধ করিয়া আমার বিলাসকক্ষে লইয়া যাইবার চেষ্টা কর।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্তসেনার নাম শুনিয়াই বিট যেন একটু সচকিত হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে যে বসন্তসেনা এই নরাধম শকারের তোষামোদ উপেক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রেরিত প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ঘৃণার সহিত ফিরাইয়া দিয়াছে—সে আজ উপচাচিকা হইয়া উদ্যানমধ্যে আসিল কেন, এই প্রশ্নটা সে মনের মধ্যে নানাদিক দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইল না।

আবার তাহার মনে এরূপ একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল—"হয় ত এটা এই শকারের দেখিবার ভ্রম! বসন্তসেনা কখনই এখানে আসিতে পারে না। সুতরাং সে সন্দেহপূর্ণস্বরে বলিল—"তোমার কোন ভ্রম হয় নাই ত সখা?"

শকার বলিল—"অপর কেহ হ'লে হয়ত ভ্রম করিতাম। কিন্তু আমি কঠোর শপথ করিয়া বলিতে পারি, এ নিশ্চয়ই বসন্তসেনা।"

শকার হাস্যমুখে বলিল—"বসন্তসেনার সম্বন্ধে ত তুমি নিত্যই সুখস্বপ্ন দেখিতেছ। লোকে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে, কিন্তু দেখিতেছি তুমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছ।"

শকার বিরক্তির সহিত বলিল—"যদি তোমার অবিশ্বাস হয়, তুমি নিজেই না হয় একবার দেখিয়া এস।"

বিটের বুদ্ধিশুদ্ধি সংস্থানকের চেয়ে অনেক ভাল। সে এই বসন্তসেনাকে একটু আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। চারুদত্তের উপরও তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা।

আর এই বসন্তসেনা যে শকারকে মনে মনে ঘৃণা করে, তাহাও সে জানিত। যে বসন্তসেনা শকারপ্রদত্ত অর্থ, তোষামোদ, সবই ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছে, অন্তরে যে চারুদত্তের প্রতি আসক্ত, যে এই শকারকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করে, সে যে স্বেচ্ছায় এই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান

মধ্যে শকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, কথাটা খুবই অসম্ভব।

মনে মনে সাত পাঁচ আলোচনা করিতে করিতে, সে বসন্তসেনার শকটের নিকট উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা বুদ্ধি করিয়া তখনও শকট হইতে অবতরণ করে নাই।

বসন্তসেনাধিকৃত পূর্ব্বোক্ত শকটের নিকট উপস্থিত হইবামাত্রই বিট দেখিল—রূপে আলো করিয়া বসন্তসেনা মুক্তাগুণ্ঠনাবস্থায় সেই শকটে বসিয়া আছে।

তাহার মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যাধভয়ে ভীতা কুরঙ্গীর ন্যায় সে চকিত দৃষ্টিশালিনী। বায়ুতাড়িত বেতস লতার মত সে ধীরে বিকম্পমানা।

বিট শকটের নিকটস্থ হইয়া বিস্মিতচিত্তে বলিল—"এ কি! আর্য্যা বসন্তসেনা! আপনি এখানে কেন?"

বসন্তসেনা বিটকে দেখিয়া ও তাহার কথার ভঙ্গীতে একটা সহানুভূতির গন্ধ পাইয়া, অপেক্ষাকৃত সুস্থির চিত্তে বলিল—"আমার কর্ম্মফল আর ভ্রম আজ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে।"

বিট। ব্যাপার কি?

বসন্তসেনা। আর্য্য চারুদত্ত তাঁহার উদ্যানে আসিবার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রেরিত শকট দূরে দাঁড়াইয়াছিল। আমি ভ্রম ক্রমে, এই গাড়িখানি তাঁহারাই প্রেরিত মনে করিয়া উঠিয়া বসায়, এই বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে।

বিট তখন সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"বড়ই অন্যায় কাজ হইয়া গিয়াছে। ঘটনাচক্রচালিত হইয়া, আপনি সত্য সত্যই বাঘের গুহায় প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যে স্বেচ্ছায় এখানে কখন আসিতে পারেন

না, ইহাই তাহার বিশ্বাস। তাহা হইলেও আপনাকে ভাল করিয়া না দেখিয়াও সে চিনিয়াছে ও নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমায় দেখিতে পাঠাইয়াছে। ঐ দেখুন দুরাত্মা আমাকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিতেছে।"

বসন্তসেনা বিটের কথা শুনিয়া খুবই ভয় পাইল। সে কম্পিতস্বরে বলিল—"আমার এ যাত্রা রক্ষা করুন। নিরাপদে আমাকে উদ্যানের বাহির করিয়া দিন। আমি আপনার কৃত এ উপকার কখনই বিস্মৃত হইব না। প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে এই উপকারের বিনিময়ে উপহার দিব।"

বিট কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"অর্থের বিনিময়ে যে আপনার মত গুণবতী রমণীর উপকার করিতে হইবে, এটা আমি আদৌ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। একবার আমি ত আপনাকে কৌশল করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। বোধ হয় সে কথা আপনি এখনও ভুলিয়া যান নাই। আপনার জন্য যাহা করিব, কর্ত্তব্যবোধেই করিব। কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালনের কোন উপায়ই ত আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না।"

বসন্তসেনা কি ভাবিয়া বলিল—"আপনি কোন কৌশলে কিয়ৎক্ষণের জন্য উহাকে উদ্যানমধ্যস্থ অট্টালিকার মধ্যে লইয়া যাইতে পারেন না কি?"

বিট। তাহা অতি অসম্ভব। এই নরাধম যখন আপনাকে এখানে দেখিয়াছে, আজ আপনাকে তাহার আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াছে, তখন সে যে সহজে নিষ্কৃতি দিবে, তাহাতো বোধ হয় না।

বসন্তসেনা বিটের এই কথায় বড়ই বিমর্ষচিত্ত হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ কি একটা চিন্তা করিয়া বলিল—"আপনাকে আমি আমার হাতের এই বহুমূল্য রত্নময় কঙ্কণ খুলিয়া দিতেছি, আপনি কোনও ছলনায়

এই উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গিয়া গোপনে রাজপ্রহরীদের লইয়া আসুন।"

বিট এই কথা শুনিয়া অস্ফুটহাস্য করিল। সে হাসি বসন্তসেনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। বসন্তসেনা একটু বিরক্তিসূচক স্বরে বলিল—"আমার কথা শুনিয়া হাসিলেন যে?"

বিট। আপনি শেষে যে প্রস্তাবটি করিলেন, তাহা অতি অসম্ভব।

বসন্তসেনা। কেন?

বিট। আপনি কি জানেন না, এই শকার রাজশ্যালক! তাহার ভগ্নী এই রাজ্যের ভাগ্যবিধাত্রী। এই দুর্দান্ত রাজশ্যালকের ভয়ে প্রহরিগণ সর্ব্বদাই শঙ্কিত। কার এমন সাধ্য—যে সে শকারকে অবরুদ্ধ করে।

বসন্তসেনা তাহার পলায়ন চিন্তায় একটা অতিরিক্ত আগ্রহাতিশয্যে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, যে এই শকার অতিরিক্ত ক্ষমতাপন্ন। সে ভাবিল, বিট ঠিকই বলিয়াছে।

বসন্তসেনা বলিল—"তাহা হইলে কি আমার উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই?"

বিট। তাহা বলিতে পারি না। মহাকালের কৃপায় না হয় কি?

এদিকে শকার দেখিল, বিট বসন্তসেনার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা কহিতেছে। সে নিজে ধূর্ত্ত। আর বিট ও ততোধিক। ধূর্ত্ত—ধূর্ত্তকে বড়ই অবিশ্বাস করে।

শকার ভাবিল—হয়ত বিটকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া, এই বসন্তসেনা পলায়নের মতলব করিতেছে।

এজন্য সে অতি অসহিষ্ণু চিত্তে ডাকিল "ওহে বিট! ওখানে দাঁড়াইয়া রসালাপ করা কি তোমার উচিত হবে?"

বিট তখনও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া—সে নিজেই শকটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিট বসন্তসেনাকে বলিল—"দেবি! আর না। ঐ দুরাচার এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। এটুকু মনে জানবেন আমি জীবিত থাকিতে এই শয়তান আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আপনি সেই উজ্জয়িনীর আদিদেবতা, সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক মহাকালকে এক মনে ডাকুন। আমি আর তিলমাত্র এখানে দাঁড়াইব না।"

এই কথা বলিয়া বিট তখনই শকটসান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিপদে অগ্রসর হইল। মধ্য পথে শকারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

শকার বলিল—"ব্যাপার কি?"

বিট। সখে! তোমার দৃষ্টি প্রতারিত হয় নাই। আমারই ভ্রম। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা নির্ভুল।

শকার। তবে আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছিলে যে?

বিট। অবিশ্বাস করি নাই। তবে বসন্তসেনা যে এখানে আসিতে পারে, এ কথাটা আমার বিশ্বাস না হওয়াতেই আমি নিজের চক্ষুকে আরও একটু প্রত্যয় দিবার জন্য ওখানে গিয়াছিলাম। তা এখন দেখিতেছি, তুমিই ঠিক দেখিয়াছ। তোমার দৃষ্টি যে অতি সূক্ষ্ম, তাহার পরিচয় বহুবার পাইয়াছি, আর আজও পাইলাম!

এই প্রকার অপ্রত্যাশিত প্রশংসাবাদ শকার মনে মনে বড়ই একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিল—"দেখিলে ত বিট! দেখিলে ত!"

বিট সহাস্যে বলিল—"দেখিলাম বই কি!"

শকার। যাক্ ও'ক, এতক্ষণ ধরিয়া উহার সহিত কি কথা কহিতেছিলে?

বিট। তোমার অভিসারের অগ্রদূত রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিতেছিলাম।

শকার। সে কিরূপ?

বিট। বসন্তসেনার স্বভাব ত জান। বড়ই একগুঁয়ে সে।

শকার। কেন—সে কি বলিল তোমাকে?

বিট বলিল—"আমি বসন্তসেনাকে বলিলাম—তুমি শকট হইতে নামিয়া এস। আজ তোমার বড়ই সৌভাগ্য, যে তুমি স্বেচ্ছায় এ উদ্যানমধ্যে আসিয়াছ। যে মহামান্য রাজশ্যালকের দর্শন পাওয়া দুষ্কর, যে তোমার ভালবাসার আজকাল একটুও প্রার্থী নয়—তোমার প্রতি বিরাগে যার অন্তঃকরণের ষোল আনা পরিপূর্ণ, সেই অসীম শক্তিশালী রাজশ্যালককে যদি তুমি উপযাচিকা হইয়া আত্মসমর্পণ কর। জানিও—এ উজ্জয়িনীর মধ্যে তোমার মত ভাগ্যবতী খুব কমই আছে।

শকার। এর উত্তরে সে কি বলিল?

বিট। কিছুই না।

শকার। দুটো মিষ্ট কথাও না?

বিট। মিষ্ট কথা দূরে থাক্—যেরূপ ভাবে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টি করিল—আমি ত ভয়েই অস্থির হইলাম। তার চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছে!

শকার মনে মনে কি ভাবিল। তৎপরে বলিল—"এই মেয়ে মানুষ জাতটা অতি ভয়ানক! এরা ভাঙ্গে ত মচ্‌কায় না। আচ্ছা আমি নিজেই যাচ্ছি।"

বিট বসন্তসেনার গুণাবলীর জন্য—তাহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। দরিদ্রকে, বসন্তসেনা চিরদিনই দান করিয়া আসিতেছে। উজ্জয়িনীর চারিদিক ব্যাপিয়া যার দানের সুখ্যাতি, গুণের সুখ্যাতি, সে তার গুণের পক্ষপাতী না হইবে কেন?

বিট মনে মনে ভাবিল,—ভাবিয়া [illegible] এক,—[illegible] গেল আজ। ম[illegible]

ভাবিয়াছিলাম বসন্তসেনা যে ইহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, ইহা শুনিলে এই মূর্খাধম তাহাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাহার করিবে। কিন্তু যখন সে দেখিল, এই শকার নিজেই তাহাকে সাধা সাধনা করিতে যাইতেছে—তখন সে নিশ্চয়ই তাহার কাছে অপমানিত হইবে। যখন এই বসন্তসেনা ঘটনাচক্রচালিত হইয়া উদ্যান মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সম্পূর্ণ রূপে সে এই শকারের করগত। কোনরূপে অপমানিত হইলেই সে বসন্তসেনার সমূহ লাঞ্ছনা উপস্থিত করিবে।

এ দিকে শকারও সেই সময় মনে মনে ভাবিতেছিল, যে বসন্তসেনা এত দিন আমায় দেখিয়া কেবল ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া আসিয়াছে, সে আজ সহসা আমারই গাড়ীতে, আমারই উদ্যানমধ্যে আসিল কেন? হয়ত সে চারুদত্তের ঘোর দারিদ্র্য অবস্থা দেখিয়া তাহার উপর এখন বীতরাগ হইয়াছে—এই জন্যই আমার কাছে উপযাচিকা হইয়া সে আসিয়াছে; আর বিটকে দেখিয়া লজ্জায় মনোভাব প্রকাশ করিতেছে না। যাই হক, ভগবান্ মহাকাল যখন ইহাকে আমার ক্ষমতার মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন তখন একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। চতুরা রমণীর—চতুরতা ভেদ করা এই মূর্খ বিটের কাজ নয়। বিটটা অতি অপদার্থ"

মনে মনে এইরূপ একটা আলোচনা করিয়া, মূর্খ শকার অতিমাত্রায় গর্ব্বস্ফীত হইয়া বলিল—"তুমি এইখানে থাক বিট! আমি একবার বসন্তসেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি। তোমার সহিত সে ভাল করিয়া কথাটী পর্য্যন্ত কহে নাই—কিন্তু আমি যখন তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া এইখানে আনিব—তখন দেখিবে, আমার শক্তি কতদূর। পাকা জহুরী না হইলে, জহর চিনিতে পারে?" শকার আর কিছু না বলিয়া উদ্যানের অপর দিকে স্থিত, বসন্তসেনার শকটের দিকে চলিয়া গেল।

বিট মনে মনে শকারের কথাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। প্রস্তর

মূর্ত্তির মত স্থিরভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মনোমধ্যে এই বসন্তসেনা সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিয়া সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, "এই মূর্খ শকার যদি বসন্তসেনার উপর কোনরূপ অত্যাচার করে, তাহা হইলে জীবন দিয়া তাহাকে রক্ষা করিব। আর আজ হইতে এই মূর্খাধমের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিব।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

৮ট্ প্রস্থান করিলে বসন্তসেনা, মনে মনে তাহার বিপদের কথাই আলোচনা করিতে লাগিল যখন সে দেখিল, বিট ও শকার অদূরে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে, তখন বুঝিল, সেকথা তাহারই সম্বন্ধে।

বিট্ তাহাকে প্রকারান্তরে অভয় দিয়া গিয়াছিল। এই অভয় টুকুই এই ক্ষেত্রে তাহার সাহস। শকট হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিবার কোন উপায়ই তাহার নাই, কেন না স্থাবরক সেই শকটের অতি নিকটেই দাঁড়াইয়া। আর শকারও যে খুব বেশী দূরে তাহাও নয়। পলাইতে গেলেই—সে এই উদ্যান-সীমার মধ্যেই ধরা পড়িবে। তাহার নিকট একখানি ছুরিকা পর্য্যন্ত নাই, যে তাহা সে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে পারে।

আগন্তুক অনিষ্ট চিন্তায় বসন্তসেনা মুহ্যমানা হইয়া পড়িল। তাহার মুখ শুষ্ক, তৃষ্ণায় কণ্ঠ ফাটিতেছে—ভাষা জড়িত, হৃদয় ত্রাসে দুরু দুরু কম্পিত। সে মনে মনে সর্ব্ববিপদত্রাতা মহাকালকে স্মরণ করিতে লাগিল।

তার পর যখন সে দেখিল, যে শকার প্রফুল্ল মুখে সেই শকটের দিকে

অগ্রসর হইতেছে, তখন সে আরও ভয় পাইল। কারণ এই নৃশংস ও হৃদয়হীন পাষণ্ডের নানারূপ দুষ্ক্রিয়ার কথা সে চির দিনই শুনিয়া আসিতেছে।

মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তার পর বসন্তসেনা মনকে দৃঢ় করিল। সে ভাবিল, সাহস হারাইলেই তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং সে কম্পিত হৃদয়ে শকারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শকার, শকটসমীপে পৌঁছিয়া অতি শিষ্ট ভাবে, বসন্তসেনাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"বসন্তসেনা! আজ আমি বড়ই ভাগ্যবান!"

বসন্তসেনা বলিল—"যেটা তোমার সৌভাগ্য, সেটা আমি বড়ই দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।"

শকার। কেন? একথা বলিতেছ কেন? যখন দয়া করিয়া এ দাসানুদাসের উদ্যানে স্বেচ্ছায় পদার্পণ করিয়াছ—

শকারের কথায় বাধা দিয়া বসন্তসেনা বলিল—"স্বেচ্ছায় নহে—অতি অনিচ্ছায় আমি এখানে আসিয়াছি। কতকগুলি অসম্ভব ঘটনা-চক্র আর একটা মহাভ্রম আমায় আজ তোমার সম্মুখীন করিয়াছে।"

শকার বলিল—"যাহাই হউক, তোমার এই ভ্রমের ফলেই আমি আনন্দ বোধ করিতেছি। তুমি দয়া করিয়া শকট হইতে নামিয়া এস!"

বসন্তসেনা একবার শকারের মুখের দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল মাত্র। কিন্তু সে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিবার কোন চেষ্টাই করিল না।

শকার ইহাতে একটুও রুষ্ট হইল না। কারণ তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, বসন্তসেনা তাহার সহিত এখনও চতুরতা করিতেছে। সে ভাবিল—"সামান্য রমণীকে বশ করিতে যখন সাধ্য সাধনা করিতে হয়, তখন বসন্তসেনার মত ধনবতী ও অসামান্য রূপশালিনী রমণীর অনুগ্রহ

লাভ করিতে হইলে—আরও একটু বেশী রকমের তোষামোদ করিতে হইবে।"

সে শকটের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—"বসন্তসেনা! আর কেন আমাকে কষ্ট দাও?"

বসন্তসেনা। আমি কষ্ট দিতেছি না, তুমি ইচ্ছা করিয়া কষ্ট পাইতেছ—আর আমাকেও সেই সঙ্গে কষ্ট দিতেছ। তোমার এই শকটে আমায় বাড়ী পৌঁছাইয়া দাও। আমি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিব এবং তোমার কৃত এই উপকারের জন্য তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

শকার। কেন বসন্তসেনা তুমি অত নিষ্ঠুরতা করিতেছ?

বসন্তসেনা। কোন্ দিন বা আমি তোমার উপর করুণা করিয়াছি?

শকার। বসন্তসেনা আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দিব।

বসন্তসেনা। স্বর্ণমুদ্রা আমার গৃহেও প্রচুর আছে।

শকার। তবে কি চাও তুমি?

বসন্তসেনা। আমি চাই তোমার ঐ সংকীর্ণ হৃদয়ে একটু উদারতার বিকাশ দেখিতে।

শকার। আমি কি তোমার সহিত অনুদারের ব্যবহার করিতেছি? তোমার চরণে এই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি—তোমায় প্রচুর অর্থ দিতে চাহিতেছি। তার পর সেবা, পরিচর্য্যা, যত্ন, আদর এবং আত্মসমর্পণের কথা তাহাতেও আমি প্রতিশ্রুত।

বসন্তসেনা। আমি তোমার অত অনুগ্রহ চাই না। একটী অনুগ্রহে আমি তৃপ্তিলাভ করিব।

শকার। সে অনুগ্রহ কি?

বসন্ত। আমায় এখান হইতে বিনা বাধায় চলিয়া যাইতে দাও

শকার। না—তাহা হইতেই পারে না। সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমি তৃষ্ণায় মরিতে পারিব না। আজ যে সুযোগ আমার ভাগ্যগুণে উপস্থিত হইয়াছে, সে সুযোগ হয়ত আমি এ জীবনে আর কখনও পাইব না। আমার এই উদ্যানবাটীর সজ্জিত কক্ষগুলি তোমার রাতুল চরণ-স্পর্শে ধন্য হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমার এই তৃষিত শ্রবণ তোমার মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র। আমার এ প্রেমতৃষাপীড়িত আকুল হৃদয়, তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক। আমার এ সাধের আশা, এত দিনের বাসনা বিফল করিও না।

বসন্তসেনা দেখিল—এই পাষণ্ড হৃদয়হীনকে তাহার ইপ্সিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা বড়ই কঠিন কাজ। যাহার মনে ক্রূর বুদ্ধির আধিপত্য, তাহাকে হিত কথা বলা বিফল প্রয়াস।

বসন্তসেনাকে মৌনবাক্ দেখিয়া শকার বড়ই অধীর হইয়া পড়িতেছিল। খুব চেষ্টা করিয়া একটা বাঁধন দিয়া তাহারা পরুষ স্বভাবকে শক্তির অধীন করিয়া, সে এতক্ষণ ধীর ভাবে যাহা বলিতেছিল, বসন্তসেনার নির্ব্বন্ধতা ও বিরাগ ফলে তাহা যেন শিথিল হইয়া গেল।

সে অসহিষ্ণুচিত্তে বলিল—"বসন্তসেনা! এতক্ষণ ধরিয়া এত দীন ভাবে, হীনতাকে আশ্রয় করিয়া তোমার উপাসনা করিলাম, কিন্তু তুমি কিছুতেই আমার প্রতি সদয় হইলে না। আমি আবার তোমায় সনির্ব্বন্ধে বলিতেছি—এখন ও শকট হইতে নামিয়া আইস।

বসন্তসেনা পরুষস্বরে বলিল—"যদি আমি না যাই?"

শকার বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বলিল,—"শিষ্টতার যাহা করিতে পারিলাম না, অশিষ্টতার সহায়তায় তাহা সম্পন্ন করিব। আমি বল পূর্ব্বক তোমায় ঐ শকট হইতে নামিতে বাধ্য করিব। এ উদ্যান আমার। এখানকার ভৃত্যবর্গ আমার। রাজার শ্যালক আমি। আমার ক্ষমতা অসীম।

আমি ইচ্ছা করিলে না করিতে পারি কি? তবে আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই, সাধ্যমতে তোমার সহিত কোন পরুষব্যবহার করিব না। এস শীঘ্র নামিয়া আইস!

বসন্তসেনা শকারের এই রূঢ় অনুরোধেও শকট ত্যাগ করিল না দেখিয়া, নির্ব্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন, শীলতাবর্জ্জিত শকার আরও ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"বসন্তসেনা! এখনও ভদ্রতার সহিত বলিতেছি, শীঘ্র নামিয়া এস?"

বসন্তসেনা বলিল—"বর্ব্বর! সাধ্য কি তোমার, যে তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পার? বলপূর্ব্বক আমাকে এ শকট হইতে নামাইতে পার?"

এই কথা শুনিয়া শকার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার মোহক শিষ্টতার ও কৃত্রিম অনুনয় ও বিনয়ের সকল আবরণ খসিয়া গেল।

সে শকটের নিকটস্থ হইয়া দ্রুতবেগে বসন্তসেনার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইবার চেষ্টা করিল আর ক্রুদ্ধা বসন্তসেনা তাহাকে এত জোরে পদাঘাত করিল, যে সে সেই পদাঘাতের বেগ সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া সে বলিল—"ভাল! এ অপমানের—এ পদাঘাতের শোধ এখনই লইব! জীবন্ত ব্যাঘ্রকে তুমি যখন ঘাঁটাইয়াছ, তখন এখনই তাহার ফলভোগ করিবে!"

এই কথা বলিয়া শকার দ্রুতপদে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিটের নিকটস্থ হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপারটা যে কি হইল, তাহা বুঝিতে বিটের পক্ষে কোন কষ্টই হইল না। সে মনে মনে খুবই খুসী হইল। কিন্তু শকারকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সে গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। বিট ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? তুমি মাটীতে পড়িয়া গেলে কেন?"

বসন্তসেনা তাহাকে পদাঘাতে মাটীতে ফেলিয়াছে এ কথা স্বমুখে স্বীকার করিতে শকারের বড়ই লজ্জা বোধ হইল। সে নির্ব্বাক্ অবস্থায় মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের মত গর্জ্জাইতে লাগিল।

বিট সহানুভূতির স্বরে বলিল—"ব্যাপার কি? তুমি অমন করিতেছ কেন?"

শকার। বসন্তসেনা আমায় অতি অভদ্রের মত অপমান করিয়াছে।

বিট। তাহাতো তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি। তা যেখানে প্রেমের অভিনয়—সেখানে ছুটো সাধাসাধি, মিষ্ট কথা, রুষ্ট কথা না হইলে ত প্রেমিক প্রেমিকার মিলন হয় না। ওসব কথা ছাড়িয়া দাও!

শকার। বটে! সে আমায় পদাঘাত—

শকার হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া, বড়ই অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না—না—অতি অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়াছে আর

তুমি কিনা বলিতেছ ওকথা ছাড়িয়া দাও! তুমি আমার এমনি হিত-কাঙ্ক্ষী বন্ধুই বটে!”

বিট বলিল—“আমি ত পূর্ব্বেই তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। বসন্তসেনা একটা ভ্রমের ফলে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে—স্বেচ্ছায় আসে নাই। উহার নিকট যাওয়াই তোমার ভুল হইয়াছে।”

শকার রুষ্টস্বরে বলিল—“তা ত তুমি বলিবেই। যে শকার কখনও কাহারও নিকট তোষামোদের কথা ভিন্ন, মিষ্ট কথা ভিন্ন রুষ্ট বাক্য শোনে নাই, সে আজ কিনা একটা সামান্য গণিকার হাতে অপমানিত হইল।”

বিট গম্ভীর ভাবে বলিল—“ঐখানেই ত তুমি ভুল বুঝিয়াছ! যার আটমহল বাড়ী, অসংখ্য দাসদাসী, অতুল ঐশ্বর্য্য—এই উজ্জয়িনীর অনেক সম্ভ্রান্ত লোক যথেষ্ট সাধ্যসাধনা ও অর্থদানের প্রতিশ্রুত করিয়া যাহার মন ফিরাইতে পারে নাই—তাহাকে সামান্য গণিকা বিবেচনা করাই তোমার মহাভ্রম!”

শকার বলিল—“গণিকার আবার ছোটবড় কি? তাহারা অর্থ লোভে আত্মবিক্রয় করে?

বিট। কিন্তু সখা! বসন্তসেনা কি তাহাই করিয়াছে!

শকার কিয়ৎক্ষণ বসিয়া অনেক কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া বলিল—“তা ছোটই হউক আর বড়ই হউক—যখন আমার উদ্যানমধ্যে স্বেচ্ছায় আসিয়া আমাকে এ ভাবে অপমান করিয়াছে, তখন আমি উহাকে অল্পে ছাড়িব না।”

বিট। কি করিতে চাও তুমি?

শকার। আমি উহাকে হত্যা করিব! আর সেইজন্য তোমার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতেছি।

বিট শকারের কথা শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—"উন্মাদের মত কি বলিতেছ তুমি? বসন্তসেনাকে হত্যা করিলে কি নিস্তার আছে? সমগ্র উজ্জয়িনীময় একটা মহা হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে। তুমি জান, বসন্তসেনা দরিদ্র উজ্জয়িনীবাসীকে নিত্য অন্নদান করে! সমগ্র নগরী যে তাহার দিকে?

শকার। হউক, তাহাতে আমি ভয় করি না। আমি রাজশ্যালক। একটা ত বাজে কথা, সাতসাতটা খুন করিলেও আমায় কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না। যে আমার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবে, তাহার মুণ্ডপাত করিব। যাক্, বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে। বসন্তসেনার এই অপমান আমার বুকে শেলের আঘাতের অপেক্ষাও ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। তুমি আমার একটু সাহায্য কর।

বিট। কি ভাবে সাহায্য পাইতে চাও, তুমি তাহা আমায় খুলিয়া বল।

শকার। তুমই বসন্তসেনাকে হত্যা কর!

বিট। সেত আমার কাছে কোন অপরাধই করে নাই। ক্রোধ না হইলে ত হত্যাকাণ্ড হয় না. তাহার উপর আমার ক্রোধই নাই। যাহার অপরাধ নাই—তাহাকে বিনা দোষে হত্যা করিব কিরূপে?

শকার। আমার অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। দেখ! এই উদ্যানবাটী অতি নির্জ্জন। কেহই এখানে নাই। কেহই এ হত্যাকাণ্ডের কথা জানিতে পারিবে না। জানিবার মধ্যে—কেবল তুমি, আমি ও স্থাবরক। স্থাবরককেও তুমি যদি বিদায় করিয়া দিতে বল, আমি তাহাতেও প্রস্তুত। আমি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তোমায় প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দান করিব। চিরদিনই তোমায় বন্ধু বলিয়া

করিয়া আসিতেছি, ভাল মন্দ সকল কাজে তোমার সহায়তা পাইয়াছি—আজ তুমি আমার সহায়তা কর।

বিট রুষ্টস্বরে বলিল—"না—না, তাহা হইতেই পারে না। বিনা কারণে নারীহত্যা! আমার সাধ্যায়ত্ত এ কাজ নয়। যদি এ কাজ না করার জন্য জন্মের মতন তোমার বিরাগভাজন হইতে হয়, তোমার সাহচর্য্য ত্যাগ করিতে হয়, আরও কোন নূতনতর বিপদে পড়িতে হয়, তাহাতেও আমি স্বীকৃত। তবু সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমি বসন্তসেনার কেশমাত্র স্পর্শ করিব না।"

শকার একটু স্থির ভাব অবলম্বন করিল। সে মনে মনে কি ভাবিয়া মিষ্টস্বরে বলিল—"কেন অবাধ্য হইতেছ বিট! তোমার কত উপরোধ আমি রাখিয়াছি, আর তুমি আমার ঐ সামান্য অনুরোধটী রাখিতে পার না? গলাটী জোর করিয়া টিপিয়া ধরিলেই ঐ বসন্তসেনা মরিবে! তারপর তাহাকে মাটীর নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিলে কাহারও সাধ্য নাই, যে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার ধরিতে পারে।"

শকার ইহার পর আরও নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বিটকে এই ভয়ানক কার্য্যে ব্রতী করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বিট সম্পূর্ণরূপে এ ঘৃণিত নৃশংস কার্য্য না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শকার বলিল—"যদি তুমি আমার কথা না শুন—তাহা হইলে এই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার সহিত আমার সকল সম্পর্ক লোপ হইল।"

বিট বিদ্রুপসূচক মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"ভাল—তাহাই হউক! আমি ইহাতে তিলমাত্র দুঃখিত নহি।"

শকার ক্রুদ্ধ ভাবে বলিল—"তাহা হইলে এখন এ উদ্যান-বাটী ত্যাগ

বিট। না তাহাও করিব না।

শকার। কেন?

বিট। বসন্তসেনার প্রতি যদি তুমি কোনও অত্যাচার কর, তাহা হইলে আমি তাহাতে সম্পূর্নরূপে বাধা দিব।

শকার। বটে! আচ্ছা আগে আমি বসন্তসেনার যাহা একটা হেস্তনেস্ত করি, তাহার পর তোমাকে বুঝিয়া লইতে আমার বেশী দেরী হইবে না।

বিট বলিল—"ভাল তাহাই কর ও।" এই বলিয়া সে ঘৃণার সহিত সেইস্থান ত্যাগ করিয়া এমন এক স্থানে গিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিল,—সেখান হইতে সে শকারের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতে পারে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিটকে কোনরকমে আয়ত্ত না করিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ মূর্খ শকার উদ্যানের অপরদিকে চলিয়া আসিয়া স্থির ভাবে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। পদাঘাতের এই অপমানটা তাহার মজ্জায় মজ্জায় শোণিতে শোণিতে, অনলকণা বর্ষণ করিতেছে।

বিটকে এই হত্যাকাণ্ডে ব্রতী করিতে না পারিয়া শকার আরও বেশী মরিয়া হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—"অরে হতভাগা বিট! এতকাল যে আমি তোকে অন্ন দিয়া পোষণ করিলাম, বন্ধু ভাবে এত আদর যত্ন করিলাম—এই কি তার কৃতজ্ঞতা! তুই কিনা অম্লান বদনে বলিলি—যে তুই বসন্তসেনা'র সহায়তা করিবি?"

পদাঘাতের কথাটা বিট শুনিয়া ফেলিয়াছে। সে তাহাকে বসন্তসেনার শকটের নিকট ভূপতিত অবস্থায় দেখিয়াছে। এ বিটকে তাড়াইয়া দিলে বা তাহার সহিত বিবাদ করিলে, সে এই উজ্জয়িনী সহরের চারিদিকে, এই কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিবে। চারিদিকে তাহার কলঙ্ককথা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তাহার রাজ-শ্যালকত্বের গর্ব্ব চিরদিনের জন্য উড়িয়া পড়িবে, এই সব কথায় শকার আরও উন্মাদের মত হইয়া

উঠিল। সেই মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানবিহীন, বিবেক-শক্তিবিহীন। তখন অজ্ঞের মত তাহার সকল বুদ্ধিই লোপ পাইয়া গেল।

শকারের মাথায় খুন চাপিয়া উঠিল। সে বসন্তসেনাকে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। কিন্তু নিজের হাতে এ কাজ করিতে সে বড়ই ভয় পাইতে লাগিল।

বিটের কথাবার্ত্তায় সে বুঝিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। সে ভাবিল, এই স্থাবরককে দিয়াই এ কাজ করাইতে হইবে।

সে হস্তেঙ্গিতে স্থাবরককে ডাকিল। স্থাবরক নিকটে আসিলে শকার বলিল—"স্থাবরক! তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে। আমার নিকট চাকুরী করিয়া তুমি বৃদ্ধ হইয়া গেলে। চিরদিনই তোমায় আমি অন্ন বস্ত্র দিয়া পোষণ করিয়াছি। আমার আজ বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত, এ জন্য আমি তোমার সাহায্য চাহিতেছি।"

যে শকার তাহাকে কটূক্তি না করিয়া কথা কহে নাই, যাহার মুখে সে কখনও মিষ্ট কথা শুনে নাই, যাহার নিকট সে সহস্র বার, কোন না কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে গিয়া লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ব্যতীত অন্য কোন অনুগ্রহই লাভ করে নাই, আজ তাহার সেই হৃদয়হীন, করুণাহীন মনিব শকার তাহাকে এত অনুরোধ উপরোধ করিতেছে, এত মিষ্ট ভাষায় তাহার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া স্থাবরক যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

স্থাবরক কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অতি নির্ব্বোধের মত তাহার প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"প্রভু আমাকে কি বলিতেছেন? আমি যে আপনার মনের কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

শকার। কথাটা খুব সোজা। তুই বুঝিবার চেষ্টা করিলেই সব

একটু মাথা ঘামাইলেই, বুঝিতে পারিবি। আমার মত বুদ্ধিমানের ভৃত্য যাহারা, তাহাদের কোন কথা বুঝিতে বেশী দেরী হয় না।"

স্থাবরক এত মিষ্ট কথাতেও বুঝিতে পারিল না দেখিয়া শকার বলিল—"আমি তোর অবস্থার উন্নতি করিয়া দিব। তোকে আমার সমস্ত ভৃত্যের সর্দ্দার করিয়া দিব। তোকে আজ একটা খুব সামান্য কাজ করিতে হইবে।"

স্থাবরক শকারের এইরূপ ভণিতার ব্যাপার দেখিয়া, বড়ই প্রমাদ গণিল। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া সে বলিল—"কাজটা যদি পাপের কাজ না হয়, তাহা হইলে আমি তাহা করিতে প্রস্তুত।"

শকার। কাজের আবার পাপইবা কি? আর পুণ্যইবা কি? শাস্ত্রে ত আছে 'ভগবান্ আমাদের যা করান, যা কহিতে বলেন তাহাই আমরা করি।

স্থাবরক। সেটা পণ্ডিত সাধুদের পক্ষে। যাঁহারা দিনরাত ভগবান্ লইয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষে। আমাদের মত মহাপাপীদের পক্ষে সে কথা খাটে না।

শকার। ও সব চালাকীর কথা রাখ্। আমি তোকে যা করিতে বলিব, তা করিবি কি না বল্?

স্থাবরক। আপনি আমার মনিব—অন্নদাতা। ধরিতে গেলে আমার দেহের উপর আপনার খুব আধিপত্য। কিন্তু আমার মনের উপর বোধ হয় কোন আধিপত্যই আপনার নাই।

অনর্থক সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া শকার এবার বাঁকা পথ ত্যাগ করিয়া সোজাপথে আসিয়া বলিল—"যে বসন্তসেনাকে আজ তুই আমার উদ্যানমধ্যে আনিয়াছিস্, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।"

স্থাবরক বয়োবৃদ্ধ। তাহার মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে। সে এক

শয়তান মনিবের নিকট এতদিন চাকুরি করিয়াছে, কিন্তু কখনও শয়তান হয় নাই।

সুতরাং সে বলিল—"কেন? বসন্তসেনার অপরাধ কি? কেন আপনি তাহাকে হত্যা করিবেন?"

শকার। সে আমাকে ভয়ানক অপমান করিয়াছে।

স্থাবরক। কিন্তু আপনি তাহাকে আগে অপমান করিয়াছিলেন—শীলতা নষ্ট করিতে গিয়াছিলেন।

শকার। আমি যাই করি না কেন? তুই তাহাতে কথা কহিবার কে? তোকে যা বলিতেছি, তা তুই করিবি কিনা বল!

স্থাবরক। সে কথাত আপনাকে অনেক আগেই বলিয়াছি প্রভু! যে বসন্তসেনাকে আমি আজ উদ্যানমধ্যে আনিয়াছি, তাহাকে হত্যা করা আমার সামর্থ্য নয়। আপনারা বড়লোক! আপনাদের কোন ভয় নাই। সমস্ত দোষই আমার ঘাড়ে পড়িবে। যে নিরীহ, যে আমার কখনও কোন অনিষ্ট করে নাই, যে সমগ্র উজ্জয়িনীতে পূজ্য, যে দানে ধর্ম্মে ক্রিয়াকর্ম্মে রমণীকুলের আদর্শ, পতিতা হইয়াও যে পবিত্রতার আদর্শ, সে আমার কাছে এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যে আমি তাহাকে হত্যা করিব। আপনি আমার প্রভু—যদি সে বিনা কারণে সত্য সত্যই আপনাকে অপমান করিয়া থাকে, আপনি আমায় অনুমতি করুন, আমি তাহাকে যথেষ্ট অপমানিতা করিয়া, এই উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিই।

স্থাবরকের কথাগুলি অতি স্পষ্ট, সরল সত্য হইলেও, সেই শয়তান শকার তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বসন্তসেনার পদাঘাতটা তাহার বড়ই প্রাণে লাগিয়াছিল। সুতরাং সে এবার নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া বলিল—"আমি তোকে যাহা বলিতেছি তাহা করিতেই হইবে।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

স্থাবরক দৃঢ়স্বরে বলিল—"কখনই তাহা করিব না। আপনি যদি আমায় এ জন্য হত্যা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও না।"

শকার স্থাবরকের এই কথায় ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া, স্থাবরককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড কশাঘাতে সেই বৃদ্ধ স্থাবরকের শরীর জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। অন্য উপায় না দেখিয়া স্থাবরক প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

স্থাবরককে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিবার চেষ্টার ফলে শকার খুবই ক্লান্ত হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বিশ্রামের পর, সে ভাবিল—"এখন করা যায় কি? এই বিট্ ও স্থাবরক দুইজনই আমার বেতনভোগী ভৃত্য। তাহাদের কেহইত এই কাজ করিতে স্বীকৃত হইল না। এখন উপায় কি?"

শকারের মনে এই সময়ে বসন্তসেনার পদাঘাতের কথা জাগিয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধচিত্তে কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অবস্থায় বসন্তসেনার অধিকৃত শকটের নিকট উপস্থিত হইয়া কঠোর কণ্ঠে ডাকিল—"বসন্তসেনা?"

শকারের চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত। মুখমণ্ডল পৈশাচিক ভাবে সমাচ্ছন্ন। ক্রোধে তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়াছে। মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে।

শকার আবার ভীম-ভৈরব গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল—"বসন্তসেনা! যদি ভাল চাওত এখনই শকট হইতে নামিয়া এস।"

বসন্তসেনা শকারের সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল। সে কি যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। স্বভাবতঃ চতুরা, প্রত্যুৎপন্ন-মতি। সে দূর হইতে সবই লক্ষ্য করিতেছিল। বিট্ একটু আগে উদ্যান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, স্থাবরকও নির্দ্দয় ভাবে প্রহারিত

হইয়া উদ্যান হইতে পলায়ন করিয়াছে, ইহা সে দেখিয়াছে। সুতরাং সে এই বিপদ্ সময়ে উপস্থিত বুদ্ধি হারাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

পরক্ষণেই সে মনে ভাবিল, এ ক্ষেত্রে পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই। কিন্তু সে পলায়নের পথই বা কই? শকট হইতে নামিলেই দুর্দ্দণ্ড শকার তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। তার চেয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই শকটে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য।

বসন্তসেনা মনে মনে স্থির সংকল্প করিল—"এই শকট হইতে কোনক্রমেই নামিব না। দেখি ভগবান্ মহাকাল, এ অধীনার কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করেন কি না?"

শকার যখন দেখিল উপরোধ অনুরোধ ভয় প্রদর্শনে কোন ফলই হইল না, তখন সে মর্ম্মাহত ভাবে শকটের সন্নিকটস্থ হইয়া বলিল—"এখনও নামিয়া এস। এই আমার শেষ অনুরোধ।"

বসন্তসেনা তবুও শকট হইতে নামিল না দেখিয়া, শকার সবলে কেশাকর্ষণ করিয়া বসন্তসেনাকে শকট হইতে নামাইল। বসন্তসেনা ব্যাধভয়ভীতা হরিণীর ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

শকার বলিল—"মানে মানে নামিয়া আসিলেই ত সকল দিক্ রক্ষা হইত। তোমারও এ লাঞ্ছনা ঘটিত না, আর আমাকেও এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না। যাক্, অতীতের কথা ভুলিয়া যাও। এখন ভালমানুষের মত আমার উদ্যান-গৃহে চল। তুমি অর্থ চাও, তাহা প্রচুর পরিমাণে দিব। আমার মত সুরূপ সুগুণান্বিত পুরুষের ভালবাসা চাও, তাহাও আমি তোমাকে দিব। আমার অন্যান্য বিলাসিনীদের পরিত্যাগ করিয়া দিন রাত তোমারই সেবায় আমি নিযুক্ত থাকিব। তুমি যেরূপ ভালবাসা চাও, আমি তোমায় তাহাই দিতে প্রস্তুত। আমি যদি তোমাকে

একবারে এতগুলি দান করিতে স্বীকৃত হই, তাহা হইলে কি আমার এই সামান্য কথাটি তুমি শুনিবে না?"

বসন্তসেনার কর্ণে শকারের এ সমস্ত প্রলাপ কথা কতক প্রবেশ করিল, আর কতক বা ব্যর্থ বাণীর মত বায়ুস্তরে বিলীন হইল। নিশ্চল নিষ্পন্দ স্বর্ণপ্রতিমার মত বসন্তসেনা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

শকার মনে মনে ভাবিল, হয়ত বসন্তসেনা তাহার প্রস্তাবটী মনে মনে ভাবিতেছে। এখনি সম্মতি দান করিয়া তাহার পশ্চাদ্গামিনী হইবে। কিন্তু যখন সে দেখিল, বসন্তসেনা সমভাবেই নিরুত্তর, তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"দশঘণ্টা ধরিয়া তুমি যদি এই সোজা কথাটা ভাবিতে চাও তাহা হইলে এই ভাবে ত সমস্ত দিনমানটাই কাটিয়া যাইবে। সত্যই আর আমি তোমার এ উপেক্ষা সহিতে পারিতেছি না। তোমার অদৃষ্টে আরও লাঞ্ছনা আছে দেখিতেছি।"

বসন্তসেনা বলিল—"তুমি ভিতরে যাই হও, বাহিরাকারে মানুষ। আমার উপর এ পর্য্যন্ত তুমি অনেক অত্যাচার করিয়াছ। ইচ্ছা করিলে তোমার সমস্ত অত্যাচারের কথা, আমি তোমার ভগ্নীপতি রাজা পালককে জানাইতে পারি।"

বসন্তসেনার এইরূপ ভয়প্রদর্শনে নির্ব্বোধ শকার হো হো শব্দে বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"আজ ত তুমি আমার কথায় সম্মত হও। কাল না হয় রাজদ্বারে গিয়া আমার নামে অভিযোগ করিও। তুমি বারবিলাসিনী। সাধারণের ভোগ্যা কামিনী। তবে সাধারণ শ্রেণীর বিলাসিনী আর তোমাতে প্রভেদ এই যে, তুমি প্রচুর ধনশালিনী। এটা স্থির জানিও বসন্তসেনা! আমার ভগ্নী যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি যদি সহস্র অত্যাচারও করি, রাজা আমার বিরুদ্ধে একটাও কথা কহিতে পারিবেন না। ওসব ছেলেমানুষী ছাড়িয়া দাও। আমার সঙ্গে এস।"

এই কথা বলিয়া মূর্খ শকার সবলে বসন্তসেনার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে অতি নিষ্ঠুর আকর্ষণ করিল। বসন্তসেনা কোনরূপে সে টানটা সামলাইয়া লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"যখন তুমি মানব-কুলে জন্মিয়াছ, মানুষ বলিয়া পরিচয় দাও, ভদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া দর্প করিতেছ, রাজার শ্যালক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছ। তখন দোহাই তোমার মনুষ্যত্বের, দোহাই তোমার তথাকথিত আভিজাত্যের, দোহাই তোমার ভগ্নীপতি সেই উজ্জয়িনীপতি পালকের, আর আমাকে নিগৃহীত করিও না। আমি শক্তিহীনা অবলা। তোমার মত নরপশুর পীড়ন সহিতে একেবারেই অসমর্থ। জানিও মাধবীলতা, সহকার ভিন্ন অন্য কোনও তরুতে আশ্রয় গ্রহণ করে না।"

পাষাণের প্রাণ আছে, পশুর হৃদয়েও দয়া আছে, নিষ্ঠুর ব্যাধের হৃদয়েও কখনও কখনও মমতাভাবের সঞ্চার হয়, কিন্তু এই নরকুলাধম শকারের হৃদয়ে তাহার কিছুই ছিল না। নিরীহ, নিরাশ্রয়, দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে পারিলে সে যেন যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিত। যে কাজ করিতে গিয়া সে বাধা পাইত, সেই কাজটা করিবার জন্য তাহার আগ্রহ খুবই বাড়িয়া যাইত।

সুতরাং সে বসন্তসেনার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া আবার তাহার হস্তধারণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাকে সবলে টানিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু তাহার অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন, যে তখনকার মত তাহাকে এ নিগ্রহটা সহ্য করিতে হইল না। কেননা কোথা হইতে বিট্ সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

বিট্‌কে দেখিয়া শকার যেন হতভম্বের মত হইয়া পড়িল। তৎপরে শান্তভাবে বলিল—"একি সখা! তুমি এখনও বাড়ীতে চাও নাই?"

বস্তুতঃ পক্ষে বিট্ স্থাবরককে উদ্ধার করার পর হইতে বসন্তসেনার নিরাপদতা সম্বন্ধে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রোধবশে শকারের

সহিত বিবাদ করিয়া সে সেই স্থান ত্যাগ করিলেও, একেবারে উদ্যান-ভূমি ত্যাগ করে নাই। অদূরে এক ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া শকারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল।

বিট্ শকারের বেতনভোগী পারিষদ। তাহার সহিত বিবাদ করিয়া এই সাধের চাকরিটী ছাড়িয়া দেওয়া তাহার মনের ইচ্ছা হইলেও, সে ভাবিল—এই নিগৃহীতা অবলাকে রক্ষা করাও তাহার একটা প্রধান কর্ত্তব্য। সে শকারের মত নিরেট পশু নয়। এই জন্যই ব্যাপারটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য অলক্ষ্যভাবে আত্মগোপন করিয়াছিল।

সে ভাবিয়াছিল, হয়ত পুনরায় শকারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে তাহার সহিত কথা কহিবে না, বরং বাগান হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া শকার যখন প্রসন্নমুখে তাহাকে সম্ভাষণ করিল, আর, ক্রোধের চিহ্ন না দেখাইয়া মার্জ্জনার ভাব দেখাইল, তখন সে একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার মন চায় না। চিরদিন এই উদ্যান হইতে আমরা একত্রে বাড়ী ফিরিয়াছি—আজ একাকী ফিরিতে কষ্ট হইতেছিল বলিয়া আবার তোমার সন্ধানে আসিলাম।"

শকারকে ছলনাময় আত্মীয়তার সম্বোধনে প্রলুব্ধ করিয়া বসন্তসেনাকে নিরাপদে রাখাই বিটের মনের প্রকৃত কথা। এই বর্ব্বর শকারের সহিত বাগ্ বিতণ্ডা করায় তাহার সে উদ্দেশ্য বিফল হইবে এই ভাবিয়া সে শান্তভাবেই আলাপ আরম্ভ করিল।

এদিকে মূর্খ শকার মনে মনে ভাবিল—"আমার হাতে যার পেটের বন্দোবস্ত, সে আমায় ছাড়িয়া যাইবে কোথা? এই উজ্জয়িনীর মধ্যে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যে অন্ন দিয়া তাহার মত একটা অপদার্থ জীবকে

পোষণ করিতে পারিবে।" এইরূপ চিন্তা শকারের বুকটা দশহাত হইয়া উঠিল।

তারপর সে ভাবিল—"আমি বলপ্রয়োগে কাজটা অনেক দূর অগ্রসর করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু এই শয়তান বিট্ সহসা উপস্থিত হওয়ায় আমার আশা-সিদ্ধির পথটা দূরে সরিয়া গেল।"

এ জন্য মনে মনে সে বিটের উপর ক্রুদ্ধ হইলেও, মুখে কিছু প্রকাশ করিল না। কেবলমাত্র বলিল—"ভাল!"

বিট্ বলিল—"তোমার ভাল হইলেই আমার আনন্দ। আর কতক্ষণ এখানে থাকিবে? বসন্তসেনাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও। বেলা বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে।"

শকার মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিট্‌কে একটু দূরে লইয়া গিয়া তাহার কাণে কাণে বলিল—"তুমি এ সময়ে এখানে আসিয়া ঠিক কাজ কর নাই সখা! বসন্তসেনা বাহিরে অবাধ্যতা দেখাইলেও অন্তরে অন্তরে আমার প্রতি অনুরাগিণী। কেবল তুমি এতক্ষণ এখানে উপস্থিত ছিলে বলিয়া, সে লজ্জায় পড়িয়া আমার কথায় সম্মত হয় নাই। তুমি চলিয়া যাইবার পরই, তাহার কঠোর বিরাগ অনুরাগে পরিণত হইতেছিল। আমি আজই তাহার প্রীতির জন্য দশ সহস্র মুদ্রা এখনই তাহাকে দান করিব। বারবিলাসিনীর স্বভাব ত তুমি জান না ভাই! অর্থ হইলে তাহাদের মনস্তুষ্টি হয়। আর আমি যদি সিদ্ধকাম হই, তাহা হইলেই তোমাকেও আমার সহায়তাকারী বন্ধুরূপে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিব।"

বিট্ শকারের লাখ-পাঁচিশী স্বভাবের কথা জানিত। সে একেবারে বসন্তসেনাকে দশ সহস্র মুদ্রা দিবে, তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তবুও সে শকারকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য বলিল "তোমার দানশীলতা

ও ক্ষমতার কথাত আমি জানি। ইচ্ছা হইলে সবই তুমি করিতে পার। তুমি যদি আমার নিকট এরূপ একটা প্রতিজ্ঞা কর, যে বসন্তসেনাকে নিপীড়িত করিবে না, তাহা হইলে আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে পারি।"

শকার বলিল "তুমি আমার সহিত এতদিন কাটাইলে, আর আমার স্বভাব জান না। এই সব প্রেমের ব্যাপারে প্রথমে একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে হয়। তারপর সবই সোজা হইয়া থাকে। বসন্তসেনার মত রূপশালিনী ধনবতী গণিকাকে আয়ত্ত করা কি সহজ কাজ?"

বিট্ কিন্তু এই শয়তানাধম শকারকে একান্তচিত্তে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে মনে মনে ভাবিল, "নিজে চলিয়া যাইবার ভাণ করিয়া পুনরায় ভগ্ন প্রাচীর-পথে এর অগোচরে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন লতা-বিতানের মধ্যে আত্মগোপন করিব। এই মূর্খ বসন্তসেনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা লক্ষ্য করিবার কোন অসুবিধাই আমার হইবে না। তার পর অবস্থা বুঝিয়া কাজ।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিট্ বলিল—"ভাল আমি চলিলাম সখা! তোমাকে প্রেমাভিনয়ব্যাপারে কোনরূপ বাধা দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু বার বার তোমায় নিষেধ করিয়া যাইতেছি বসন্তসেনার উপর কোনরূপ অত্যাচার করোনা।"

উভয়ের মধ্যে এই স্বল্পকালব্যাপী কথোপকথনের সমস্ত কথা বসন্তসেনার সম্পূর্ণরূপ কর্ণগোচর না হইলেও সে অনুমানে বুঝিল, যে তাহারই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছে। কিন্তু যখন সে দেখিল বিট্ উদ্যান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সদাশয় বিট্! আপনি কোথায় যান? আপনি এস্থান ত্যাগ করিলে আমার আর কোন উপায় নাই।"

বিট্ বলিল—"কোন ভয় নাই, তোমার বসন্তসেনা। আমি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া বিট্ সেইস্থান ত্যাগ করিল।

শকার যখন দেখিল, বিট্ উদ্যানের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন সে একটা মহাতৃপ্তির সহিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ বাঁচিলাম! এই রাসভাধম এই সময়ে উপস্থিত হইয়া বড়ই অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল। যাক্ ও চলিয়া গেল, বাঁচা গেল।"

পরমুহূর্ত্তেই সে ভাবিল—"ঐ নিমকহারামকে বিশ্বাস নাই। হয়ত অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া হতভাগা আমার কার্য্যকলাপ গোপনে লক্ষ্য করিতে পারে। এরূপ স্থলে বসন্তসেনার সহিত প্রথমতঃ একটু ভাল ভাবেই ব্যবহার করা যাক্।"

এইরূপ সংকল্প স্থির করিয়া, দুরাশয় শকার উদ্যানমধ্যে পুষ্পচয়নে নিযুক্ত হইল। কতকগুলি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বাছা বাছা ফুল সংগ্রহ করিয়া সে বসন্তসেনার নিকটে গিয়া সহাস্যমুখে মিষ্টস্বরে বলিল—"দেখ দেখি বসন্তসেনা! আমি তোমায় কত ভালবাসি! রাজার শ্যালক আমি। তাহা হইলেও আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া আমি স্বহস্তে তোমার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়াছি। আমার অঞ্জলিবদ্ধ এই সুবাসিত কুসুমরাশিকে এ অধীনের প্রেমাঞ্জলি বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ কর।"

বসন্তসেনা বলিল—"এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যে আপনার এই প্রসূনরাশির প্রত্যাশা করে, আপনার সাদর প্রেমাঞ্জলি লাভের জন্য তৃষিতচিত্ত, তাহাকে এই গুলি দিলে বোধ হয় এগুলির সদ্ব্যবহার হইত।"

বসন্তসেনার এ নীরস উত্তরে শকার তৃপ্তি লাভ করিল না। সে তাহার কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লইয়াছিল। কেবল বিটের প্রত্যাগমনাশঙ্কায় এই ভাবে ক্ষণকালের জন্য বসন্তসেনার তোষামোদ করিতেছিল।

এজন্য সে তাহার অঞ্জলিনিবদ্ধ পুষ্পরাশি বসন্তসেনার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমার ঐ কোকনদ-লাঞ্ছিত চরণযুগলে আমায় আশ্রয় দাও বসন্তসেনা! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় কৃপা কর। আমার ধনরত্নের অভাব নাই। সবই আমি তোমায় দিব। যে যত্ন আদর তুমি জীবনে পাও নাই, তাহা আমি তোমায় দান করিব। তোমার পায়ে আমার মাথা রাখিতেছি—আমায় কৃপা কর।"

শকার সত্যসত্যই একান্ত বিনীত ও অবনত ভৃত্যের মত তাহার মাথাটী বসন্তসেনার পায়ের কাছে রাখিল। বসন্তসেনা সভয়ে পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ছি! ছি! কর কি? আমি ধনের কাঙ্গালিনী নহি। অর্থ আমার যথেষ্ট আছে। যে অর্থকে তুমি বহু মূল্য বলিয়া ভাবিতেছ, সে অর্থকে আমি ধূলিমুষ্টি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞান করি না। যে রমণী সামান্য অর্থের প্রত্যাশায় নীচ ধনবানের উপাসনা করে, গুণবান্ দরিদ্রকে উপেক্ষা করে, সেই রমণী নীচাদপি নীচ। তার জীবন ধারণই বৃথা। যে রমণীলতিকায় প্রাণের মহত্ত্ব আছে, প্রকৃত প্রেম ও আদর কোথায় পাওয়া যায়—এ জ্ঞান আছে, সেই সহকারকে আশ্রয় করে। আমি চারুদত্তরূপী মহাসহকারকে আশ্রয় করিয়াছি। তোমার মত নীচ লোকের স্পর্শও আমার পক্ষে অতি বিরক্তিকর।"

বসন্তসেনার মুখে এই ভাবের কথা শুনিয়া পাপিষ্ঠ শকার চীৎকার করিয়া মহারোষে বলিয়া উঠিল—"কি! এখনও তুই আমার অপমান করিতেছিস্। সেই দরিদ্র ভিক্ষুক, হৃতসর্ব্বস্ব চারুদত্ত সহকার, আর আমি তার চেয়ে হীন? জানিস্ তুই যে বাঘের গহ্বরে একবার প্রবেশ করিলে তাহা হইতে বাহিরে যাওয়া কত ভয়ানক। আজই আমি তোর সকল সুখস্বপ্নের অবসান করিব। দেখি সেই ভিক্ষাজীবী চারুদত্ত কি প্রকারে

তোকে রক্ষা করে। অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছি, আর না। রাজশ্যালক মহাশক্তিমান্ শকার যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছে, তখনই তাহা করিয়াছে। দেখি—কে তোকে রক্ষা করে। তেত্রিশ কোটী দেবতাও যদি তোর রক্ষার্থে এই স্থানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও আজ তোর শকারের হাতে পরিত্রাণ নাই।

এই কথা বলিয়া সেই পশুর অধম শকার বসন্তসেনাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া, তাহার গলদেশ চাপিয়া ধরিল। বসন্তসেনার কপালের ও গলদেশের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, মুখ নীল বর্ণ হইল। সে সাধ্যমতে তাহার নারীর শক্তিতে যতটুকু কুলায়, ততদূর বাধা দিল বটে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। তাহার শ্বাসরোধ হইবার মত হইল। আরও অধিক পীড়নে সে নিশ্চল দেহে মৃতবৎ সেইস্থানে পড়িয়া রহিল।

বসন্তসেনাকে নিস্পন্দ ও নিশ্চল দেখিয়া পাষণ্ড শকারের মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইল। কে যেন তাহার কাণের নিকট ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বলিল—"শয়তান শকার করিলি কি? অকারণে নারীহত্যা করিলি। যে জীবন দান করিবার শক্তি তোর নাই, তাহা তুই স্বেচ্ছায় নষ্ট করিলি?"

বিবেকের এই আহ্বানবাণীতে শকার ভয় পাইয়া বসন্তসেনার মুখের দিকে একবার সভয়নেত্রে চাহিয়া দেখিল। সে দেখিল উদ্যান পালকের শাণিত অস্ত্রে ছিন্ন, কোমল লতিকার ন্যায় বসন্তসেনা মৃত্যুতেও যেন আলো করিয়া শুইয়া আছে! তাহার দেহ নিস্পন্দ। শ্বাস গতিবিহীন। মস্তিষ্কে প্রচুর শোণিতসঞ্চারের জন্য মুখমণ্ডল নীলবর্ণ। কপালের শিরাগুলি স্ফীত। নেত্র মুদিত। তবুও সে নিশ্চল নিস্পন্দ, মৃত্যুচ্ছায়া-কলঙ্কিত দেহে কত সৌন্দর্য্য!

সে সেই মৃত দেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত আকুল দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"এতরূপ ! তোমার এতরূপ বসন্ত-সেনা ! মৃত্যুও তোমার রূপের জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই ! হায় ! আমি ক্রোধবশে উন্মত্ত হইয়া কি করিলাম ?"

সে সচকিত নেত্রে আবার চারিদিকে চাহিল। যত বড় শয়তান সে হউক না কেন, ভীষণ পাপের অনুষ্ঠান সে করুক না কেন নারীহত্যা কখনও করে নাই।

যাহাকে সে হত্যা করিয়াছে তাহার মৃতদেহ সম্মুখে। অতি শয়তান—অতি কাপুরুষ শকার সে দেহ দেখিয়া বড়ই ভয় পাইল। রাজার শ্যালক হইয়া সে যদি একটা সামান্যা বারবনিতাকে হত্যা করিত, তাহা হইলে কথা ছিল না। হয়ত তৎসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানই কেহ করিত না। করিলেও তাহার কিছু করিতে পারিত না। কিন্তু যে বসন্তসেনা উজ্জয়িনী-বন্দিতা, একসময়ে রাজা নিজে যাহাকে পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া-ছিলেন—যে বসন্তসেনার দানে উজ্জয়িনীর নগরবাসী দরিদ্রগণের নিত্য সেবা হয়, যে আর্তের রক্ষাকর্ত্রী, বিপন্নের সহায় তাহাকে হত্যা করা ত সহজ কথা নয় ! এখনই সমগ্র উজ্জয়িনীব্যাপী একটা মহাহুলস্থুল বাধিয়া যাইবে। হয়ত রাজরোষে পড়িয়া তাহার ভীষণ শাস্তি—এমন কি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে শকার যেন উন্মাদের মত হইয়া পড়িল। এজগতে সে কাহারও ইষ্ট করে নাই, অনিষ্টই করিয়া আসিয়াছে। মদগর্ব্বে—ধনগৌরবে অন্ধ হইয়া সকলকেই শত্রু করিয়াছে। এমন কি, তাহার প্রিয়মিত্র বিট ও ভৃত্য স্থাবরক পর্য্যন্ত তাহার হস্তে সেদিন লাঞ্ছিত ও অবমানিত !

যদি বিট এই উদ্যানমধ্যে কোথাও লুকাইয়া থাকে ? যদি সে এই

হত্যাকাণ্ড দূর হইতে দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।

শকার সভয়চিত্তে চারিদিকে চাহিল। যতদূর পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল, বিট্ বা স্থাবরক সে উদ্যান-মধ্যে নাই। থাকিলে তাহারা নিশ্চয়ই বসন্তসেনার আর্ত্তনাদ শুনিয়া এখানে আসিয়া পড়িত।

স্থিরচিত্তে কিয়ৎক্ষণ নীরবে উপস্থিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া সে মোটামুটি একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, যে কোন উপায়েই হউক, এই মৃত দেহ গোপন করিতেই হইবে। নচেৎ তাহার স্বহস্তসাধিত এই নারীহত্যার পাপ গোপন করিবার আর কোন উপায়ই নাই।

সে কখনও উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতা দেবতা, মহাকালের নাম ভ্রমেও স্মরণ করে নাই। মহাবিপদে পড়িলে সকল পাপকর্ম্মী যেমন দেবতাকে ডাকিয়া চিত্তে বল সঞ্চার করে, তাহার পাপকার্য্য গোপন করিবার জন্য, প্রাণে বল ও সাহসের জন্য দেবতার সহায়তা চায়, এই মহাপাপী শকারও সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়া মনে মনে বলিল, "হে উজ্জয়িনীর কুল-দেবতা, মহাকাল! সুখের দিনে কখনও তোমায় ডাকি নাই। আজ মহাবিপদ্ আমার সম্মুখে। প্রভু, আমার চিত্তে বল দাও, বুদ্ধি দাও, শক্তি দাও, সাহস দাও। আমি আজ যেন এই মহাবিপদ্ হইতে মুক্ত হই।"

অতিকাতর-কণ্ঠে একান্ত মনে যদি মহাপাপী ও করুণাময় বিধাতাকে তাহার বিপদের সময় প্রাণ ভরিয়া ডাকে, বোধ হয় তিনি তাহার উপর অন্ততঃ একটুও প্রসন্ন হন। যে শকার ইতিপূর্ব্বে নারীহত্যাজনিত পাপ-ভয়ে অবসন্নচিত্ত হইয়া পড়িতেছিল, আগন্তুক বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায়ই খুঁজিয়াই পাইতেছিল না। সে যেন এই চির-করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় আত্মরক্ষার একটা নূতন উপায় খুঁজিয়া পাইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সে মনে ভাবিল, এই মৃতদেহ গোপন করিতে হইবে। একবার ভাবিল পুষ্করিণী কি কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেই ভাল হয়। কিন্তু এই পুষ্করিণী উদ্যানের শেষ সীমায়। এই মৃতদেহ অতিদূরে টানিয়া লইয়া যাওয়ার শক্তি ত তাহার নাই।

সম্মুখে কতকগুলা শুষ্ক পর্ণ জমা হইয়াছিল। শকার উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই পর্ণরাশির দ্বারা বসন্তসেনার মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে আবরিত করিয়া উদ্যান হইতে পলায়নে সংকল্প করিয়া উদ্যানদ্বারের নিকট আসিল। কিন্তু সেই প্রস্থানপথমুখেই তাহার গতিরোধ করিল বিট্।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিটু শকারকে দেখিয়াই বলিল—"এত ব্যস্তভাবে মলিন মুখে কোথায় যাইতেছ তুমি বন্ধু?"

সহসা বিটুকে তাহার সম্মুখীন হইতে দেখিয়াই শকারের আত্মাপুরুষ চমকিয়া গেল। তাহা হইলেও সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"সমস্ত দিনই কি এই বিলাসোত্থানে থাকিব? চল তুমি আমার সঙ্গে। একত্রে বাড়ী যাই।"

বিটু এ অনুরোধে ভুলিল না। শকারের মলিন মুখভাব দেখিয়া তাহার চিত্ত বড়ই সন্দেহাকুলিত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"সখে! আমার গচ্ছিত ধন ফিরাইয়া দাও।"

শকার এই কথায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তুমি ত আমার বেতনভোগী। কি বলিতেছ তুমি বিটু! তোমার কথা যে আমি একটুও বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আবার কবে আমার কাছে ধন গচ্ছিত রাখিলে?"

বিটু বলিল—"আশ্চর্য্য হইতেছ কেন? একটু আগেই আমি তোমার কাছে তাহা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছি।"

শকার। তুমি নিশ্চয়ই কোথা হইতে ভাঙ্ খাইয়া আসিয়াছ।

।

রৌদ্রের তেজ খুব বেশী হইয়াছে। তোমার মাথাটা নেশার চোটে খুবই গরম হইয়া গিয়াছে, তাই প্রলাপ বকিতেছ!

বিট্। প্রলাপ আমি বকি নাই। বকিতেছ তুমি। আমি যে ধনের কথা তোমায় বলিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি তোমায় বসন্তসেনারূপ গচ্ছিত ধনের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। বল বসন্তসেনা কোথায়?

শকার। ওঃ তাই বল! এ সময়েও তোমার আবার রসিকতা করবার চেষ্টা হচ্ছে। সোজা কথায় বলিলেই ত হত, "আমি বসন্তসেনার কথা বলিতেছি।" তা—সে অনেকক্ষণ ত এই উদ্যান হইতে চলে গেছে।

বিট্। কোথায় গেল?

শকার। কেন, সে ত তোমার পিছনে পিছনেই গিয়াছে।

বিট্। তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে পথে দেখা হত। নগরে যাবার একটা প্রধান পথ বই ত আর নেই।

শকার। তা হ'লে?

বিট্। তা হ'লে কি হ'য়েছে তুমিই বলবে!

শকার। তুমি কোন্ দিকে গিয়েছিলে?

বিট্। পূর্ব্বদিকে।

শকার। তা'হলে বসন্তসেনা খুব সম্ভব দক্ষিণ দিকেই গিয়েছে। তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

বিট্। আরে না—না। আমার বলতে ভুল হয়েছে। আমি পূর্ব্বদিকে যাই ন, দক্ষিণ দিকেই গিয়েছিলেম।

শকার। তা হ'লে বসন্তসেনা নিশ্চয়ই উত্তর দিকে চলে গিয়েছে।

বিট্ এ কথায় বড়ই সন্দিগ্ধ হইল। সে কঠোর স্বরে বলিল—

"পাগলের মত কি বল্‌ছো শকার ? তোমার ভাবগতিক দেখে আর কথা শুনে যে আমার বড় ভয় পাচ্ছে !"

শকার। বলি এটা কি তোমার রহস্যের সময়! এতটা বেলা হয়ে গেল। তারপর বসন্তসেনার সঙ্গে বক্‌তে বক্‌তে মুখে ব্যথা ধরে গিয়েছে। বাপ্‌! এত বড় খেলওয়ার মেয়ে মানুষ সে! আমায় আজ কি নাকালটাই না করেছে।

বিট্‌ একথায় আশ্বস্ত হইল না। সে বলিল—"তা যাই করুক না কেন? সে কোথায় জান্‌তে পারলে আমি খুব খুসী হবো।"

শকার বিরক্তির সহিত বলিল—"ভাল এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে চায় না। আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম তা জানি না। প্রথম দফায় বসন্তসেনার সঙ্গে বকাবকি! তার পর তোমার পাল্লায় পড়েছি।"

বিট্‌ বিমর্ষ-মুখে বলিল—"তোমার মত বাঁকা মানুষ যে এতটা সোজা হয়ে পড়েছে, তোমার মত কর্কশভাষী যে এতটা মিষ্টভাষী হয়েছে—এতেই আমার সন্দেহ হচ্ছে। হয় তুমি বসন্তসেনাকে কোথায় আটক করে রেখেছ—না হয় তাকে হত্যা করেছ। সকাল থেকেই দেখ্‌ছি আজ তোমার মাথায় খুন চেপেছে। তোমার মত শয়তানের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। আমি বাগানের চারিদিক্‌ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ্‌বো তবে তোমার সঙ্গে যাবো।"

এই কথা বলিয়া বিট্‌ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। শকারও নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

বিট্‌ প্রথমে উদ্যানমধ্যস্থ ক্ষুদ্র অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। তন্ন তন্ন করিয়া তাহার সকল কক্ষগুলি খুঁজিল। কিন্তু কোথাও বসন্তসেনার কোন চিহ্নমাত্র পাইল না।

তার পর সে উদ্যানের চারিদিকে, কূপমধ্যে, পুষ্করিণী তীরে তন্ন তন্ন করিয়া বসন্তসেনার অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। তাহার ধূমায়িত সন্দেহ ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিতে লাগিল।

বিট্ বলিল—"আমি তোমার একান্ত সুহৃৎ। আমার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। সত্য বল বসন্তসেনা কোথায়?"

শকার বলিল—"তোমায় ত বারবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, সে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।"

বিট্। হইতেই পারে না। আমি যেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সে স্থান হইতে রাজপথের সকল দিকের গতিই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। বসন্তসেনা দূরে থাক্, আমি এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোককেও সেই পথে যাইতে দেখি নাই। তার পর আর এক কথা, এখান হইতে বসন্তসেনার বাটী প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশের উপর। সে যে এত রৌদ্রে হাঁটিয়া এতটা পথ যাইবে, তাহাও সম্ভবপর নহে। তুমিও যে তাহাকে নিজের গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দাও নাই, তাহার প্রমাণ স্থাবরক-আনীত শকট—যাহাতে বসন্তসেনা এ উদ্যানমধ্যে আসিয়াছিল, তাহা এখনও সেই স্থানেই রহিয়াছে।

শকার বিটের কথায় একটু ভয় পাইয়া বলিল—"তবে কি আমি বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছি? কিসে তুমি জানিলে?"

বিট্ রোষভরে বলিল, "তোমার এই মুখ চোখ বলিতেছে, তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ। তোমার ভয়পূর্ণ কণ্ঠস্বর, চারিদিকে চকিত দৃষ্টি, বলিয়া দিতেছে, যে তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ! বসন্তসেনা যে উদ্যান হইতে বাহিরে যায় নাই, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমি মহাকালের নামে দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিয়াছ!"

শকারের প্রাণে একটা বৃশ্চিকদংশনের যাতনা উপস্থিত হইল। যে বিট্ চিরদিন অনুচরের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছে, আজ সে কিনা তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছে। সে বিটের উপর খুবই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"যদি তাই হয়, যদি আমি তাহাকে হত্যাই করিয়া থাকি—জান তুমি বিট্! এ জগতে আমি কাহাকেও ভয় করি না। যাহা ক্রোধের বশে করিয়া ফেলিয়াছি, তোমার মত অনুগত ভৃত্যের নিকট তাহা গোপন করিতে আমি ইচ্ছুক নই। এস! আমার সঙ্গে। আমিই তোমাকে বসন্তসেনার মৃতদেহ দেখাইয়া দিই।"

এই কথা বলিবামাত্রই বিট্ ভয়ে চমকিয়া উঠিল। শকার স্বেচ্ছায় অগ্রবর্তী হইয়া যেখানে বসন্তসেনার স্পন্দহীন দেহ পড়িয়াছিল, সেইস্থানে বিট্‌কে লইয়া গিয়া বলিল—"ঐ দেখ আমার কীর্ত্তি! আমায় যে পদাঘাত করে, যা নয় তা বলিয়া অপমান করে, তাহার দুর্দ্দশা কি হয়, প্রত্যক্ষ অনুভব কর।"

বিট্ সাবিস্ময়ে দেখিল—এক বৃক্ষতলে বসন্তসেনার নিশ্চল-নিস্পন্দ দেহ পড়িয়া আছে। তখনও যেন তাহাতে সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে। আঁখিদ্বয় অল্প মুদিত। কিন্তু তাহা দেখিলে বোধ হয়, সে যেন নিদ্রা যাইতেছে।

বিট্ সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিল—"নরাধম! তুই করিয়াছিস্ কি?"

শকার বলিল—"যাহা করিয়াছি, তাহা ত দেখিতেছ।"

বিট্ মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া কেবল মাত্র বলিল—"ওঃ!" এই একটী কথায়, তাহার হৃদয়ের সমস্ত যাতনাই ব্যক্ত হইল। সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

স্থাবরকও বিটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চোখেও অনুশোচনার অশ্রু দেখা দিল। স্থাবরক কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—

"হায়! আমিই এই সকল অনর্থের মূল। শকটে করিয়া আমিই ত বসন্ত-সেনাকে এখানে আনিয়াছি। পথিমধ্যে যদি একবার দেখিতাম, সে শকটের আরোহী কে—তাহা হইলে ত এত কাণ্ড ঘটিত না—এ ভীষণ সর্ব্বনাশ হইত না।"

বিট, রোরুদ্যমান নেত্রে, বসন্তসেনার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া করুণ-স্বরে বলিল—"তুমি ত উজ্জয়িনী ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া গেলে। কিন্তু তোমার বিয়োগসংবাদে কত দীন দরিদ্র অনাথ কাঙ্গালের চোখে অশ্রুধারা বহিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে না বসন্তসেনা? তুমি যে এই উজ্জয়িনীর মূর্ত্তিমতী দয়া, মূর্ত্তিমতী—মায়া। কত দরিদ্র অনাথ ভিক্ষুকের তুমি যে মাতৃস্বরূপিণী ছিলে? হায়! আজ এই নিষ্ঠুর বর্ব্বরাধম কেবল যে তোমায় হত্যা করিয়াছে তাহা নয়। সমস্ত উজ্জয়িনী নগরের একটা গৌরবের—গর্ব্বের—সমুজ্জ্বল পতাকা চূর্ণ করিয়াছে।"

বিট্‌কে এইভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া শকার মনে [illegible] মনে বড়ই প্রমাদ গণিল। সে কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর এইটুকু বুঝিল [illegible] বসন্ত-সেনার মৃতদেহ এখনিই গোপন করিতে হইবে। আর তাহা [illegible] বিটের সাহায্য লইতে হইবে। এ বিষয়ে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে [illegible] বিট্‌কে দিয়া সাহায্য করাইতে পারিলে, সে রাজদ্বারে উপস্থিত [illegible] তৎ-সম্বন্ধে কোন সংবাদ কোতোয়ালিতে জানাইতে সাহস পাইবে [illegible]। যদি করে এই হত্যার কলঙ্ক তাহার উপর আরোপ করিতে আমা[illegible] কষ্ট পাইতে হইবে না।"

এইজন্য সে বিটের পৃষ্ঠে হস্তামর্ষণ করিয়া বলিল—

"তুমি আমার বহুদিনের সঙ্গী। সুখে, দুঃখে তুমি ছায়ার [illegible] আমার অনুসরণ করিয়াছ। আমি তোমায় যখন যাহা করিতে বলি[illegible] তাহাই তুমি করিয়াছ। ভালমন্দ সকল ব্যাপারেই, আমি তোমার [illegible] সাহায্য

পাইয়া আসিয়াছি। সহসা ক্রোধের বশে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা ত আর ফিরিবে না। আমি বসন্তসেনাকে ভয় দেখাইবার জন্ত তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। হায়! তখন ত জানিতাম না, বা বুঝিতে পারি নাই, যে এই কোমলাঙ্গীর মৃত্যু ঘটিবে! বসন্তসেনাকে হত্যা করায় ত আমার কোন লাভই নাই। সে বাঁচিয়া থাকিলেই যে আমার লাভ। কেন না চেষ্টার দ্বারা একদিন না একদিন, তাহার অনুগ্রহ ও স্নেহলাভে আমি সমর্থ হইতাম। হায়! অতি বিড়ম্বিত ভাগ্য আমার—অতি শোচনীয় অদৃষ্ট আমার—যে এক করিতে গিয়া আর এক অনর্থ উপস্থিত হইল। ভাই বিট্! যে যাইবার সে ত চলিয়া গিয়াছে। এখন তুমি আমার একটু সহায়তা কর। এই মৃতদেহ গোপন করা খুবই প্রয়োজন। চল, আমি তুমি আর স্থাবরক ঐ মৃতদেহটা কূপে ফেলিয়া দিই।"

শকারের এই ভীষণ প্রস্তাবে বিট্ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে শকার অপেক্ষা কম চতুর নয়। তখনই সে মনে মনে বুঝিয়া লইল, "এই মূর্খাধম এই ভীষণ হত্যাব্যাপারে আমাকে বিজড়িত করিবার জন্যই এইরূপ প্রস্তাব করিতেছে। ইহার সঙ্গে থাকিলে আমাকেও এই নারীহত্যার পাতকে জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে।"

বিট্‌কে চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া শকার বলিল—"কি? স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে? লাশটা কি ঐভাবেই এইখানে পড়িয়া থাকিবে?"

বিট্। আমি ত হত্যা করি নাই—যে লাশ সরাইবার ভার আমাকে লইতে হইবে। তোমার কাজ তুমি কর।

শকার। তাহা হইলে তুমি আমার সহায়তা করিবে না? ও ত বসন্তসেনারই মৃতদেহ। তুমি ত এই বসন্তসেনাকে কত শ্রদ্ধা করিতে।"

বিট্ ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিল—"তুমি অতি শয়তান, তাই এই কথা বলিতেছে। কোথায় সে বসন্তসেনা, যাহাকে আমি রমণী-কুলে গরীয়সী

বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম? কোথা সে বসন্তসেনা—যে এই উজ্জয়িনীর গৌরব ছিল, দীপ্তি ছিল। কোথায় সে বসন্তসেনা—যে দরিদ্র, ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, আতুর, অন্ধ, খঞ্জের মাতৃরূপিণী ছিল। যাহা পড়িয়া আছে—তাহা ত ছায়া মাত্র। নরাধম! তোমার সহিত আজ হইতে আমি সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম।"

শকার বিটের এই স্পর্দ্ধাময় বাক্যে, বড়ই প্রমাদ গণিল। বিটের সহায়তা ভিন্ন এই মৃতদেহ অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া, তাহার একার শক্তিতে কুলাইবে না। কাজেই সে বিটের রোষোৎপাদন না করিয়া বলিল—"ভাই বিট্! আজ আমাকে এই বিপদসাগর হইতে রক্ষা কর, আমি তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। বহুমূল্য শিরস্ত্রাণ উপহার দিব।"

বিট্ ঘৃণার সহিত বলিল—"তোমার এ কথা বলিতে লজ্জা হইল না শকার! তোমার এ ঘৃণিত অর্থ আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। আগে এই নারী-হত্যাব্যাপারের অভিযোগ হইতে তুমি নিজের শিরকে পরিত্রাণ কর, তার পর না হয় আমাকে শিরস্ত্রাণ দিও।"

বিট্ মনে মনে স্থির সংকল্প করিয়াছিল—সে জীবন থাকিতে আর কখনও এই মহা-পাপিষ্ঠের সংশ্রবে থাকিবে না। সর্ব্ববিষয়ে ইহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, সে আর্য্যক প্রভৃতির দলে মিশিবার বাসনা করিয়া সেই উদ্যানভূমি ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

শকার মনে মনে প্রমাদ গণিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কোথায় যাও তুমি বিট্?"

বিট্। যেখানেই যাই না কেন—আজ হইতে তোমার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিলাম।

শকার। তাহা ত করিলে। কিন্তু এতদিন যে আমার নেমক খাইয়াছ—সে ঋণ পরিশোধের ত কোন চেষ্টাই করিলে না?

বিট্। সে ঋণ বহুদিন পূর্ব্বে শোধ হইয়া গিয়াছে। তোমার মত মহাপাপীর সংসর্গে পড়িয়া তোমার চিত্তরঞ্জনের জন্য না করিয়াছি কি আমি?

বিট্ আর কিছু না বলিয়া শকারের দিকে একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"সরিয়া যাও আমার সম্মুখ হইতে। আর তুমি আমায় অনর্থক উত্তেজিত করিও না। তাহা হইলে এই বসন্তসেনাকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছ, আমিও তোমাকে সেই ভাবে হত্যা করিব।"

শকার বলিল—"ওরে নরাধম বিট্! তুই কি মনে ভাবিয়াছিস্ যে সহজে পরিত্রাণ পাইবি? এই বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে কে? তুই না—আমি?"

বিট্। ভগবান্ মহাকাল তাহার সাক্ষী।

শকার। তা তো বুঝিলাম। কিন্তু আমার ভগ্নীপতি রাজা পালকের নিকট গিয়া আমি যখন অভিযোগ করিব—"এই বিট্ই বসন্ত-সেনাকে তাহার অলঙ্কার-লোভে হত্যা করিয়াছে", তখন কি তোর ভগবান্ মহাকাল, তোর হইয়া সাক্ষ্য দিতে আসিবেন?

শকারের এই সাংঘাতিক কথা শুনিয়া বিটের চৈতন্যোদয় হইল। সে বুঝিল—আর তিলমাত্র এ ভয়ানক স্থানে থাকা উচিত নয়।

সে সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। শকার আবার তাহার পথ-রোধ করিয়া বলিল—"কোথায় যাস্ তুই দুরাত্মন্? মনে কি করিয়াছিস্ এই বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়া এত সহজে পলায়ন করিবি?"

বিট্ তখনই অসি নিষ্কাসিত করিয়া বলিল—"যদি এই বসন্তসেনার অবস্থা তোর পাইবার সাধ না থাকে—এখনই আমার পথ ছাড়িয়া দে। নচেৎ এই সুশাণিত তরবারি তোর বক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিব।"

কাপুরুষ শকার উন্মুক্ত তরবারি ও বিটের ক্রোধপূর্ণ মুখভঙ্গী দেখিয়া বুঝিল, সে রহস্য করিতেছে না। সুতরাং ভয়ে সে তাহার পথ ছাড়িয়া দিল।

বিট্ শকারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দলে গিয়া মিশিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শকার কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"এখন করা যায় কি? এই স্থাবরক ত বৃদ্ধ। ইহার সহায়তায় কোন কাজই হইবে না। তবে ইহাকে হাতছাড়া করাও যুক্তিযুক্ত নহে। যদি বিট্‌কে এই হত্যাব্যাপারে জড়াইতে হয়, তাহা হইলে—স্থাবরককে আমার নিজের আয়ত্তে রাখিতে হইবে।"

বসন্তসেনার হত্যাব্যাপারে স্থাবরকও অনেকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আসিয়া পড়িল। বিট্ ত ঘটনাক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। কিন্তু সে যে কি করিয়া তাহার শয়তান প্রভুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহার একটা সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছিল না।

শকার জানিত—সে যতই মার ধর করুক না কেন—এই স্থাবরক বহুদিন হইতে তাহার চাকরী করিতেছে। সে কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না, বা তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে না। তবুও সে তাহার মনোভাব জানিবার জন্য বলিল—"অহে স্থাবরক! এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি?"

স্থাবরক। কোন্ বিষয়ে ?

শকার। এই যে বসন্তসেনা যে আমাকে বিনা কারণে এতটা অপমান করিল, তাহাকে হত্যা করিয়া আমি ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি ?

স্থাবরক। অতি অন্যায় কাজ করিয়াছেন। বসন্তসেনার কোন অপরাধই নাই। আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ। হায়! আমি যদি এই ভ্রম না করিতাম—

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ স্থাবরক চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শকার মনে মনে ভাবিল—"এই হতভাগা ভৃত্য দেখিতেছি, এই ব্যাপারে খুবই বিচলিত হইয়াছে। ইহাকে কখনই মুক্তি দেওয়া হইবে না। কোনরূপে ইহার মুখ বন্ধ করিয়া ইহাকে বাড়ীতে পাঠাইতে হইবে। তার পর ইহাকে এক অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিব—যে ইহজন্মে সে যেন এই পৃথিবীর আলোক আর না দেখিতে পায়।"

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া শয়তান শকার, তাহার কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য মণিময় হার খুলিয়া লইয়া বলিল—"স্থাবরক! এই মণিময় হার তোমাকে উপহার দিতেছি।"

স্থাবরক বলিল– "এ বহুমূল্য রত্নহার লইয়া আমি কি করিব ? উহা আপনিই রাখিয়া দিন।"

দুর্বৃত্ত শকার মনে মনে কি চিন্তা করিয়া বলিল—"ভাল—তোমাকে এই মণিহার বিনিময়ে না হয় আমি প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দান করিব।"

এই কথা বলিয়া শকার তাহার প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। সেস্থান হইতে একখণ্ড কাগজে দুই চারি ছত্র লিখিয়া আনিয়া স্থাবরকের হাতে দিয়া বলিল—"আমার ধনাধ্যক্ষকে এই পত্র লিখিয়া দিলাম—যে সে তোমাকে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে। তুমি আমার জন্য একটু

অপেক্ষা করিও। আমি নিজে ফিরিয়া গিয়া তোমার সম্বন্ধে খুব ভাল বন্দোবস্তই করিব।"

কিন্তু সেই দুষ্টবুদ্ধি, সেই পত্রখানিতে স্থাবরককে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান সম্বন্ধে কোন কথাই লেখে নাই। সে কেবলমাত্র লিখিয়াছিল—"এই স্থাবরক তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই, ইহাকে অন্ধতমসাবৃত স্থানে কারাবন্দী করিয়া রাখিবে। এ যদি পলায়ন করে—তাহার জন্য তুমিই দায়ী রহিলে।"

স্থাবরক নিরক্ষর ব্যক্তি। সে সোজা ভাবেই কথাটা বুঝিল। তাহার বিচারপ্রণালী এই—"আমি এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা গোপন করিব বলিয়া এই শকার আমার মুখবন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই মণিহার না লইয়া, খুব সুবুদ্ধির কাজই করিয়াছি। কেননা শকার যেরূপ প্রকৃতির লোক—হয়ত এই মণিহার বিক্রয় সময়েই মণিকারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, আমায় চোর বলিয়া ধরাইয়া দিত। এইজন্যই নানারূপ ভাবিয়াই সে আমার মুখবন্ধ করিবার জন্য আমায় এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিতেছে। এই সব ঘটনা দেখিয়া আমার মনে ধিক্কার জন্মিয়াছে। আর আমি ইহার অধীনে চাকরী করিব না। উহার প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া জীবনের এই বাকী কয়টা দিন, কোন না কোন রকমে চালাইয়া দিব।"

স্থাবরক এই ভাবে মনোমধ্যে বিচার করিয়া অনেকটা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বলিল—"ভাল, আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব।"

এই কথা বলিয়া সে গাড়ীখানি লইয়া, সেই উদ্যান ত্যাগ করিল।

একথা বলা বাহুল্য—বাটীতে পৌঁছিয়া শকার-লিখিত পত্রখানি ধনাধ্যক্ষের হাতে দিবা মাত্র, সে তাহাকে তখনই কৌশলে এক গৃহমধ্যে

লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিল। স্থাবরক—নিরুপায় চিত্তে এবং হতভাগ্য শকারকে শত শত অভিসম্পাত প্রদান করিতে লাগিল। আর সেই অভিসম্পাত বাক্যগুলি কারাকক্ষের মধ্যে এক ভীষণ প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিয়া, এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথ দিয়া উন্মুক্ত বায়ুস্তরে বিলীন হইল।

শকার তখন সেই উদ্যানমধ্যে একা। অতি ভীরু ও কাপুরুষ সে! একবার সে সাহস করিয়া বসন্তসেনার মৃতদেহের নিকটে গেল। অতি ধীরে—অতি সন্তর্পণে, সেই দেহ স্পর্শ করিয়া আবার সচকিত-চিত্তে, উঠিয়া দাঁড়াইল!

সেই মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে দেখিল—"বসন্তসেনার রূপ-জ্যোতি একটুও নিষ্প্রভ হয় নাই! তাহার নয়নদ্বয় মুদিত—বক্ষ স্পন্দন-হীন, নাসিকা শ্বাসশূন্য, দেহ নিশ্চল—তবুও যেন সে মরে নাই। সে যেন ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।"

সে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিল—"বসন্তসেনা! বসন্তসেনা!"

কই বসন্তসেনা ত কোন কথাই বলিল না? সে ভয়ে আবার চারিদিকে চাহিল। পশ্চাতে কাহার যেন পদশব্দ শুনিল। চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সে দেখিল—কেহই ত কোথায় নাই?

আবার সে শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে—"নরাধম! হত্যা-কারী! এইবার তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত।"

আবার সভয় নেত্রে শকার তাহার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল। কই তাহার আশে পাশে, চারিদিকে কেহই ত কোথায় নাই? তবে কি বিট ছদ্মভাবে কোন বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া, তাহার পরবর্তী কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে?

সে আবার চকিত-হৃদয়ে উদ্যানের কিয়দ্দূর পরিভ্রমণ করিয়া

আসিল। কই কেহই ত কোথায় নাই! সবই তাহার মনের ভ্রম! হত্যাকারীর মনে এইরূপ ভ্রমই উপস্থিত হইয়া থাকে!

শকার ভাবিল "আর বিলম্ব করা উচিত নহে।" তখন সে অতিরিক্ত সাহসাবলম্বনে, বসন্তসেনার দেহটীকে টানিয়া লইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে রাখিল। চারিদিক্ হইতে শুষ্কপর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহা উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিয়া দিল। এমন ভাবে দেহটী ঢাকিয়া ফেলিল—যে কোন লোক সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইলে, মনে মনে ভাবিবে, যে পুঞ্জীকৃত শুষ্কপত্র, কে যেন একত্রিত করিয়া এই বৃক্ষতলে জমা করিয়া রাখিয়াছে।

সহসা তাহার দৃষ্টি উদ্যানের সম্মুখের দ্বারের দিকে পড়িল। সে সবিস্ময়ে দেখিল—কে যেন একজন সদর প্রবেশপথ দিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

এই আগন্তুককে দেখিয়াই শকার বড় ভয় পাইল। সেই উদ্যানের একাংশের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে সেই ভগ্নপ্রাচীরাংশ দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া উদ্যানের বাহিরে চলিয়া গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:০:-

ভিক্ষু সংবাহক, অন্যস্থলে তাহার মলিন বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সেই উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। যখন সে দেখিল উদ্যানগামী শকার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই উদ্যানভূমি ছাড়িয়া গেল—তখন সে আবার সেই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল।

খুব ভাল করিয়া উদ্যানের চারিদিক একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া, সে যখন বুঝিল, উদ্যানমধ্যে আর কেহই নাই—তখন তাহার সেই অর্দ্ধ পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি, সেই উদ্যানের স্বচ্ছকায় সলিলমধ্যে পুনঃ প্রক্ষালিত করিল।

তারপর সে মনে মনে ভাবিল—"দূর হোক ছাই, এ কাপড়খানা শুকাইতে দিই কোথায়? গাছের ডালে বাঁধিয়া দিলে, কাপড়খানা পতাকার মত বায়ুভরে এদিক্ ওদিক্ উড়িতে থাকিবে, আর হয়ত শকারের কোন না কোন অনুচর তাহা দেখিতে পাইয়া, সেই মূর্খকে সংবাদ দিলেই ঘোর অনর্থ উপস্থিত হইবে।"

সহসা সে দেখিল, এক স্থানে অনেকগুলি শুষ্কপর্ণ, কে জড় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে ভাবিল—এই শুষ্কপত্রগুলার উপর কাপড় শুকাইতে দিলে কেহই দেখিতে পাইবে না—আর সূর্য্যতেজ ক্রমশঃ যেমন প্রখর হইয়া উঠিতেছে—বস্ত্রখানা এখনই শুকাইয়া যাইবে।

এই ভাবিয়া, শকার যেখানে বসন্তসেনার দেহ শুষ্কপত্রাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল—সংবাহক সেই স্থানেই তাহার আর্দ্র ও জলসিক্ত কাপড়খানি শুকাইতে দিল। সে জানিতে পারিল না, যে তাহার প্রসারিত সেই বস্ত্রের নীচে, এক রমণীর মৃতদেহ বর্ত্তমান।

"রাখে কৃষ্ণ মারে কে"—এটা একটা বহুদিনের প্রচলিত প্রবাদ। ভগবান্ রক্ষা করিলে, মানুষ কখনও মানুষকে নষ্ট করিতে পারে না। যখন ভীষণ হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র ও অজগরের মুখে পড়িয়া মানুষ, দৈববলে বাঁচিয়া যায়—তখন বসন্তসেনা যে বাঁচিবে, তাহাতেই বা বিচিত্র কি?

বসন্তসেনা ত মরে নাই! সেই শিরীষ-কুসুম কোমলাঙ্গী বসন্তসেনা, পাপিষ্ঠ শকারের কঠিন হস্ত-নিপীড়িত হইয়া ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিল। শ্বাস প্রক্রিয়ার বৈষম্য ঘটাতেই সে মৃতবৎ নিস্পন্দ ও নিশ্চল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। শকার যদি একটু স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করিত, আরও কিয়ৎক্ষণ সেই উদ্যানমধ্যে অবস্থান করিত, তাহা হইলে সেই মৃত বসন্তসেনাকে পুনরায় জীবিত অবস্থায় দেখিতে পাইত। কিন্তু সেই ভীরু কাপুরুষ তাহা করে নাই। বিট্ চলিয়া যাওয়াতে, তাহার সকল সাহস লোপ পাইয়াছিল।

আর্দ্রবস্ত্রের শৈত্যগুণেই হউক, আর যে কারণেই হউক- ধীরে ধীরে বসন্তসেনার চৈতন্যসঞ্চার হইতে লাগিল। এই চৈতন্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, সেই স্তূপীকৃত পর্ণরাশির মধ্য দিয়া সুবর্ণকঙ্কণশোভিত তাহার হাত খানি বাহির হইয়া পড়িল।

সংবাহক পর্ণস্তূপ হইতে অদূরে এক বৃক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সহসা পুঞ্জীকৃত পর্ণমধ্য হইতে, এক স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইতে দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

তাড়াতাড়ি তাহার আর্দ্রবস্ত্র খানি তুলিয়া লইবামাত্র, সে দেখিল, সমস্ত শুষ্ক পল্লবগুলি যেন থাকিয়া থাকিয়া নড়িয়া উঠিতেছে।

তখনই সংবাহক—ত্বরিতগতিতে সেই পল্লবগুলি সরাইবামাত্র বসন্তসেনার রূপ-সম্ভারপূর্ণ দেহখানি দেখিতে পাইল। সে বুঝিল—"ভগ্ন উদ্যান-প্রাচীর দিয়া সেই পাপিষ্ঠ শকার যে দ্রুত পলায়ন করিল তাহার কারণ হইতেছে এই বসন্তসেনা। বসন্তসেনাকে মৃতা ভাবিয়া সে তাহাকে এই ভাবে শুষ্কপর্ণে আবৃত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া পড়িয়াছে।"

তখনই সে পুষ্করিণীতে গিয়া, তাহার বস্ত্রখানি সলিলাসক্ত করিয়া আনিয়া, অর্দ্ধচেতনপ্রাপ্তা বসন্তসেনার মুখে চোখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে পল্লব ভাঙ্গিয়া তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। এই শুশ্রূষার ফলে ক্রমশঃ বসন্তসেনার পূর্ণ চৈতন্যসঞ্চার হইল।

বসন্তসেনা নেত্রোন্মীলন করিয়া সভয়চিত্তে পার্শ্বদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আমি কোথায়?"

সংবাহক তাহার শিয়রদেশে বসিয়া ব্যজন করিতেছিল। সে বলিল—"ভয় নাই মা! তুমি নিরাপদ্ স্থানেই আছ।"

এই কথা বলিয়া, সংবাহক বসন্তসেনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'মা! আমায় তুমি চিনিতে পারিতেছ না? আমিই সেই সংবাহক—দ্যূতক্রীড়াকারী, যাহাকে একদিন তুমি করুণাবশে নিজের হাতের সুবর্ণবলয় খুলিয়া দিয়া ঋণমুক্ত করিয়াছিলে!"

বসন্তসেনা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ও! সংবাহক? ভাল। কিন্তু আমায় এ অবস্থায় এখানে রাখিল কে?"

সংবাহক বলিল—"দেবি! আপনি ভয় পাইবেন না। সুস্থ হউন। আর কোন বিপদেরই আশঙ্কা আপনার নাই। ভগবান্ বুদ্ধদেব আজ

আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি উপলক্ষ্যরূপে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। নরাধম শয়তান শকার, আপনাকে হত্যা করিয়া, এখানে এই অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে।”

বসন্তসেনা ধীরস্বরে বলিল—“সংবাহক! আজ তুমি আমার পুত্রের কাজ করিয়াছ। জানি না তোমায় কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? কি করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইব। ভগবান্ মহাকাল তোমার মঙ্গল করুন।”

সংবাহক বলিল—“মা! ওসব কথা এখন থাক। এখন আপনি ধীরে ধীরে উঠিতে পারিবেন কিনা—বলুন দেখি! তাহা হইলে আমি আপনাকে স্থানান্তরে লইয়া যাই।”

বসন্তসেনা মৃদুস্বরে বলিল “বোধ হয় উঠিতে পারিব না।” তাহা হইলেও সে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না।

কেননা তখনও তাহার মাথা ঘুরিতেছে—আতঙ্কে, শ্বাসরোধজনিত একটা দুর্বলতা, তাহার সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া তখনও বর্ত্তমান।

সংবাহক বসন্তসেনার এইরূপ অক্ষম অবস্থা দেখিয়া বলিল—“মা! আমি ত তোমার সন্তান! আমি যদি তোমায় ধরিয়া স্থানান্তরে তুলিয়া বসাই, তাহা হইলে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি বা সঙ্কোচ হইতে পারে না?”

বসন্তসেনা শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, সংবাহক বসন্তসেনাকে তুলিয়া লইয়া এক শীতল শ্যাম বৃক্ষচ্ছায়ে রাখিল। পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করিতে দিল। নিজের পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা তাহাকে ব্যজন, করিতে লাগিল। এইরূপ ঐকান্তিক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা, সে বসন্তসেনাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিল।

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বসন্তসেনা বলিল—“আর্য্য! এ ভয়ানক স্থানে থাকিতে প্রবৃত্তি নাই। তুমি আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দাও।”

সংবাহক। সে যে অনেক দূরের পথ মা। ততটা কি তুমি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে?

বসন্তসেনা। কেন রাজপথে কোন গাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইবে না?

সংবাহক। না—তাহাও অসম্ভব! এ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজঃ পীড়িত মধ্যাহ্নে সকল গাড়ীওয়ালাই রাজপথ ত্যাগ করিয়াছে।

বসন্তসেনা। তাহা হইলে উপায়?

সংবাহক। উপায় সেই ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব। নিকটেই এক বৌদ্ধ-সঙ্ঘ আছে। সেই সঙ্ঘ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলে, আর কোন ভয় নাই। আমি সেই আশ্রমেই থাকি। সেখানে আমার এক ধর্ম্ম-ভগ্নী আছেন, সুতরাং আপনার সেবা যত্নের কোন ত্রুটীই হইবে না। এর পর আপনি ভাল করিয়া সারিয়া উঠিলে, আপনাকে কাল প্রভাতেই আপনার বাড়ীতে রাখিয়া আসিব।

বসন্তসেনা, অগত্যা সংবাহকের কথায় সম্মত হইল। কেন না, ইহা ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর নাই।

সে সংবাহকের স্কন্ধে ভর দিয়া সেই নরকের লীলাক্ষেত্র পাপিষ্ঠ শকারের উদ্যানভূমি ত্যাগ করিল। বাহিরের মুক্ত-স্বচ্ছ-নিষ্কলঙ্ক বায়ু-প্রবাহ, তাহার প্রাণে একটা নূতন সজীবতা আনিয়া দিল।

ইহাকেই বলে ভাগ্য! ইহাই হইতেছে—ভবিতব্যের নিয়ম। ভগবান্ যাহাকে মৃত্যুর অধীন করিতে ইচ্ছুক নন, তাহার অকাল-মৃত্যু ঘটায় কে? এই সোজা কথাটা আমরা বুঝিতে না পারিয়া এ সংসার-জীবনে অনেক গোলমাল করিয়া ফেলি। ভগবানের উপর অবিশ্বাসী হই—আর নিজের অসার দর্পের ও কৃতিত্বের উপর একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সেই মঙ্গলময়কে অতি বিপদের সময়ও ভুলিয়া যাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মৈত্রেয় ও চারুদত্ত উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। চারুদত্তের মুখ অতি বিষণ্ণ। আর মৈত্রেয়ও বন্ধুর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া, সেইরূপ একটা মলিন ভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন।

মৈত্রেয় বলিল—"বৃথা ভাবিয়া কি করিবে সখে! বসন্তসেনার নানাস্থানে সন্ধান করিলাম,—তথাপি তাহার কোন সংবাদই নাই।"

চারুদত্ত একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তাহার বাড়ীতে একবার সন্ধান লইলে না কেন?"

মৈত্রেয় এ কথার কোন উত্তর করিল না। সে এই বসন্তসেনার ব্যাপারে চারুদত্তের উপর মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল।

এজন্য একটু বিরক্তির সহিত বলিল—"আমি আর হাঁটাহাঁটি করিতে পারি না. তোমার বসন্তসেনার বাটিতে প্রবেশ করিতে সত্যই আমার ভয় হয়। কেন বৃথা ভাবিতেছ তুমি। সে নিশ্চয়ই কোন বন্ধুলোকেরই কাছে আছে।"

চারুদত্ত একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'হায়! কি [illegible] করিয়াই আমি এ ধরায় আসিয়াছিলাম? সে আমার পরিচিত

ছিল না—সে দুইদিনের পরিচয়ে আমার একটা আপনার জন হইয়া গেল, যে এখন তাহার সহসা অদর্শনজনিত সংবাদে আমি উন্মাদের মত হইয়াছি। মৈত্রেয়! কে সে আমার—যে তার জন্য এতটা ভাবিব?”

মৈত্রেয়। ঐ জন্যেই ত আমি প্রথম হইতেই তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম!

মৈত্রেয়ের এই মন্তব্যে চারুদত্ত মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। স্থির ভাবে বসিয়া বসন্তসেনার কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

মৈত্রেয় বলিল—“এখন করা যায় কি?”

চারুদত্ত। কি করিব, কোন উপায়ই দেখিতেছি না। সহসা সে লুকাইলই বা কোথায়? এ যে এক অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার!

মৈত্রেয়। আমার বোধ হয় কেহ তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া গুম্ খুন করিয়াছে। বর্দ্ধমানকের শকটে আর্য্যক আসিয়াছিল! সম্ভবতঃ বসন্তসেনা অন্য একখানি শকট ডাকিয়া, তোমার নিকট আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আর সেই অপরিচিত শকটচালক তাহার অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আর তার মৃতদেহ এমন কোন গুপ্তস্থানে ফেলিয়া দিয়াছে, যে তাহা খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা কাহারও নাই। আর যদি তাহা না হয়—

চারুদত্ত। তাহা না হয়ত আর কি হইয়াছে?

মৈত্রেয়। আমার বোধ হয়, খুব সম্ভবতঃ শকারের উদ্যানে সে ক্রমক্রমে পৌছিয়াছিল। সেই নরকুলগ্লানি, হয়ত তাহাকে নিজের চত্বরে পাইয়া, সদুক্তে ব্যবস্ত করিবার জন্য কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

চারুদত্ত চমকিয়া উঠিয়া বিমর্ষ মুখে বলিলেন—তাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও সে কোন না কোন কৌশলে, আমাদের বাটীতে

অথবা তাহার মাতার নিকট কোন না কোন সংবাদ পাঠাইতে পারিত।”

মৈত্রেয় বলিল—“সেটা সত্য। কিন্তু আমার বোধ হয়, সে এরূপ কোন সুযোগ হয়তো পায় নাই।”

চারুদত্ত কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন। ‘আচ্ছা সখা! একটা কাজ করিলে হয় না?”

মৈত্রেয়। কি কাজ?

চারুদত্ত। চল তুমি ও আমি দুজনে শকারের সহিত তাহার উদ্যানে সাক্ষাৎ করিগে।

মৈত্রেয়। তুমি কি মনে ভাবিয়াছ—যে এই প্রদোষপূর্ব্ব-সময়ে সে তাহার উদ্যানে বসিয়া আছে? আর সে যদি বসন্তসেনাকে তাহার আয়ত্তাধীন করিবার জন্য কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া থাকে, মনে কি ভাবিতেছ তুমি, যে সে অতি পুণ্যাত্মার মত, অতি সত্যবাদীর মত, বসন্তসেনাকে সে যে লুকাইয়া রাখিয়াছে—এ কথা তোমার কাছে স্বীকার করিবে?, ইহাতে কেবল একটা বিবাদের সৃষ্টি হইবে মাত্র। দুর্ব্বল পক্ষ আমরা—সে বিবাদে আমাদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়াই সম্ভব। রাজার শ্যালক—সে। তার শক্তির ও দম্ভের কি তুলনা আছে?

নানাদিক্ দিয়া চিন্তার পর তাঁহারা দুইজনে বসন্তসেনার সন্ধান পাওয়া সম্বন্ধে কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, আরও বিমর্ষ হইলেন।

চলুন পাঠক! এই সময়ে একবার এই সব অনর্থের মূল, সেই শকারের বিশ্রামকক্ষে আমরা প্রবেশ করি।

সন্ধ্যা হইয়াছে। উজ্জয়িনীর অসংখ্য দেবালয় হইতে দেবতার আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। মহাকালের মন্দিরে নিনাদিত প্রচণ্ড ঢক্কারবে

উজ্জয়িনীর আমূল কম্পিত, আর এই সুন্দর পবিত্র সময়ে মনোমধ্যে নরকের আগুন জ্বালিয়া, যাবতীয় দুশ্চিন্তা লইয়া শকার কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট।

আজ সে একা। বিট্ সেই যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে আর আসে নাই। অন্য সময় সে বহুবার ঝগড়া করিয়া অপমান করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিত—কিন্তু বিট্ যেখানেই থাকুক না কেন, ঠিক সন্ধ্যার সময় শকারের প্রমোদভবনে উপস্থিত হইয়া, নিজে অপরাধ না করিয়াও শকারের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিত। শকার ভাবিল—"কই? আজ ত সে আর ফিরিয়া আসিল না? আসিবারও ত কোন সম্ভাবনা নাই।—"

"কিন্তু এখন করা যায় কি! বসন্তসেনার মৃতদেহটা প্রোথিত করিতে পারিলেই ভাল হইত। কিন্তু একা আমার দ্বারা ত সে কাজ হইল না হওয়া যে অসম্ভব। অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম বিট্, এতদিন আমার নিমক খাইয়া এখন কিনা আমাকে অতি কৃতঘ্নের মত ত্যাগ করিল।"

"এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়ত এই হত্যাকাণ্ড লইয়া সহরের মধ্যে একটা হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছে। স্থাবরককে আমি আবদ্ধ করিয়া অনেকটা নিরাপদ্ হইয়াছি বটে। কিন্তু বিট্? সে যদি কোতোয়ালিতে গিয়া সন্ধান দেয়? তাহা হইলে উপায় কি? সে হয়ত গোয়েন্দারূপে, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে।——"

"হইতে পারে, আমি রাজশ্যালক। হইতে পারে, এই উজ্জয়িনীর শাসনতন্ত্রের পরিচালক যাঁহারা,—তাঁহারা আমার বাধ্য। কিন্তু আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি, সেওত যে, সে, স্ত্রীলোক নয়? সে যে—বসন্তসেনা? উজ্জয়িনীর মধ্যে বসন্তসেনার প্রাদুর্ভাব যে খুবই বেশী। যদি প্রমাণ হয়, এ হত্যাকাণ্ড আমারি দ্বারাই হইয়াছে, তখন ঘটনাস্রোত হয়ত বিপরীত দিকে ফিরিতে পারে। রাজা আমার ভগ্নীপতিই হউন—আর যাহাই হউন, প্রজার সহিত তিনি সকল সম্বন্ধ যে আমার জন্য বিচ্ছিন্ন করিবেন,

ইহাও সম্ভবপর নহে। যাহাই হউক না, কল্য ধর্ম্মাধিকরণ খুলিবার প্রথমেই আমি গিয়া নালিশবন্দী হইব, যে চারুদত্ত এই বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়া, আমার উদ্যানমধ্যে ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আমার চিরদিনই শত্রুতা। এই শত্রুতা অবশ্য বসন্তসেনাকে লইয়া, এইজন্যই সে এই ভীষণভাবে বসন্তসেনা ও আমার উপর প্রতিশোধ লইয়াছে।”

এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া শকার মনটাকে খুব হাল্‌কা করিয়া লইল। একটু চতুরতার সহিত কাজগুলা করিতে পারিলে, এই চারুদত্ত যে বসন্তসেনার হত্যাব্যাপারে জড়াইয়া পড়িবে, তৎ সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহই রহিল না।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:0:—

পরদিন, বিচার গৃহ খুলিবার পূর্ব্বেই, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, শকার আদালতে চলিয়া গেল। আদালত গৃহের তত্ত্বাবধায়ক শোধনক তখন বিচারপতির ও আদালতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া রাখিতেছিল। শকারের মত দুর্ব্বৃত্তকে দেখিয়া, সে তখনই পাশ কাটাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

শকার আদালত গৃহের বাহিরে এক আসনে বসিয়া বিচারপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে অধিকরণিক বা বিচারক, তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থকে লইয়া, আদালত গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিয়া, আদালতের প্রহরী শোধনককে ডাকিয়া বলিলেন— "যাও শোধনক! যাহারা আজ বাদী প্রতিবাদী হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের ডাকিয়া আন।"

শোধনক ইতিপূর্ব্বে শকারকে দেখিয়াছিল। কিন্তু সে যে আদালতে মোকদ্দমা করিতে আসিয়াছে, সেটা তাহার ধারণাই হয় নাই। তবে শকার উজ্জয়িনীপ্রসিদ্ধ দুষ্ট লোক। তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল, ইহা ভাবিয়াই সে চলিয়া গিয়াছিল।

সে আদালতের বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া হাঁক দিল;—"কে কোথায় বিচারার্থী আছ আইস।" কেহই আসিলনা।

শোধনক পুনরার বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"কে কে বিচারপ্রার্থী উপস্থিত আছ? বিচারক মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তোমাদের আরজী করবে এস।"

এমন সময় শকার তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিল "ভাল ভাল—আমিই আর্জ বিচারপ্রার্থী!"

শকারকে দেখিয়া শোধনকের মনটা আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল না, শকারকি বিষয়লইয়া নালিশ করিতে আসিতে পারে।

সে বিনয়নম্র বচনে বলিল—"আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি বিচারক মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

শোধনকের কথানুসারে শকার অগত্যা সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শোধনক বিচারপতিকে গিয়া বলিল—"হুজুর! আজ অন্য কোন বাদী প্রতিবাদী উপস্থিত নাই। কেবল মাত্র রাজশ্যালক শকার নালিশ করিতে আসিয়াছে।"

শকারের আবির্ভাব কথা শুনিয়া বিচারপতিও একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, এই মূর্খ রাজ-শ্যালক নিশ্চয়ই কোন একটা হাঙ্গামা লইয়া আসিয়াছে। না জানি আবার কি নূতন অনর্থ উপস্থিত করিবে।

তৎপরে তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন—"সেটাকে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত। যাও, শোধনক! তাহাকে গিয়া বল—যে আজ আমার সময় বড় অল্প। তার অভিযোগ শুনিবার অবসর হইবে না।"

আদালতের ভৃত্য শোধনক ফিরিয়া আসিয়া, শকারকে সেই কথাই বলিল।

মূর্খ শকার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কি এত বড় স্পর্দ্ধা তার?

আমার কথা শোনবার অবসর হবে না? আমি হচ্ছি, রাজার শ্যালক!
আচ্ছা চল্লুম আমি রাজ বাড়ীতে। এখনিই আমার ভগ্নী আর মাতাকে
জানিয়ে, এই বিচারপতিকে ছাড়িয়ে অন্য লোক নিযুক্ত করাবো।"

শোধনক শকারের ভাব গতিক ও রৌদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে বড়
ভয় পাইল। সে শকারকে বলিল—"মহাশয়! ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি
আবার বিচারপতির কাছে গিয়ে বলি, আপনার মোকদ্দমাটা খুবই
জরুরি। একথা শুনলে অবশ্য তিনি সব মোকদ্দমা ফেলে রেখে
আপনার মাম্‌লাটাই আগে নেবেন।"

এই কথা বলিয়া, শোধনক আবার বিচারপতির নিকটে গিয়া
বলিল—"ধর্ম্মাবতার! রাজ-শ্যালক মহাশয় ভয়ানক রেগে গিয়েছেন।
তিনি তাঁর ভগ্নীকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে, এখনিই আপনার চাকরী
ছাড়িয়ে দেবেন।"

বিচারক ভাবিয়া দেখিলেন—শকারের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই।
অগত্যা তিনি শোধনকে বলিলেন—"উহাকে আর ত্যক্ত করিয়া কাজ
নাই। এখানে আসিতে বল। আমি উহার অভিযোগ শুনিতে প্রস্তুত।"

শোধনক অগত্যা মূর্খ শকারকে গিয়া বলিল—"বিচারপতি মহাশয়
অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সে কাজ শেষ হয়েছে। আপনি
আসুন, এই বার আপনার অভিযোগ শোনা হবে।"

আত্মম্ভরি শকার, এই কথায় মনে মনে বড়ই একটা দর্প অনুভব করিয়া
বলিল- "বাছাধন! বড়ই চালাকি করছিলেন। জানতে পারেন নি, যে
আমার ক্ষমতা কত বেশী। এখন চাকরী যাবার ভয় হয়েছে, তাই ডেকে
পাঠানো হলো। ভাল! আমারই সুবিধা হলো। যখন তোমায় ভয় দেখাতে
পেরেছি, তখন তোমাকে আমি যা বলবো, তাই বিশ্বাস কত্তে হবে।"

এই কথা বলিয়া, শকার দর্পভরে বিচারপতির সম্মুখীন হইল।

বিচারপতি বলিলেন—"মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন। আপনার অভিযোগ শুনিতেছি।"

গর্ব্বস্ফীত শকার, এই সম্বর্দ্ধনায় আরও স্ফীতবক্ষ হইয়া বলিল "তা বসিব বই কি? এ আদালত যখন আমার ভগ্নীপতি রাজাধিরাজ পালকের, তখন এ আদালত গৃহের সকল স্থানই আমার। যেখানে আমার ইচ্ছা হবে, সেই খানেই আসন গ্রহণ করবো।"

এই কথা বলিয়া শকার চারিদিকে চাহিয়া, বিচারপতির খুব সন্নিকটেই আসন গ্রহণ করিল।

বিচারক বলিলেন "আপনার কোন অভিযোগ আছে নাকি?"

শকার। আছে বই কি? এতো যে সে লোকের অভিযোগ নয়, সুতরাং আপনাকে একটু মন দিয়ে শুনতে হবে। জানেন ত আমার বাপ রাজার শ্বশুর। আর রাজা হচ্ছেন আমার পিতার জামাতা। আমি হইতেছি রাজার শ্যালক। আর কাজে কাজেই রাজা হইতেছেন আমার ভগ্নীপতি।"

বিচারক এই মূর্খের পাগলামিতে বিরক্তি বোধ করিলেও প্রকাশ্যে বলিলেন—"মহাশয় যে একজন খুব গণ্য মান্য লোক, তাহা আমি জানি। এখন আপনার অভিযোগটী কি প্রকাশ করিয়া বলুন দেখি।"

শকার বলিল—"তবে শুনুন! আমার ভগ্নীপতি আমার গুণরাশি দেখে, তাঁর একটী সুন্দর বাগান যার নাম হচ্ছে গিয়ে "পুষ্পকরণ্ডক" আমার দান করেছিলেন। সেই বাগানের এখন আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা মালিক। কাল আমার বাগানে গিয়ে দেখি, যে, একজন স্ত্রীলোককে কেউ যেন অলঙ্কারের লোভে, গলা টিপে মেরে, আমার বাগানে রেখে গিয়েছে।"

বিচারক। সে স্ত্রীলোক কে? আপনি তাকে চেনেন কি?

শকার। তাকে এ উজ্জয়িনীর মধ্যে না চেনে কে ? সে হচ্ছে বসন্তসেনা !

বিচারক। কেমন করে জানলেন, কেউ যে অলঙ্কারের লোভে তাকে হত্যা করেছে ?

শকার। কারণ আমি দেখলেম, যে তার গলাটা ফুলে রয়েছে আর গায়ে এক খানাও অলঙ্কারও নেই।

বিচারক। সেটা সম্ভব বটে, কিন্তু আপনি কি নিজের চোখে এ হত্যাকাণ্ড দেখেছেন ?

শকার। আরে রাম! তাও কি কখন সম্ভব। আমি সেখানে উপস্থিত থাক্‌লে কি এমন একটা সুন্দরী মেয়ে মানুষ মারা পড়তো ?

বিচারক। তাহলে এ সব ক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদীর দরকার? আমার মতে বসন্তসেনার মাতাকে তলব করান প্রয়োজন। কেননা তারই কন্যা যখন নিহত হয়েছে, তখন সেই আইন মতে বাদিনী। যাও শোধনক ! এখনিই বসন্তসেনার মাতাকে এখানে হাজির কর।

বসন্তসেনার বাড়ী সেখান হইতে বেশী দূর নয়। শোধনক তখনিই বিচারপতির আদেশে বসন্তসেনার মাতাকে আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

বিচারপতি শকারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এত স্থান থাকিতে বসন্তসেনার মত একজন সর্ব্বজনবিদিতা স্ত্রীলোককে আপনার বাগানে লইয়া গিয়া হত্যা করিল, এর কারণ কি ? সে বাগানে ভৃত্যবর্গ ছিল, আর আপনারও উপস্থিত থাকা সম্ভব। এরূপ স্থলে হত্যাকারীর এতটা সাহস হওয়া দেখিতেছি খুবই আশ্চর্য্যের কথা।"

শকার বুঝিল, এরূপ প্রচণ্ড জেরার মুখে সকল কথার জবাব দেওয়াটা ঠিক নয়। হয়ত সে ধরা পড়িয়া যাইতে পারে। এজন্য বলিল—"তা কেমন করিয়া বলিব মহাশয় ! তবে এই হত্যাকারীর কাজকর্ম্ম দেখিয়া বোধ হইতেছে, সে অতি দুঃসাহসিক লোক।"

এমন সময়ে বসন্তসেনার মাতা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা অবস্থায় সেই বিচার-গৃহমধ্যে উপস্থিত হইল। শকার তাহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য বলিল—"ঐ যে বসন্তসেনার মাতা আসিয়াছে! ভালই হইয়াছে। উহার কথা শুনিলেই আপনি সমস্ত ঘটনা ভাল করিয়া, বুঝিতে পারিবেন।

বসন্তসেনার মাতা আভূমি প্রণত প্রণাম করিয়া, জোড়হস্তে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"এ অধিনীকে তলব করিয়াছেন কেন ধর্ম্মাবতার?"

বিচারক বলিলেন—"বসন্তসেনা তোমার কে?"

মাতা। আমার কন্যা।

বিচারক। তোমার কন্যা বসন্তসেনা এখন কোথায়?

মাতা। কোন পরিচিত বন্ধু লোকের বাড়ীতে গিয়েছে।

বিচারক। সে বন্ধু লোকের নাম কি?

বসন্তসেনার মাতা মহা ফাঁপরে পড়িল। সে জানিত—তাহার কন্যা আজ চারুদত্তের বাটীতেই গিয়াছে। চারুদত্তের সহিত যে একটা গণিকার সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রকাশ করিলে তাঁহার সম্মানের হানি হইবে, এ জন্য সে চারুদত্তের নামোল্লেখ করিতে বড়ই অনিচ্ছুক। এজন্য সে বলিল—"তাঁহার নামটা না শুনিলে কি একান্তই চলিবে না ধর্ম্মাবতার?"

বিচারক। অন্যক্ষেত্রে চলিতে পারিত বটে। কিন্তু বিচারক্ষেত্রে তুমি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য।

মাতা। সগর দত্তের পুত্র, উজ্জয়িনীপরিচিত আর্য্য চারুদত্তের বাটীতেই আমার কন্যা গিয়াছে।

এই কথায় মূর্খ শকার উৎসাহিত চিত্তে প্রসন্নমুখে বলিল—"ঐ শুনুন বিচারপতি মহাশয়! বসন্তসেনা সেই দরিদ্র চারুদত্তের আলয়েই গিয়াছে। এই চারুদত্তের নামেই আমার অভিযোগ।"

বিচারপতি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন—"চারুদত্তকে এ ক্ষেত্রে তলব

করা বিশেষ দরকার। কিন্তু তিনি জানিতেন, যে দরিদ্র হইলেও এই আর্য্য চারুদত্ত উজ্জয়িনীর পূজ্য। তিনিও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচারক্ষেত্রে, যে চারুদত্তের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয়, সেখানে তাঁহাকে না আনাইলে বিচারকার্য্যে বাধা পড়িবে, এই ভাবিয়া তিনি শোধনককে আদেশ করিলেন, "চারুদত্তকে আমার সম্মান জানাইয়া তাঁহাকে এখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্তসেনা, রোহসেনকে স্বর্ণশকট খরিদ করিবার জন্য যে অলঙ্কারগুলি দিয়া আসিয়াছিল, চারুদত্ত পরে তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথা জানিতে পারেন। দরিদ্রসন্তান রোহসেনের সামান্য ক্রীড়াভিলাষ পূর্ণ জন্য যে, বসন্তসেনার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি নষ্ট হইবে, চারুদত্তের বিবেকপূর্ণ অন্তঃকরণ তাহার সমর্থন করিল না। রোহসেন নিদ্রিত হইলে, তিনি বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি মৈত্রেয়কে দিয়া বলিলেন—"বসন্তসেনার এই অলঙ্কারগুলি তাহাকে এখনই ফিরাইয়া দিয়া আইস।" চির অনুগত মিত্র মৈত্রেয়, তাহার সখার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য তখনই বসন্তসেনার বাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

মৈত্রেয়কে বিদায় করিয়া দিয়া চারুদত্ত অনেকটা স্বস্তি লাভ করিলেন। জীবনে তিনি দানই করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। কাজেই যাহার ধন তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া তিনি একটা প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

এমন সময়ে শোধনক আসিয়া তাঁহাকে বিচারপতির অভিবাদন জানাইয়া বলিল—"প্রভো! আপনাকে একবার এখনই বিচার-গৃহে যাইতে হইবে। বিচারপতি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।"

চারুদত্ত একটু বিস্মিত চিত্তে বলিলেন—"বিচার-গৃহে আমাকে! যাইতে হইবে ইহার কারণ কি শোধনক?"

শোধনক পুনরায় চারুদত্তকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"কারণ যে কি, তাহা অধিকরণিকই জানেন। আমি ধর্ম্মাধিকরণের দৌবারিক মাত্র। আপনাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।"

অযথা সময়ক্ষেপ করা উচিত নহে ভাবিয়া, চারুদত্ত বিচারালয়ে যাইবার উপযুক্ত বেশ-ভূষা করিয়া শোধনকের সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

ব্যস্ততার সহিত যেমন দ্বারপথ দিয়া বাহির হইতে যাইবেন, অমনি কপাটের চৌকাটে তিনি সামান্য আঘাত পাইলেন। বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—এক বৃক্ষতলে এক কাল সর্প শুইয়া আছে। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তিন চারিটা গৃধ্র এক বৃক্ষচূড়া হইতে উড়িয়া গেল। শুষ্ক ভূমিতে দ্রুত চলিতে গিয়া, দুই তিনবার তাঁহার পদস্খলন হইল। যাত্রাকালে এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দেখিয়া চারুদত্ত বড়ই শঙ্কান্বিত হইলেন। কি ভয়ানক বিপদ্ যে তাঁহার জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষা করিতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বড়ই চিন্তাকুল হইলেন।

আদালতগৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি বিচারপতিকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন "ধর্ম্মাবতার কি আমাকে আহ্বান করিয়াছেন?"

বিচারপতি একবার চারুদত্তের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সেই মুখ সম্পূর্ণরূপে পাপকলঙ্কশূন্য। নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত ও জ্যোতির্ম্ময়, মুখমণ্ডল চিন্তাকলঙ্কবিরহিত।

তিনি চারুদত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হাঁ, আমিই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আপনাকে আমি দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার নিকটে আসন গ্রহণ করুন।"

চারুদত্তের এইরূপ আদর ও সম্বর্দ্ধনায় হতভাগ্য মূঢ় শকার, বিচারপতির উপর মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি এ-দায় হইতে উদ্ধার পাই ত—এর পর এই ধৃষ্ট বিচারপতিকে সমুচিত প্রতিফল দিব।

বিচারক গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"আর্য্য চারুদত্ত!"

চারুদত্ত। অনুমতি করুন।

বসন্তসেনার মাতা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। বিচারপতি তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চারুদত্তকে প্রশ্ন করিলেন—"এই স্ত্রীলোককে আপনি চেনেন কি? ইনি বসন্তসেনার মাতা!"

চারুদত্ত বসন্তসেনার মাতার দিকে বারেকমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ইঁহাকে আর কখনও দেখি নাই। আমার সহিত উঁহার কোন পূর্ব্বপরিচয় নাই।"

চারুদত্ত বসন্তসেনার মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভদ্রে! তোমায় অভিবাদন করিতেছি।"

বসন্তসেনার মাতাও চারুদত্তের নাম শুনিয়া আসিয়াছে, কখনও তাঁহাকে চক্ষে দেখিবার অবসর পায় নাই। চারুদত্তের কমনীয় মুখশ্রী ও শিষ্টাচারে বিমুগ্ধ হইয়া সেই বর্ষীয়সী মনে মনে বলিল—"এই চারুদত্তের রূপ ও গুণের সম্বন্ধে যেমন শুনেছিলুম, এখন দেখিতেছি তার ষোল আনাই সত্য। আমার কন্যা উপযুক্ত পাত্রেই অনুরক্ত হয়েছে।"

বিচারক চারুদত্তকে প্রশ্ন করিলেন—"এ বিচারস্থল। বিচারের সৌকর্য্যার্থে, আপনাকে সকল কথাই বলিতে হইবে। সে কথা যতই অপ্রিয় হউক না কেন, তাহা গোপন করিলে চলিবে না। বলুন দেখি এর কন্যা বসন্তসেনার সহিত আপনার সম্প্রীতি আছে কি না?"

কথাটা শুনিয়া চারুদত্ত তাহার উত্তর দিতে বড়ই লজ্জা বোধ

করিতে লাগিলেন। তিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। অথচ বসন্তসেনা তাঁহার বাড়ীতে প্রেমানুরাগে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করে। সুতরাং বিচারকের এই প্রশ্নে স্বাভাবিক শীলতাবশে, তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

শকার, চারুদত্তের এই লজ্জাবনত মৌন ভাব দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "আঃ! লজ্জা দেখে যে আর বাঁচি না। অর্থলোভে যে নারী হত্যা করিতে পারে, তার আবার লজ্জা, দেখে হাসি পায়।

কথাটা বিচারকের কাণে গেল। তিনি তিরস্কার করে শকারকে বলিলেন "আপনি কোন বিষয়ে কথা কহিবেন না। আপনার এরূপ মন্তব্য বড়ই অপ্রীতিকর।"

তৎপরে বিচারক চারুদত্তের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"আদালতের প্রশ্নে নিরুত্তর থাকলে চলিবে না। আপনার মত সত্যবাদী নির্ভীকচিত্ত লোকের সত্যকথা বলিতে সঙ্কোচ কেন? এখন বলুন দেখি, বসন্তসেনার সহিত আপনার আলাপ পরিচয় আছে কিনা?"

চারুদত্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এ কথা অস্বীকার করি না যে, বসন্তসেনার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নাই। তবে এজন্য আমার এই তরুণ বয়সই বেশী দোষী। চরিত্র নয়।"

বিচারপতি বলিলেন—"মহাশয়! আপনাকে আমি বিচারঘটিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার প্রশ্নের সরল উত্তর চাই।"

চারুদত্ত এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই, যে কোন বিচারক্ষেত্রে সাক্ষীশ্রেণী ভুক্ত হইয়া তিনি সেখানে আহূত হইয়াছেন। সুতরাং বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! কেন যে আপনি আমাকে এ ভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বিচারঘটিত ব্যাপারই যদি হয়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদী বা আসামী ফরিয়াদি কে?"

শকার এইবার দর্পিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমিই এ ক্ষেত্রে অভিযোক্তা।"

চারুদত্ত শকারের কথায় একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কে তুমি? তোমায় আমি চিনি না। তোমার সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই নাই—কোন সংস্রবই নাই।"

শকার বলিল,—"তা না থাকতে পারে। কিন্তু আমার উদ্যানমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছে বলেই, আমায় প্রতিবাদীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হ'য়েছে।"

বিচারক শকারকে বলিলেন—"আপনি চুপ করুন। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত, কোন কথা বলিবার অধিকার আপনার নাই।"

বিচারকের তাড়া খাইয়া মূর্খ শকার, স্থিরভাব ধারণ করিল। বিচারক আবার চারুদত্তকে প্রশ্ন করিলেন—"এই বসন্তসেনা আপনার প্রতি আসক্ত কি না?"

চারুদত্ত। হাঁ, সে আমাকে ভালবাসে।

বিচারক। আপনি তাকে ভালবাসেন?

চারুদত্ত। ভালবাসার একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। যে আমাকে ভালবাসে, তাহাকে বিরাগের নেত্রে অবশ্য আমি দেখি না।

বিচারক। এই বসন্তসেনা আপনার বাটীতে যাতায়াত করে?

চারুদত্ত। সর্ব্বদা নয়। তবে মাঝে মাঝে সে যায় বটে।

বিচারক। আপনার সঙ্গে কাল সাক্ষাৎ হয়েছিল?

চারুদত্ত। হাঁ—কাল সাক্ষাৎ হইয়েছিল।

বিচারক। কোথায়?

চারুদত্ত। আমার বাড়ীতে।

বিচারক। বসন্তসেনা তা'হলে এখন আপনার বাড়ীতেই আছে?

চারুদত্ত। না, চলে গিয়েছে।

বিচারক। কোথায় চলে গিয়েছে?

চারুদত্ত। তার বাড়ীতে।

বিচারক। কার সঙ্গে গেল?

চারুদত্ত। সেটা ঠিক বলতে পারিনি। সে গোপনে চলে গিয়েছে। এর বেশী আর কি বলবো?

বিচারক একদৃষ্টে চারুদত্তের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, আর তাঁর এই নির্ভীক স্পষ্ট উত্তরগুলি শুনিতেছেন। তাঁহার কথার ভঙ্গী দেখিয়া বিচারকের মনে একটা ধারণা জন্মিল—"এই চারুদত্ত, কথনই দোষী নয়। যে নিজের সর্বস্ব দরিদ্রদের উপকারের জন্য বিলাইয়া দিয়া নিজে দরিদ্র হইয়াছে, সে যে, সামান্য অর্থলোভে এক গণিকাকন্যাকে হত্যা করিবে, ইহা অতি অসম্ভব। ব্যাপারটা দেখিতেছি বড়ই সমস্যাময়। হিমালয়কে যেমন কেহ পরিমাণ করিতে পারে না, বায়ুর গতি যেমন কেহ রোধ করিতে পারে না, কেবলমাত্র সন্তরণের দ্বারা যেমন কেহ বিশাল মহাসাগর পার হইতে পারে না, সেইরূপ, চারুদত্তের উপর হত্যাকলঙ্কও কেহ দিতে সাহস করে না।"

এজন্য তিনি স্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"না না, আমার বোধ হয় না, যে এই চারুদত্ত দোষী।"

এই সময়ে শকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাগলের মত বলিল—"মহাশয়! আপনি বড়ই পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন। আমি বলিতে পারি, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বসন্তসেনাকে হত্যা ক'রে, আমার উদ্যানমধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছে।"

বিচারক শকারের দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "স্থির হও তুমি। অর্বাচীনের মত কথা কহিও না। যে চারুদত্ত এই

উজ্জয়িনীর পূজ্য, সাধুতার আদর্শ, যিনি অকাতরে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করে দীনদরিদ্রের দুঃখ মোচন করেছেন, তিনি কি সামান্য অলঙ্কারের জন্য নারীহত্যার ভীষণ মহাপাপে লিপ্ত হ'তে পারেন?"

বসন্তসেনার মাতা এতক্ষণ নির্ব্বাক্ অবস্থায় এই সব ব্যাপার দেখিতে-ছিল। সেও আর থাকিতে না পারিয়া, বিচারকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—"মিথ্যা কথা! অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব কথা! যখন এই মহানুভব চারুদত্তের বাড়ী থেকে আমার বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি চুরী যায়, তখন তার ক্ষতিপূরণের জন্য যে মহানুভব ব্যক্তি তাঁর পত্নীর কণ্ঠদেশ থেকে, বহুমূল্য রত্নহার খুলে নিয়ে, রক্ষিতধনাপহারীর কলঙ্ক মোচন কর্ত্তে পারেন—তিনি কখনই সামান্য অলঙ্কারের লোভে আমার কন্যাকে হত্যা কর্ত্তে পারেন না।"

এই সময়ে সেই বর্ষীয়সীর মনে কন্যার শোক জাগিয়া উঠিল। সে উচ্চৈঃস্বরে কন্যার নাম করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

বিচারক সান্ত্বনাবাক্যে এই বৃদ্ধাকে শান্ত করিয়া, চারুদত্তকে বলিলেন "বসন্তসেনা আপনার বাড়ী থেকে গোপনে অর্থাৎ আপনাকে না বলে চলে গিয়েছিল। এই কথাই ত আপনি বলছেন? কিন্তু এটা জানেন কি, সে যখন আপনার বাটী থেকে চলে যায়, তখন পদব্রজে গিয়েছিল কি যানারোহণে গিয়েছিল?"

চারুদত্ত বলিলেন—"আমি যখন তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখি নাই, তখন একথা বলিতে সম্পূর্ণ অপারক।"

এই সময়ে রাজপ্রহরী বীরক, বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আমার একটা নালিশ আছে।"

বিচারপতি। তোমার আবার কি নালিশ?

বীরক। রাজপ্রহরী চন্দনক, আমায় অকারণে প্রহার করিয়াছে।

বিচারক। ব্যাপার কি?

বীরক। রাজবিদ্রোহী আর্য্যক কারাগার হইতে পলায়ন করিবার সংবাদ পাইবামাত্রই রাজাদেশে আমি ও চন্দনক আমাদের দল বল লইয়া বিদ্রোহীর সন্ধানের জন্য রাজপথে বাহির হই। সেই সময়ে জনতার বড়ই তেজ। পথে দেখলাম একটা আবৃত গাড়ী যাচ্ছে। দেখে আমার বড় সন্দেহ হলো। আমি চন্দনককে বল্লুম—ওই আবৃত শকটে কে আছে দেখে এস। সে যে ভাবে দেখে এল, তাতে আমার মনে সন্দেহ হওয়ায় আমি সেই গাড়ীখানা দেখ্‌তে যাচ্ছি এমন সময়ে চন্দনক আমায় জোর করে মাটাতে টেনে ফেলে দিল। তারপর বিনা কারণে আমাকে প্রহার করলে। ধর্ম্মাবতার! এতে সকলের সামনে আমায় যথেষ্ট অপমানিত হতে হ'য়েছে। এর একটা বিচার করুন।

বিচারক। তুমি চন্দনককে যে গাড়ীখানা দেখ্‌তে হুকুম করেছিলে, সে আবৃত গাড়ীখানা কার?

বীরক। সেই গাড়ীর চালককে আমি নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। চালক বল্লে, সে গাড়ী—আর্য্য চারুদত্তের। বসন্তসেনা তার সওয়ারি। চারু দত্তের উদ্যানে সেই সওয়ারি যাচ্ছিল।

শকার এই কথা শুনিয়া, আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে বুঝিল ভগবান্ তাহার উপর বড়ই করুণাময়। এবার আর চারুদত্ত যায় কোথায়? সে একটা তীব্র উৎসাহের সহিত বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এখন প্রত্যয় হলো ত মশাই? শুনলেন ত সওয়ারি ছিল বসন্তসেনা, আর সেই সওয়ারি গিয়েছিল চারুদত্তেরই গাড়ীতে।"

বিচারপতি মূর্খ শকারকে খুব ভালরূপই জানিতেন। সুতরাং তাহার এই অসম্বদ্ধ প্রলাপে কোনরূপ মনোযোগ না দিয়া, বীরককে বলিলেন—

"বীরক! তুমি এ নগরের একজন প্রধান প্রহরী। তোমার মোকদ্দমার বিচার আমি এর পরে করিব। এখন দেখিয়া এস দেখি, এই শকার মহাশয়ের পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে, কোন স্ত্রীলোকের মৃত দেহ কোথাও প্রোথিত আছে কি?"

বিচারপতি বীরককে বিদায় দিয়া, আদালতগৃহের কক্ষান্তরে অন্য প্রয়োজনে কিয়ৎক্ষণের জন্য চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে পুনরায় বিচারকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—যে বীরক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

বিচারপতি বীরককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কি দেখিয়া আসিলে তুমি বীরক?"

বীরক। যা দেখলুম, তা অতি সাংঘাতিক, ধর্ম্মাবতার!

বিচারক। কি দেখ্‌লে তুমি?

বীরক। দেখলেম, এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে শিয়ালগুলো, কি একটা পচা দেহ নিয়ে নিশ্চিন্তে ভক্ষণ কচ্ছে।

বিচারক। সে দেহ স্ত্রীলোকের?

বীরক। নিশ্চয়ই!

বিচারক। কেমন করে জানলে তুমি?

বীরক। মাটীর উপর যে পায়ের দাগ দেখ্‌লুম, তা স্ত্রীলোকের। তার পর চারিদিকে ছেঁড়া চুল পড়ে আছে। সেইরূপ দীর্ঘ কেশ স্ত্রীলোকেরই সম্ভব। আর সেই জঙ্গলের মধ্যে এক খানা কাপড়ও পড়ে রয়েছে, বোধ হল। বোধ হয় হত্যাকারী তাকে হত্যাকরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে, সেই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

প্রধান রাজপ্রহরীর মন্তব্যকে, বিচারক উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অনেক রাজপ্রহরী নিজের কৃতিত্ব ও কর্ম্মপটুতা দেখাইবার জন্য

অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া নিজেরা পদোচিত সম্ভ্রম বজায় রাখে। বিচারক যখন তাহাকে আদেশ করিয়াছেন—বাগানে কোন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে কিনা দেখিয়া এস, তখন সে না দেখিলেও নিশ্চয় বলিবে একটী মৃতদেহ তাহার চক্ষের সম্মুখে পড়িয়াছে।

বীরকের কথা শুনিয়া, বিচারকের চিত্ত বড়ই বিচলিত হইল। চারুদত্ত যে এ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারেন না—এ বিশ্বাস তখনও তাঁহার মনে প্রবল। কিন্তু চারুদত্তের বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণসমূহ যে তদধিক প্রবল।

তিনি চারুদত্তের অমানুষিক গুণাবলী জানিতেন, ভগবান্ তাঁহাকে যে কি উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন। কিন্তু বিচারকের কার্য্য বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। তিনি প্রমাণের দাস মাত্র। কিন্তু চারুদত্তের মুখ হইতে যতক্ষণ না তিনি কথাটা শুনিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার কিছুতেই প্রত্যয় হইতেছে না।

এজন্য তিনি কঠোরস্বরে প্রশ্ন করিলেন—"চারুদত্ত! সমস্ত প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধে আসিয়া পড়িতেছে। সত্য বল—তুমি বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছ কি না?"

চারুদত্ত বলিলেন—"দেবার্চ্চনার জন্য পুষ্পচয়নের সময় আমি এত সাবধানে ফুল তুলি, যাহাতে পুষ্প বৃক্ষের একটীও পত্র ভগ্ন না হয়। সেই আমি—বলিতে পারি না, কিরূপে পাষাণ প্রাণ হইয়া এক কুসুমাধিক কোমলা রমণীকে হত্যা করিব?"

চারুদত্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। এই মৌনকে সম্মতি বা স্বীকার লক্ষণ বলিয়া, বিচারক ধরিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে শকার আনন্দে বিহ্বল হইয়া মনে মনে ভগবান্ মহাকালকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। সে বিচারপতিকে দম্ভভরে বলিল—"কেমন

মহাশয়! আমার অভিযোগ সত্য কিনা? এই চারুদত্ত বসন্তসেনার হত্যাকারী কিনা? কিন্তু আপনার বিচার প্রণালী বড়ই অদ্ভুত! বড়ই পক্ষপাতপূর্ণ! আপনি এখনও এই নারীঘাতককে আপনার পার্শ্বে বসিতে দিতেছেন।”

বিচারক বুঝিলেন, কাজটা অন্যায় হইয়াছে। সুতরাং তিনি চারুদত্তকে তাঁহার সম্মুখস্থ আসন ত্যাগ করিয়া ভূমিতে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

চারুদত্ত অবনতমস্তকে ভূপৃষ্ঠে বসিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা উঠিল। তিনি দোষী না হইয়াও কতকগুলি অন্যায় প্রমাণের পাকচক্রে ও এই দুষ্টবুদ্ধি শকারের চক্রান্তে, এক সাংঘাতিক হত্যাপরাধের আসামী হইয়া পড়িয়াছেন।

চারুদত্ত মৌনমুখে ভূম্যাসনে বসিয়া আপনার অদৃষ্ট কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শকার তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল—“আর কেন বাপু! তুমি সকলকে অনর্থক কষ্ট দাও। সাফ্ স্বীকার করিয়াই ফেল না কেন, যে - তুমি অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছ!”

চারুদত্ত সেই নরাধম শকারের প্রতি একটা সরোষ দৃষ্টিক্ষেপ করায়, সে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল।

চারুদত্ত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—“হায়! এ কলঙ্কিত মুখ আমি লোকালয়ে দেখাইব কি করিয়া? যখন এই সংবাদ উজ্জয়িনীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, লোকে নারীহত্যাকারী ভাবিয়া আমাকে দেখিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে, তখন আমার স্থান কোথায়? এই কলঙ্ক-শ্বাস তপ্ত কণ্টকাকীর্ণ ধরাবক্ষে বিচরণ করা যে আমার পক্ষে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাকর হইবে। যখন এই ভীষণ কাহিনী আমার চিরানুগত সুহৃৎ মৈত্রেয় শুনিবে, তখন তাঁহার মনে কতই না ব্যথা লাগিবে। আমার

প্রেমানুরক্তা একপ্রবণহৃদয়া আদরিণী ধূতাদেবী যখন শুনিবেন যে তাঁহার হতভাগ্য অযোগ্য স্বামী, অলঙ্কারের লোভে এক বারবনিতাকে হত্যা করিয়াছে, তখন তাঁহার মনের কষ্ট যে কল্পনাতেও অনন্তময়! হয় ত হতভাগিনী নিদারুণ মর্ম্মজ্বালায় আত্মহত্যা করিয়া বসিবে! হায়! বৎস রোহসেন! আমি যে তোমাদের সকলকেই অকূল পাথারে ভাসাইয়া চলিলাম।”

এইরূপ ভাবে চারুদত্ত যখন গভীর চিন্তামগ্ন, সেই সময়ে মৈত্রেয় আসিয়া সেই স্থানে দেখা দিল। চারুদত্ত বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া দিবার জন্য, মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে রেভিলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, মৈত্রেয় তাহার মুখে শুনিল যে চারুদত্ত এক প্রহরীর সহিত আদালতে যাইতেছেন। কথাটা শুনিয়া মৈত্রেয় ভাবিল—“ব্যাপার কি? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। বসন্তসেনার অলঙ্কার প্রত্যর্পণের চিন্তা এখন থাক, আগে দেখিয়া আসি, আমার সখার কি হইল।’ তাই সে সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া আদালতে আসিয়া উপস্থিত।

চারুদত্তকে অবনতমস্তকে ভূম্যাসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া মৈত্রেয় বলিল—“সখে! ব্যাপার কি?”

চারুদত্ত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন—“আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আজ এক গভীর চক্রান্তফলে আমি নারীহত্যাকারী! ব্যাপার যে কি, তাহা ঐ মহাপুরুষ শকারকে জিজ্ঞাসা কর। দেখিতেছি গ্রহগণ আমায় নিগ্রহের জন্য উঁহাকেই বরণ করিয়াছেন।”

মৈত্রেয় তখন একবার বক্রদৃষ্টিতে শকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মৈত্রেয়ের সেই ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া শকারের প্রাণ উড়িয়া গেল।

মৈত্রেয় চারুদত্তের আরও নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘ব্যাপারটা কি?’

চারুদত্ত। এই শকার আমার নামে অভিযোগ আনিয়াছে—আমি অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছি।

মৈত্রেয়। তুমি বলিলে না কেন, যে বসন্তসেনা তাহার বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে।

চারুদত্ত। বলিয়াছিলাম বই কি? কিন্তু আমার এই দুঃসময়ে বিচারক সে কথা বিশ্বাস করিতেছেন না।

মৈত্রেয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে বলিল "হায় ভাগ্য! ভাগ্য-সৃজিত দুঃসময়ের শক্তি কি এত বেশী!"

তৎপরে সে বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আর্য্য চারুদত্ত নারীহত্যাকারী একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হিমাচলশৃঙ্গ ভূতলে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, সবিতা দেবতার পশ্চিমাচলে উদয় সম্ভব, চন্দ্রমার শীতল রশ্মি অগ্নিকণায় পূর্ণ হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে চারুদত্ত আজীবন দাতা, দরিদ্রের দুঃখ দেখিলে যাঁর চক্ষে জলধারা আসে, যিনি দরিদ্রের উপকারের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া আজ দরিদ্র, বাপী কূপ তড়াগ, আরাম-কানন দেবালয়, আপনশ্রেণী, প্রস্রবণ ও উন্নত তোরণাদি নির্ম্মাণের জন্য অজস্র ব্যায় করিয়া যিনি গরীয়সী নগরী উজ্জয়িনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন—তিনি যে সামান্য অলঙ্কারের জন্য নির্জ্জন উদ্যানে নারীহত্যা করিবেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কখনও হইতেই পারে না। হওয়া সম্ভবও নয়।"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মৈত্রেয় বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে স্পষ্টই বুঝিল, ভীষণ চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়া এই শয়তানাধম শকার চারুদত্তকে এই বিপদে ফেলিয়াছে।

সে রোষকষায়িত-নেত্রে শকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"অরে নরাধম! ইহলোককেই তুই সর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিয়াছিস্? তোর মত বর্ব্বরের চক্ষে কি ইহলোকের সুখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহলোকের পর

যে পরলোক আছে সেখানে যে জীবনের অনুষ্ঠিত পাপকার্য্যের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেটা কি ভুলিয়া গিয়াছিস? হায়! বজ্র আজ মেঘের মধ্যে লুকাইয়া না থাকিয়া তোর মাথায় পড়িতেছে না কেন? তুই অতি ক্রূর। সর্পের ন্যায় খল। আমার হস্তস্থিত এই বক্র যষ্টির মত তোর মন অতি কুটিল। তুই এখনি সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বল—নচেৎ আমার এই বক্রযষ্টি তোর মস্তককে শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে।”

শকার ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। এই মৈত্রেয়কে কে জানে? কি কারণে সে বড়ই ভয় করিত। এইজন্য সে বিচারপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল “মহাশয়! দেখুন! চারুদত্তের সহিতই আমার মনোবাদ! কিন্তু এই দুষ্ট লোকটা অনর্থক আমার সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখনি উহাকে নিরস্ত করুন।”

বিচারপতি কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বে, অসহিষ্ণুচিত্ত ক্রুদ্ধ মৈত্রেয় সেই আদালতগৃহ মধ্যেই শকারকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল। ধস্তাধস্তির ফলে মৈত্রেয়ের বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত বসন্তসেনার অলঙ্কারের পুটলিটি কক্ষমধ্যে পড়িয়া গেল। তাহার মধ্যগত স্বর্ণালঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাই রোহসেনের শকট নির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত অলঙ্কার।

শকার তখনই সুযোগ পাইয়া বলিল—“ধর্ম্মের কল আপনি নড়ে! দোহাই ধর্ম্মাবতার বিচারক! এই দেখুন, দরিদ্র চারুদত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট হইতেই নিহত বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।”

আদালতশুদ্ধ সকলেই নির্ব্বাক্। চারুদত্ত মলিনমুখে একবার মৈত্রেয়ের দিকে চাহিয়া, একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“হায়! রে চরম দুর্ভাগ্য! হায় রে! ক্রূর ভবিতব্য! শেষে কি এই হইল।”

মৈত্রেয় বড় একটা অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়িয়া চারুদত্তের নিকটে আসিয়া

মৃদুস্বরে বলিলেন—"ভয় পাইতেছ কেন? এত বসন্তসেনারই অলঙ্কার। কিজন্য তুমি এগুলি আমাকে দিয়াছ, আর কি করিয়া এগুলি পাইয়াছ, তাহা বলিলেই ত সব আপদ্ চুকিয়া যায়।"

মৈত্রেয় যে ব্যাপারটীকে এত সোজা বলিয়া ভাবিতে ছিলেন, চারুদত্ত অন্য পথে গিয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, ব্যাপারটী তত সোজা নয়। কেন না, এই অলঙ্কারগুলিই বসন্তসেনা যে তাঁহার পুত্র রোহসেনকে স্বর্ণময় ক্রীড়াশকট নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছিল। এ দানের কথা বলা অপেক্ষা মৃত্যুও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

বিচারপতিও এই ব্যাপারে খুব স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটু আগে তাঁহার মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, যে চারুদত্ত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। এখন তিনি বুঝিলেন—"মানুষের মন যখন দারিদ্রে দমিয়া পড়ে, তখন সে অতুলনীয় চরিত্র হইলেও, অভাব অনাটনের প্রলোভনের মুখে পড়িয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তার প্রমাণ—এই চারুদত্ত।"

বিচারক শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—"বসন্তসেনার মাতা এখানে উপস্থিত আছে। এ অলঙ্কারগুলি বসন্ত সেনার কি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কথা জানিতে পারা যাইবে। তুমি তাঁহাকে প্রশ্ন কর।"

আদালতের আদেশে শ্রেষ্ঠী সেই অলঙ্কারগুলি কুড়াইয়া লইয়া বসন্তসেনার মাতাকে দেখিতে দিলেন। সেই বর্ষীয়সী সেগুলি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার পর, শ্রেষ্ঠী তাহাকে বলিলেন—"বলিতে পার—কি তুমি, এ সব অলঙ্কার তোমার কন্যার কি না?"

মাতা। দেখ্‌তে সেই রকম বটে, কিন্তু এগুলি বোধ হয় কন্যার নয়।

শ্রেষ্ঠী। বটে,—নয়, এরূপ জবাবে চলবে না। এটা আদালত। সত্য কথা বল এ অলঙ্কার তোমার মেয়ের কি না?

মাতা। সেই রকম দেখ্‌ছি বটে, কিন্তু ঠিক বলতে পাচ্ছি না।

বিচারক। তুমি এ গহনাগুলি চেন?

মাতা। এক রকমের অনেক জিনিষ ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ গুলো দেখ্‌তে আমার মেয়ের গহনার মতন। কিন্তু ঠিক তার গহনা কি না, তা বলতে পাচ্ছিনি।

বিচারক মনে মনে ভাবিলেন "বসন্তসেনার মাতা অসম্ভব কথা বলিতেছে না। কেন না সুদক্ষ শিল্পী এক আদর্শের গহনা দেখিয়া ঠিক সেইরূপ আর একটা অলঙ্কার গড়িতে পারে।" বিচারপতির মন তখনও সন্দেহদোলায়, দোলায়মান।

কিন্তু তাহা হইলেও তিনি চারুদত্তকে প্রশ্ন করিলেন—"এ গহনাগুলি তুমি চেন কি?"

চারুদত্ত। হাঁ।

বিচারক। এ গহনা কার? তোমার?

চারুদত্ত। না—বসন্তসেনার। এঁরই কন্যার?

বিচারক। তা হলে এ সব অলঙ্কার তোমার বন্ধু এই মৈত্রেয়ের কাছে এল কেমন করে?

চারুদত্ত। আমিই তাঁকে দিয়েছিলুম।

বিচারক: বসন্তসেনার গহনা তোমার কাছে কেন?

চারুদত্ত। আমি—আমার—

বিচারক। সত্য কথা বল! নচেৎ বিপদ্ ঘটবে।

চারুদত্ত নানা দিক দিয়া ভাবিয়াও এই অলঙ্কারের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা বলিতে পারিলেন না। সহসা থামিয়া গেলেন? বিচারক তাঁহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া বলিলেন—"এখনও সত্য কথা বল। নচেৎ, তোমোকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। সমস্ত ঘটনাই তোমার প্রতিকূলে

দাঁড়াইতেছে। জানত উজ্জয়িনীর এ আদালতের নিয়ম যে অপরাধী কোন কথা গোপন করবার চেষ্টা কল্লে তাকে কশাঘাত পর্য্যন্ত করা হয়।"

চারুদত্ত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন "এমন এক বংশে আমার জন্ম যাহা এ পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক। আমার পিতামাতা, এমন কি আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী, আমার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে পারেন। এ অলঙ্কারগুলি কি সূত্রে আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা বলিতে আমি কোন মতেই ইচ্ছুক নই। যদি আপনি আমাকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার ন্যায়বিচারে যে দণ্ড ইচ্ছা করেন, তাহাই আমায় দিতে পারেন। আমি আর কিছু বলিতে চাহি না।"

এই সময়ে শকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল—"সাফ কথাটা বলে ফেল না বাপু! যে তুমি এই অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছো।"

চারুদত্ত শকারের দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "তাই ত বলা হয়েছে।"

শকার তখন উল্লসিতচিত্তে বলিল—"শুনুন বিচারপতি! শোন তোমরা সকলে, অপরাধী নিজের মুখেই অপরাধ স্বীকার কচ্ছে। এইবার এর দণ্ড-বিধান হোক।"

বিচারকের কাণেও চারুদত্তের এই আংশিক স্বীকারোক্তির কথা গিয়াছিল। তিনি শোধনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই অপরাধী চারুদত্তকে এখনই বন্দী কর।"

চারুদত্ত তখনই প্রহরীদের হস্তে হত্যাপরাধে অপরাধী বলিয়া, বন্দী হইলেন।

এই সময়ে বসন্তসেনার মাতা অগ্রসর হইয়া জোড় হস্তে বিচারপতিকে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! এ অধিনীর একটা কথা শুনুন। এই ধর্ম্মাত্মাকে

বন্দী করবেন না। এঁর মত সাধু সদাশয় লোক এই উজ্জয়িনীতে নেই। এঁর দ্বারা কখনও এমন নিষ্ঠুর কাজ হতে পারে না। বিধাতা নিজে যাঁকে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি করে এ ধরায় পাঠিয়েছেন, তিনি কখনও একটা নিষ্ঠুর হ'য়ে এমন ঘৃণিত কাজ কর্ত্তে পারেন না। আমার কন্যার মুখে এঁর গুণের কথা আমি অনেক শুনেছি। আমার কন্যা ইহলোকে নাই। আমারই সর্ব্বনাশ হয়েছে, কিন্তু তবুও আমি বলছি—যদি ইনিই আমার কন্যাকে সত্যি সত্যই হত্যা কর্ত্তেন, তা হ'লে আমি ভাবতুম, সে আমার সৌভাগ্য। নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে এমন একটা ভয়ানক চক্রান্ত আছে, যাহা আমরা কেউ ধরতে পারছিনি।"

এই সময়ে শকার বলিয়া উঠিল—"থামনা গো। খুব বক্তৃতা করেছ। অমন সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার বিচারককে উনি কিনা বুদ্ধি দিতে যান। আ মর! মাগী।"

সমস্ত গ্রহ তখন চারুদত্তের বিরুদ্ধে। সুতরাং বিচারক বসন্তসেনার মাতার কথাগুলিকে উন্মাদের প্রলাপ বিবেচনা করিয়া শোধনককে আদেশ করিলেন—"এই বর্ষীয়সীকে আদালতের বাহির করিয়া দাও।"

বসন্তসেনার মাতা প্রহরী কর্ত্তৃক বিদূরিতা হইয়া চারুদত্তের নামোচ্চারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিচারগৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

তখন বিচারক শোধনককে বলিলেন—"এই অপরাধীর অপরাধ নির্ণয়ের ভার আমার উপর। কিন্তু দণ্ড দানের ক্ষমতা রাজার বই আর কাহারও নাই। শোধনক! তুমি এখনই রাজার নিকট এই লিপি লইয়া যাও। সব কথাই আমি ইহাতে লিখিয়া দিয়াছি। আর রাজাকে বলিও, যে এই অপরাধী চারুদত্ত ব্রাহ্মণ। মনুর বিধানে এঁর প্রাণদণ্ড হতে পারে না। তবে ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারে, ইনিও নির্ব্বাসিত হতে পারেন।"

শকার বিচারপতির এই আদেশ শুনিয়া হাস্যমুখে বিজয়দর্পিত ভাবে আদালত গৃহ ত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোধনক রাজদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিচারপতির হস্তে একখানি পত্র দিল। বিচারপতি পত্রখানি পাঠ করিয়া চারুদত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"শোন চারুদত্ত! রাজা লিখিয়াছেন—"যে ব্রাহ্মণ হইয়া অলঙ্কারের লোভে নারী হত্যা করিতে পারে, তাহার কোন মার্জনাই নাই। আমার আদেশ—নিহতা বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি এই নরাধম চারুদত্তের গলায় বাঁধিয়া দিয়া ঢক্কা বাদ্যের সহিত ইহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া যাও। ইহার প্রতি শূলদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছি। নগর বাসীরা এইরূপ নারীঘাতকের দুর্দশা দেখিয়া যাহাতে চৈতন্য লাভ করে, তাহার জন্যই এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিলাম।"

রাজাদেশ শুনিয়া চারুদত্ত ও মৈত্রেয় রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা পালকের আদেশ ত লঙ্ঘন হইবার নয়। চারুদত্তের এই শোচনীয় ও ভীষণ পরিণাম দেখিয়া মৈত্রেয় রাজাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন—"যদি আমি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ হই, সন্ধ্যা গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে যে নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা ব্রহ্মবধ করিতে উৎসুক, তাহার রাজ্য অচিরাৎ উৎসন্নে যাউক! নির্দোষী আদর্শ ব্রাহ্মণের নিরপরাধে প্রাণদণ্ড, হায়! একি ভগবান্ সহ্য করিবেন! হাঃ বিধাতঃ! হাঃ! অদৃষ্ট লিপি! হায় ভবিতব্য!

চারুদত্ত মৈত্রেয়কে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সখা! চিরদিনের জন্য আমাকে বিদায় দাও—এই আমার শেষ আলিঙ্গন!"

চিরদিন অনুরক্ত, অনুগত, ছায়ার ন্যায় অনুসারী, চিরহিতকামী সুহৃৎ, মৈত্রেয়ের শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠরুদ্ধ হইল। নেত্র দিয়া দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল।

বসন্তসেনার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া শকার বলিল
"তোমার এত রূপ বসন্তসেনা ?" (২৩৫ পৃষ্ঠা)

চারুদত্ত মৈত্রেয়ের অশ্রুধারা নিজের উত্তরীয় দ্বারা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"সখে! এ শোকের সময় নয়। এ পৃথিবীতে অত্যাচার, চক্রান্ত, পাপ, শয়তানী, সবই থাকিতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত আজাই দেখিলাম। কিন্তু যে শান্তিময় লোকে আমি যাইতেছি, সেখানে এ সব অত্যাচার নাই। জীবনটা ইদানীং বড়ই অশান্তিকর অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় মানুষের প্রতিকূলতায় আর বিধাতার অনুকূলতায় আমি এক চিরশান্তিময় রাজ্যে চলিলাম, তাহাতে আমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই, যাহারা চক্রান্তজালে ফেলিয়া আজ আমায় নিহত করিতে উদ্যত, যে চক্রান্তে নিরীহ বসন্তসেনা প্রাণ বলি দিল, সেই চক্রান্তকারীরা এক দিন নিশ্চয়ই তাহাদের কৃতকার্যোর জন্য অনুতাপ করিবে! তবে হতভাগিনী বসন্তসেনার জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। হায়! সে যদি আমার প্রতি এতটা আকৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তার এ শোচনীয় মৃত্যু হইত না। শাস্ত্রে বলে—যাহা অতীত তাহা মৃত। তাহার জন্য অযথা শোক অপ্রয়োজন। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা মৃতের সামিল বলিয়া ধরিয়া লও। কিন্তু চিরদিনের অনুরক্ত সোদরপ্রতিম সুহৃদ্ তুমি আমার। আমি চলিলাম, তাহাতে দুঃখ নাই। তুমি রহিলে, ইহাতেই আমার শান্তি ও আনন্দ।—:— "

"মৈত্রেয়! সুহৃৎ! আমার জননীকে, আমার বিপদবার্ত্তা জানাইয়া শোক করিতে নিষেধ করিও। আমার স্থানাধিকার করিয়া তাঁহাকে দেখিও! আর আমার পরিণীতা পত্নী, আদর্শ সতী, আদর্শ রমণী, সেই ধূতা—সে অতি অভাগিনী। আমার মত হতভাগ্যের হাতে পড়িয়া সে ইদানীং বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। তাহাকে দেখিও; আর—আর—আমার জীবনের ধ্রুবতারা—নয়নানন্দকর পুত্র রোহসেন! ওঃ—সে যে আমার সর্ব্বস্ব! সে যে আমার জীবনের জীবন, নেত্রের তারা, চক্ষের দৃষ্টি,

হৃদয়ের স্পন্দন, তৃষ্ণার বারি। তাহাকে যদি পার, একবার শেষ আমায় দেখাও! হা মৈত্রেয়! হা বন্ধো!"

চারুদত্ত আর কিছু বলিতে না পারিয়া মৈত্রেয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে প্রাণবিদারক জলদগম্ভীর স্বরে বিচারক মহাশয় শোধনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বিচারালয় নাট্যশালা নয়। যাও শোধনক। এই চারুদত্তকে রাজাদেশে বধ্যভূমিতে লইয়া যাও।"

শোধনক তখনই বিচারপতির আজ্ঞা পালন করিতে উদ্যত হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রাজপথ লোকে লোকারণ্য। চারুদত্তের মত মহত্ত্ব মণ্ডিত ব্যক্তি অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছেন, এ কথাটা সহজে কেহ বিশ্বাস করিল না। তবে উজ্জয়িনীর আদর্শ ব্রাহ্মণ, চারুদত্তকে রাজাদেশে শূলে চড়ান হইবে, এ সংবাদে উজ্জয়িনীর সমস্ত নরনারী শিহরিয়া উঠিল। তাহারা চারুদত্তের দুঃখে ও শোকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন ও রক্তকরবীর মালায় চারুদত্ত শোভিত হইয়াছেন। গোহ আর চিন্তা নামক রাজচণ্ডালদ্বয় তাঁহাকে বধ্যভূমিতে প্রহরিবেষ্টিত অবস্থায় লইয়া যাইতেছে। এ দৃশ্য দেখিবার জন্য, সমস্ত সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রাজপথে ত লোক ধরে না। পথের দুই পার্শ্বের সমুন্নতশীর্ষক অট্টালিকার অলিন্দ্যে, দ্বারে, চত্বরেও প্রচুর লোকসমাবেশ। অলিন্দ্যের চারিদিকে ক্রন্দনশীলা রমণী-মূর্ত্তি। পথের লোকও হায়! হায়! করিতেছে। আর আর অলিন্দ্য-প্রান্তে দাঁড়াইয়া রমণীগণও চারুদত্তের শোকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। এতই সর্ব্ব উজ্জয়িনী-পূজ্য ছিলেন, সেই আর্য্য চারুদত্ত!

চিন্তা ও গোহ আজন্ম চণ্ডাল-বৃত্তি করিয়া আসিয়াছে। কত অপরাধীকে যে তাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদেরও প্রাণ চারুদত্তের চিন্তা-বিক্ষোভশূন্য মুখমণ্ডল দর্শনে ম্লান ও ভীত হইয়া উঠিল। জীবনে সহস্র সহস্র নরনারী হত্যা করিয়াছে, কিন্তু এজাতীয় দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখে নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে চারুদত্তকে লইয়া যাইবার জন্য জনসঙ্ঘ সরাইবার উদ্দেশে বাদ্যধ্বনি করিতে বলিল।

চণ্ডালদ্বয়ের আদেশে সহসা দামামাধ্বনি হইল। দামামার ভীষণ নাদ শ্রবণমাত্রেই, সেই সংক্ষুব্ধ জনতা স্থিরভাব ধারণ করিল।

গোহ উচ্চৈঃস্বরে জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"নগরবাসিগণ! শোন—শোন। বিনয়দত্তের পৌত্র, সগরদত্তের পুত্র এই চারুদত্ত, বসন্তসেনাকে হত্যা করে. তার গহনা চুরী করেছে। এই জন্য রাজাজ্ঞায় শূলে চড়িয়ে এঁর মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা হয়েছে। তোমরা সকলে এঁর ব্যাপার দেখে সাবধান হও। নারী-হত্যার কি ভীষণ পরিণাম, তা দেখে তোমাদের জ্ঞানোদয় হোক। দেখ্‌তে পাচ্ছ এই চারুদত্ত ব্রাহ্মণ! তবুও আমাদের রাজা একে মার্জ্জনা করেন নি। যখন নারী-হত্যাপরাধে ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড হতে পারে, তখন অপরের পক্ষে আরও ভীষণ দণ্ড ব্যবস্থা হবে। সাবধান! সকলে।"

এই ঘোষণা শুনিয়া জনতার মধ্যে আবার মহা কোলাহল উঠিল। কেহ বলিল—"ব্রহ্মহত্যা! কি ভীষণ কথা! এ রাজ্যে আর বাস করিতে নাই।"

আর একজন নাগরিক বলিল—"এই কলিতে সবই সম্ভব। পিতার কাছে শুনেছিলাম, ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জ্জন. গো-প্রসব, নক্ষত্রপাত, ব্রহ্মহত্যা ও. সাধুলোকের অপমৃত্যু, এ সব চোখে দেখ্‌তে নেই। দেখলে নরকস্থ হতে হয়। চল্ ভাই এখান থেকে চলে যাই।"

আর একজন বলিল—"এ কখনই সম্ভব নয় যে, চারুদত্ত সামান্য অলঙ্কারের জন্য বসন্তসেনাকে হত্যা কর্‌বেন? যাঁর উন্মুক্ত হস্তের দানে এই উজ্জয়িনী গৌরবান্বিত; যে দানের কীর্ত্তি সমগ্র উজ্জয়িনীর বুকে পরিব্যাপ্ত, গরীব-দুঃখীরা যাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয় মনে করে বিছানা থেকে উঠ্‌বার সময় নাম নেয়, তাঁহার বিরুদ্ধে এ ভয়ানক অপবাদ! নিশ্চয়ই কোন ঘোর চক্রান্ত এর মধ্যে আছে।"

আর একজন বলিল—"এ অত্যাচার সহ্য করা যায় না। যে রাজ্যে বিচারক অন্ধ—রাজা ধর্ম্মজ্ঞানহীন, সে রাজ্যের পতন অনিবার্য্য। ঐ দু'বেটা চণ্ডাল, আর ঐ কটা রাজ-প্রহরীকে বধ করে চল ভাই! আমরা এই ধর্ম্মপ্রাণ সাধুশ্রেষ্ঠ চারুদত্তকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য দেশে চলে যাই।"

আর একজন বলিল—"না-না, তা করে কাজ নেই। রাজার সঙ্গে আমরা পেরে উঠ্‌বো কেন? কত শক্তি আমাদের! তোরা নীচের দিকে চেয়ে রয়েছিস্ কেন? একবার উপরের দিকে চেয়ে দেখ্ না। যে উজ্জয়িনীতে, অনাদিলিঙ্গ মহাকাল বর্ত্তমান, যে উজ্জয়িনীতে জাগ্রত মহাকালী রয়েছেন, যে উজ্জয়িনীর প্রত্যেক গৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, যে উজ্জয়িনী দ্বিতীয় বারাণসী, সে পবিত্র নগরে কখনই ব্রহ্মহত্যা হতে পারে না। দেবতাই সদয় হয়ে তাঁর লীলা প্রকাশ করে এই চারুদত্তকে উদ্ধার করবেন।"

আর একজন বলিল—"ইনি যা বলেছেন তাই ঠিক্। কলিতে জাগ্রত দেবতা ত এই ব্রাহ্মণ। মন্ত্রাদি ত সবই ব্রাহ্মণের অধীন। আর দেবতা ত মন্ত্রের অধীন। কিছু ভয় নেই। দশ হাজার শিবলিঙ্গ যে উজ্জয়িনীতে প্রতিষ্ঠিত, দেব-নদী শিপ্রা যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মাহাত্ম্য নিয়ে বিরাজিত, অসংখ্য দেব-মন্দিরে পূতহবির্গন্ধময় হোমশিখা, যেখানে প্রজ্বলিত হয়ে যে পবিত্র নগরীর আকাশতলে, দেবতার পদ-প্রান্তে নিত্য বিলীন হয়, সেখানে কখন ব্রহ্মহত্যা হতে পারে না। তোরা ভাই সকলে মিলে দেবতাকে ডাক। দেবাদিদেব এই উজ্জয়িনী প্রতিষ্ঠাতা মহাকালকে ডাক।"

এই বিরাট্ জন-সংঙ্ঘের একাংশ হইতে তখনই চীৎকারধ্বনি উঠিল—"জয় মহাকালের জয়। জয় ধর্ম্মপ্রাণ চারুদত্তের জয়।"

অমনি জনতার অপর পার্শ্বে সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল—'জয় মহাকালের জয়! জয় চারুদত্তের জয়!"

এ জয়নাদে সেই নরঘাতী চণ্ডালদ্বয়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তাহা হইলেও তাহারা পাষাণ-হৃদয়। সে হৃদয় স্বাভাবিক কঠোরতায় পূর্ণ হইতে বড় বেশী দেরী হইল না। দর্প গাত্রবিলম্বী শ্বাস কলঙ্কের মত, তাহাদের প্রাণের এই ধর্ম্মভয়জনিত কম্পন, তখনই পাপের কঠোরতায় পূর্ণ হইল। তাহারা চারুদত্তকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

চারুদত্ত অবনত মুখে বিমর্ষভাবে এই জনতা ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহার শিয়রে। যমেরও করুণা আছে, কিন্তু এই নিষ্ঠুর রাজা পালক ও তাহার আজ্ঞাধীন এই চণ্ডালদ্বয়ের প্রাণে তিলমাত্র দয়ার লেশ নাই। সুতরাং যাহা নিশ্চয়, যাহা তাঁহার কঠোর ভবিতব্য, যাহা তাঁহার শোচনীয় ভাগ্যলিপি—তাহার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই যাইতেছিলেন। চণ্ডালগণের এই কলঙ্কপূর্ণ ঘোষণা, তাঁহার কাণেই উঠিল না।

তবে তাঁহার মন এক এক সময়ে তাঁহার শিশুপুত্র রোহসেনের জন্য বড়ই কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হায়! সেই সরলপ্রাণ সুকুমারমতি শিশু, সে পিতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না! এত দুঃখ কষ্ট ও ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মধ্যেও সে শিশু এই পিতার মুখের দিকে চাহিয়া পিতৃক্রোড়ে উঠিয়া সহাস্য বদনে দিন কাটাইত। তাহার অবর্ত্তমানে কে সেই বালককে শান্ত করিবে?

চারুদত্ত ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সুহৃৎ মৈত্রেয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন—"ভাই মৈত্রেয়! আমি ত জন্মের মত চলিলাম। আমার কোন অন্তিম বাসনাই নাই। একবার রোহসেনকে আমায় আনিয়া দেখাও। আমি তাঁহাকে শেষ আলিঙ্গন দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া এই জ্বালাময় প্রাণ শীতল করি।"

মৈত্রেয় তাঁহার প্রিয় মিত্রের শেষ অনুরোধ রক্ষার জন্য, রোহসেনকে

কোলে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু জনতার মধ্য দিয়া পথ পাওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই দুষ্কর কাজ হইল।

চারুদত্ত অদূরে তাঁহার শিশু পুত্র রোহসেনকে দেখিতে পাইয়া গোহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ভাই চণ্ডাল! তোমাদের নিকট আমার একটি শেষ অনুরোধ আছে।"

গোহ। আমরা হীন চণ্ডাল, আমাদের কাছে আপনার কি অনুরোধ?

চারুদত্ত। আমার শিশু পুত্র জন্মের মত আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে। কিন্তু এই বিশাল জনতার জন্য সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তোমরা চেষ্টা করিয়া একটু পথ করিয়া তাহাকে আমার কাছে আনিয়া দাও।

চারুদত্তের এই কাতরানতি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, চণ্ডালগণ—জনতা সরাইতে লাগিল।

রোহসেন চারুদত্তের নিকটে আসিয়াই চারুদত্তের কোলে উঠিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিল। চারুদত্ত তখনই তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বার বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। হায় রে! পুত্রস্নেহ-প্রবণ অশান্ত হৃদয়!

রোহসেন কাতর কণ্ঠে আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিল—"কোথায় যাচ্ছ তুমি বাবা আমাদেরে ছেড়ে?"

চারুদত্ত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন—"আমি যাচ্ছি এক নূতন রাজ্যে, সেখানে, পাপ নাই, চক্রান্ত নাই, অবিচার নাই, বিচারের ব্যভিচার নাই, আছে চিরশান্তি। সে রাজ্য দেবতার রাজ্য।

রোহসেন। আমাদের সকলকে সেখানে নিয়ে চলনা বাবা! অ তোমার জন্য কত কাঁদছে, মৈত্রেয় কাকা কত কাঁদছে। আমি কত

কাঁদছি। আমাদের সকলকে ফেলে রেখে, তুমি কেমন করে সেখানে যাচ্ছ বাবা?

চারুদত্ত। ছিঃ— ও কথা বল্‌তে নেই বাপধন আমার!

রোহসেন। তোমার এ রকম লাল কাপড় কেন বাবা?

চারুদত্ত। সেখানে যাবার আগে দেবতার পূজা কর্ত্তে হয়। তাই আমি পট্টবস্ত্র পরেছি।

রোহসেন। পূজা যদি করতে যাচ্ছ—তা হলে এ চণ্ডালরা তোমার সঙ্গে কেন? ওরা যে তোমার পবিত্র ব্রাহ্মণ-দেহ ছুঁয়েছে।

চারুদত্ত। এ রাজ্যের নূতন আইন এইরূপ হয়েছে। যাও— তুমি তোমার মৈত্রেয় কাকার কাছে যাও।

রোহসেন। না—আমি যাব না। তুমি বাড়ী না গেলে আমি কাকার সঙ্গে কখনই যাব না।

একদিকে মৃত্যুর আকর্ষণ। অপর দিকে স্নেহের আকর্ষণ। কিন্তু প্রথমটি যে দ্বিতীয় অপেক্ষা ভীষণ! তাহার প্রবল শক্তিতে যে স্নেহ-মায়া-করুণা ভালবাসা সবই নষ্ট হইয়া যাইবে।

চারুদত্ত আবার পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া, মনে মনে বলিলেন—"হায়! বৎস রোহসেন! জানি না তুই তোর ঐ ছোট হাত খানিতে আমার প্রবল চিতানল নিভাইতে কতটা সক্ষম হইবি? পরলোকে গিয়া নিশ্চয়ই প্রবল তৃষ্ণায় মরিব। কিন্তু তোর অই ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে কত জল ধরিবে বৎস! যে তুই আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিবি।"

রোহসেন পিতার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া কাতরস্বরে বলিল— "চল না বাবা বাড়ীতে ফিরে। বড্ড দেরী হচ্ছে যে।"

এই সময়ে চণ্ডালগণ বলিল—"ঠাকুর! আর কেন? বৃথা মায়ায় আবদ্ধ হয়ে—মৃত্যুর পূর্ব্বে আর কেন কষ্ট পাও? যাদের জন্য কাঁদছো,

একটু পরে তাদের জন্য কাঁদবার শক্তিও তোমার যে থাকবে না। তবে আর বৃথা মায়া বাড়াও কেন? রাজার চাকর আমরা। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজাদেশ পালন কর্ত্তে না পাল্লে—আমাদের যে কঠোর শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হবে।"

রোহসেন পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া পাড়িয়া চণ্ডালদের নিকটে গিয়া বলিল—"ওঃ। এতক্ষণে বুঝেছি। তোমরা আমার পিতাকে মেরে ফেল্‌তে নিয়ে যাচ্ছ। ব্রাহ্মণ-শিশু আমি। তবুও তোমাদের পায়ে ধরি, আমার বাবাকে ছেড়ে দাও।"

গোহ বলিল—"কি করবো বাবা! আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। রাজার হুকুমে তোমার পিতার প্রাণদণ্ড হবে!"

রোহসেন। তোমরা চণ্ডাল! প্রাণিহত্যা তোমাদের ব্যবসা। কখনও দয়ার কাজ করনি। আমার মুখের দিকে চেয়ে একবার না হয় কর। আমার বাবাকে ছেড়ে দাও। আমাকে হত্যা কর।

গোহ চণ্ডাল হইলে কি হয়—রোহসেনের কথায় তাহার চোখে জল আসিল।

এই সময়ে মৈত্রেয় অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অগ্রসর হইয়া, চণ্ডালদের হাত দুটি ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল—"ভাই চণ্ডাল! বসন্তসেনার অলঙ্কার আমার কাছেই পাওয়া গেছে। স্বীকার কচ্ছি আমিই তাকে হত্যা করেছি। বিনা দোষে ওই মহাত্মাকে হত্যা করো না। ব্রহ্মহত্যাই যদি তোমাদের রাজাদেশ হয় তা হ'লে আমিও ত ব্রাহ্মণ! আর আমি ত প্রকৃত অপরাধী। আমায় হত্যা করলে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।"

এমন সময়ে চারুদত্ত চণ্ডালদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রাজার আদেশ যাহা তাহাই তোমরা পালন কর। রাজদ্বারে বিচারকের বিচারে যে ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত, তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কোন

ক্ষমতাই তোমাদের নাই, বা তার পরিবর্ত্তে অপরকে হত্যা করিলে তোমাদেরই জীবন বিপন্ন হইবে। সাবধান!"

চণ্ডালেরা বুঝিল—চারুদত্ত যাহা বলিতেছেন তাহাই ঠিক। সুতরাং তাহারা অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

এমন সময়ে, মহাশক্তিতে সেই জনসঙ্ঘকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নদী-বক্ষ-বাহী তরণীর মত তীব্রবেগে, একজন সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"স্থির হও চণ্ডালগণ! চারুদত্ত হত্যাকারী নহেন। অকারণে ব্রহ্মহত্যার পাতক সঞ্চয় করিও না। স্থির হও! দাঁড়াইয়া একবার আমার কথা শোন।"

এই সম্বোধনকারী আগন্তুক আর কেহই নহে—বৃদ্ধ স্থাবরক। স্থাবরককে সেই ভাবে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, চণ্ডাল সর্দ্দার গোহ বলিল "কে তুমি?"

স্থাবরক হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"আমি স্থাবরক। অই শকারের ভৃত্য।"

গোহ। তুমি আমাদের থামিতে বলিতেছ কেন?

স্থাবরক। এই চারুদত্ত নির্দ্দোষ! বসন্তসেনাকে যে হত্যা করিয়াছে তাহাকে আমি জানি।

গোহ। কে সে?

স্থাবরক। আমার গুণধর মনিব ঐ নরাধম শকার।

গোহ। রাজার শ্যালক?

স্থাবরক। হাঁ—হাঁ—তাই।

গোহ। তুমি কি করিয়া জানিলে?

স্থাবরক। বাগানের মধ্যে আমার মনিব যখন বসন্তসেনাকে হত্যা করে—তখন আমি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছি।

গোহ। তাহা হইলে তুমি বিচারালয়ে গিয়া একথা বল নাই কেন?

স্থাবরক। বলিবার সময় পাইলাম কই! আমার গুণধর মনিব হত্যাকাণ্ডের পরই আমাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়! আর তার চক্রান্তেই—আমি এ পর্য্যন্ত তার বাড়ীতে আবদ্ধ ছিলাম?

গোহ। এখন সুযোগ পেলে কি করে?

স্থাবরক। আমি উপরের যে ঘরে কয়েদ ছিলুম—প্রাণের ভয় না রেখে, সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ি। তাইতে আমার শেকল পর্য্যন্ত ছিঁড়ে যায়। উজ্জয়িনীর সাক্ষাৎ দেবতা ভগবান্ মহাকাল আমায় মুক্তি দিয়েছেন। মুক্তি পেয়েই আমি ছুটে আস্‌ছি!

গোহ ও চিন্তা নামক চণ্ডালদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিল। তাহাদের মনের ভাব এই, "এখন করা যায় কি?"

এমন সময়ে সেই জনতা ঠেলিয়া, আর একজন চণ্ডালদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এ ব্যক্তি আর কেউ নয়—শকার। শকার দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল

শকার- স্থাবরকের সন্নিহিত হইয়া তাহার হাতখান ধরিয়া আদরের সুরে বলিল "স্থাবরক! চিরদিন শিষ্টশান্ত বিশ্বাসী ভৃত্যটী আমার—এ সব জায়গায় কি তোমাকে আসতে আছে? না ব্রহ্মহত্যা দেখতে আছে? চল—চল আমরা বাড়ী ফিরে যাই।"

স্থাবরক উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"না—তা তো বটেই! খুব ধার্ম্মিক তুমি, এই ব্রহ্মহত্যা করাচ্ছে কে? না, আর তোমার কথায় ভুল্‌ছি না। তোমার বাড়ী যমাগার। বসন্তসেনাকে হত্যা করেছ—তার রক্তের দাগ এখনও তোমার হাতে লেগে রয়েছে। আবার তার উপর তুমি এই নিরীহ ব্রাহ্মণ চারুদত্তকে নষ্ট কর্ত্তে চাও? তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। তুমি সব কর্ত্তে পার।"

শকার স্থাবরকের মুখে এই সব কথা শুনিয়া একটু ভয় পাইল। তাহা হইলেও সে বুঝিল, এই স্থাবরককে হাতে রাখা তার নিতান্ত প্রয়োজন। সে ভাবিল রুষ্ট কথার বদলে মিষ্ট কথাতেই একে তৃপ্ত করিতে হইবে।

এই ভাবিয়া সে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"পাগলের মত কি বক্‌ছো তুমি স্থাবরক? চল—চল, আমি তোমায় এখনি প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দেবো।"

স্থাবরক শকারের মুষ্টিমধ্য হইতে সজোরে তাহার হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—"বটে! এত দাতা তুমি! আমায় সোনার মোহর দেবে? একবার এই ছার মোহরের প্রলোভন দেখিয়ে আমায় গুম্ করবার চেষ্টা করেছিলে। তাতে কি তোমার আশা মেটে নাই? ওপরে ঐ আকাশের উপর বসে আছেন—ভগবান্। এই যে পাপে ভরা ইহলোক—ওর ওপারে আছে পরলোক। তুমি ইহলোকের ভয় কর না কিন্তু আমি করি। তুমি নরকের ভয় করো না—আমি করি। দোতোলার ঘরে এই কঠিন লোহশৃঙ্খলে তুমি আমায় বেঁধে রেখেছিলে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, সেই বন্ধনাবস্থাতেই আমি উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছি। তবুও মরিনি। তার কারণ কি জান? ভগবান্ আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কেন জান? এই নির্দোষ ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার জন্য। যাও—যাও—তুমি। আমি এতদিন না বুঝতে পেরে তোমার মত শয়তানের চাকরি করে এসেছি। এখন থেকে আমি এই দয়াময় ভগবানের চাকরি করবো।"

শকার দেখিল—যে স্থাবরককে শান্ত করা বড় সহজ কাজ নয়। সে ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তখন সে অন্য উপায় চিন্তায় ব্যস্ত হইল।

এ দিকে চণ্ডালগণ স্থাবরকের মুখে এই সব কথা শুনিয়া, বিস্মিত-

ভাবে শকারের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি মহাশয়, ব্যাপার কি ?"

উজ্জয়িনীর চণ্ডালগণের নিকটও এই রাজ-শ্যালক শকার অপরিচিত ছিল না। শকার মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তার পর বলিল—"প্রকৃত ব্যাপার কি তোমাদের বল্‌ছি। লোকটা আমার পুরাতন ভৃত্য। হলে কি হবে, এর মতি গতি আজ কাল বড়ই খারাপ হয়েছে। ও আমার একছড়া সোনার হার চুরী করে ছিল। আমি ওকে নগরপালের হাতে সমর্পণ না করে আমার উপরের ঘরে বন্দী করে রেখেছিলুম। কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে এসে আমার নামে এই সব মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। আমি এখনি নগরপালের কাছে গিয়ে ওর যাতে আক্কেল হয়—তার ব্যবস্থা কচ্ছি। রাজার শ্যালক আমি, আমার সঙ্গে চালাকি ?"

চণ্ডালেরা শকারের এই দর্পময় উত্তরে ভয় পাইল। তাহারা শকারের কথাই সত্য বলিয়া ভাবিয়া লইল। স্থাবরকের কোন কথাই তাহারা শুনিল না। তাহারা চারুদত্তকে লইয়া অগ্রসর হইল।

এ দিকে রোহসেন চারুদত্তকে ছাড়িতে চাহিতেছে না দেখিয়া, শকার বলিল—"আঃ কি পাপ! চণ্ডালগণ! তোমরা রাজাদেশ পালন ক এত দেরী কচ্ছো কেন ?"

গোহচণ্ডাল। দেখ্‌ছেন মশাই—ঐ ছেলেটী পথের মাঝে এসে এক বিভ্রাট বাঁধিয়েছে। কিছুতেই ওর বাপকে ছাড়তে চাচ্ছে না।

শকার। ওরও দেখছি মরবার পালক উঠেছে। সহজে কথা না শোনে, তোমরা বাপ-বেটা দুজনকেই শূলে চড়িয়ে দাও। নারী-হত্যা যে বাপ কর্ত্তে পারে, তাকে ঝাড়ে বংশে লোপ করে দিতে হয়।"

এই কথা বলিয়া শকার সেই স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু সে নিশ্চিন্ত-চিত্তে গৃহে ফিরিতে পারিল না। সে যে বসন্তসেনাকে স্বহস্তে হত্যা

করিয়াছে—তাহার জাগ্রত প্রধান সাক্ষী এই স্থাবরক। সে মনে মনে ভাবিল—"বেটাকে সেই সময়ে সাবাড় করিয়া ফেলিতে পারিলেও ভাল হইত। কেনই বা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম? হয় ত হতভাগা সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। দেখি—অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে পারি কি না?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চারুদত্ত বধ্যভূমিতে নীত হইয়াছেন। রাজপ্রহরীদের চেষ্টায় সেই বিশাল জনতাও হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। সেই বধ্যভূমিতে আর কেহই নাই, সওয়ায় চণ্ডালদ্বয়, এক জন রাজপুরুষ ও প্রধান প্রহরী চন্দনক আর এই সকল অনর্থের মূল, সেই নরপিশাচ শকার।

স্থাবরকের কথা শুনিয়া, চারুদত্তের মনে একটা আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু শকারের সহসা আবির্ভাবে, তাঁহার সে আশা লোপ পাইল। তার পর চণ্ডালেরা যখন স্থাবরকের কথায় বিশ্বাস না করিয়া, তাঁহাকে বধ্যভূমিতে আনিল, তখন তিনি সকল বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন—মৃত্যু তাঁহার শিয়রে। এ ভীষণ মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই নাই।

সেই বধ্যভূমিতে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও চারুদত্ত সংসার ভুলিতে পারিলেন না। চিরসুহৃৎ মৈত্রেয়, পতিব্রতা পত্নী ধূতা, কত স্নেহময় পুত্র স্নেহসেন! হায়! আর কয়েক মুহূর্ত পরেই ত জগতের সহিত তাঁহার সকল সম্পর্ক লোপ হইবে। যাহাদের জন্য তিনি এখন কাতর—যাহাদের সহিত জন্মের মত বিযুক্ত হইতে হইবে ভাবিয়া, তাঁহার প্রাণে ভীষণ ঝটিকা উঠিয়াছে।

চারুদত্ত তাঁহার পাপকলঙ্কশূন্য নির্ম্মল হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"আমি মরি, তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু বড়ই যে একটা গভীর কলঙ্ক লইয়া মরিতেছি। যে বসন্তসেনাকে প্রাণের অধিক আমি ভাল বাসিতাম, তাহার হত্যার কলঙ্ক কিনা আমার উপরে! হায়! বসন্তসেনা যদি পরলোক হইতে ইহলোকে আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হইত, ছায়াদেহ

ত্যাগ করিয়া কায়া ধারণের তোমার সামর্থ্য থাকিত—তাহা হইলে হয় ত তুমি সেই দেবনিবাস হইতে নামিয়া আসিয়া, হয়তো তোমার হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিয়া আমার এ নারী-হত্যার কলঙ্ক মোচন করিতে। এস—বসন্তসেনা! সেই পরলোক হইতে নামিয়া আসিয়া একবার বলিয়া যাও যে আমি নির্দোষ। এস—বসন্তসেনা!"

এমন সময় সহসা সেই শ্মশান-ক্ষেত্র-মধ্যে মূর্তিমতী, কায়াময়ী, বসন্তসেনার আবির্ভাব হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—বসন্তসেনা চারুদত্তের পদযুগল ধরিয়া সোৎকণ্ঠা ভাবে বলিতেছে—"এই যে দাসী তোমার কলঙ্ক মোচন করিতে আসিয়াছে। তুমি যে চিরদিনই আমার হৃদয়ের দেবতা। তুমি ডাকিলে আমি কি না আসিয়া থাকিতে পারি প্রভু!"

সেই বধ্যভূমিতে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত-নেত্রে বসন্তসেনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চারুদত্ত ততোধিক বিস্মিত। তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, তাঁহার পাদমূলে যে বসন্তসেনা বসিয়া, সে মর্ত্যলোকের, কি দেবলোক হইতে আসিয়াছে।"

কিন্তু বসন্তসেনা যে তখনও তাঁহার পদযুগ স্পর্শ করিয়া আছে। সে স্পর্শ যে তাঁহার চিরপরিচিত। চারুদত্তের ক্ষণিক মোহ অপসৃত হইল। তিনি বসন্তসেনার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"বসন্তসেনা! বসন্তসেনা! তুমি? তুমি জীবিতা! না—না, আমার কাতর আহ্বান তোমাকেও বিচলিত করিয়াছে। তাই স্বর্গের দেবী তুমি! স্বর্গ হইতে আমার কলঙ্ক মোচনের জন্য নামিয়া আসিয়াছ।"

চারুদত্তের নেত্রে আনন্দাশ্রুধারা। বসন্তসেনার চোখেও বর্ষার বান নামিয়াছে। বসন্তসেনা নিজের অঞ্চল দিয়া চারুদত্তের মুখ মুছাইয়া দিল। তার পর আর্দ্র স্বরে বলিল—"না—আমি মরি নাই। তোমার জন্যই আমি বাঁচিয়া আছি। তোমার অমৃতোৎসভরা এই দেহ আমি কতবার

স্পর্শ করিয়াছি। যে অমৃত স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মৃত্যু হইবে কেন? কিন্তু কান্ত! দেখিতেছি আমার মত হতভাগিনীর জন্যই তোমার এত কষ্ট। এমন কি জীবন পর্য্যন্ত যাইতে বসিয়াছিল।"

চারুদত্ত বিস্মিত মুখে বলিলেন—"তুমি বাঁচিলে কিরূপে?"

বসন্তসেনা। দেবাদিদেব মহাকাল আমায় বাঁচাইয়াছেন। আর আমার জীবনরক্ষার প্রধান উপলক্ষ্য হইয়াছেন—এই মহাপ্রাণ বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্বাহক।

চারুদত্ত বিস্মিত-নেত্রে সম্বাহকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একি? একি? তুমি? সম্বাহক? তুমিই আমার বসন্তসেনাকে বাঁচাইয়াছ?"

সম্বাহক চারুদত্তের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"হাঁ, আমিই আপনার সেই হতভাগ্য ভৃত্য সম্বাহক! বাঁচায় কে কাকে প্রভু? বুদ্ধ-দেবের কৃপায় আমি উপলক্ষ্যরূপে এই দেবীর জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছি।"

তখন বসন্তসেনা শকট-বিভ্রাট হইতে, শকার কর্ত্তৃক পীড়নের সমস্ত কথাই চারুদত্তকে গুছাইয়া বলিলেন। চারুদত্তের নেত্রে আবার আনন্দাশ্রু-ধারা বহিল।

এই অদ্ভুত দৈব-সৃজিত ঘটনায় সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। পাপিষ্ঠ শকার মহা বিভ্রাটে পড়িয়া প্রাণভয়ে সেখান হইতে পলায়ন চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময়ে রাজপুরুষ আদেশ করিলেন—"ধর ঐ শয়তানকে! এই বসন্তসেনার হত্যাকারী।"

চণ্ডালদ্বয় এই ব্যাপারে বড়ই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল। শকারের উপর তাহাদের বড় একটা ভয় ভক্তি ছিল না। রাজপুরুষের আদেশ পাইয়া, তখনই তাহারা শকারকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

রক্তসেনা ত্বরিত গতিতে বধ্যভূমির চিহ্নস্বরূপ, সেই রক্তজবার মালা খুলিয়া লইয়া শকারের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—"যদি এ রাজ্যে ধর্ম্ম থাকে, ন্যায় থাকে, ন্যায়বিচার থাকে, তাহা হইলে এখনই তোমরা এই নরকুলের পশু শকারকে শূলে চড়াও।"

শকার বসন্তসেনার রৌদ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে তাহার পদমূল বসিয়া যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিল—"ও গো! এক দিন প্রেমের দায়ে তোমার পায়ে ধরিয়াছিলাম, আজ প্রাণের দায়ে ... । তোমায় হত্যা করিব না। তুমি আমায়

... সেই বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিয়া বলিল—"জয় জয় ধর্ম্মের জ ... 'আর্য্য, আমি উজ্জয়িনীর নূতন আপনাকে ম... বিতে আসিয়াছি।"

... বলিলেন—"নূ... ? আর্য্যক? সে কি? ...লেন? কে তুমি?

আমি মহাত্মা আর্য্যকের প্রতিনিধিরূপে এখানে ...আর্য্যক নিজের দল পুষ্টি করিয়া সসৈন্যে সেই ...র রাজপুরী বেষ্টন করেন। রাজা তখন যজ্ঞ... ...য়া আর্য্যক সেইখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে নিহত ...কার করিয়াছেন। আর আপনাকে তিনি ...য়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শুনিয়া চারুদত্ত বিস্ময়মগ্ন হইলেন। এ সব ঘটনা যেন তাঁহার চক্ষে স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

হতভাগ্য শকার বুঝিল, যে পালকের মৃত্যুতে তাহার আশ্রয়তরু সমূলে ...পাটিত হইয়াছে। তখন সে চারুদত্তের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ

নেত্রে বলিল—"মহাত্মা চারুদত্ত! উজ্জয়িনীপূজ্য চারুদত্ত! আজ বুঝিলাম—ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিষ আছে। যাহার শক্তি অতি তীব্র, যাহার গতি অতি সূক্ষ্ম। আমি শয়তান! কাপুরুষ! মহাপাপী! কিন্তু আপনি চিরদিনই করুণার প্রস্রবণ! যাঁর করুণায় আজ উজ্জয়িনী উজ্জ্বলিত, যাঁর যশোগীতি উজ্জয়িনীর প্রত্যেক চত্বরে—যিনি আজ রাজ্যেশ্বর। তাঁর কাছে আমি জীবন ভিক্ষা চাহিতেছি।"

চারুদত্তের করুণ হৃদয় শকারের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইল। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"শকার! তুমি অনুতপ্ত! তোমায় ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আমার কাছে তুমি ধরিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে কোন অপরাধই কর নাই। এই বসন্তসেনাকে তুমি হত ছিলে। তাঁহারই নিকটেই মার্জ্জনা ভিক্ষা কর।"

শকার চারুদত্তের পা ছাড়িয়া বসন্তসেনার

বসন্তসেনা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"যিনি ক্ষমাগুণের আদর্শ—যিনি অত্যাচারীকে মার্জ্জনা তুমি যাঁহাকে বিনা দোষে শূলে চড়াইতে যখন তোমায় মার্জ্জনা করিয়াছেন—তখন স্বচ্ছন্দে তুমি চলিয়া যাও। আর কখন দেখাইও না।"

শকার বন্ধনমুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছ শারমেয়ের ছুটিয়া পলাইল।

চন্দনক এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াই চারু সংবাদ দিতে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে গিয়া সে "স্বামীর নিশ্চয় মৃত্যু জ্ঞান করিয়া পতিপ্রাণা ধূতাদেবী চিতারোহণে উদ্যত হইয়াছেন।"

চন্দনক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া চারুদত্তকে এই বিপদ্ সংবাদ দিল।

আর চারুদত্ত ও বসন্তসেনা এই ভীষণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই ক্ষণমাত্র সেখানে বিলম্ব না করিয়া—ধূতাদেবীকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিলেন।

[illegible]াটিত [illegible]।

শেষকথা।

চারুদত্ত অতি দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে প্রজ্বলিত লেলিহানজিহ্ব ভীষণ চিতা মহাশব্দে গর্জ্জিতেছে। মুক্তকেশা লোহিত-পট্টবস্ত্র-পরিহিতা পূত-দেহা ধূতাদেবী অশ্রুপূর্ণনেত্রে চিতা প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আর বালক রোহসেন তাঁহার আঁচল ... আর বলিতেছে—"আয় মা ঘরে আয়।"

চারুদত্ত তখনই ধূতার সম্মুখস্থ হইয়া, তাঁহাকে ... লইয়া বলিলেন—"সাধ্বি! ক্ষান্ত হও! আমি ম... দৈব-প্রেরিত এই বসন্তসেনা আমার জীবন রক্ষা ক... বসন্তসেনা তোমায় চিন... ...নার জন্য আমার সঙ্গে আ...

চারুদত্ত সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা ধূতাকে খুলি... নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ব... করিয়া বলিলেন—"ভগ্নি! আজ তুমি আমার ... তোমারই জন্য আমার সীমন্তের সিন্দুর ও হাতের ... সহোদরার মত চিরদিনই তুমি আমায় স্নেহ করিও ...

বসন্তসেনা ধূতাদেবীর চরণ-স্পর্শ করিয়া বলিলে... পবিত্র চরণ-স্পর্শ করিবার অধিকার আমার নাই ... কৃপাটুকু করিবেন, যেন ও চরণ হইতে কখনও না ...

শোকের মহাঝটিকার অবসান হইল। চারুদত্ত ... বসন্তসেনা তিন জনেরই চক্ষে আনন্দাশ্রু-ধারা বহিল। যে স্থানে একটু পূর্ব্বে ধূতাদেবীর চিতা রচনা হইয়াছিল, তখনই সেই মহাশ্মশানে দেব-নিবাসের সুরভি বহিল।

রোহসেন মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধ... বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"মা! মা! উনি কে মা?"

ন করিয়া বলিলেন, "উনি তোমার মা! যাও

ক্রোড় হইতে নামিয়া বসন্তসেনার কোলে উঠিয়া
র মা! তুমি স্বর্গ হইতে না আসিলে আমার
পাইতাম না।"

। মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"বাবা! রোহসেন
যোগ্য নই। আমি তোমার পিতা ও মাতার
বাপ এখন রাজা, তোমার গর্ভধারিণী এখন
। চরণসেবা করিয়া ও তোমায় কোলে লইয়া

হাস্যমুখে, একসাজি পুষ্প লইয়া সেই স্থানে আসিয়া
াইয়া দিয়া বলিলেন—"ধূতাবতীর নূতন সন্তান
পাঞ্জলি দিয়া অভিষেক করিতেছি।"
বক্ষমধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"আর তুমি
কেমন কি না সখা।"
ক লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আর্যা! আমি এক নূতন

লিলেন—"তোমার ঐ নূতন মা কেবল মা নহেন।"

। শরতের মেঘের মত সে দুর্দ্দিন উড়িয়া গেল।
অধিকার করিল। মৃত্যুর কালছায়ার স্থান শুভ্র-
হইল। বিষাদের স্থানে আনন্দ অধিকার করিল। ঐ
। আখ্যায়িকারও শেষ যবনিকা নিপতিত হইল।

সম্পূর্ণ।